রঙ্গপুর
সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

চতুর্থ ভাগ।

সম্পাদক
শ্রীপঞ্চানন সরকার এম্,এ, বি,এল্।
রঙ্গপুর।

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ কার্য্যালয় হইতে সম্পাদক কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

প্রিণ্টার—আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়
মেট্‌কাফ্ প্রেস,
৭৬ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।
১৩১৬ বঙ্গাব্দ।

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা

চতুর্থ ভাগের সূচী।

১৩১৬ বঙ্গাব্দ।

শ্রীমহিমারঞ্জন রায়চৌধুরী

১৭ নং চিত্র।

রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের সভাপতি

স্বর্গীয় রাজা মহিমারঞ্জন রায়চৌধুরী ।

জন্ম—২২শে মাঘ ১২৬০ সাল, মৃত্যু—২০ চৈত্র ১৩১৫ সাল।

(১৩১৬, ১ম সংখ্যার ১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।)

মেট্‌কাফ্‌ প্রেসে মুদ্রিত।]

রঙ্গপুর
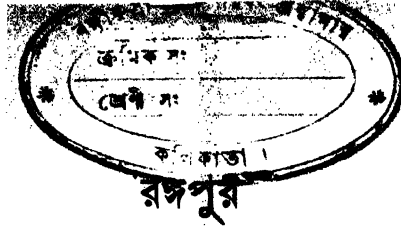
সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের চতুর্থ সাংবৎসরিক অধিবেশনে

সভাপতির অভিভাষণ।

১১ আষাঢ়, ১৩১৬ বঙ্গাব্দ।

আমি যখন আপনাদিগের সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয়ের পত্র পাঠ করিলাম, তখন মনে হইল যে "কাহার পত্র খুলিলাম"? তাই খামখানি আবার পাঠ করিলাম দেখি, সেই ফলা বানান শূন্য সহজ নামটি—আমারই নাম। তখন ভাবিলাম সম্পাদক মহাশয় নাম লিখিতে ভুল করিয়াছেন। অথবা মৃত্যুঞ্জয়-লিখিতে-অশক্ত বালক যেমন হলধর লিখিয়া বসে, তেমনি বোধ হয় বানানের ভয়ে সম্পাদক মহাশয় আমার সহজ নামটী শিরোনামা লিখিয়া থাকিবেন। যাহা হউক তাঁহার পছন্দের দোষ দেওয়া যায় না। কারণ গত বাৎসরিক অধিবেশনে স্বনাম খ্যাত প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীমান্ অক্ষয়কুমার আপনাদিগকে যে পর্য্যাপ্ত সাহিত্যিক আহার দিয়া গিয়াছেন, তাহার পর একটু টক্ আপনারা সকলেই ইচ্ছা করিতে পারেন। তাই একটা টকীয় সভাপতি আপনাদিগের অসাময়িক হইবে না। কিন্তু এ টক্ করমচা ইহা অতি ক্ষুদ্র, অতি হেয়; ইহাতে কোন সার পাইবেন না।

এবার বড় দুর্দ্দিনে আপনারা সাহিত্য-ক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছেন। কেবল যে যুক্ত বঙ্গের অবস্থা বিবেচনায়, দুর্দ্দিন বলিতেছি তাহা নহে। আমাদিগের পক্ষে গত বৎসর বিশেষ দুর্দ্দিন। সেই পুণ্যশ্লোক মহাত্মা, যিনি উত্তরবঙ্গের উজ্জ্বল নক্ষত্র স্বরূপ আমাদিগকে পথ প্রদর্শন করিতেছিলেন, যিনি সমস্ত বঙ্গের আদর্শ ভূম্যধিকারিরূপে ধনাঢ্য-গণকে অর্থের সদ্ব্যবহার শিখাইতেছিলেন, সেই মহিমান্বিত রাজা মহিমারঞ্জন বঙ্গদেশ অন্ধকারে ডুবাইয়া অস্তমিত হইয়াছেন। তাই বলিয়াছি এ বৎসর আমাদিগের বিশেষ দুর্দ্দিন। সাহিত্যানুরাগী পণ্ডিত মহেশচন্দ্র তর্কচূড়ামণি, মহেশচন্দ্র সরকার, হরিশ্চন্দ্র রায়, খগেন্দ্র নারায়ণ দাস এবং মহেন্দ্র নাথ সরকার। ইঁহারাও আমাদিগকে গত বর্ষ মধ্যেই একে একে পরিত্যাগ করিয়া অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন। তাই এই সভা সেই পরলোকগত মহাত্মাদিগের অভাবে আজি গভীর শোকাকুল। কিন্তু বিধাতার রাজ্যে কিছুই অমঙ্গল-জনক নহে। তাই আপনাদিগকে শোকের বেগ সংবরণ করিতে অনুরোধ করি। রাজা মহিমারঞ্জন যে সাহিত্যিক একাগ্রতা ও জীবন-ব্যাপী অনুশীলনের মহৎ দৃষ্টান্ত রাখিয়া

সেই স্মৃতি এতদ্দেশীয় ধনীদিগকে উৎসাহিত করিবে, সেই দৃষ্টান্ত তাঁহাদিগকে উত্তেজিত করিবে, একের স্থলে শত শত জন্মগ্রহণ করিয়া মুক্ত হস্তে সাহিত্যের উন্নতি সাধনে যত্নবান হইবেন, এই আশা হৃদয়ে পোষণ করতঃ আমরা গত বৎসরের গভীর শোকাবেগ সংবরণ করিব। বিধাতা এই আশা পূর্ণ করুন।

অদ্য আমরা সাহিত্য-সভায় মিলিত হইয়াছি। জলবিন্দু মিলিত হইয়া মহা-সমুদ্র গঠিত করে; ধূলি-কণা মিলিত হইয়া অত্যুচ্চ অচলরাজি প্রস্তুত করে। আমরা কি তাহা পারিব না? যাহার যাহা আছে, তাহা লইয়াই মিলিত হইব। "আমি সাহিত্যিক নহি, আমি পণ্ডিত নহি, এ সভায় আমার স্থান নাই" এমন যেন কেহই মনে করেন না। যিনি ধনী, তিনি ধন দিয়া, যিনি জ্ঞানী, তিনি জ্ঞান দিয়া, যিনি সবল, তিনি বল দিয়া, যিনি গ্রন্থী, তিনি গ্রন্থ দিয়া, যিনি যে ভাবে পারেন, সেই ভাবেই সাহিত্যের উন্নতি সাধনের সহায়তা করুন। সাহিত্য ভিন্ন মানবজাতির জ্ঞানোন্নতির উপায়ান্তর নাই। যেমন ব্যক্তিগত উত্তরাধিকার আছে, ব্যক্তি যেমন পূর্ব্ব পুরুষগণের নিকট দেহ ও মনের উপাদান সকল প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তেমনই সামাজিক উত্তরাধিকারও প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। সমাজও পূর্ব্বগামীদিগের নিকট হইতে জ্ঞানের উত্তরাধিকারী হইয়া থাকে। এক পুরুষে যে সকল জ্ঞান সঞ্চিত হয়, তাহা লিপিবদ্ধ হইয়া পরবংশীয়গণকে সেই জ্ঞানের অধিকারী করে। পূর্ব্ববর্ত্তিগণের জ্ঞানের উত্তরাধিকারিত্ব বশতঃ পরবংশীয় এক ব্যক্তি নহে, দুই ব্যক্তি নহে, সমস্ত সমাজই মোটের উপর লাভবান হয়। এই সামাজিক উত্তরাধিকার না থাকিলে, মানব আজি যেরূপ উন্নত হইয়াছে, তাহা কখনই সম্ভব হইত না। মানব, মানব নামেরই যোগ্য হইত না। সাহিত্য ভিন্ন এই সামাজিক উত্তরাধিকারিত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতেই পারে না। তাই সাহিত্য মানব-সমাজের উন্নতির প্রধান হেতু, সাহিত্যালোচনা মানবীয় উন্নতির প্রধান হেতু, সাহিত্যালোচনা মানবীয় উন্নতির প্রধান সম্বল।

কিন্তু সাহিত্য উপায় মাত্র, উন্নতিই উদ্দেশ্য। আমরা মানব, সুতরাং মানবীয় উন্নতিই উদ্দেশ্য। অন্য সকলই তাহার আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান মাত্র। পরমার্থতঃ দেখিতে হইলে, বন্ধ-মুক্তিই মানব জন্মের একমাত্র লক্ষ্য; আর ভগবদ্ জ্ঞানই বন্ধ-মুক্তির একমাত্র পন্থা। কিন্তু ভগবানকে চিনিব কেমন করিয়া? অনেকেই এ প্রশ্নকে বড়ই কঠিন মনে করেন; কিন্তু তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে ইচ্ছা করি যে, তাঁহারা আমাকে চিনেন কেমন করিয়া? আমার কথা শুনিয়া, আমার কার্য্য দেখিয়া, আমার কথায় কার্য্যে তুলনা করিয়া। ভগবদ্ জ্ঞান সম্বন্ধেও ঠিক্ তাহাই। ইহাতে নূতন পন্থা কিছুই নাই। বেদ, বাইবেল, কোরাণ, জেন্দাভেস্তা প্রভৃতি তাঁহার বাক্য; জগৎ ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার কার্য্য। তাই বেদাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন, জগতের বিবিধ বিভাগের বৈজ্ঞানিক আলোচনা এই দুই-ই ভগবদ্ জ্ঞান লাভের পথ। বেদাদি শাস্ত্রাধ্যয়নে মন সংযত ও পবিত্র হইবে, তৎপর ধূলি কণা হইতে জ্যোতিষ্ক পর্য্যন্ত, তৃণ হইতে মানব পর্য্যন্ত, সকলই বুঝিতে হইবে, সকলই জানিবার চেষ্টা

করিতে হইবে। নচেৎ তাঁহার কার্য্যকে উপেক্ষা করিলে, তাঁহার জ্ঞান লাভের পন্থা সুগম হইবে না। অবশ্য, তিনি স্বীয় লীলাবশতঃ কাহারও জ্ঞান পথে স্বয়ং আবির্ভূত হন, সে ত সৌভাগ্যের কথা। কিন্তু সে সৌভাগ্য ক'জনের ঘটে? তাই মানব সমাজের পক্ষে আপ্তবাক্য ও বিজ্ঞানালোচনা ভিন্ন মানব জন্মের সফলতা নাই, ইহা নিশ্চিত।

তৈত্তিরীয় উপনিষৎ বলেন,

কিন্তু সাধু অধ্যয়ন, অধ্যয়ন অধ্যাপন,
যেন তব জীবনের হয় মহাব্রত;
তাহা হ'তে চিত্তশুদ্ধি হইলে মার্জ্জিত বুদ্ধি,
তত্বজ্ঞানে তাহা হ'তে হইবে উন্নত।

ভগবদ্বাক্যের সহিত তাঁহার কর্ম্ম, অর্থাৎ জগৎকে মিলাইয়া বুঝিলে ঐ বাক্য বিশদরূপে হৃদয়ঙ্গম হয়, জ্ঞান পরিষ্কৃত ও নির্ম্মল হয়। তাই জগদ্ব্যাপারের বৈজ্ঞানিক আলোচনা করা অত্যাবশ্যক। কিন্তু ইহা বলা যত সহজ, কার্য্যে পরিণত করা তদ্রূপ নহে। তথাপি নিরাশ হইবার কারণ নাই। অনন্ত জগৎ, অনন্ত জগদ্ব্যাপার। ইহার যিনি যতটুকু অধিকারী, তিনি যদি তাহাতেই মনোনিবেশ করেন, আর মূল উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আলোচনা করেন, তাহা হইলেই কিছু-না-কিছু ফললাভ অবশ্যই করিবেন; সে বিষয়ে কোনই সন্দেহের কারণ নাই।

কিন্তু মূল উদ্দেশ্য কি? বন্ধ-মুক্তি; সুতরাং আত্মজ্ঞান। মানব, মানবকে চিনিবার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করিবে। যিনি যাহাই আলোচনা করুন, মানবকে চেনাই তাঁহার প্রথম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। ভগবানের অঙ্গুলিনির্দ্দেশ সর্ব্বদা নেত্র-পথে স্থাপিত রাখিয়া মানবকে বুঝিতেই যত্নবান হওয়া উচিত। নতুবা কোন আলোচনাই সফল হইবে না।

কিন্তু মানবকে বুঝিতে হইলে শুধু মানব-তত্বের আলোচনায় বিশেষ ফল লাভের আশা করা যায় না। মৃত্তিকা, জলবায়ু, পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ, গ্রহ নক্ষত্র, বৃক্ষ লতা, নদী, সমুদ্র—এক কথায় সমস্ত প্রকৃতিকে না বুঝিলে মানবকে বুঝা যায় না। মানব সমস্ত প্রকৃতির সহিত একসূত্রে গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে। পরন্তু তাহা হইতে পৃথক করিয়া মানবকে বুঝিবার উপায় নাই। দেখুন, পার্ব্বত্য দেশের, সমুদ্রতটের, মরু প্রদেশের, হিংস্র-জন্তু-বহুল, অথবা কীট-পীড়িত, অথবা জঙ্গলাকীর্ণ স্থানের অধিবাসীদিগের মধ্যে দেহগত, চরিত্রগত প্রভেদ কত! তাই বলিতেছি, মানবকে চিনিতে হইলে, সমস্ত প্রকৃতিকে জানা চাই। যে সকল শাস্ত্র জীব ও জড় প্রকৃতির আলোচনা করে, যথা বস্তুতত্ব, শক্তিতত্ব, ভূতত্ব, জীবতত্ব, জ্যোতিষ ইত্যাদি; সেই সকল শাস্ত্রের আলোচনা ও তাহার অনুশীলন না করিয়া

---

* উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী ১৬৯ পৃষ্ঠা।

মানবতত্ত্বের আলোচনা করা যায় না। মানবকে বুঝাও যায় না। আর সমাজবদ্ধ মানবকে বুঝিতে হইলে, তাহার জীবন সংগ্রাম, তাহার বিভিন্ন শাখার সংঘর্ষ ও যোগ্যতমের জয় লাভ, তাহার সামাজিক দেহ ও সামাজিক মনের বিবর্ত্তন—এ সকল বুঝিতে হইলে, ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, এমন কি কাব্যশাস্ত্রেরও আলোচনা না করিয়া মানবকে বুঝিবার আশা করা সঙ্গত হয় না। তাই এই সকল শাস্ত্র, এই সকল সাহিত্য আমাদিগের অনুশীলনীয়। কিন্তু সকল শাস্ত্রই মানবতত্ত্বের অর্থাৎ মানব দেহের ও মানব মনের বিবর্ত্তনের ইতিহাস স্বরূপে আলোচিত হওয়া উচিত। অধ্যাপক রে ল্যাংকেষ্টার ইতিহাসের বিষয় বুঝাইতে গিয়া এই কথাই স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করিয়াছেন। * ইহা কদাচ বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে। সাহিত্যকে কেবল সৌন্দর্য্য-উপভোগের লোয়াজিমা মনে করা অতীব অসঙ্গত; সাহিত্যকে উপকারিতার দিক হইতে মানব জাতির পরমবন্ধু মনে করা উচিত। তাই সাহিত্য আলোচনা আমাদিগের প্রধান লক্ষ্য হওয়া কর্ত্তব্য, আর এই দিক হইতে আলোচনাই প্রকৃষ্ট আলোচনা, ইহা সম্যক্ রূপে হৃদয়ঙ্গম করা অত্যাবশ্যক।

কিন্তু এই উন্নত জ্ঞানের দিক হইতে সাহিত্যকে আলোচনা করা সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে। পারমার্থিক দিক হইতে সাহিত্যকে অনুশীলন করা সকলের প্রকৃতির অনুরূপ নহে, তাই অনেকের পক্ষেই দৈনন্দিন জীবন ব্যাপারের, ব্যক্তিগত ও সামাজিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের স্বচ্ছন্দ আরাম বিরামের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াও সাহিত্যকে আলোচনা করা বিধেয়। সমাজকে ধন-ধান্যে, সুখ-স্বাস্থ্যে, বল-বিক্রমে এবং গৌরব ও মহিমায় পূর্ণ করিয়া তুলিতেও সাহিত্য আমাদিগের প্রধান সহায়। বর্ত্তমান সময়ে একথা বিস্তৃত করিয়া বলা নিষ্প্রয়োজন। ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন যে বস্তু-তত্ত্ব, শক্তিতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, জীবতত্ত্বের জ্ঞান না থাকিলে কোন জাতিই জগতে সু-প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। জ্ঞানই শক্তি। বস্তুতত্ত্বের জ্ঞান লাভ করিয়া বিবিধ বস্তুকে সমাজের প্রয়োজন-সাধনোপযোগী করিয়া লওয়া যায়; শক্তিতত্ত্বের জ্ঞান লাভ করিয়া প্রকৃতির শক্তিকে আপন আয়ত্ত করতঃ জীবন-ব্যাপারের অনুকূল করা যায়। এইরূপেই বর্ত্তমান ইউরোপ আমেরিকা ও জাপান বিবিধ বিজ্ঞানের অনুশীলন করিয়া ধনে বংশে বাড়িয়া উঠিতেছে, মানব সমাজে সুগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, ধরাতল ছাইয়া ফেলিতেছে। বিবিধ রাসায়নিক দ্রব্য, বিবিধ শিল্প বাণিজ্য, বিবিধ শক্তি চালিত যন্ত্র, এ সকল নানারূপ অর্থাগমের ও সুখ বিধানের নিমিত্তও আবশ্যক। কিন্তু উহা বিজ্ঞানালোচনা ভিন্ন হয় না। তাই বিজ্ঞান যে মানবকে কেবল পারত্রিক মঙ্গলের পথই প্রদর্শন করে তাহা নহে, ঐহিক উন্নতিরও প্রধান সহায়। যিনি যেরূপ অধিকারী তিনি সেই ভাবেই ইহার সাধনা করিবেন। সাধনা ভিন্ন সিদ্ধির আশা নাই। যদি নির্ধনকে ধনবান করিতে চাও, যদি দুর্ব্বলকে

* Kingdom of man pp 57—8.

সবল করিতে চাও, যদি রুগ্নকে সুস্থ করিতে চাও, যদি সুখে স্বচ্ছন্দে জগতে প্রতিষ্ঠিত হইতে চাও, বিজ্ঞানের পদাশ্রয় গ্রহণ করিতেই হইবে, ইহাতে মতান্তর নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মানবের উন্নতিই আমাদিগের প্রধান লক্ষ্য আর বিজ্ঞান আলোচনাই তাহার প্রধান সহায়। তাহা না করিয়া কেবল সর্ব্বদা পরমুখাপেক্ষায় থাকিলে কিছুই ফল নাই।

কিন্তু সাহিত্য সভায় বিজ্ঞান কেন? কেহ কেহ মনে করেন, কেবল কাব্য অলঙ্কারই সাহিত্য নামের অধিকারী। আমি তাঁহাদিগের সহিত একমত হইতে পারি না। তাঁহাদিগের মত সঙ্গত হউক বা অসঙ্গত হউক, আমি এই মত স্বীকার করিতে অক্ষম। আমার মনে হয় যে "কেবল কাব্যই সাহিত্য, আর সৌন্দর্য্য সৃষ্টিই কাব্যের উদ্দেশ্য" ইহা অপেক্ষা অমঙ্গলজনক মত আর নাই। এই মত দীর্ঘকাল হইল আমাদিগকে অধঃপতনের দিকে লইয়া যাইতেছে; ইহার পরিণাম কি, তাহা বুঝিতে আর বাকী নাই। যাহা হউক, আমি সাহিত্যকে মানবের "সর্ব্ব প্রকার জ্ঞানের লিখিত বিবরণ," বলিতে ইচ্ছা করি। সাহিত্য মানব মনের ভাব প্রকাশ করে। মনের সর্ব্ব প্রকার ভাবই, জগতের সর্ব্বপ্রকার সত্যই ইহার অন্তর্ভূত। তাহার মধ্য হইতে কোন নির্দ্দিষ্ট প্রকার ভাব কি নির্দ্দিষ্ট প্রকার সত্যকে সাহিত্যের মধ্যে স্থান দিয়া অবশিষ্টগুলিকে বর্জ্জন করিবার কোন অধিকার নাই। সর্ব্ব প্রকার ভাবেরই লিখিত বিবরণকে সাহিত্য নামে অভিহিত করিয়া বৈজ্ঞানিক সাহিত্যকেই আমাদিগের এই সভার প্রধান আলোচ্য করা হউক। ইহাই আমার বক্তব্য। *

কিন্তু আমাদিগের দুর্ভাগ্য বশতঃ এ জগতে সকলই ব্যয়সাধ্য। অর্থ ভিন্ন কোন কর্ম্মই হয় না। মুদি হইতে বৈজ্ঞানিক পর্য্যন্ত সকলেই সর্ব্বদা হাত পাতিয়াই আছে। বিশেষতঃ বৈজ্ঞানিকের উদর গহ্বর অতীব বিস্তীর্ণ, আর যেমন বিস্তীর্ণ তেমনই গভীর। এই দরিদ্র দেশে অর্থ যুটিবে কোথায়? এ যে সেই বীজ বৃক্ষের সমস্যা আবার উপস্থিত। বীজ হইতে

---

* "সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের লিখিত বিবরণ" অর্থে সভাপতি মহাশয় "সাহিত্য" শব্দ ব্যবহার করিতে চান। "রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ" সাহিত্য শব্দের এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। বগুড়া উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনীর সভাপতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় "সাহিত্য" শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বোধ হয় তাঁহার ব্যাখ্যা ইহা হইতেও অধিকতর প্রসারসম্পন্ন। সাহিত্য শব্দের এইরূপ ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করিয়াই রঙ্গপুর পরিষৎ কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ। পুরাতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, শিল্পতত্ত্ব প্রভৃতি সকল প্রকার জ্ঞানচর্চ্চাই এই পরিষদের উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু মানবতত্ত্বের আলোচনার জন্য মানবমনের বিবর্ত্ত-বিলাসের ভিন্ন ভিন্ন পর্ব্বের এবং মানবমনের ভিন্ন ভিন্ন ভাব প্রবাহের সংঘর্ষের নিদর্শন প্রদর্শক পুরাতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, কাব্য, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনায় এখন অধিকতর মনোযোগ দিয়াছেন। পরিষৎ আশা করেন, এই সমস্ত বিষয় আলোচনা দ্বারা তিনি দেশে আত্মগৌরব ও কর্ত্তব্য বিবেক জাগাইয়া তদ্দ্বারা জ্ঞানলিপ্সা অনুসন্ধিৎসা প্রভৃতি সর্ব্ববিজয়িনী আত্মশক্তি উদ্বুদ্ধ করিবেন। তদ্দ্বারা নির্ম্মল ও প্রাপ্ত-প্রাধর্য্য দৃষ্টিজ্ঞান বিজ্ঞানচর্চ্চার প্রতি স্বতঃই আকৃষ্ট হইয়া পড়িবে।

পরিষৎ ভাষাতত্ত্ব পুরাতত্ত্ব প্রভৃতির দিকে অধিকতর মনোযোগী বটে। কিন্তু তাহার দৃষ্টি শিল্পবিজ্ঞানচর্চ্চার বহির্ম্মুখী নহে। উত্তরবঙ্গের শিল্পের বিবরণ ইতিহাস, সংগ্রহ এবং উন্নতির উপায় নির্দ্ধারণ জন্য পরিষৎ ...., টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তৎপথে অগ্রসর হইয়া কেহই পরিষৎকে ধন্য করিলেন না। অর্থহীন শিশু পরিষৎ আর অধিক কি করিবে!

পত্রিকা সম্পাদক।

বৃক্ষ, আবার বৃক্ষ হইতে বীজ, তদ্রূপ অর্থ সাহায্যে বিজ্ঞানালোচনা, আবার বিজ্ঞানালোচনায় অর্থ লাভ। এ সমস্যার উপায় কি? উপায় সেই চিরপ্রচলিত উক্তির অনুসরণ। "নিরাশ্রয়া ন জীবন্তি পণ্ডিতা বনিতা লতা"। একথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে। বিক্রমাদিত্যের আশ্রয়ে নবরত্ন, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয়ে ভারত-চন্দ্র প্রভৃতি ইহারই দৃষ্টান্ত স্থল। সাহিত্যসেবিগণ চিরদিনই ধনবানের আশ্রয়ে পুষ্ট হইয়া আসিতেছেন। ধনীর ধনের উপর তাঁহাদিগের দখলি স্বত্ব বর্ত্তিয়াছে। কিন্তু ধনিগণ অনেকেই এখন সে কথা বিস্মৃত হইতেছেন। পুণ্যশ্লোক মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র, রাজা যোগেন্দ্র নারায়ণ রায় রাও সাহেব এবং স্বর্গগত রাজা মহিমারঞ্জন, মহারাজ রাধাকিশোর দেব মাণিক্য বাহাদুর, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, রাজা শ্রীযুক্ত প্রভাত চন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর শ্রীযুক্ত তারক নাথ পালিত, শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মল্লিক প্রভৃতি দুই চারি জন ব্যতীত এতদ্দেশে সাহিত্য সেবার নিমিত্ত অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতে আর প্রায় কাহাকেও দেখা যায় না। এখন বিলাসিতাই অনেকের প্রধান আলোচ্য হইয়াছে। ধনিগণ জমিদারী, তেজারতী, ব্যবসা বাণিজ্য হইতে যে অর্থ লাভ করেন তাহার শতাংশের একাংশও যদি দেশের প্রকৃত হিতার্থে নিয়োগ করিতেন, তবে নিজেও ধন্য হইতেন, দেশীয়গণেরও প্রচুর হিতসাধন করিতে সক্ষম হইতেন। তাঁহারা স্বহস্তে উঠাইয়া দূর দূরান্তরে যে সকল অর্থ বর্ষে বর্ষে ছুড়িয়া ফেলিতে-ছেন, তাহার এক মুষ্টিও যদি সাহিত্যকে দিতেন, তবেই মানব জাতির অশেষ কল্যাণ সাধিত হইত। একজন ধনীর নিকট এক নবীন গ্রন্থকার গ্রন্থ প্রকাশের জন্য কিছু সাহায্য চাহিয়া-ছিলেন। এ ঘটনা আমি স্বয়ং জানি। গ্রন্থকারের প্রত্যাশা শত মুদ্রার অধিক ছিল না। ঐ ধনী অনায়াসেই সেই টাকা দিতে পারিতেন। তিনি দৈনিক ৫০০৲ টাকার ঊর্দ্ধ বিলা-সিতায় অপব্যয় করেন; অর্থাৎ বার্ষিক প্রায় দুই লক্ষ মুদ্রা তাঁহার বিলাসের ব্যয়, তথাপি সামান্য এক শত টাকা তিনি এরূপে "অপব্যয়" করিতে সম্মত হইলেন না। বলিলেন "মহাশয় এবার দুর্ভিক্ষের বৎসর"। আমি গত বর্ষের বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন উপলক্ষে একটী ধন-কুবেরের দ্বারস্থ হইয়াছিলাম। তাঁহার ঘোড়ার মল মূত্র ত্যাগের স্থান প্রস্তুতের ব্যয় ৬০,০০০৲ মুদ্রা। তাঁহার Cigarette holder এর মত পদার্থ আমি চর্ম্ম চক্ষে কখন দেখি নাই। কি জানি কত টাকাই বা তাহার দাম হইবে! তিনি শত মুদ্রাও আমাকে দেন নাই, আর বলিলেন "বঙ্গীয় সাহিত্যের আমি কি ধার ধারি?" বলা বাহুল্য যে তৎ-পূর্ব্বে তিনি ২৫।৩০ হাজার টাকা ব্যয়ে কয়েক খানা মটর গাড়ীর "অর্ডার" দিতে বিস্মৃত হন নাই * কেহ বা বিড়ালের বিবাহে, কেহ বা সুরা সেবায়, কেহ বা লোম হীন ও লোমশ ছোট বড় কুকুরের পরিচর্য্যায়, এবং তদ্রূপ অপরাপর অত্যাবশ্যক কার্য্যে বহু অর্থ ব্যয় করিতেছেন। কিন্তু যাহাদিগের দুঃখ-দারিদ্র্য-জীর্ণ কম্পিত হস্তাগ্র হইতে ধন রাশি কাড়িয়া

* ইঁহার কুকুর হাওয়া পরিবর্ত্তন জন্য দার্জ্জিলিং যায়।

লইতেছেন, তাহাদিগের কথা কি একবারও মনে পড়ে না? হা বিধাতঃ! এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি? যাঁহারা শক্তি থাকিতেও দেশীয় সাহিত্য সেবায় বিরত, দেশীয় সাহিত্যের পুষ্টি সাধন করিতে পরাঙ্মুখ, অর্থ সাহায্য করিতে অসম্মত, তাঁহারা অর্থ সঙ্গে লইয়া যাইবেন বলিয়া বিশ্বাস করেন কিনা, জানি না; কিন্তু অনেকেই অর্থ রাখিয়া যাইতে পারেন না, ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কি বলিব? কথা সরে না। হায়! কতদিনে ইঁহাদিগের কর্ত্তব্য জ্ঞান জাগ্রত হইবে?

উত্তরবঙ্গ চিরদিনই সাহিত্য আলোচনার জন্য প্রসিদ্ধ। এইখানেই ভট্ট দিবাকরাত্মজ কুল্লূক ভট্ট, মহামহোপাধ্যায় হলায়ুধ, অনিরুদ্ধ ভট্ট, নব্য ন্যায়তত্ত্ব-বিকাশ-ভাস্কর গদাধর ভট্টাচার্য্য, উদীচ্য ভট্টাচার্য্য রামকৃষ্ণ, রত্নমালা ব্যাকরণের রচয়িতা পুরুষোত্তম, ভাষাবৃত্তিকার পুরুষোত্তম,অধিক কি,জগদ্বিখ্যাত মহামহোপাধ্যায় উদয়নাচার্য্য ভক্ত চূড়ামণি নরোত্তমদাস, গোবিন্দ মিশ্র* প্রভৃতি সাহিত্য আলোচনায় জগৎকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়েও এই প্রদেশেই ৺ শিবচন্দ্র সিদ্ধান্ত, ৺ হরিশ্চন্দ্র গোস্বামী, শ্রীধর বিদ্যালঙ্কার, ৺মহেশচন্দ্র তর্কচূড়ামণি সাহিত্যালোচনায় জীবন পাত করিয়াছেন। আর এখনও মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন, পণ্ডিত হারাণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কবিরাজ, কুণ্ডীর ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, নলডাঙ্গার ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত ভবানী প্রসন্ন লাহিড়ী, শ্রীমান রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য, দিঘাপতিয়ার কুমার শরৎকুমার রায়, মৌলবী তসলীম উদ্দীন আহম্মদ বি, এল, প্রভৃতি অক্লান্ত পরিশ্রমে সাহিত্যালোচনায় জগতের কল্যাণ সাধন করিতেছেন। ইঁহারা সকলেই উত্তরবঙ্গের। আর, এই উত্তরবঙ্গেই সাহিত্যপরিষদের রঙ্গপুর শাখা অতি অল্পদিন মধ্যেই সাহিত্যালোচনায় এবং সাহিত্যিক অধ্যবসায়ের শ্রম স্বীকারে যশস্বী হইয়াছেন। উত্তরবঙ্গ প্রাচীন দেশ। ইহার উচ্চ ভূমি, ইহার সীমা সংলগ্ন পর্ব্বতমালা, ইহার বিবিধ শাখা ভুক্ত মানব ও ইতর প্রাণী, ইহার উদ্ভিজ্জ,—এ সকলই এই প্রদেশকে নানাবিষয়ে বিশেষত্ব প্রদান করিয়াছে। এই প্রদেশে মানবজাতির "মংলয়েড়" শাখা ভুক্ত জনগণের সহিত অতি প্রাচীন কাল হইতেই আর্য্যগণ বসবাস করিতেছেন। এই প্রদেশের পার্ব্বত্যগণ "নিগ্রয়েড," এবং সম্ভবতঃ দ্রাবিড়িয়ান শাখা ভুক্ত। কখন বা শত্রুভাবে, কখনও বা মিত্র ভাবে, এই বিভিন্ন শাখাভুক্ত মানবের সংস্রব, সংঘর্ষ ও নৈকট্যবশতঃ উত্তরবঙ্গ উৎসাহে, অধ্যবসায়ে দৃঢ়তায়, ও কর্ম্ম কুশলতায় এক বিশেষত্ব লাভ করিয়াছে। সংস্রবে ও নৈকট্যে পরস্পরের জ্ঞানের আদান প্রদানে পরস্পরকে জ্ঞানশালী করিয়া তুলিয়াছে, সংঘর্ষে পরস্পরকে আক্রমণে বা আত্মরক্ষায় বিবিধ যুদ্ধ কৌশলের উদ্ভাবনায় শৌর্য্যে বীর্য্যে শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছে।

* কোচবিহারাধিপতি মহারাজ প্রাণনারায়ণের সময়ে কোচবিহারে বাস করিতেন; এবং বাঙ্গলা ভাষায় পঞ্চটীকা সমন্বয় করিয়া গীতা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। রঙ্গপুর সাঃ পঃ পত্রিকা।

কখন বা সকলকে শান্তি সাম্রাজ্যের ছায়াতলে আনিয়া তাহাদিগকে শিল্প বাণিজ্য সাহিত্য প্রভৃতি কলা কৌশলে ভারত বিখ্যাত করিয়া তুলিয়াছে। আমার বিবেচনায় ইহাই উত্তর-বঙ্গের উন্নতির মূল কারণ। এ কারণ আমরা বিস্মৃত হইতে বসিয়াছি; তাই ইহাকে স্মৃতি-পথে জাগাইয়া দেওয়া অসঙ্গত নহে। এই কারণ অল্পাধিক পরিমাণে সমস্ত বঙ্গদেশেই ক্রিয়া উৎপন্ন করিয়াছে। কিন্তু সমতল ক্ষেত্রে ও পার্ব্বত্য দেশে প্রভেদ অনেক, অপরাপর জাতির নৈকট্যে ও দূরত্বে প্রভেদ অনেক,—তাহা পূর্ব্বেও বলিয়াছি। তাই উত্তরবঙ্গ বাঙ্গ-লার ইতিহাসে বিশেষ গৌরব লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে। এ গৌরব ইহাকে চিরদিন মহিমান্বিত করুক।

মানব জাতির বিবিধ শাখাস্থ জনগণের সংস্রব ও সংসর্গের ফল বাঙ্গালী যেরূপ ভাবে উপভোগ করিয়াছে তাহাতে প্রথম হইতেই ইহাদিগের একটা স্বাতন্ত্র্য উৎপন্ন হইয়াছিল। শেষে তাহা সম্যকরূপে রক্ষিত হইতে পারে নাই; তথাপি এই স্বাতন্ত্র্য বাঙ্গালীকে আর্য্যা-বর্ত্ত মধ্যে অদ্যাপি পৃথক ভাবাপন্ন করিয়া রাখিয়াছে। তাই বাঙ্গালী আর্য্যাবর্ত্তের শীর্ষস্থানীয়। এই জাতির উদ্ভাবনী শক্তির কথা স্মরণ করিলে, ইহাদিগের সাহিত্যিক মৌলিকতা লক্ষ্য করিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। নব্য ন্যায় বাঙ্গালীর অমর কীর্ত্তি, বৈষ্ণব সাহিত্য একদিকে যেমন ধর্ম্মপ্রাণ বাঙ্গালীর ধর্ম্ম-বিষয়ক মৌলিকতার পরিচায়ক, অপর দিকে তেমনই বাঙ্গালা সাহিত্যের জন্মদাতা অথবা প্রধান প্রতিপালক। এই জাতি এক সময়ে কলা-নৈপুণ্যে এসিয়ার সমগ্র পূর্ব্বাঞ্চলে স্থাপত্য ভাস্কর্য্য ও চিত্র বিদ্যার মূলতত্ত্ব শিক্ষা দিয়া যে আদর্শের স্থাপনা করিয়াছিল,সুধীগণ এখনও সুদূর চীন জাপানাদি প্রাচ্য সাম্রাজ্যের শিল্প সৌভাগ্যের মধ্যে তাহার প্রভাব লক্ষ্য করিয়া থাকেন। হ্যাভেল সাহেব সম্প্রতি বরেন্দ্র শিল্প গোষ্ঠীর পরিচয় প্রদানোপলক্ষ্যে ইহা প্রমাণ করিয়া আমাদিগের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

বাঙ্গালী যাহাতে হাত দিয়াছে, তাহাতেই অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে এই জাতি যেরূপ অল্প সময় মধ্যে যেমন বহু বিস্তীর্ণ বঙ্গ সাহিত্য গঠিত করিয়াছে, ও তাহাকে অত্যল্পকাল মধ্যেই যেরূপ শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছে, ইহা কোন জাতি পারিত কি না, সন্দেহ। এ সকল কথা নির্ভয়ে বলা যাইতে পারে। কিন্তু বাঙ্গা-লীর বিশেষতঃ উত্তরবঙ্গের শৌর্য্য ও রাজত্বলিপ্সা এ স্থলে উল্লেখ না করিয়া নীরব হইতে পারি না। উত্তরবঙ্গেই মহাস্থান গড়, উত্তরবঙ্গেই গৌড় ও বারেন্দ্র ভূমি, উত্তরবঙ্গেই পাল-রাজধানী, উত্তরবঙ্গেই কোচবেহার। এই সকল জনপদের উত্থান-পতনের ইতিহাস মানব তত্ত্বের অঙ্গীভূতরূপে আলোচিত হয় নাই; হইলে বঙ্গ সাহিত্যের এক বিস্ময়কর নবীন অধ্যায় উদ্ঘাটিত হইবে। যে সকল শিলালিপি ও তাম্রাদি বঙ্গদেশে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই উত্তরবঙ্গের। এ সকল পাঠে ও আলোচনায় বঙ্গ সাহিত্য লাভবান হইতেছে। কাব্য, অলংকার, ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব আলোচনায়

মানবের অশেষ উপকার, সন্দেহ নাই। কিন্তু ঘরে আগুন লাগিলে যেমন দ্রব্য সামগ্রী ছাড়িয়া গৃহস্থ দেহ রক্ষার জন্যই অধিকতর প্রয়াসী হয়, তেমনই অধঃপতিত মৃতপ্রায় মানব জাতিরও কর্ত্তব্য যে অন্য আলোচনা সংযত করতঃ মানব-তত্ত্বের, ও শক্তিতত্ত্বের আলোচনাতেই বিশেষ ভাবে মনোযোগী হয়। উপরে যে সকল বিজ্ঞানের বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিয়াছি, তাহাই অধুনা আমাদিগের প্রধান আলোচ্য হওয়া উচিত।

আমরা মরিতে বসিয়াছি। পেটে অন্ন নাই, দেহ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। জন্ম-সংখ্যা হ্রাস হইতেছে, মৃত্যু-সংখ্যা বাড়িয়া উঠিতেছে। এ অবস্থার পরিণাম কি? এই কি সুকুমার সাহিত্যালোচনার প্রকৃত সময়? বস্তুতত্ত্ব, শক্তিতত্ত্ব, মানবতত্ত্ব আলোচনা ও তাহার উপদেশ সকল কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা না করিয়া যে আর ধরাতলে টিকিতেই পারি না। অনন্যমনে এক লক্ষ্য ভাবে এখন ঐ সকলেরই অনুশীলন করা বিধেয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ,বিদ্যাপতি ক ব ড় কি কর ডঁ লিখিয়াছিলেন এই পাঠ দ্বৈধের মীমাংসা করিবার নিমিত্ত আমরা যতদূর ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ি,বৈজ্ঞানিক আলোচনায় তাহার শতাংশের একাংশও উৎসাহ প্রদর্শন করি না। এই অবস্থা অতীব সর্ব্বনাশ-কর। সুকুমার সাহিত্যের প্রতি অত্যাসক্তি একটু কমাইবার সময় আসিয়াছে এ কথা বলিয়া এবং কখন কখন কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়া তিরস্কৃত হইয়াছি, কিন্তু তথাপি ইহার উল্লেখ না করিয়া নীরব থাকিতে পারিলাম না।

বৈজ্ঞানিক আলোচনা শুনিতেই ভীত হইবার আবশ্যক নাই। সকলেই সেই ক্ষণজন্মা জ্ঞানযোগী প্রফুল্লচন্দ্র অথবা জগদীশচন্দ্রের ন্যায় বিজ্ঞানের পদে আত্মোৎসর্গ করিয়া দিবার অধিকারী নহে! কিন্তু সকলেই সাধ্যমত ইহার অনুশীলন করিতে অথবা উৎসাহ দিতে সমর্থ। তাহা হইলেই যথেষ্ট হয়। নচেৎ বর্ত্তমান যুগে ধরাতলে জীবিত থাকিবারই উপায় নাই, সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া ত পরের কথা। আমরা প্রেমিক ছিলাম, অধুনা রাজনীতিক হইয়াছি, কখন কি জ্ঞান-পিপাসু হইব না?

আর একটা কথা না বলিয়া আসন গ্রহণ করা অসঙ্গত এবং অসম্ভব। আমাদিগের মাতৃরূপিণী মহিলাবর্গের এই মহতী সাহিত্যসভায় স্থান-লাভ হয় নাই। আমাদিগের কোন কিছুতেই তাঁহাদিগের স্থান নাই। সাহিত্য মানব জাতির উন্নতির প্রধান সহায়। কিন্তু মানবের অর্দ্ধাংশেরও অধিক সংখ্যককে বাদ দিয়া অপর অর্দ্ধাংশ উন্নত হইতে পারে কিনা তাহা আপনারা বিবেচনা করিবেন। আমার নিকট ইহা শশবিষাণবৎ অসম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হয়! নারী সাহিত্য চর্চ্চায় অধিকারিণী। নারীগণকে জগতের জ্ঞানভাণ্ডার হইতে বঞ্চিত রাখিলে স্বহস্তে জাতীয় উন্নতির মূলোচ্ছেদ করা হয়, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। অমর কবি হেমচন্দ্র বলিয়াছেন,

"না জাগিলে এই ভারত ললনা
এ ভারত আর জাগেনা জাগেনা।"

এই মহাবাক্য আমাদিগের প্রত্যেকের হৃদয়ে অঙ্কিত হওয়া উচিত। কিন্তু অনেকেই নারীগণের সাহিত্যালোচনা আমাদিগের হইতে পৃথক পথে চালিত করিতে ইচ্ছা করেন। এ স্থলে এই দুরূহ বিষয় লইয়া বিতণ্ডা করা নিষ্প্রয়োজন বোধ করি। নারীগণের প্রকৃতিগত পার্থক্য, আমি স্বীকার করি, পুরুষ ও স্ত্রী জাতির বর্ত্তমান প্রভেদ ত প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। কিন্তু এতদুভয়ের মৌলিক প্রভেদ স্বীকার করি না। মূলতঃ বোধ হয় স্ত্রী মূর্ত্তিই আদি, পুং মূর্ত্তি তাহারই বিকার মাত্র, অর্থাৎ তাহা হইতেই জাত! এ বিষয় বিস্তৃত আলোচনা আমি অন্যত্র * প্রকাশ করিয়াছি। সে যাহা হউক, মূলতঃ স্ত্রী-পুং-ভেদ থাকুক আর না থাকুক বর্ত্তমান সময়ে প্রভেদ অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু ইহাও অস্বীকার করা যায় না যে, এই বর্ত্তমান প্রভেদ সুদীর্ঘ কালের অধীনতাবশতঃই অনেকাংশে উৎপন্ন হইয়াছে। এ অধীনতায় পুংজাতির আপাততঃ কিছু সুবিধা না আছে এমত নহে। আপনাদিগের মধ্যে নারীদ্বেষী কেহ আছেন কিনা জানি না; আশা করি নাই; যদি থাকেন, তবে তাঁহাকে আমি একটী কথা অস্ফুট স্বরে বলিতে ইচ্ছা করি যে, সেই সুবিধাটুকু একটু একটু করিয়া ছাড়িয়া দিলে, অধিক সুবিধা পাইবেন, সন্দেহ নাই। সুবিধা কেন, পারিবারিক এবং জাতীয় উন্নতির পথ প্রশস্ত করিয়া তুলিবেন, বলিয়াই বিশ্বাস করি। কিন্তু অগ্রে তাঁহাদিগকে উন্নত সাহিত্যের অধিকারিণী না করিয়া এই কার্য্যে ব্রতী হওয়া যায় না; অথবা ব্রতী হইলেও অধিক দূর অগ্রসর হওয়া যায় না। তাই বলিতেছি, সেই মাতৃরূপিণী-গণকে সাহিত্যালোচনার অংশভাগিনী করুন, দেখিবেন তাঁহারা আপনাদিগের প্রকৃত সহায়তা করিতে সমর্থ হইবেন বরং আপনাদিগের অপেক্ষাও অধিক ফললাভ করিবেন। দৃষ্টান্তের জন্য বড় অধিকদূর অন্বেষণ করিতে হইবে না। তাহা সুপণ্ডিত তর্করত্ন মহাশয়ের গৃহাশ্রমকে নিয়ত অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছে। বিদুষী তর্করত্ন দয়িতার সুকুমার রচনাবলী পাঠ করিলে কে প্রকৃত প্রস্তাবে কবিপদবাচ্য তাহা নির্ণয় করা কঠিন হইয়া পড়ে। স্ত্রী-শিক্ষা প্রকৃত পথে পরিচালিত হইলে এইরূপই হইবার কথা। কারণ সাহিত্যের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা স্ত্রী-রূপিণী। নরনারী উভয়ের মঙ্গলেই মানব সমাজের মঙ্গল। আর, মানব সমাজের মঙ্গলই সাহিত্যালোচনার উদ্দেশ্য। ধরাতলস্থ জীবাবশেষ যেমন জীব-দেহের ইতিহাস বিবৃত করিতেছে, সাহিত্যও তেমনই মানব মনের ক্রম-বিকাশ দেখাইয়া দিতেছে। তাই, এই ভাবেই সর্ব্ববিধ সাহিত্যের আলোচনা হওয়া উচিত, নচেৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধির আশা করা সঙ্গত হইবে না।

যাহাতে বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ বৃদ্ধা সকলেই সাহিত্য আলোচনার অধিকারী হয়, তাহা করিতেই হইবে। যাহাতে বঙ্গভাষায় দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস, সংকাব্যাদি বিবিধ শাস্ত্র রচিত হয়, এবং সর্ব্ব বয়সের সর্ব্ব শ্রেণীর লোকেরই পাঠোপযোগী হয়, তৎপ্রতি মনো-

* নব্য ভারতে "স্ত্রী পুং ভেদ" দ্রষ্টব্য।

যোগ করা সাহিত্য সভার বিশেষ কর্ত্তব্য। যিনি সক্ষম তিনি মৌলিক গ্রন্থ প্রণয়নে, যিনি অধ্যবসায়শীল তিনি অনুবাদ প্রচারে বা মর্ম্মার্থ প্রকাশক পুস্তক ও প্রবন্ধাদি রচনায় বঙ্গ-সাহিত্যের গৌরব ও উপকারিতা বৃদ্ধি করুন। বিবিধ ভাষা হইতে উপযুক্ত গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি বঙ্গ ভাষায় অনুবাদ করা এখন অত্যাবশ্যক হইয়াছে। যাহাতে কেবল মাত্র বঙ্গ সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়াই এতদ্দেশীয় নরনারী উচ্চ শিক্ষিত হইতে সক্ষম হয়, মানবীয় সর্ব্ববিধ জ্ঞান-ভাণ্ডারে প্রবেশ লাভ করিবার অধিকারী হয়, তাহা করিতেই হইবে। নচেৎ কখনই বঙ্গ-সাহিত্যের পুষ্টিসাধন হইবে না। বঙ্গ সাহিত্যকে জগতের সাহিত্য সমাজে ...রব্যাপ্ত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, যাহাতে কেবল মাত্র ইহারই সাহায্যে পাঠক উন্নত জ্ঞানের অধিকারী হয়, তৎপক্ষে বিশেষ ভাবে যত্নবান হওয়া অত্যাবশ্যক হইয়াছে। আর অনর্থক কালহরণ করিবার অবসর নাই, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

এক্ষণে উপসংহারকালে কি বলিয়া মনের ভাব ব্যক্ত করিব তাহার ভাষা অনুসন্ধানে পাইতেছি না। আপনারা যে আসনে আমাকে বসাইয়াছেন, তজ্জন্য বঙ্গসাহিত্যের ধন্যবাদার্হ হইবেন বলিয়া বিশ্বাস করি না। কিন্তু আমাকে অতি ধীরতার সহিত এতক্ষণ যে সহ্য করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি, অন্য অনেক বিষয়ের ন্যায় সাহিত্য-ক্ষেত্রেও এক নব যুগ উদিত হইতেছে; আর আপনাদের এই রঙ্গপুর নগরই যে সেই যুগ-প্রবর্ত্তক, তাহা কখনই বিস্মৃত হইবেন না। যে ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী এই সৌভাগ্যবান নগর হইতে বহির্গত হইয়াছে, বিধাতার মঙ্গলময় বিধানে তাহা কলনাদিনী মহা স্রোতস্বিনী রূপে বঙ্গদেশ পবিত্র করুক, আর আপনারা সমবেত শক্তিতে নবীন সাহিত্যের অবতারণা করতঃ সেই শুভ কার্য্যের সহায় হইয়া বঙ্গ সাহিত্যকে পূর্ণতা প্রদান করুন। অলমতি বিস্তরেণ।

মহতী স্মৃতি। *

ক্ষেত্রকর্ষণোৎকীর্ণ ধূলি মল ও ক্লান্তি ক্লেদ অপনীত হইবার পূর্ব্বে কর্ম্মঠ কৃষকের অবয়বের পূর্ণতা যেরূপ উপলব্ধি করা যায় না, তদ্রূপ বিভাগান্তরেও কর্ম্মবীরের কর্ম্মের অবসান না হইলে তাঁহার প্রচ্ছন্ন প্রতিভা লোকলোচনে প্রতিভাত হয় না। যাঁহাকে পাইয়া শত সহস্র পর্ণকুটীরবাসী দারিদ্র্য নিষ্পেষণ নিবারণ করিয়াছে, অযাচিত ভাবে যাঁহার করুণাসারসিক্ত হইয়া কত দুরাশাশুষ্ক লঘু তৃণ সজীবতা প্রাপ্ত হইয়াছে, যাঁহার কোমলহস্ত কত স্বামীপুত্রস্বজন বিয়োগবিধুরার বক্ষঃ ক্ষতের উপরে নীরবে সঞ্চালিত

* কাকিনাধিপতি রাজা মহিমারঞ্জনের স্মৃতিরক্ষার্থ আহুত অধিবেশনে পঠিত।

হইয়া দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণার লাঘব করিয়া দিয়াছে; তাঁহার সম্যক পরিচয় আজ তাঁহার অভাবেই অসংখ্য কণ্ঠোত্থিত আর্ত্তনাদে আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার কর্ম্মক্লান্ত সুঠাম দেহ চিতাশয্যায় চিরশায়িত হইয়াছে বলিয়া কি আমরা নির্ম্মমের ন্যায় একেবারে পরিত্যাগ করিব?—তাঁহার আত্মা পরমাত্মায় লীন হইয়াছে বলিয়াই কি আমরা তাঁহাকে নিতান্ত অনাত্মীয়ের মত স্মৃতি হইতে অপসরিত হইতে দিব?—তাঁহার অযাচিত করুণাধার আর বর্ষিত হইতেছে না বলিয়াই কি আমরা অকৃতজ্ঞের ন্যায় মুখ ফিরাইয়া লইব?—কর্ম্ম ও দেহাত্মার আপাত অবসানেই কি সেই অপার্থিবের সহিত পার্থিবের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে? তাহা হইলে, চিত্রকলাবিৎকে তূলিকা নিক্ষেপ করিতে বল, গায়কের গুণগাথা থামাইয়া দাও, সুসভ্য সমাজকে ভ্রান্ত বলিয়া বিকৃত কর এবং সর্ব্বশূন্যবাদের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক অনাগতের ঘনীভূত অন্ধকার ভয়ে কম্পিত কলেবর না হইয়া দয়া, মায়া উদ্যম প্রভৃতি সমস্তই বিসর্জ্জন দিবার জন্য প্রস্তুত হও। আর যদি কর্ম্মফলের উপর আস্থা স্থাপন করিয়া সোদ্যমে কর্ম্ম ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে চাও, তবে যে কোন প্রকারেই হউক, আগতের ন্যায় বিগতের সহিতও সম্পর্ক স্থাপনের ব্যবস্থাকর উন্নতিশীল জাতিমাত্রের ইহাই মূল মন্ত্র। তাই মহাকবি সেক্ষপীয়রের ব্যবহৃত সামান্য লেখনী খণ্ড উপবেশনের আসন, পরিধানের বসনভূষণ, হস্তস্থিত ক্ষীণ যষ্টিদণ্ড পর্য্যন্ত আমাদিগের কল্পনাতীত উচ্চ মূল্যে সংগৃহীত হইয়া একটী সুরম্য হর্ম্ম্য শোভা বৰ্দ্ধন পূর্ব্বক তাহাকে তীর্থক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছে। প্রতি গৃহে গৃহে তাঁহার চিত্র পট লম্বিত হইয়া মরজগতের সহিত দুশ্ছেদ্য সম্বন্ধ শৃঙ্খলে তাঁহার স্মৃতিকে সংবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। তৎকালে শব্দযন্ত্রের অসদ্ভাবেই সম্ভবতঃ তাঁহার কণ্ঠস্বর গৃহে গৃহে ধ্বনিত হইবার অবসর প্রাপ্ত হয় নাই।

জ্ঞানিগণের লেখনীপ্রসূত অমূল্য গ্রন্থাবলী-নিবদ্ধ ভাবলহরীই জনশিক্ষার পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। অনধীত অজ্ঞদিগের তাহা অনধিগম্য হইতে পারে। অন্যবিধ চাক্ষুষ কোন নিদর্শন অধীত অনধীত উভয় পক্ষেরই জন্য আবশ্যক। দেবাধিষ্ঠান সম্বন্ধে ঘটপট অনধিকারীর পক্ষে অধিক প্রয়োজনীয় হইলেও বাহ্যিক অনুষ্ঠানের অন্তরে অবস্থিত অধিকারীর পক্ষে একেবারে অপ্রয়োজনীয় হইতে পারে না। ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণের ইহা সহজ সাধন। ইহা যে আমরা জানিতাম না তাহা নহে, তবে মাঝে ভুলিয়া গিয়াছিলাম, এখন আবার নূতন করিয়া শিখিতেছি! পাশ্চত্য জাতিরা আমাদের অপেক্ষা ভাল করিয়া বুঝিয়াছেন, তাই তাঁহারা বিপুল আয়োজনে মনীষিগণের চাক্ষুষ নিদর্শন স্থাপনে এতাধিক আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। নিতান্ত স্বার্থান্ধের ন্যায় পরার্থপরতা ও প্রতিভার উজ্জ্বল নিদর্শনগুলিকে পুঁছিয়া ফেলিয়া আমরা আপাত মনোহর গৌরব লাভের জন্যই অধিক লালায়িত, গৌরব দান অপেক্ষা লাভেই আমাদের অধিকতর স্পৃহা। ব্যক্তিগত ভ্রমে এক একটী জাতীয় আদর্শ ত্যাগে জাতীয় শিক্ষার সার্থকতা কোথায়? ইহা কি শিরোহীনের শিরঃপীড়াবৎ নহে?

অনন্তকালসমুদ্রের তীরে দাঁড়াইয়া মহাকাল আমাদের প্রত্যক্ষে ও অপ্রত্যক্ষে যে ধ্বংসক্রিয়া সম্পন্ন করিতেছেন, কত নন্দন কাননকে শ্মশান, কত উত্তুঙ্গ গিরিশিখরকে অবনত করিয়া তদুপরি উর্ম্মিমালার সৃজন এবং সাগরতলকে গিরিশৃঙ্গে পরিণত করিতেছেন,—কত কত সাম্রাজ্যের উত্থানপতন এবং সামাজিক বিপ্লবে বসুন্ধরাকে নিয়তই ব্যথিত করিতেছেন, তাঁহার এই সংহারলীলার হস্ত হইতে আমাদিগের অতি আদরের আদর্শগুলিকে জনশিক্ষা জাতীয়শিক্ষার জন্য বাঁচাইতে হইলে মহাকালীর ন্যায় অসিহস্তে কালকে দলিত করিয়া অন্ততঃপক্ষে তাহাদের ছিন্ন কর, শির কটি ও গললগ্ন মালিকাবৎ করিয়া রাখিতে হইবে, প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যভিচার হইল বলিয়া শঙ্কিত হইলে চলিবে না। এরূপে ধরিয়া রাখিতে পারিলে স্রোতোবেগে ভাসিতে ভাসিতে গিয়া কাহারও না কাহারও নয়নপথে পতিত হইবে এবং ভবিষ্যৎ সমাজ গঠনের সহায়তা করিবে। স্মৃতিরক্ষার ইহাই স্বার্থকতা! বর্ত্তমানযুগে উহার আবশ্যকতা সম্বন্ধে এতদধিক প্রমাণ প্রয়োগ অনাবশ্যক। বহুপূর্ব্বের কথা নহে,—এই রঙ্গপুরেই আমরা অবহেলা করিয়া অনেক আদর্শ হারাইয়াছি। জগদ্ধাত্রী-স্বরূপিণী জয়দুর্গা, প্রজাবৎসল শিব চন্দ্র, পরার্থপরতার মূর্ত্তিস্বরূপ রাজমোহন, মহাত্মা শম্ভুচন্দ্র, ভৈরবেন্দ্রনারায়ণ, সারস্বত কুঞ্জের পিকবর কালীচন্দ্র, নীলকমল, এবং নারায়ণ প্রসাদ, নৃসিংহ, রমণীমোহন, মহানুভব মহারাজা গোবিন্দলাল প্রভৃতি আদর্শ ভূম্যধিকারিগণ পণ্ডিতকুলচূড়ামণি রুদ্রমঙ্গল, শ্রীশ্বর, মুসলমান ভক্ত কবি হায়াতমামুদ বরহাণউল্যা প্রভৃতি মনীষিগণের মহান আদর্শ আমাদের সম্মুখ হইতে নীরবে অপহৃত হইয়াছে। অধিক দূর নহে, বঙ্গের অপরপ্রান্তে জন্মগ্রহণ করিলে এই সকল মহানুভবের চিত্রপট লোকের গৃহে গৃহে লম্বিত হইয়া থাকিত। কত যাত্রা মহোৎসব তাঁহাদের গুণগাথায় মুখরিত হইত ও কত প্রাণোন্মাদকারী ভাষায় তাঁহাদের কীর্ত্তিকথা বর্ণিত হইয়া জনসাধারণকে অনুপ্রাণিত করিত। উত্তরবঙ্গের বিশেষতঃ রঙ্গপুরের নিতান্তই দুর্ভাগ্য যে, উপযুক্ত চয়নকারীর অভাবে এই সকল দেবদুর্ল্লভ পুষ্প নীরবেই ঝরিয়া পড়িয়াছে। সার্দ্ধশতাব্দীর মধ্যেই আমরা তাঁহাদিগের স্মৃতি বিস্মৃতির তামসগর্ভে নিমজ্জিত করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছি। তাঁহাদের স্মৃতির ক্ষীণ দীপালোক হস্তে ধারণ করিয়া রঙ্গপুর-সাহিত্যপরিষৎ অক্লান্ত পরিশ্রমে এই পঞ্চবর্ষে যতটুকু অগ্রসর হইয়াছেন, তাহাতে, এতদ্দেশ যে বঙ্গের মধ্যে আর্য্য সভ্যতা বিস্তারের আদিভূমি, সমগ্র বঙ্গকে তাহা একবাক্যে স্বীকার করিতে হইয়াছে। এই স্থান হইতেই যে, মফঃস্বলের মধ্যে জনহিতকর যাবতীয় কার্য্যের সূচনা, প্রথম সংবাদপত্রের জন্ম, বঙ্গীয় নাট্যকলাদির বিকাশ, সমস্ত ভূমণ্ডলের সহিত সম্পর্কস্থাপনের প্রধান সহায় পাশ্চাত্য ইংরেজী ভাষা শিক্ষার প্রবর্ত্তনা হইয়াছে, তাহাও নিঃসংশয়িতরূপে সপ্রমাণিত করিয়াছেন। এই সকল শুভানুষ্ঠানের সহিত প্রাগুক্ত কোন না কোন মহাত্মার স্মৃতি অবিচ্ছিন্নরূপে বিজড়িত। আমরা কি এতকাল পরে তাহা জাগাইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিব

না; একবার যে ভুল করিয়া অনুতপ্ত হইতেছি, আবার যেন সেই ভ্রমে পতিত হইয়া আর কিছু না হারাই, তজ্জন্য কি আমরা সতর্ক হইব না?

যে মহানুভবের পুণ্যময় স্মৃতির সহিত আমরা অন্যান্য স্মৃতিগুলিকে গ্রথিত করিবার আয়োজন করিয়াছি তাহা অপূর্ব্ব রত্নময় হারের "দ্যুতিমান মধ্যমণির" ন্যায় বিরাজ করিবে সন্দেহ নাই। এ হার শোভা সন্দর্শনের নিমিত্ত দেশবিদেশাগত যাত্রিগণ পরিতৃপ্ত হইয়া স্ব স্ব আলয়ে প্রত্যাবৃত্ত হইবে। এ হার গ্রন্থন কার্য্য কখনই সমাপ্ত হইবে না, কালের অমোঘ অস্ত্রাঘাতে যখন যে রত্ন খনি হইতে খণ্ডিত হইবে তখনই তাহা সাদরে গৃহীত হইয়া হার-শোভা বর্দ্ধন করিবে। যে রাজর্ষি অধ্যয়ন অধ্যাপনে জীবন যাপন করিয়াছেন, সুখৈশ্বর্য্যের মোহনমন্ত্র যাঁহার সে যোগভঙ্গ করিতে পারে নাই, জন্মভূমির প্রতি অকৃত্রিম প্রীতিনিবন্ধন স্থানান্তরে রাত্রিবাস করাও যাঁহার অসহ্য বোধ হইত, তাঁহার স্মৃতিমন্দির গৌরব ও জ্ঞানার্জ্জনের ভাণ্ডার স্বরূপ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ইহা অপেক্ষা আর কোনও প্রকৃষ্টতর উপায়ে তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে পারা যাইবে না। তিনি জীবিতাবস্থাতেই এরূপ একটা কীর্ত্তি করিয়া যাইবেন বলিয়া এই পরিষদকে আশা দিয়াছিলেন এবং অযাচিতভাবে সর্ব্বাগ্রে তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া উৎসাহিত ও মহান উদ্দেশ্যসাধনের পরম সহায় হইয়াছিলেন। নিতান্ত দুর্ভাগ্যবশতঃ পঞ্চমবর্ষে পদার্পণ করার পূর্ব্বেই তাঁহাকে হারাইয়া রঙ্গপুর পরিষৎ তাঁহার প্রতি শেষ কর্ত্তব্য পালনের এই উদ্যোগ করিয়াছেন।

রঙ্গপুরের সুযোগ্য শাসনকর্ত্তা অনুগ্রহপূর্ব্বক এই স্মৃতি রক্ষার উপায় উদ্ভাবন জন্য স্বয়ং নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া প্রকৃত গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন এবং পরিষদের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। রাজা প্রজায় একত্র মিলিত হইয়া আজ যে স্মৃতি রক্ষার উদ্যোগ হইয়াছে, সে স্মৃতি কতই মহান্ * এবং সে উদ্যোগের পরিণতি কতই আশাপ্রদ।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী।

মালদহ-ভ্রমণ।†

১৩১৫ বঙ্গাব্দের ৮ই চৈত্র বিকাল বেলায় শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণলাল চৌধুরী মহাশয়ের সহ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত রাধেশচন্দ্র শেঠ, শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রাহা ও আমি ইংরেজবাজার হইতে মাধাইপুর দর্শনে গিয়াছিলাম। কৃষ্ণলাল বাবুর দুটী সুশান্ত সতর্ক হস্তী আমাদের বাহন হইয়াছিল। এই দুটী হস্তী, বহু মৃগয়ায় কৃষ্ণলাল বাবু ও তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গে থাকিয়া

মাধাইপুর।

---

* এই মহাত্মার চিত্র পত্রিকার প্রথমে দ্রষ্টব্য।
† রঙ্গপুর সাহিত্যপরিষদের চতুর্থ সাংবৎসরিক অধিবেশনে পঠিত।

সতর্কতা লাভ করিয়াছে। মাধাইপুর বরেন্দ্রভূমির অন্তর্গত। মহানন্দা পার হইয়া আমরা বরেন্দ্র ভূমিতে পদার্পণ করিলাম। আম্রবনের সুশীতল ছায়া দিয়া গমন করিয়া আমরা প্রান্তর মধ্যবর্ত্তী রেলওয়ে লাইন পার হইলাম। এই সুবিস্তৃত প্রান্তরের মধ্যে পানীয় জল দুষ্প্রাপ্য। গত বৎসর শস্য হয় নাই। এ বৎসরের অবস্থাও আশাপ্রদ নয়। রেলওয়ের উভয় পার্শ্বে জলকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। শুনিতেছি, জলের অভাবে মালদহ ষ্টেসনের দালান কোঠার কার্য্য স্থগিত আছে। ভ্রম বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে, রেলওয়ে কোম্পানী মালদহ নগরের (ইংরেজবাজার নগরের) জন্য প্রথমতঃ কোন ষ্টেসনই করেন নাই। এখন ভ্রম বুঝিতে পারিয়া তাহার সংশোধনের চেষ্টা করিতেছেন।

রেলওয়ে লাইন পার হইয়া আমরা ভাট্রা ও শান্তিপুর দিয়া মাধাইপুরে প্রবেশ করিলাম। ভাট্রা, শান্তিপুর, মাধাইপুর, মোড়গাঁ, একটী প্রকাণ্ড বিলের পশ্চিমধারে অবস্থিত। গঙ্গার পরিত্যক্ত খাতে এই বিল উৎপন্ন হইয়াছে। কোনকালে গঙ্গাস্রোত এই স্থান দিয়া প্রবাহিত ছিল। গৌড়নগরের পূর্ব্বদিক্ দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত ছিল, ইহা সকলে অনুমান করেন। কোন সময়ে মহানন্দা পীরগাছির নিকট গঙ্গায় পড়িয়াছিল। তখন মোড়গাঁ, মাধাইপুর, ভাট্রা ও শান্তিপুর ধনজনে পরিপূর্ণ ছিল। বহুসংখ্যক পুষ্করিণী দেখিলে ইহা বুঝিতে পারা যায় পুণ্ড্রবর্দ্ধন বা বর্ত্তমান পাণ্ডুয়া* নগরের উপনগররূপে এই সকল নগর পরিগণিত হইত। লোকে বলে, একমোড়গাঁয়, সাত শত ঘর কুম্ভকার বাস করিত। মোড়গাঁর রাজমিস্ত্রীদের দ্বারা গৌড়পাণ্ডুয়ার সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছিল। মাধাইপুর ভাট্রা ও শান্তিপুরে বিস্তর ব্রাহ্মণ বৈশ্য বাস করিত। মাধাইপুরকে লোকে মাধাই সিংহের গড়ও বলিত। মাধাই সিংহের নামানুসারে হয়ত মাধাইপুরের নাম হইয়াছে। মাধাই সিংহ, পুণ্ড্ররাজ্যের কোন দুর্গপাল হইবেন, কিন্তু মধাইপুরে দুর্গের কোন চিহ্ন দেখা যায় না।

এ অঞ্চলে মাধাইপুরের অধিষ্ঠাত্রী কালী দেবী অতি বিখ্যাত। মন্দিরে কালীর বেদী আছে, কিন্তু মূর্ত্তি নাই। এ অঞ্চলে বিস্তর কালীর বেদী আছে, কিন্তু মূর্ত্তি নাই। বোধ হয় মূর্ত্তিদ্বেষী মুসলমানদের জন্য এরূপ হইয়াছে। মাধাইপুরের বর্ত্তমান কালী-মন্দির অতি ক্ষুদ্র। পূর্ব্বে এখানে একটী বৃহৎ মন্দির ছিল; এখন তাহার ভগ্নাবশেষ পতিত রহিয়াছে। যে উচ্চ ভূখণ্ডে এই মন্দির রহিয়াছে, তাহাতে আরও কতিপয় মন্দির ছিল। সে সকল মন্দির পড়িয়া গেলে, পুনরায় তাহা আর নির্ম্মিত হয় নাই। সেই সকল মন্দিরের দেবমূর্ত্তিগুলি, কালীমন্দিরে আনিয়া রাখা হইয়াছে। এই কালী মন্দিরে সূর্য্য, বাভ্রবীকায়া, নবগ্রহ, ব্রহ্মলিঙ্গ, মহিষমর্দ্দিনী, শিব, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবমূর্ত্তি স্থান পাইয়াছেন। ইহাতে জানা যাইতেছে, মাধাইপুরের এইরূপ উচ্চ ভূখণ্ডে সূর্য্য, বাভ্রবীকায়া, মহিষমর্দ্দিনী, শিব ও বিষ্ণু প্রভৃতির মন্দির ছিল। মাধাইপুর ভিন্ন ভিন্ন

* পাণ্ডুয়াকে নিঃসন্দেহে পুণ্ড্রবর্দ্ধন বলা যায় না। পুণ্ড্রবর্দ্ধন সম্বন্ধে বিলক্ষণ মতভেদ আছে। সহ পুঃ।

সময়ে শৈব, বৈষ্ণব ও সৌর ক্ষেত্র হইয়াছিল। এখন ইহা শক্তিক্ষেত্র। এ সকলের পূর্ব্বে ইহা বৌদ্ধক্ষেত্র ছিল। বৌদ্ধ মন্দিরগুলি, হিন্দুদের মন্দিরে পরিণত হইয়াছে। হিন্দু দেবদেবীগণ, মন্দিরগুলি অধিকার করিলে বৌদ্ধদেবমূর্ত্তিগুলি নিকটবর্ত্তী বটবৃক্ষমূলে স্তূপীকৃত হইয়াছিল। আমি গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে পাঁচবার মাধাইপুর দেখিয়াছি। প্রথম ও দ্বিতীয়বারে কালী মন্দিরের প্রাঙ্গণস্থ বটতরুমূলে রাশীকৃত বৌদ্ধ দেবদেবীমূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম, এবার আর তাহা দেখিতে পাইলাম না। জঞ্জালবোধে কেহ ইহা ফেলিয়া দিয়াছে। কালী মন্দিরে কয়েকখানি প্রকাণ্ড খড়্গ ছিল, তাহার দ্বারা ছাগ-মহিষাদি বলি দেওয়া হইত, এখন তাহা দেখিতে পাইলাম না। মন্দির মধ্যে যে সকল বৃহৎ বৃহৎ মৃন্নির্ম্মিত দেবামুখ ছিল, এখন তাহার একখানিও নাই। গম্ভীরার সময় ঐ সকল মুখ, মুখে লাগাইয়া লোকে কালীমন্দিরের সম্মুখে নৃত্য করিত। অতি বলবান্ না হইলে কেহ ঐ সকল ভারী মুখ লাগাইয়া নাচিতে পারিত না। গম্ভীরা এখন একটী শৈবপর্ব্ব, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা একটী বৌদ্ধপর্ব্ব। বুদ্ধদেব, সহজে শিবে পরিবর্ত্তিত হইতে পারেন, অনেকস্থলে সেরূপ হইয়াছেন। গম্ভীরা তিনদিন ব্যাপী একটী উৎসব। পূর্ব্বে বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের সম্মানার্থ উৎসব হইত। তৃতীয় দিবসের উৎসবের নাম বোলবাই। সঙ্ঘকে উদ্দেশ করিয়া যে উপদেশ প্রদত্ত হইত, তাহা এখন আকার পরিবর্ত্তন করিয়া বোল্‌বাই নাম ধারণ করিয়াছে।

এখন মন্দিরের মধ্যস্থ সূর্য্যমূর্ত্তিই প্রধান দর্শনীয় পদার্থ। সূর্য্যমূর্ত্তি দণ্ডায়মান অবস্থায় রহিয়াছে। উহার পার্শ্বে সংজ্ঞা ও ছায়া দণ্ডায়মান। উভয় পার্শ্বে দুটী ধনুর্দ্ধারী পুরুষ। বোধ হয় মাধব ও পিঙ্গলের মূর্ত্তি। সূর্য্যদেব, সপ্তাশ্বরথে দণ্ডায়মান। সূর্য্যসারথি অরুণ রথচালনে নিযুক্ত। সূর্য্যরথে ধ্যানাবস্থিত এক মুনিমূর্ত্তি। সূর্য্যদেবের পরিধানে ঊর্ম্মিবদ্ বস্ত্র। মূর্ত্তি নানা ভূষণে মণ্ডিত। চক্ষে না দেখিলে এই মূর্ত্তির শিল্পের বর্ণনা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম হওয়ার সম্ভাবনা নাই। পুরাতন মালদহ নগরের অনতিদূরবর্ত্তী যোগিভবন-নামক স্থানে এইরূপ একটী মূর্ত্তি দেখা গিয়াছে। যোগিভবন, সূর্য্যপুরের কাঠাল নামক একটী বিস্তৃত অরণ্যের মধ্যবর্ত্তী। সূর্য্যপুর, পুণ্ড্রবর্দ্ধনের নিকটবর্ত্তী নগর ছিল। এখন উহা অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। শকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণেরা, সূর্য্যদেবের পুরোহিত ছিলেন। শকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণ, এখন বারেন্দ্র শ্রেণীর গ্রহবিপ্র নামে পরিচিত।

বাভ্রবীকায়া মূর্ত্তির কিছু বৃত্তান্ত বলিতেছি। উহা হরগৌরীমূর্ত্তি। অল্পদিন হইল মালদহের ডিষ্ট্রীক্ট্ ইন্‌জিনিয়ার শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, তুলসীহাটা অঞ্চলে একটী পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধারকালে পুষ্করিণীর মধ্যে একটী হরগৌরী মূর্ত্তি পান। মূর্ত্তির পাদপীঠে দেবনাগরী অক্ষরে "বাভ্রবীকায়া" এই শব্দটী লিখিত আছে। তুলসীহাট্টা অঞ্চল, পূর্ব্বে সমৃদ্ধিসম্পন্ন কৌশিকীকচ্ছরাজ্যের অন্তর্গত ছিল। মুসলমানেরা দেবমন্দির দেবমূর্ত্তি ধ্বংসে প্রবৃত্ত হইলে মূর্ত্তিগুলি পুষ্করিণীর মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইত। এই জন্য পুষ্করিণীর

মধ্যে সময়ে সময়ে দেবমূর্ত্তি পাওয়া যাইতেছে। মাধাইপুরে একটী বড় ও একটী ছোট বাভ্রবী মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। তুলসীহাট্টায় মূর্ত্তির পাঠপীঠে বাভ্রবীকায়া শব্দ উৎকীর্ণ না থাকিলে, আমরা উহাকে হরগৌরী মূর্ত্তি বলিতাম। ত্রিকাণ্ডশেষ অভিধানে বাভ্রবী শব্দটী পাওয়া গিয়াছে। অতএব এখন অবধি আমরা এতদঞ্চলে প্রাপ্ত হরগৌরী মূর্ত্তিকে বাভ্রবী বা বাভ্রমী কায়া মূর্ত্তি বলিব। তুলসীহাট্টার মূর্ত্তির এক পার্শ্বে একটী মাত্র নারী মূর্ত্তি আছে; কিন্তু মাধাইপুরের মূর্ত্তির উভয় পার্শ্বে জয়া ও বিজয়ার মূর্ত্তি আছে।

নবগ্রহের মূর্ত্তি নয়টী ক্ষুদ্র পুরুষ মূর্ত্তি। মন্দিরের পুরোহিত ভয়ে মূর্ত্তি স্পর্শ করেন না, দূর হইতে পুষ্প পত্রাদি নিক্ষেপ করেন। পুরোহিত অক্ষয়বাবুকে প্রথমে মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেন নাই; কিন্তু অচিরে হস্ত্যারোহী, বন্দুকধারী জমিদার কৃষ্ণলাল বাবুকে দেখিয়া ঔদ্ধত্য পরিত্যাগ করেন। আমি পুরোহিতের নিকট নিজের ব্রাহ্মণত্বের পরিচয় দিলে, পুরোহিত আমার ও অক্ষয়বাবুর অঙ্গে গঙ্গাজল ছিটাইয়া আমাদিগকে পবিত্র করিলেন। আমরা হাতে করিয়া এক একটী মূর্ত্তি তুলিয়া বিশেষ করিয়া দেখিলাম। বলা বাহুল্য যে, কৃষ্ণলালবাবু ও অক্ষয়বাবু, পুরোহিতকে সন্তুষ্ট করিতে ভুলেন নাই। পুরোহিত কৃষ্ণলাল বাবু দ্বারা মধ্যে মধ্যে বিস্তর উপকার পাইয়া থাকেন।

আমাদের আর অপেক্ষা না করিয়া ভগবান্ সবিতা অস্তাচলের দিকে চলিলেন। অক্ষয় বাবু, মন্দিরের ফটো লওয়ার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় সমুদায় বনভূমি কুলায়াভিমুখ বিহঙ্গমগণের শব্দে ধ্বনিত হইয়া উঠিল। আলোর অভাবে আশানুরূপ ফটো লওয়া হইল না। আমরা কৃষ্ণলাল বাবুর প্রদত্ত কমলালেবু ও লেমনেডে পরিতৃপ্ত হইয়া ইংরেজ বাজারের অভিমুখীন হইলাম। প্রত্যাগমনকালে শুনিতে পাইলাম, ভাটরার দুটী বটমূলে দুটী দেবমূর্ত্তি আছে। কৃষ্ণলাল বাবুর কয়েকটী প্রজা আমাদের পথ-প্রদর্শক হইল। তখন সান্ধ্যতিমিরে চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন হইয়াছে। আলোক আনীত হইলে দেখা গেল, একটী বটবৃক্ষের মূলের কিঞ্চিৎ উর্দ্ধদেশে একটী দেবমূর্ত্তির চরণপদ্মমাত্র অবশিষ্ট আছে। বটবৃক্ষ যত উন্নত হইতেছে, চরণপদ্মও তত উপরে উঠিতেছে। দ্বিতীয় বটবৃক্ষতলে একটী দেবমূর্ত্তি, বটবৃক্ষে হেলান দিয়া পড়িয়া আছেন। পদ্মদ্বয়ের নিম্নাংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; পাদপীঠ আছে। এটী চতুর্ভুজ মূর্ত্তি। হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম; গলে বনমালা; বাহুতে কেয়ূরাঙ্গদ প্রভৃতি; সুচারুমৌলি; কর্ণে কর্ণভূষণ; পরিধানে উর্ম্মিমদ্ বস্ত্র। মূর্ত্তিটী বোধ হয় অন্যস্থান হইতে এখানে আনিয়া রাখা হইয়াছে; কারণ নিকটে কোন মন্দিরের চিহ্ন নাই। শুনিলাম, বৎসরের মধ্যে একদিন মাত্র, ইনি ফল-পুষ্প-পত্র পাইয়া থাকেন। পুরোহিতের দর্শন পাইলাম না। তোলাহাটের বিষ্ণুমূর্ত্তিও অবিকল এইরূপ। এ অঞ্চলের লোক তোলাহাটের মূর্ত্তিকে বাসুদেবের মূর্ত্তি বলিয়া থাকে। লোকে বলে, মহানন্দার ধারে বাসুদেবের মন্দির ছিল। মন্দিরটী নদী গর্ভস্থ হইলে মূর্ত্তিটী একটু অন্তরে রাখা হয়। সংপ্রতি ইহা ইংরেজ বাজারে আনিয়া কিছুদিন কাছারীর প্রাঙ্গণের এক কোণে রাখা হইয়াছিল। পুনরায় তোলাহাটে প্রেরিত হইয়াছে।

ভোলাহাটের দক্ষিণে ভাতিয়ার বিলের ধারে ভবানী দেবীর প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি এক উচ্চ ভূখণ্ডের উপর একটী বিল্ববৃক্ষে ঠেস্ দিয়া রহিয়াছে। মূর্ত্তিটী প্রাচীন। এই স্থানকে হিন্দুরা ঠাকরুণবাড়ী ও মুসলমানেরা নাককাটিতলা বলে। দেবীর নাসিকা ভগ্ন। এজন্য লোকে কালাপাহাড়ের দোষ দেয়। ভবানীপুরে পূর্ব্বে বিস্তর লোকের বাস ছিল। এখন ঘর কয়েক নাগর, ধানুক ও মুসলমানের বাস।

বরেন্দ্রভূমিতে ও কৌষিকী-কচ্ছরাজ্যে অসংখ্য প্রস্তরময়ী দেবমূর্ত্তি রহিয়াছে। তৎসমুদায়ের ভাস্কর শিল্প, অতি প্রশংসনীয়। বসন ভূষণ সাজসজ্জা দেখিলে, সেকালের শিল্পোন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। ঐতিহাসিকের পক্ষে এগুলির মূল্য অল্প নয়। মাধাইপুর, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বৌদ্ধ, জৈন, সৌর, বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্ত ক্ষেত্র হইয়াছে। মুসলমানেরা নিকটেই মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দুদের এখানে বিবাদ হইয়াছিল কিনা জানা যায় না; তবে মুসলমানেরা ধর্ম্ম লইয়া বিবাদ করিতে কখন কখন প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। মাধাইপুরে বহুলোকের বসতি থাকিলে হয়ত খৃষ্টানেরাও এখানে গীর্জ্জা করিতেন।

আমরা আমাদের সে দিনের কার্য্যশেষ করিয়া নৈশ আকাশের অনুপম শোভা দর্শন করিতে করিতে রাত্রি আটটার সময় ইংরেজবাজারে ফিরিয়া আসিলাম। প্রান্তরের দূর দূরান্তরে প্রজ্বলিত গৃহদাহোত্থিত ও বন দাহোত্থিত অগ্নি আমাদের মনে যে গম্ভীর ভাব আনয়ন করিয়াছিল, তাহা আমাদের হৃদয় হইতে অপনীত হইবে না।

বর্ত্তমান বর্ষের ৩রা বৈশাখ প্রাতঃকালে আমরা শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের সঙ্গে মালদহ কাছারী বাটীর একটী অন্ধকার প্রকোষ্ঠে অযত্নে রক্ষিত কয়েকটী মূর্ত্তিও অন্যান্য কতিপয় দ্রব্য দর্শন করিলাম। অক্ষয়বাবু, অবশ্যই তৎসমুদয়ের সবিশেষ বর্ণনা করিয়া প্রবন্ধ লিখিবেন, আমি সামান্যাকারে কিছু লিখিতেছি।

কতিপয় ঐতিহাসিক দ্রব্য

একটী বিষ্ণুমূর্ত্তি, বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। বিষ্ণু মূর্ত্তির বাম পার্শ্বটী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এ জেলায় বিস্তর বিষ্ণুমূর্ত্তি পাওয়া যাইতেছে। ইহা ভোলাহাট ও ভাটরার মূর্ত্তির সদৃশ। ইহা একখানি অখণ্ড প্রস্তর হইতে উৎকীর্ণ। এই মূর্ত্তির পাদদেশে দেবনাগর জাতীয় অক্ষর বিশেষে যে লিপি খোদিত আছে, ঐতিহাসিকতার হিসাবে তাহা অতি মূল্যবান্। পাদপীঠে প্রথম পংক্তিতে আছে,—

বটগ্রামীয় বিগ্রহ কা * * *

দ্বিতীয় পংক্তিতে আছে শ্রীজিত দেবস্য। প্রথম পঙ্‌ক্তির সমস্ত অংশ পড়া যায় নাই।

বটগ্রাম একটী ঐতিহাসিক স্থান। রাজা আদিশূর, এই গ্রাম, কান্যকুব্জাগত বেদগর্ভকে প্রদান করিয়াছিলেন। ইহা পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগরের নিকটবর্ত্তী ছিল। সুপণ্ডিত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের এই উক্তিটী:প্রমাণিত হইতেছে। এই মূর্ত্তিটী মালদহ নগরের মস্‌জিদময় অংশে পাওয়া গিয়াছে। বটগ্রাম যে মালদহের নিকটবর্ত্তী বর্ত্তমান বড়গাঁ নয়, তাহা আমরা সাহস

করিয়া স্বীকার করিতে পারিনা। বর্ত্তমান মালদহ, মুসলমান রাজত্বকালে স্থাপিত; কিন্তু মালদহের পূর্ব্বদিকস্থ স্থানগুলি অতি প্রাচীন।

একটী ছোট বৌদ্ধস্তূপ পাণ্ডুয়া হইতে আনীত হইয়াছে। ইহা যে বৌদ্ধস্তূপ, প্রতিভাবান অক্ষয়বাবু, তাহা আমাদিগকে বুঝাইতে সমর্থ হইলেন।

একটী ব্রহ্মলিঙ্গ শিব আনীত হইয়াছে। মুসলমানেরা উহা চাঁচিয়া ছুলিয়া আপনাদের কার্য্যোপযোগী করিতে চেষ্টা করিয়াছিল: অবশেষে বৃথা শ্রম মনে করিয়া তাহা পরিত্যাগ করিয়াছে।

ব্রহ্মাণী দেবীর পাদপদ্ম মাত্র আনীত হইয়াছে। ক্রেটনের চিত্র পুস্তকে ব্রহ্মাণী, শিবানী ও ভবানী দেবীর ছবি আছে। ছোট সোণামস্‌জিদের গাত্রে এই সকল দেব দেবীর কয়েকটী প্রস্তর ফলক উল্‌টা করিয়া লাগান হইয়াছিল। এই সকল দেবী মন্দির নিকটেই ছিল। বহুদূর হইতে ইহা আনীত হয় নাই। মিলাইয়া দেখা গেল ক্রেটনের পুস্তকের ব্রহ্মাণী দেবীর পাদপদ্মের সহিত, পাণ্ডুয়া হইতে আনীত দেবীমূর্ত্তির পাদপদ্মের সম্পূর্ণ মিল আছে।

মহীভিটা নামক স্থান হইতে আনীত ধ্যানী বুদ্ধ মূর্ত্তিটীকে কাছারী প্রাঙ্গণে ভোলা হাটের বিষ্ণুমূর্ত্তির পার্শ্বে রাখা হইয়াছে। মূর্ত্তিটী অতি সুন্দর, দেখিলেই ভক্তির উদ্রেক হয়।

ঐ তারিখ অপরাহ্ণ ২টার সময় আমি শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও রাজসাহীর সরকারি উকীল শ্রীযুক্ত হরিচরণ মৈত্রেয় মহাশয়ের সহ সূর্য্যপুরস্থ যোগিভবন * দর্শনার্থ শ্রীযুক্ত আবেদালী খাঁর টম্‌টমে আরোহণ করিয়া যাত্রা করি। কালীগঞ্জ নামক স্থানের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলাম, জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণলাল চৌধুরী মহাশয়ের কাঞ্চনমালা হস্তিনী আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

যোগিভবন

আমরা হস্তিনী পৃষ্ঠে আরোহণ করিলাম। আবেদালী খাঁ, দ্বিচক্রযানে গিয়া আগে আমাদিগকে ধরিবেন বলিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ সেদিন আর তাঁহার সঙ্গে আমাদের দেখা হয় নাই। আমরা হস্তিনী-পৃষ্ঠে নদী পার হইয়া বাচামারীর পূর্ব্ব পার্শ্বস্থ আত্রবণ অতিক্রম পূর্ব্বক প্রান্তরে পতিত হইলাম। নিম্নোন্নত ভূমি অতিক্রম করিতে করিতে আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম। হরিচরণ বাবু, হস্ত্যারোহণে অভ্যস্ত নহেন, এই জন্য তাঁহার কষ্ট হইতে লাগিল। প্রান্তরের দক্ষিণাংশের অবস্থা দেখিয়া বোধ হইল, কিছুদিন পূর্ব্বে সে স্থান খাল বিলে আকীর্ণ ছিল। আমরা রেলওয়ে লাইন অতিক্রম করিয়া উচ্চ ভূমিতে উপস্থিত হইলাম। কিয়দ্দূর যাইয়া আমাদিগকে জলাঙ্গী নাম্নী ক্ষুদ্র সরিৎ অতিক্রম করিতে হইল। গত দুই তিন বৎসর জল না হওয়ায় জলাঙ্গীর অতি শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে। নানাবিধ জলজ উদ্ভিজ্জে উহা ভরিয়া গিয়াছে, তথাপি তীরবর্ত্তী লোকে তাহারই

* যোগীরভবন নামে আর একটি দেবস্থলী বগুড়া জেলার মহাস্থানের নিকট আছে। এটি বৌদ্ধদের কীর্ত্তি। সহ সং সং।

জল ব্যবহার করিতেছে। আমরা প্রথমে পারাঢালা পুকুর দেখার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলাম। মাহুতের দোষে আমাদিগকে প্রান্তরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইল। অবশেষে মাহুত একটী অনতি বৃহৎ পুষ্করিণী পারাঢালার পুকুর বলিয়া দেখাইয়া দিল। এ অঞ্চলে পুষ্করিণীর অভাব নাই। স্থানীয় লোকের কথায় জানিতে পারিলাম, প্রকৃত পারাঢালার পুকুর সাম্নে আছে। অবশেষে তাহার তীরে উপস্থিত হইলাম। প্রকাণ্ড বারি রাশি। ক্বচিৎ শৈবাল জন্মিলেও যেন জলরাশি, পারদ রাশির ন্যায় ঢল ঢল করিতেছে। পারাঢালা পুকুরের নামকরণ সম্বন্ধে মালদহ প্রদেশে যে কিংবদন্তী আছে, তাহার বর্ণনা করিতেছি।

কোন সময়ে এক বণিক্ লক্ষ টাকার পারদ লইয়া মালদহে বিক্রয় করিতে আসিয়াছিল। তখন মালদহের পূর্ব্বভাগ উজাড় হইতেছিল। কেহ বণিকের পারদ কিনিল না। বণিক্ আক্ষেপ করিয়া বলিতেছিল, মালদহের নাম শুনিয়া আসিলাম; কিন্তু কেহ আমার পারদ কিনিতে পারিল না। সে সময়ে এক ধোপানী, নিজের এই পুষ্করিণীতে কাপড় কাচিতেছিল। সে জন্মভূমির অগৌরব হয় দেখিয়া বণিক্‌কে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার নৌকায় কয় পয়সার পারা আছে? বণিক্ বলিল, লক্ষ টাকার। ধোপানী বলিল, লক্ষ টাকার পারদের জন্য তোমায় অন্যদেশে যাইতে হইবে না, উহা আমার এই পুকুরে ঢালিয়া দেও। বণিক্, অনুসন্ধানে জানিল, ধোপানীর পারদ ক্রয়ের ক্ষমতা আছে। বণিক্, পুষ্করিণীতে পারা ঢালিয়া দিল, তদবধি পুষ্করিণীর নাম পারাঢালার পুকুর হইল। এই গল্পে জানা যাইতেছে, পূর্ব্বে মালদহে বিস্তর ধনী লোক বাস করিত।

পূর্ব্বে এ অঞ্চলে বিস্তর লোক বাস করিত। এ প্রদেশে ছোট বড় বিস্তর পুষ্করিণী আছে। কিরূপে এই প্রদেশ নির্ম্মনুষ্য হইয়া গভীর জঙ্গলে পরিণত হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। মৃগয়াশীল ব্যক্তিগণ, এ অঞ্চলে মৃগয়ার আমোদ ভোগ করিতেন। কিছুদিন পূর্ব্বে যে স্থান ব্যাঘ্র, বন্য-বরাহ ও বন্য-শূকরের নিনাদে নিনাদিত হইত, এখন সেখানে একগাছি তৃণও নাই। কেবল দীর্ঘ দীর্ঘ তালতরু জটিল মস্তক, আকাশে উত্তোলন করিয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতেছে। এখন আর এ প্রদেশে নানা জাতীয় হরিণের বিচিত্র উল্লম্ফন দৃষ্ট হয় না, শিখণ্ডিকুলের কেকারব শ্রুত হয় না, বিবিধ বন্যকুসুমের সুগন্ধও পাওয়া যায় না। সাঁওতাল জাতি, কৃষিকার্য্যের জন্য এতদঞ্চলে বাস করিয়া জঙ্গল পরিষ্কৃত করিয়াছে। তাহাদের তীরে পালে পালে হরিণ ও ময়ূর নিহত হইয়াছে। হতাবশিষ্ট ব্যাঘ্র প্রভৃতি শ্বাপদগণ দূরদেশে পলায়ন করিয়াছে। জঙ্গল পরিষ্কৃত হওয়াতে দেখা যাইতেছে, পূর্ব্বে এদেশে বিস্তর সম্পন্ন লোক বাস করিত। তাহাদের অট্টালিকা সমূহের ভিত্তি আবিষ্কৃত হইতেছে। সাঁওতালেরা বিশুষ্ক ছোট বড় পুকুরগুলি সমতল করিয়া কৃষিক্ষেত্র করিতেছে।

আমরা শুনিয়াছিলাম, পারাঢালার নিকটেই যোগিভবন। স্থানীয় কয়েকজনকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা আপনাদের অজ্ঞতা জ্ঞাপন করিল। অবশেষে একটী মুসলমান

ভদ্রলোক আমাদিগকে বলিলেন, সূর্য্যাপুরের কাঠালের মধ্যে যোগিভবন। কাঠাল শব্দের অর্থ—অরণ্য। এখন আর সূর্য্যপুরে কাঠাল নাই। সাঁওতালদের কৃপায় কাঠাল অন্তর্হিত হইয়াছে। মাহুতের অজ্ঞতায় আমাদিগকে বিস্তর ঘুরিতে হইল। অবশেষে আমরা পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া একটী লোককে সঙ্গী করিয়া লইলাম। ক্রমে আরও দুটী লোক সঙ্গী হইল। এ অঞ্চলের লোকের দূরত্বজ্ঞান অতি সঙ্কীর্ণ। একজন যে স্থানের দূরত্ব এক ক্রোশ বলে, অন্যে তাহার দূরত্ব চারি ক্রোশ বলে। যাহা হউক, আমরা অনেক পথ অতিক্রম করিয়া গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হইলাম। ইহা মালদহ নগর হইতে দুই ক্রোশের অধিক দূরবর্ত্তী নয়।

যোগিভবন, সূর্য্যপুর নামক একটী প্রাচীন নগরের অন্তর্গত। এখান হইতে পাণ্ডুয়া অধিক দূরবর্ত্তী নয়। বহুসংখ্যক ইষ্টকভিত্তি ও পুষ্করিণী সূর্য্যপুরের অতীত গৌরবের সাক্ষ্য দিতেছে। আমাদের গমনপথে আমরা একটী প্রস্তরস্তম্ভ দেখিতে পাইলাম। উহা কোন হিন্দুমন্দিরের স্তম্ভ ছিল। মন্দিরের চিহ্নমাত্র নাই, কিন্তু কয়েকপদ অন্তরে একটী পুষ্করিণী ও ইষ্টকান্বিত বিস্তীর্ণ ভূমি দেখিতে পাওয়া গেল। সূর্য্যদেবের নামানুসারে সূর্য্যপুরের নাম হইয়াছে। সূর্য্যদেব, একটী ক্ষুদ্র পতিত মন্দিরের এক কোণে মাথায় সিন্দুর ও সর্ব্বাঙ্গে মাটী মাখিয়া বিষণ্ণভাবে দণ্ডায়মান আছেন। এই মূর্ত্তিটী মাধাইপুরের সূর্য্যমূর্ত্তি হইতে বৃহৎ, অক্ষয় বাবু বলিলেন, উহা বগুড়ার সূর্য্যমূর্ত্তি হইতেও বৃহৎ। মূর্ত্তিফলকে মাঠর পিঙ্গল, সূর্য্যদেবের চারি শক্তি, সপ্তাশ্বরথ, অরুণ সারথি ও একটী মুনিমূর্ত্তি উৎকীর্ণ আছে। মুনিবরের চেহারা দেখিলে উঁহাকে সেরসাবাদের মুসলমান বলিয়া বোধ হয়। মাথায় টুপি ও লম্বমান শ্মশ্রুতে অতি সুন্দর দেখা যাইতেছে। দালান চাপা পড়িতে পড়িতে সূর্য্যদেব বাঁচিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার পাদপীঠ অদ্যাপি মাটিতে চাপা পড়িয়া রহিয়াছে। পাদপীঠে কিছু লেখা আছে কিনা জানা গেল না। বর্ত্তমান মন্দিরটী পড়িয়া গিয়াছে, ইহার পূর্ব্বে এইস্থানে একটী বড় মন্দির ছিল। তাহার পূর্ব্বে আরও একটী বৃহত্তর মন্দির ছিল। বর্ত্তমান পতিত মন্দিরটী প্রথম মন্দিরের তৃতীয় পুরুষ। লোকের যে শ্রদ্ধা মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিল, সে শ্রদ্ধা অন্তর্হিত হইয়াছে।

মন্দিরের দক্ষিণ পূর্ব্বকোণে একটী পুষ্করিণী। পুষ্করিণীতে বাঁধা ঘাট ছিল। মন্দিরের পার্শ্ব দিয়া নগরের মধ্যে একটী পাকা রাস্তা প্রসারিত ছিল। মন্দির-প্রাঙ্গণে দুটী বৃক্ষমূলে শ্মশানকালী ও লক্ষ্মীদেবীর থান (স্থান) আছে। তাঁহাদের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মন্দির ছিল, সে সকল মন্দির পতিত হইলে তাঁহারা এখানে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছেন। পূর্ব্বে সূর্য্যদেব স্বতন্ত্র মন্দিরে ছিলেন, সে মন্দির পড়িয়া গেলে এই মন্দিরে আসিয়া এককোণে দাঁড়াইয়া আছেন। স্থানীয় লোকে ইঁহাকে মা কালী বলিয়া থাকে। ভয়ে ভক্তিতে কেহ মন্দিরের ভিতরে যায় না। দূর হইতে পুষ্পপত্র নিক্ষেপ করে। পুরোহিতেরও কোন জ্ঞান নাই। এখন সূর্য্যদেব পুরোহিতের হাতের একটু জলও পান না।

মন্দিরের অধিকারী গোলকনাথ। তিনি কয়েকখান ইষ্টকের নীচে লুকাইয়া আছেন। ইঁটগুলি উঠাইয়া দেখিতে আমার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু অক্ষয়বাবু ও হরিচরণবাবুর নিষেধ বশতঃ আমি তাহা হইতে বিরত হইলাম। গোলকনাথ, গোরখনাথের সংস্করণ; অক্ষয়বাবুর এই অনুমান সত্য বলিয়া বোধ হয়। যোগিভবন, যোগী গোরক্ষনাথের ভবন। যোগিগণ গুফায় (গুহায়) মধ্যে বাস করেন, তাই গোরখনাথ ইটের তলে রহিয়াছেন। কোন সময়ে পুণ্ড্রবর্দ্ধন ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে জৈনধর্ম্মের বিশেষ প্রচার হইয়াছিল। পুণ্ড্রবর্দ্ধনের নিকটবর্ত্তী গোপপল্লীতে বীতাশোক নিহত হইয়া ছিলেন। তথায় সম্রাট্ অশোকের আদেশে বহুসংখ্যক জৈনের হত্যা সাধন হয়। মালদহের অংশ বিশেষের নাম মোকাতিপুর। আমার বিশ্বাস উহার প্রকৃত নাম মকুতিপুর। মকুতিঃ শূদ্রশাসনম্ ইতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ। এখানকার শূদ্ররাজ্যের লোক জৈনধর্ম্মাবলম্বী ছিল। মালদহ হইতে বালিয়া নবাবগঞ্জে যাইবার পথের পার্শ্বে যোগি-আসন নামক একটী উচ্চস্থান আছে। উহা হয়ত কোন বৌদ্ধস্তূপ বা জৈনযোগীর স্থান হইবে। আনুষঙ্গিক নানা কারণে যোগিভবনকে আমাদের গোরখনাথের ভবন ও গোলকনাথকে আমাদের গোরখনাথ বলিয়া ধ্রুব বিশ্বাস জন্মিয়াছে।

দেবতার নিকট বলি হয় কি না জিজ্ঞাসা করিলে, স্থানীয় লোকে বলিল, এখানে কোন কালে বলি হয় না। সে বিষয়ে মা গোলকনাথ নিতান্ত নারাজ। যখন মা কালী (সূর্য্যদেব) মন্দিরে আসেন, তখন মা গোলকনাথ বলিয়াছিলেন, "দেখ বাপু! এখানে ঘি, আটা, চিনি ও ফল মূল ভিন্ন কিছু খাইতে পারিবে না, যদি রাজী হও তবে থাক।" শ্মশান কালীকে বলিয়াছিলেন, "ছাখ, এখানে শূকর, বাচ্চা (পায়রা), ভে'স্ (মহিষ), পাঁঠা খাইতে পার্কিবি না। থাক্‌তে পারিস্ ত থাক্।" লক্ষ্মীদেবীকেও ঐ কথা বলিয়াছিলেন। দেবদেবীগণ, ইহাতে সম্মত হইয়া মা গোলকনাথের মন্দিরে বাস করিতেছেন।

আমরা সন্ধ্যারাগরঞ্জিত পশ্চিমাকাশের মেঘমালার ক্রমবর্দ্ধমান আকার দর্শন করিয়া অনিচ্ছাসত্ত্বে এই পুরাতন দেবস্থান ত্যাগ করিয়া নিমাসরাই ষ্টেসনের দিকে আসিতে লাগিলাম। অক্ষয়বাবু ও হরিচরণবাবু রাজসাহী গমনার্থ নিমাসরাই ষ্টেসনে থাকিলেন। আমি একাকী করেণুপৃষ্ঠে থাকিলাম। মাহুতের সঙ্গে নানা প্রয়োজনীয় গ্রাম্যকথার আলোচনা করিতে করিতে আসিতে লাগিলাম। আরণ্য ভূভাগে নক্তঞ্চর, শিবা প্রভৃতির পদশব্দে ভয়ের সঞ্চার হইলেও আমাদের কথোপকথনের নিবৃত্তি হইল না। আমরা রাত্রি নয়টার সময় মালদহে ফিরিয়া আসিলাম।

শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী।

পাহাড়পুরের পুরাতন স্তূপ। (১)

আমি প্রথমবার পাহাড়পুর স্তূপ পরিদর্শন করিয়া তাহার অবস্থা পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়কে জানাইয়াছিলাম। তিনি বহুবিধ উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক উক্ত স্তূপ পুনর্ব্বার পরিদর্শন করিয়া তদবলম্বনে একটী প্রবন্ধ লিখিতে আদেশ করেন। আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির প্রবন্ধ লেখা শোভা পায় না; বিশেষতঃ লিখিবার শক্তিও কিছু-মাত্র নাই। এইজন্য তাহাতে হস্তক্ষেপ না করিয়া, যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি ও জ্ঞাত হইয়াছি, তাহারই যথাযথ বিবরণ নিম্নে বিবৃত করিলাম। এতদ্দ্বারা প্রত্নতত্ত্বজ্ঞগণের ভবিষ্যৎ অনুসন্ধানের যদি কোন সুযোগ সংঘটিত হয়, তবে শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে পাহাড়পুর স্তূপ মিঃ বুকানন প্রথম পরিদর্শন করেন * তৎপরে দিনাজপুরের ভূতপূর্ব্ব কালেক্টর মিঃ ওয়েষ্টমেক্‌ট্‌ পরিদর্শন করিয়াছিলেন †। ইহার পর ১৮৭৯। ৮০ খৃষ্টাব্দের শীতকালে জেনারেল কানিংহাম উক্ত স্তূপ পরিদর্শন করিয়াছিলেন। ‡ ইঁহাদের পরিদর্শনের পরে আমি গত ১৩১৩ সালের ভাদ্র মাসে প্রথম পরি-দর্শন করিয়া শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়কে স্তূপের অবস্থা জানাইয়াছিলাম। পরে তাঁহারই উপদেশ মত ১৩১৫ সালের অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম সপ্তাহে উল্লিখিত স্তূপ পুনরায় পরিদর্শন করিয়াছি। বুকানন ও ওয়েষ্টমেক্‌ট্‌ উভয়েই পাহাড়পুরের পাহাড়কে একটী "বৌদ্ধস্তূপ" বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। জেনারেল কানিংহাম কিন্তু ইহাকে বৌদ্ধস্তূপ বলিতে অসম্মত। তিনি বলেন, ইহা একটী হিন্দুমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ মাত্র।

পাহাড়পুর উত্তরবঙ্গ রেলপথের জামালগঞ্জ ষ্টেসনের ৪ মাইল পশ্চিমে এবং মহাস্থান হইতে ২৯ মাইল পশ্চিমে এবং পত্নীতলা হইতে ২০ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। বুকানন এই স্তূপের উচ্চতা ১০০ হইতে ১৫০ ফিট অনুমান করিয়া গিয়াছিলেন। কানিংহাম সাহেব মাপিয়া স্তূপের নিম্ন হইতে ৭০ ফিট এবং নিকটস্থ মাঠান জমি হইতে ৮০ ফিট উচ্চতা পাইয়াছিলেন। আমি মাপ করিয়া ৬০ ফিট মাত্র পাইয়াছি। সুতরাং ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ হইতে বর্ত্তমান সময়ের মধ্যে ১০ ফিট উচ্চতা কমিয়াছে। স্তূপের দক্ষিণে অদ্যাপি পাহাড়পুর গ্রামের বসতি আছে। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ঘনশ্যাম রায় নামক এক ব্যক্তি এই স্তূপের উত্তর দিক খনন করিয়াছিলেন। কানিংহামের মতে পাহাড়পুর স্তূপের মোট উচ্চতা কখনই ১০০ ফিটের অধিক ছিল না।

যমুনা নদী হইতে একটী শাখা নদী বাহির হইয়া পাহাড়পুর স্তূপের পূর্ব্বধার দিয়া

---

(১) রঙ্গপুর শাখা পরিষদের পঞ্চমবার্ষিক প্রথম অধিবেশনে পঠিত।

* Buchanan's Eastern India.

† Journal of the Asiatic Society of Bengal. Vol. XLIV.

‡ Cunningham's Archeological Survery report. Vol. XV.

প্রবাহিত হইয়া হাঁচতার বিলে পতিত হইয়াছিল। হাঁচতার বিল হইতে তুলসীগঙ্গা নদীতে যাইবার নৌকা পথ ছিল; এখন উক্ত নদী শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। প্রাচীরের অপর তিন দিকে পরিখা খনন করিয়া এই নদীর সহিত যোগ করিয়া দেওয়া ছিল। এখন এই শুষ্ক নদীর খাত ১২০ ফিট মাত্র আছে। উক্ত নদী ও পরিখার পরিসর প্রায় তুল্য।

প্রাচীর বেষ্টিত স্তূপের পূর্ব্বদিকে পরগণে সগুণার অধীন মালঞ্চা গ্রাম এবং উত্তর পশ্চিমদিকে ফতেজঙ্গপুর পরগণার অন্তর্গত গোয়াইল ভিটা গ্রাম অবস্থিত আছে। মালঞ্চা গ্রামে সত্যপীরের স্থান এখনও দৃষ্ট হয়। *

পাহাড়পুর গ্রাম সরকার পাঞ্জারার অন্তঃপাতী ফতেজঙ্গপুর পরগণার অধীন। স্থানীয় লোকে স্তূপকে "পাহাড়" বলিয়া থাকে, এবং গ্রাম খানির নামও তজ্জন্যই পাহাড়পুর হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। এই পাহাড়পুর গ্রামের পূর্ব্বে কি নাম ছিল তাহা এখন কেহ বলিতে পারে না।

স্তূপের উপরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটী বেলগাছ ও দুইটী সিমুলগাছ এবং একটী পাকুড়গাছ আছে। বড় শিমুলগাছটীতে বাঘের আঁচড়ের অনেক দাগ আছে। ইহা পূর্ব্বে অত্যন্ত জঙ্গলাকীর্ণ ছিল এক্ষণে অনেটা পরিষ্কার হইয়াছে তথাপি সহজে পাহাড়ে উঠিতে পারা যায় না। স্তূপটী বহুপ্রকার কণ্টকবৃক্ষে আবৃত রহিয়াছে। আমি স্থানীয় দুইটী হিন্দু লোকের দ্বারা কতক জঙ্গল কাটাইয়া তবে চারিদিক দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম।

এখন স্তূপের তলদেশের বেড় ১২৫০ ফিট এবং উচ্চতা ৬০ফিট মাপিয়া পাইয়াছি; তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। স্তূপের উপরিভাগের পরিমাণ দীর্ঘে ও প্রস্থে ৮ ফিট মাত্র আছে। স্তূপের চতুর্দ্দিকেও (প্রাচীরের মধ্যে) পরিখার চিহ্ন আছে। কিন্তু উত্তর দিকে ১০০×১০০ ফিট সমতল ভূমি লক্ষিত হয়। সম্ভবতঃ এইটী স্তূপে গমনাগমনের পথ ছিল। স্তূপের উত্তর দিকে উক্ত সমতল ভূমির সম্মুখে ১০০×৮০ ফিট একটী পুষ্করিণীর পুরাতন খাত আছে; এই খাত উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ।

স্তূপের উত্তর দক্ষিণে প্রাচীর সংলগ্ন, পূর্ব্ব পশ্চিমে লম্বিত ৩০০×১৪০ ফিট ও পূর্ব্বদিকে উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ ৪৩০×২০০ ফিট সমতল ইষ্টকময় উচ্চ ভূমি আছে। ইহা অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ, এখানে বিদ্যার্থী ছাত্রগণ ও শ্রমণেরা বাস করিতেন বলিয়া বোধ হয়। † এখন কৃষকেরা এখানে রবিশস্য উৎপন্ন করিয়া থাকে।

---

* এতদ্দেশ প্রচলিত সত্যপীরের গান অনুসারে হিন্দুর দেবতা মুসলমানের পীর। সত্যপীরের মাতা সন্ধ্যাবতীর জন্ম মালঞ্চাপুরীতে। পশ্চিমে নুরনদী, পূর্ব্বে কম্পনদী, মধ্যে সমৃদ্ধিশোভনা মালঞ্চার রাজ্য। ঘোর মুসলমান বিদ্বেষী "মেদানব" এই প্রবন্ধের "মৈদলন"। হিন্দু মুসলমান বিরোধ দূর করিয়া সখ্য স্থাপন চেষ্টা বরেন্দ্র বঙ্গদেশ মধ্যে এই মালঞ্চার হয়।

† এই স্তূপে এ পর্য্যন্ত হিন্দুকীর্ত্তি চিহ্ন ভিন্ন কোন বৌদ্ধকীর্ত্তি চিহ্ন আবিষ্কৃত হয় নাই। তজ্জন্যই জেনারাল কানিংহাম হয়ত ইহাকে বৌদ্ধস্তূপ বলিতে পারেন নাই। প্রকৃত পক্ষে ইহা স্তূপ না মন্দির, অদ্যাপি তাহার মীমাংসা হয় নাই।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয় গ্রন্থ ও পত্রিকা প্রকাশ সমিতির সভাপতি।

স্তূপগাত্রের উত্তর পূর্ব্বে একখানি চতুকোণ প্রস্তরখণ্ড পড়িয়া আছে। তাহার পরিমাণ ৩'—৮"×২'—"×১'—৪" ইঞ্চি। ইহার নিম্নে আরও একখানা প্রস্তরখণ্ড আছে তাহার কতকাংশমাত্র দেখা যায়। ইহারই নীচে উত্তরদ্বারী একটী কুটীর ছিল, এইরূপ এখানকার কৃষকেরা বলিয়া থাকে এবং ঘনশ্যাম রায় নামক এক ব্যক্তি অর্থ লোভে এই স্থান খননারম্ভ করিয়াছিল বলিয়া তাহার মৃত্যু হয় ইত্যাদি নানারূপ অলৌকিক গল্প করে। জেনেরাল কানিংহামসাহেব লিখিয়া গিয়াছেন যে ১৮৭৩খৃঃ অব্দে ঘনশ্যাম ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। উত্তর প্রাচীরের একস্থানে দরজা ছিল, তাহার ভগ্ন নিদর্শন অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। এই স্থানের প্রাচীর ভগ্ন হইয়া আছে তদ্দেশ ৭৪ ফিট ঊর্দ্ধে ৫০ ফিট প্রস্থে ইষ্টক বিস্তার করিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। এখন ভগ্ন প্রাচীরের যে সমস্ত ইষ্টকরাশি পতিত আছে তাহার উচ্চতা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ৮ হইতে ১০ ফিট। প্রাচীরটি সমচতুষ্কোণ, প্রতি দিকই ৯০০ ফিট দীর্ঘ।

প্রাচীরের বাহিরে ঈশানকোণে পরিখার মধ্যে ও বাহিরে ইষ্টকময় অনেকগুলি স্থান দৃষ্ট হয়। ইহা পুরাতন বসতির পরিচিহ্ন। প্রাচীরের পূর্ব্বদিকে নদীর পশ্চিমে ১০০০×১০০ ফিট একটি স্থান আছে, ইহা নদীর ধারে বিচরণ করিবার ক্ষেত্র বলিয়া অনুমিত হয়। এখন স্তূপের উপর মাদারের দরগার স্থান নির্দ্ধারিত হইয়াছে এবং প্রতিবৎসর যথারীতি তথায় 'সিন্নি' হইয়া থাকে। বিভিন্ন প্রকারের ইষ্টক দ্বারা স্তূপ ও প্রাচীরটী গ্রথিত। কোন কোন ইষ্টকের পরিমাণ ১০"×৯"×২॥" ইঞ্চি এবং কোনটির উচ্চতা ১৫" প্রস্থ ৫" দৈর্ঘ্য (ভগ্নজন্য) পাওয়া যায় নাই। অধিকাংশ ইষ্টকই ভগ্ন। দুই একখানা ইষ্টকে লতা ও ফুল অঙ্কিত ছিল। স্তূপে ইষ্টকগুলি মাটির দ্বারা গ্রথিত করা হইয়াছিল।

এই পাহাড়পুর গ্রাম পূর্ব্বে বগুড়া জেলার অধীন নবাবগঞ্জ থানার অন্তর্গত ছিল, পরে ইহা দিনাজপুর কালেক্টরীর ২৮ ও ৩৫ নং তৌজীভুক্ত হয়। ২৮ নং তৌজীর মালিক এখন দিনাজপুর জেলার পোরসা গ্রাম নিবাসী মৃত গোলাম মামুদ সাহার উত্তরাধিকারী প্রায় ৫০ জন ও ৩৫ নং তৌজীর ॥৵০ আনা অংশের মালিক ঐ জেলার বালুরঘাট মহকুমা নিবাসী শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ সান্যাল প্রমুখ ৩ জন। এই তৌজীর অবশিষ্ট।৵০ আনা অংশ দিনাজপুরের রায় শ্রীযুক্তরাধাগোবিন্দ রায়সাহেব মহাশয়ের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তাহা তাঁহার খাস দখলে নাই; বলিহারের রাণী শ্রীযুক্তা কুসুমকামিনী দেবী মহাশয়ার নিকট পত্তনী বন্দোবস্ত করা আছে। গত ১৮৯৭ খৃঃ অব্দে এইস্থান রাজসাহী জেলাভুক্ত হইয়া নওগাঁ মহকুমা এবং বাদলগাছি আউটপোষ্টের অধীন হইয়াছে। এক্ষণে কালেক্টরীর তৌজীর পূর্ব্বোক্ত ২৮ ও ৩৫ নং যথাক্রমে ২১৯৯ ও ২২৮০ নম্বরে পরিবর্ত্তিত হইয়া খাজানাদি রাজসাহীর কালেক্টরীতে দাখিল হইতেছে। পূর্ব্বে উক্ত উভয় তৌজীর ভূমিই রাজসাহী জেলার অধীন মহাদেব পুরের জমিদার মহাশয়গণের সম্পত্তি ছিল, ক্রমে নিলাম হইয়া বর্ত্তমান মালিকগণের হস্তগত হয়।

বাদলগাছির কাছারীতে পোরসার জমিদার মহাশয়গণের যে চিঠা আছে, তাহার প্রথম

দাগেই পাহাড়পুর স্তূপের যে ভাবে উল্লেখ আছে, তাহা প্রদর্শনের নিমিত্ত উহার অবিকল নকল নিয়ে প্রদত্ত হইতেছে।

"খেতানী জমি জঙ্গি কিং পাহাড়পুর পরগণে ফতেজঙ্গপুর সরকার পাঞ্জারা জমিদার শ্রীযুক্ত গোলাম মহম্মদ সাহা গএরহ ১২৭৮ সাল তারিখ ১০ই বৈশাখ রোজ রবিবার রোসনগির শ্রীকুকুরা সরদার দিগর।

আশামী=	জমি—	খারিজ—	বাকি
	জঙ্গি—	সরিক—	নিজ

আদৌ বঙ্গ গ্রামস্ত দক্ষিণ পশ্চিম কোণে ইস্তক খোজাগাড়ীর চৌকির পূর্ব্ব তপূসীমানা চাতরা পুষ্করিণী এই দাগ মধ্যে মৈদলন রাজার বাড়ী সত্যনারায়ণের জমি তৌসীমানা চক পার বিষ পোড়া।

২১/	৬/	১২৬/	৬৩/	৬৩/	পতিত

উক্ত জরিপ সাবেক ২৮ নং তৌজীর মালিকগণ কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইয়াছিল এবং এই জরিপের সময় সমস্ত স্থানই পতিত ও জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। আর যে ৬৩/ বিঘার খারিজ সরিক উল্লেখ আছে, তাহা সাবেক ৩৫ নং তৌজির জমি এখনও অভেদ সীমায় উভয় তৌজীর জমি এজমালীতেই আছে।

উক্ত ৩৫ নং তৌজীর ৷৶০ আনা অংশ কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীন থাকার সময় ১৮৮৭ ইং সনে কোর্ট অব ওয়ার্ডসের কর্ত্তৃত্বাধীনে সাকুল্য ৩৫ নং তৌজীর মহাল রেকর্ড অব রাইট্ হইয়াছিল। সেই সময় একজন হিন্দু আমিন (রজনীমোহন দত্ত) পাহাড়পুর জরীপ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া চিঠা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি উক্ত স্তূপ সম্বন্ধে চিঠায় কিছুই উল্লেখ করেন নাই। স্তূপকে মাদারের স্থান ৬/৪৷৶ বিঘা ও অপরাংশ প্রাচীর বেষ্টিত স্থানকে পতিত ৬৪/২৷৶ বিঘা লিখিয়াছেন প্রাচীরের বাহিরের কিছু পতিত জমি ইহার সহিত ধরা হইয়াছে। পাহাড়পুর গ্রাম সাকুল্য ৬৭০৷৷৩৶ জমি এই জরীপে নির্ণীত হয়। উল্লিখিত চিঠাখানি বলিহারের রাণী শ্রীযুক্তা কুসুমকামিনী দেবী মহাশয়ার সেরেস্তায় আছে।

স্থানীয় লোকে ইহাকে "মৈদল" রাজার পুরী বলিয়া থাকে। এক সময় এই প্রদেশ যে বিশেষ সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল, তাহার কিছু কিছু নিদর্শন এখনও প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার উত্তর পশ্চিমে ৮ মাইল এবং গরুড়স্তম্ভ হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে ৮ মাইল দূরে যমুনা নদীর তীরে যোগীগুফা বা যোগীভবন স্থান, উহা দেবপালের বাড়ী বলিয়া কথিত। এইখানে চতুর্মুখলিঙ্গ (ব্রহ্মলিঙ্গ) আছে। * এইস্থান হইতে ৩ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে আমরি বা

* উত্তরবঙ্গের অনেকস্থানে চতুর্মুখ লিঙ্গ ছিল। মালদহের অন্তর্গত মাথাইপুরে এইরূপ একটী লিঙ্গ অদ্যাপি অর্চ্চিত হইতেছে এবং পাণ্ডুয়া হইতে এইরূপ আর একটী লিঙ্গ ইংরাজবাজারে আনীত হইয়াছে।
শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।—গ্রন্থ ও পত্রিকা প্রকাশ সমিতির সভাপতি।

অমাই গাঁ, এখানেও অনেক ভগ্নাবশেষ আছে। ইহার ১৲ মাইল উত্তরপশ্চিমে বৃন্দাবন নামক স্থান, সেখানে অষ্টশক্তির মূর্ত্তি আছে। এই স্থানের নিকট কাদিপুরের কাছে [illegible]লা নামক স্থান আছে। সেখানে প্রতি বৎসর চৈত্রমাসে মেলা হয়, এখানে একটী গাছের শিকড়ের মধ্যে বহুমূর্ত্তি আছে। ইহার মধ্যে গরুড়স্তম্ভমাত্র দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি। অন্যান্য স্থানগুলি দেখিয়া তাহার বিবরণ সংগ্রহের ইচ্ছা আছে।

এখন পাহাড়পুরে স্তূপের চতুষ্পার্শ্বেই কৃষকগণ নানা শস্য উৎপন্ন করিতেছে। রাখালগণ ইষ্টকগুলি উপর হইতে পরিখার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া আনন্দানুভব করিয়া থাকে। নিকটবর্ত্তী স্থান নিবাসী গৃহস্থগণ ধানের মটকার তলদেশ বান্ধার জন্য বহু ইট লইয়া যায়। বহুপূর্ব্বে হয়তো অশোকের সময়ে যাহা বহুযত্নে নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহার এইরূপ শোচনীয় পরিণাম দর্শনে অত্যন্ত অনুতপ্ত হইতে হয়। বলিহারের রাণী মহোদয়া এবং বালুরঘাটের শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ সান্যাল মহাশয় একটু যত্ন করিলেই স্তূপটী ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা পাইতে পারে। আশা করি, তাঁহারা এই প্রাচীন কীর্ত্তিটি রক্ষার যথোচিত ব্যবস্থা করিয়া পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের ধন্যবাদভাজন হইবেন।

শ্রীশ্রীরাম মৈত্রেয়

আপ্ত প্রমাণ।*

আমাদের ভারতবর্ষীয় দার্শনিকগণ যে অর্থে প্রমাণ শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন তাহার একটী যথাযথ প্রতিশব্দ ইউরোপীয় দর্শনে দুর্লভ। লোকে সচরাচর প্রমাণ অর্থে ইংরাজী Proof কথাটী ব্যবহার করে। কিন্তু প্রমাণ ও Proof একার্থবাচক নহে। Proof শব্দের অর্থ একজ্ঞান হইতে অন্য জ্ঞানে উপনীত হইবার প্রণালী, অথবা ঐ পূর্ব্বজ্ঞান, যাহার উপর পরবর্ত্তী জ্ঞান নির্ভর করে। সুতরাং এই যে আমার সম্মুখস্থ পুস্তকের জ্ঞান হইতেছে ইহার কোনও Proof নাই, কেননা এই জ্ঞান অন্য কোনও জ্ঞান হইতে উদ্ভূত নহে। পুস্তকের সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সম্বন্ধের ফলে এই জ্ঞান স্বতঃই আমার মনে উৎপন্ন হইতেছে। সুতরাং ঐ জ্ঞানের Proof নাই। উহার Proof নাই বটে কিন্তু উহার প্রমাণ আছে। সে প্রমাণের নাম প্রত্যক্ষ। প্রমাণের অর্থ যাহাতে প্রমা জন্মায়। প্রমা শব্দে সংশয়বিহীন স্থিরজ্ঞান বুঝায়। অতএব যাহাতে লোকের মনে সংশয়হীন জ্ঞান জন্মে তাহাই প্রমাণ। 'আমার সম্মুখে পুস্তক রহিয়াছে' এই জ্ঞান চক্ষু দ্বারা দেখিয়া

* রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের চতুর্থ বার্ষিক প্রথম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

উৎপন্ন হইতেছে, সুতরাং ঐ জ্ঞানের প্রমাণ প্রত্যক্ষ। চক্ষু সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানের প্রমাণকেই প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলা হয়। Proof শব্দের প্রকৃত অর্থ অনুমান। সুতরাং Proof প্রমাণের প্রতিশব্দ নহে, প্রমাণ বিশেষ মাত্র।

প্রমাণ কতরূপ, অর্থাৎ কি কি বিভিন্ন প্রকারে মানুষ জ্ঞান লাভ করে, এই বিষয়টী ভারতীয় দার্শনিকগণ অতি বিশদ ও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। ইহা লইয়া বহু মতভেদ ও তর্ক বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে। একমাত্র প্রত্যক্ষ প্রমাণবাদী চার্ব্বাক হইতে :আরম্ভ করিয়া অষ্টপ্রমাণবাদী পৌরাণিক পর্য্যন্ত সকলেই নিজ নিজ মত সমর্থনের জন্য যুক্তিজাল বিস্তার করিয়াছেন। ফলতঃ বিষয়টী যেরূপ গুরুতর আমাদের দেশের দর্শনশাস্ত্রে উহার আলোচনাও সেইরূপ বিস্তৃত! কিন্তু ইউরোপীয় দর্শনে এই বিষয়টীর বিশেষ কোনও আলোচনা নাই। কতরূপে আমাদের জ্ঞান উৎপন্ন হয় এই কথাটী যে একটি বিশেষ বিবেচনার বিষয় তাহা যেন পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের মনেই হয় নাই। অথচ এই কথাটীর আলোচনা না হইলে সমস্ত তর্কশাস্ত্র (Logic) অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। প্রমাণ সম্বন্ধে সম্যক্ আলোচনার অভাব, ইউরোপীয় দর্শনের অসম্পূর্ণতার একটী পরিচয়স্থল। এই আলোচনার গুরুত্ববোধের অভাবেই ইউ-রোপীয় দর্শনে প্রমাণের প্রতিশব্দ নাই। যে বিষয়ের সচরাচর আলোচনা হয় না, তাহার জন্য একটী নির্দ্দিষ্ট পারিভাষিক শব্দের কোন প্রয়োজনই নাই।

প্রমাণ সম্বন্ধে কোনও আলোচনা না করিলেও এ বিষয়ে আধুনিক পাশ্চাত্য দার্শনিকদিগের মত কি তাহা সহজেই বুঝা যায়। তাঁহারা প্রায় সকলেই একরূপ বিনা বিচারে মানিয়া লইয়াছেন যে প্রমাণ দ্বিবিধ, প্রত্যক্ষ ও অনুমান (observation এবং inference)। তাঁহারা অন্য কোনও রূপ প্রমাণ স্বীকার করেন না। অর্থাৎ তাঁহাদের মতে প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুই উপায় ভিন্ন আমরা আর অন্য কোনও রূপে যাথার্থ জ্ঞান লাভ করি না। এই মত আমাদের দেশে নূতন নহে। কণাদ ও বৌদ্ধাচার্য্যগণ এই মতই সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের দেশের অধিকাংশ দার্শনিকগণ এই দুই প্রমাণ ভিন্ন আরও একটী প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন। তাহার নাম আপ্তবচন প্রমাণ বা আগম প্রমাণ। আপ্তবচন শব্দের অর্থ ভ্রম-প্রমাদশূন্য বিশ্বাসযোগ্য লোকের কথা। সুতরাং আপ্তবচন প্রমাণের অর্থ অন্যের নিকট শুনিয়া জ্ঞান লাভ। আমার বিশ্বাস আধুনিক কালের অনেকেই এই আগম প্রমাণ স্বীকারকে আর্য্যদার্শনিকগণের দুর্ব্বলতার লক্ষণ মনে করেন, এবং ইহাকে তাঁহাদের স্বাধীন চিন্তার (free thought-এর) অভাব মনে করিয়া, স্বাধীন চিন্তাশীল আধুনিক পাশ্চাত্য দার্শনিকদিগকে স্মরণপূর্ব্বক, মনে মনে লজ্জিত হইয়া উঠেন। কিন্তু, সামান্য চিন্তার ফলেই বুঝা যায় যে, আগমপ্রমাণ স্বীকার ভারতীয় দার্শনিকগণের দুর্ব্বলতার পরিচায়ক নহে, উহা তাঁহাদের চিন্তার

তীক্ষ্ণতার ও গভীরতারই পরিচয় প্রদান করে। এবং আপ্তবচনকে প্রমাণরূপে উল্লেখ না করা পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের স্বাধীন চিন্তার পরিচয় নহে, উহা তাহাদের চিন্তার অগভীরতারই নিদর্শন। প্রকৃত পক্ষে আমরা প্রতিদিন কি সাংসারিক কার্য্যে, কি জ্ঞান অন্বেষণে সর্ব্বদাই আপ্তবচনকে প্রমাণ স্বীকার করিতেছি। উহা না করিলে কি কার্য্যের পথে, কি জ্ঞানের পথে বেশী দূর অগ্রসর হইবার ক্ষমতা কাহারও নাই। সুতরাং আগমকে প্রমাণ স্বীকার না করা দৃষ্টিহীনতা, স্বাধীনচিন্তা নহে। এই বিষয়টি একটু বিস্তার করিয়া বলাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

আগমপ্রমাণ বিষয়টি কি তাহা অতি সংক্ষেপে অথচ অতি সুন্দররূপে পাতঞ্জলদর্শনের ব্যাস ভাষ্যে বর্ণিত হইয়াছে। আমাদের আলোচনার ভিত্তি স্বরূপে আমরা ঐ ভাষ্যটি উদ্ধৃত করিব। ভাষ্যটি এই, "আপ্তেন দৃষ্টোঽনুমিতো বা অর্থঃ পরত্র স্ববোধ সংক্রান্তয়ে শব্দেন উপদিশ্যতে, শব্দাৎ তদর্থ বিষয়াবৃত্তিঃ শ্রোতুঃ,—আগমঃ। যস্য অশ্রদ্ধেয়ার্থঃ বক্তা ন দৃষ্টানুমিতার্থঃ স আগমঃ প্লবতে, মূলবক্তরি তু দৃষ্টানুমিতার্থে নির্বিপ্লবঃ স্যাৎ।" অর্থাৎ ভ্রম প্রমাদ প্রভৃতি দোষশূন্য ব্যক্তি যে বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়া অথবা অনুমান দ্বারা অবগত হইয়াছেন, তিনি যদি নিজেরও যেরূপ বোধ শ্রোতারও ঐরূপ হউক এই অভিপ্রায়ে বাক্য দ্বারা ঐ জ্ঞান উপদেশ করেন, তাহা হইলে ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রোতার যে জ্ঞান জন্মিবে তাহারি নাম আগম। যাহার কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে, এবং যিনি বক্তব্য বিষয় প্রত্যক্ষ করেন নাই অথবা অনুমান দ্বারা জ্ঞাত হন নাই, তাঁহার বাক্য প্রমাণ নহে। যিনি বক্তব্য বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়াছেন অথবা অনুমান করিয়াছেন তাঁহারই বাক্য প্রমাণ।

এই ভাষ্যে দুইটি বিষয় উক্ত হইয়াছে। প্রথম, প্রত্যক্ষ ও অনুমান ভিন্ন আরও একটী জ্ঞানের উপায় আছে, সেটি হইতেছে অন্যের নিকট শুনিয়া জ্ঞান লাভ। দ্বিতীয়, যে কোনও ব্যক্তির নিকট হইতেই শুনিয়া জ্ঞান লাভ হয় না। যাঁহার বাক্যে জ্ঞান হইবে তিনি বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি হইবেন, এবং তাঁহার বক্তব্য বিষয়টি প্রত্যক্ষ প্রমাণে অথবা অনুমান প্রমাণে জ্ঞাত হইতে হইবে।

এক্ষণে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, উক্তরূপে অন্যের কথায় আমাদের জ্ঞানলাভ হয় ইহা স্বীকার করা ছাড়া কি কোনও উপায় আছে? মানুষ বাল্যকাল হইতে বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত যত জ্ঞানলাভ করে তাহার মধ্য হইতে যদি যেগুলি সে অন্যের বাক্য হইতে লাভ করিয়াছে তাহা বাদ দেওয়া যায় তাহা হইলে বড় বিশেষ অবশিষ্ট থাকে না। প্রথম কথা, অতীত কালের ঘটনা সম্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান, তাহার অধিকাংশই অন্যের বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া। কেননা প্রত্যক্ষ সেখানে অচল, এবং অনুমানেরও ভিত্তি পরের কথার উপর বিশ্বাস। একটা দৃষ্টান্ত দিলেই, কথাটি সুস্পষ্ট হইবে। কাশীর নিকটবর্ত্তী সারনাথের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে একটি রক্তপ্রস্তরের স্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছে। স্তম্ভটিতে লিখিত আছে যে মহারাজা কণিষ্ক দুইজন রাজপ্রতিনিধি দ্বারা

সারনাথের বৌদ্ধসংঘকে একটি ছত্র ও একটি বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি উপহার দিলেন। ঐতিহাসিকগণ এই স্তম্ভলিপি হইতে অনুমান করিতেছেন যে, কণিষ্কের রাজত্ব সীমা কাশী পর্য্যন্তও বিস্তৃত ছিল। কিন্তু এই অনুমানের নির্ভর কি? নিশ্চয়ই ঐ স্তম্ভলিপির উপর বিশ্বাস, এবং ঐ স্তম্ভলিপি পরের বাক্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। সমস্ত ঐতিহাসিক জ্ঞানই প্রায় এইরূপে উপার্জ্জিত। পরের কথার উপর বিশ্বাস না করিয়া এক পাও অগ্রসর হইবার উপায় নাই। সাহিত্যপরিষদের ইতিহাসজ্ঞ ও ঐতিহাসিক গবেষণা-তৎপর সভ্যগণের নিকট এ কথা বিস্তার করিয়া বলা নিষ্প্রয়োজন। তাঁহারা ইহা পদেপদেই অনুভব করিতেছেন।

কিন্তু কেবল সুদূর অতীতকালের বিষয় নহে, বর্ত্তমানে যে সমস্ত ঘটনা সংঘটিত হইতেছে, তাহারাও ত অধিকাংশের জ্ঞানই অন্যের কথার উপর নির্ভর করিয়া লাভ করিতে হয়। ঐ যে সংবাদপত্র সমূহ দেশবিদেশের বার্ত্তা প্রতিদিন বহন করিয়া আনিতেছে, এবং ঐগুলি পাঠ করিয়া আমরা যে সমস্ত পৃথিবীর ঘটনা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতেছি, সে জ্ঞান ত কেবল আপ্তপ্রমাণের উপরেই নির্ভর করিতেছে। এই যে এত বড় রুষ জাপান যুদ্ধ হইয়া গেল, যাহার কথা আমাদের মুখে মুখে, এই যে Parliamentএ গোলযোগ চলিতেছে, যাহার অবসান অনেকে বেপথুমান হৃদয়ে অপেক্ষা করিতেছেন, ইহার কিছুই ত আমরা প্রত্যক্ষ করি নাই, অনুমান দ্বারাও অবগত হই নাই। আমরা কেবল Baron Reuterএর উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া আছি। অথচ ঐ সব ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে আমাদের মনে বিন্দুমাত্রও সংশয় নাই।

কেবল ইহাই নহে। এই প্রকাণ্ড পৃথিবীর যে অল্প কয়েকটি স্থান আমি নিজ চোখে দেখিয়াছি তা ছাড়া আর বাকী পৃথিবীটার অস্তিত্বের জ্ঞানই ত পরের কথার উপর বিশ্বাসের ফল। ইংলণ্ড বলিয়া যে একটি দেশ আছে, তাহা ত অবিলাতফেরত আমরা প্রত্যক্ষ করি নাই। অন্যের কাছে শুনিয়াই আমাদের সে জ্ঞান লাভ করিতে হইয়াছে। অথচ আশা করি আমার শ্রোতৃবর্গের মধ্যে ইংলণ্ডের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কাহারও মনে কোনও সংশয় নাই।

প্রকৃত কথা এই যে আপ্তবচনকে প্রমাণ স্বীকার না করিলে জীবনযাত্রাই অসম্ভব হইয়া উঠে। সংসারে প্রতিদিন প্রতি কাজে অন্যের কথার উপর বিশ্বাস করিয়া যে জ্ঞানলাভ হয়, সেই অনুসারে কাজ করিতে হয়। কেহ যদি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া বসেন যে নিজের প্রত্যক্ষলব্ধ অথবা ঐ প্রত্যক্ষের উপরে প্রতিষ্ঠিত অনুমানলব্ধ জ্ঞান ভিন্ন অন্য কোনও জ্ঞান অনুসারে কার্য্য করিবেন না, তাহা হইলে তাঁর সাহসকে ধন্যবাদ করিতে হয়, কিন্তু বুদ্ধির প্রশংসা করা যায় না। কেননা ঐ প্রতিজ্ঞার ফলে অতি অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার জীবনযাত্রা অচল হইয়া উঠিবে।

এইখানে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, স্বীকার করিলাম ইতিহাস, ভূগোল, প্রতিদিনের জীবনযাত্রা প্রভৃতি ব্যাপারে আপ্তবচন প্রমাণ, কিন্তু জড়বিজ্ঞান আলোচনায়

ইহার কোনও স্থান নাই। বিজ্ঞান আলোচনায় কেবল প্রত্যক্ষ ও তদুপরি প্রতিষ্ঠিত অনুমানই প্রমাণ। পরের কথার উপর নির্ভর করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ কোনও কথা বিশ্বাস করেন না। এবং ইউরোপীয় লোকের মন বৈজ্ঞানিকতা পূর্ণ বলিয়া পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ আপ্তবচনকে প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য করেন নাই। কথাটি সত্য নহে বৈজ্ঞানিকগণকেও অনেকস্থলে অন্যের কথার উপর নির্ভর করিতে হয়। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। পৃথিবীর আহ্নিকগতি অনুমানের একটা হেতু এই যে, যদি সত্য সত্যই পৃথিবী পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে আবর্ত্তিত হয় তাহা হইলে খুব উচ্চ স্থান হইতে নিক্ষিপ্ত একটী গুরুবস্তু ঠিক খাড়া ভাবে না পড়িয়া ঈষৎ পূর্ব্বদিকে সরিয়া পড়িবে। পরীক্ষাদ্বারা দেখা গিয়াছে যে বস্তুতঃ তাহাই ঘটে। কিন্তু এই পরীক্ষাটি যথাযথভাবে সম্পন্ন করা এতই কঠিন ব্যাপার যে, পৃথিবীতে পাঁচ ছয়বারের অধিক ঐ পরীক্ষাটি হয় নাই। সুতরাং অনেক বৈজ্ঞানিকই ঐ পরীক্ষাটি প্রত্যক্ষ করেন নাই। যাঁহারা করিয়াছেন তাঁহাদের কথার উপরে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াই ঐ পরীক্ষালব্ধ জ্ঞানটি লাভ করিয়াছেন। এইরূপ আরও অনেক পরীক্ষা আছে, যাহা বৈজ্ঞানিক সমাজ কতিপয় বিজ্ঞানবিদের প্রত্যক্ষের উপরে নির্ভর করিয়া জানিয়া লইতে বাধ্য হইতেছেন।

এখানে উত্তর হইতে পারে, বৈজ্ঞানিক সমাজ পরীক্ষালব্ধ জ্ঞানটি অন্যের কথার উপর নির্ভর করিয়া জানিতেছেন বটে, কিন্তু যাঁহাদের কথার উপর নির্ভর করিতেছেন জ্ঞানটি ত তাঁহাদের প্রত্যক্ষলব্ধ। সুতরাং ঐ জ্ঞানের প্রমাণ প্রকৃত পক্ষে প্রত্যক্ষ, আপ্তবচন নহে। যাহার বাক্যে জ্ঞানলাভ হইবে জ্ঞেয় বিষয়টি যে তাহাকে প্রত্যক্ষ করিতে হইবে, অথবা অনুমান দ্বারা জ্ঞাত হইতে হইবে তাহাতে কোনও সংশয় নাই। ব্যাস ভাষ্যে ত তাহার স্পষ্টই উল্লেখ আছে। কিন্তু একজন বৈজ্ঞানিক প্রত্যক্ষ দ্বারা জ্ঞানলাভ করিয়াছেন বলিয়া, যে বৈজ্ঞানিক তাঁহার নিকট শুনিয়া শিখিলেন জ্ঞানটি তাঁহারও প্রত্যক্ষলব্ধ একথা বলা চলে না। তিনি জ্ঞানটি প্রত্যক্ষের দ্বারাও পান নাই, অনুমানের দ্বারাও পান নাই। আপ্তবচনই তাঁহার জ্ঞানের প্রকৃত প্রমাণ। ঐ জ্ঞানের মূলে যে গৌণতঃ প্রত্যক্ষ অথবা অনুমান নিহিত রহিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু সে কথা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। অনুমানের মূলেও প্রত্যক্ষ নিহিত রহিয়াছে। সুতরাং মূলে প্রত্যক্ষ অথবা অনুমান নিহিত আছে বলিয়া যদি আপ্তবচনকে স্বতন্ত্র প্রমাণ স্বীকার না করা যায়, তাহা হইলে মূলে প্রত্যক্ষ নিহিত আছে বলিয়া অনুমানকেও প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা চলে না।

আপ্তবচনকে প্রমাণ স্বীকার করিতে লোকের সংকোচবোধের একটী কারণ এই যে, অতি সহজেই উহার অপব্যবহার হয়। যাহা সহজেই প্রত্যক্ষ করা যায়, অথবা অনুমান দ্বারা লাভ করা যায় লোকে সে বিষয়েও পরের কথার উপরে বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে যায়। মনের এই ভাব জ্ঞানানুশীলনের বিরোধী। কিন্তু অপব্যবহার হইতে পারে বলিয়া আগমকে প্রমাণরূপেই স্বীকার করিব না ইহা অতি অদ্ভুত যুক্তি। কোন্ প্রমাণের

ব্যভিচার নাই? চক্ষুতেও ভ্রম দর্শন হয়, পণ্ডিতেরও অনুমানে ভুল হয়। কিন্তু তাই বলিয়া কে সকল বিষয়েই চক্ষুকে অবিশ্বাস করে এবং অনুমানকে প্রমাণ বলিয়াই স্বীকার না করে?

পরিশেষে একটী কথা বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। অনেকের মনে আপ্তবচন প্রমাণের অর্থ শ্রুতিপ্রমাণ। সুতরাং তাঁহারা আপ্তবচনকে প্রমাণ মানিতে শিহরিয়া উঠেন। তাঁহারা মনে করেন আপ্তবচনকে প্রমাণ স্বীকার করিলেই সমস্ত শ্রুতিকে নিঃসন্দেহরূপে সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। তাঁহাদিগকে আশ্বাসদানের জন্য বলা যাইতে পারে যে, আগমপ্রমাণ ও শ্রুতিপ্রমাণ এক নহে। আমাদের আর্য্যদার্শনিকগণের মতে শ্রুতিবাক্য আপ্তবচন বলিয়াই প্রমাণ। যদি কেহ শ্রুতিকে আপ্তবচন বলিয়া স্বীকার না করেন তাঁহার নিকট শ্রুতি প্রমাণ নহে। কিন্তু তাহাতে আপ্তবচন যে প্রমাণ ইহার অপলাপ হয় না। মনুর কথা ঠিক নহে কেননা Herbert Spencer অন্যরূপ বলিয়াছেন, এই কথা যিনি বলেন তিনি যে আপ্তপ্রমাণকে অস্বীকার করিতেছেন তাহা নহে। কেবল কে আপ্ত, কাহার বাক্য আপ্তবচন এই সম্বন্ধে মতভেদ প্রকাশ করিতেছেন মাত্র।

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত।

রঙ্গপুরের রূপকথা।

নাদিম পরামাণিকের পাঠা।

বাওচাল্লি ১ পরগণা, বাওকান্দা ২ গাঙো সেই গাঙোতে এক ঠকের ৩ বসতি; নাঙো তার নাদিম পরামাণিক!

নাদিম পরামাণিক বড়এ ঠক্, বড়এ দেওয়ানিয়া, ৪ বড়এ নিঞাইচুঙ্গি ৫; নিঞাইর জোরে হক্‌টাক্ বেহক্ বেহক্‌টাক্ হক্ করে, সছাকে মিছা মিছাকে সছা বানায়, মিছা সছায় বাওকান্দা কাজিয়া লাগেয়া দেয়, আপনার মতলব সিদ্ধি হইলে তাক্ উড়িয়া দেয়। চৌপাশের লোক আসিয়া নাদিম পরামাণিকের ঠাঁই মামলা মোকদ্দমার পরামর্শ নেয়। পরামাণিক সছা মিছা কথা কয়া মানুষের টাকা খায়। কারো টাকা একবার নিলে আর ফিরিয়া দেয় না। নিঞাই জোরে উড়িয়া দেয়। সেই জন্যে তাক্ লোকে কয় নাদিম পরামাণিক।

১। বাওচাল্লি—বায়ুচালিত।
২। বাওকান্দা—বায়ুদ্বারা কান্দান অর্থাৎ অমূলক।
৩ ঠক্—ঠকায় যে।
৪। দেওয়ানিয়া—দেওয়ান অর্থাৎ দরবার করিতে পটু।
৫। নিঞাই চুঙ্গি—নিঞাই—নিয়ায়—ন্যায়—তর্ক।

যে ঘরত বসিয়া নাদিম পরামাণিক মামলা মোকদ্দমার পরামশ করে সেই ঘরে নাদিম পরামাণিকের একঠা পাঠা শুতিয়া থাকে। পরামশ শুনে, খানিক খানিক করিয়া পাঠাটা খুব বড় হয়া উঠিল, ঘাড়ের রোঞা মাঠিত পড়িল, কপালের রোঞা ফুলিয়া উঠিল, চৌক পরায় ঢাকিয়া ধরিল। দাড়ি মাটী ছেচুড়ি যাওয়া হইল। ধওলা ৬ আছিল রং; পান পাংশা হয়া গেইল। শিং দুইটী বড় বড় চোখা চোখা যেন হীরার ধার। গাওয়ের গন্ধে নিকটে তিষ্ঠা ভার, যে দিয়া যায় ঘাটার ৭ দুই পাক মহিত করিয়া যায়। পাঠার ডাকও বদলিয়া গেইল; অজানা লোকে শুনিলে বুঝিবে পারে না কিসের ডাক। দেখিতে শুনিতে পাঠাটা অজ্‌ভূত ৯ হইল। গাঞোলা ১০ লোকে সবাঞ ১১ বলে ওঠা নাদিম পরা-মাণিকের পাঠা।

পাঠা একদিন আপন মনে ঘাস খাইতে খাইতে অরণ্‌ ১২ জঙ্গলে ঢুকিল। নরম সোয়াদি ১৩ ঘাস খাইয়া পাঠার মন মজিয়া গেইল দিন গেল সঞ্জা হেইল সঞ্জার পর মুখআন্দারি ১৪ ঘুচিল, পাঠা তেওঁ টেরে না পায়। রাইত হইল, বেজায় আন্দার চৌদিক ঘিড়িয়া ধরিল। পাঠা আর বাহির হবার দিশা ১৫ পাইলে না, পথ চিনিলে না। ঘুড়িয়া ফিরিয়া কি একটা জন্তুরের শুতি থাকা, চাইরদিগে জঙ্গলে ঘিরা, মধ্যে ঘাস মরা, ধুলাটী ১৬ একটা নোটাই ১৭ পাইলে। সাত পাচ ভাবিয়া পাঠা সেই নোঠাইটাত শুতিয়া থাকিল।

বহু রাতি গেইল; নিশারাতি ১৮। উস্থম ১৯ পায়া পাঠাক নিন্দে ধরিছে। কিন্তু ভয়ে চিন্তায় পাঠা নিন্দ যাবার পারে নাই। হেনকালে সেই নোটাই ওয়ালা চিতিয়া বাঘ আহার করি ফিরি আসিল আসি দেখে, বনেতে কি একটা অপূর্ব্ব জন্তু।

পাঠাও দেখিয়া ধুড়্‌ মুড়্‌ করিয়া উঠিল। সাটোক্ ২০ ধরি খাড়া হইল। মাথা লাড়নে শিং চোখানিতে চউক্ দুইটা যেন চান্‌সুরুজ জ্বলিবার লাগিল। গালার গরগরি পাওঁ ২১

থা

...ইব চুঙ্গি—নিয়াইচুঙ্গি, তার্কিক, যে তর্ক ছাড়ে না।
[৬।] ধওলা—ধবল।
[৭।] পাক—পাশ।
[৮।] মহিত—মোহিত, দুর্গন্ধপূরিত।
[৯।] অজভুত—অদ্ভুত।
[১০।] গাঞোলা—গ্রাম্য, গ্রামবাসী।
[১১।] সবাঞ—সর্ব্ব এবং সকলে।
১২। অরণ্‌—অরণ্য, নিবিড়।
১৩। সোয়াদি—স্বাদু।
১৪। মুখ আন্দারী—মুখের আন্ধার অর্থাৎ অন্ধকারের সূচনা।
১৫। দিশা—নির্দ্দেশ, উপায়।
১৬। ধুলটি—ধূলাবিশিষ্ট।
১৭। নোটাই—নোট—লোট; অর্থাৎ যে স্থানে কুকুরাদি জন্তু লুণ্ঠিতভাবে শুইয়া থাকে।
১৮। নিশারাতি—গভীর রাত্রি।
১৯। উস্থম—উষ্ম।
২০। সাটোক—সাটোপ, সম্ভ্রম।
২১। পাঁও—পা।

দপ্ দপানিতে ভৈচাল ২২ যাবার লাগিল। অজভুতাং ২৩ জন্তু দেখিয়া বাঘ, অন্তারাস ২৪ খাইলে। মনের ভাব গোপন করিয়া কত কষ্টে থির থাকিয়া পুছ করিলে,—

নেম্ নেম্ দাড়ী ২৫ ভোক্‌করমদাশ ২৬।
আজি কেন তোর অরণত্ বাস ?

পাঠা বুঝিল বাঘত ভয় পাইছে। উত্তর দিলে :—

শুন রে শুন
হাত্তী মারনু ঘোড়া মারনু, আরো মারনু শেশা।
চিত্তিয়া পাকড়ার বাদে অরণত্ত করচুঁ বাসা ২৭।
অরণত এটে ২৮ আসিয়া
মৈষ খাচুঁ* গাড়া খাচুঁ নাই মিটে মোর আশ।
চিত্তিয়া পাকড়াক্ খাবার বড়এ হাবিলাশ ২৯।

শুনিয়া বাঘের জিউ উড়িয়া গেল, নেঙ্গুর তুলিয়া দিলে দৌড়। দৌড় দৌড় পাছ ফিরিয়া তাকায় না। দৌড়াইতে দৌড়াইতে বহুত দূর গেল, বাঘ আগ পাছ দেখিয়া একটে ঝোপের তলত বসিল। গাও ঘামিয়া গেইল, জিবা বিরাইল ৩০। হেক্‌হেকানি ৩১ পাঞ্জার যেন ভাঙ্গিয়া যায় কাইণ্টাতে আছিল ধূত্তরাজ শিয়াল, বাঘের আবস্থা দেখিয়া ভাবিল কোণ্টে বা আজি বাঘ পিট্টাও ৩৪ খাইছে। ধীরে ধীরে বাঘের নিকটে যায়া দণ্ডবত দিয়া কইলে "ঠাকুর এত রাগ কার উপর"।

বাঘে শিয়ালের ভিতি আর চায় না, কেবল কয়—

"নেম্ নেম্ দাড়ী ভোক্‌করম দাশ"

শিয়াল আরও পুছ করিলে বাঘ আরো বেশী ব্যস্ত হইয়া সেই উত্তর করিল।

শিয়াল শেষে বুঝির পাইল "নেম্ নেম্ দাড়ী" নাদিম পরামাণিকের পাঠা। চিনির না পারিয়া বাঘ ভয়ে পালেয়া আসিছে। শিয়াল মনে মনে হাসিল, এ কথায় সে কথায় সাহস্ দিয়া বাঘকে কিছু ঠাণ্ডা করিলে। ধীরে ধীরে পুনরায় কৈলে ঠাকুর ওঠ পাঠা নাদিম পরামাণিকের পাঠা। ভয় কি, চলেন যাই, উয়াক ৩৫ মারিয়া খাই।

২২। ভৈচাল—ভূইচাল—ভূমিচাল—ভূমিকম্প
২৩। অজভূতাং—অজ ভূত—অদ্ভুত।
২৪। অন্তারাস—অন্তত্রাস ;
২৫। নেম্‌নেম দাড়ী—লম্ব লম্ব দাড়ী।
২৬। ভোক্‌করম দাশ—বিক্রমমর্দন—খুব হোমড়া চোমড়া।
২৭। হাত্তী—হথী—হস্তী, শেশা—শশক।
চিত্তিয়া পাকড়া— চিত্রিত ব্যাঘ্র।
করচুঁ—করিয়াছি।
২৮। এটে—এথ, এখানে।
২৯। খাচুঁ—খেয়েছি।
হাবিলাশ—অভিলাষ।
৩০। বিরাইল—বাহিরাইল, বহির্গত।
৩১। হেক্‌হকানি—হেক্ হেক্ শব্দ ক্লান্তি হইলে ঘন নিশ্বাসপ্রশ্বা শব্দ হয়।
৩২। কাইণ্ঠা—কণ্ঠ—উপকণ্ঠ।
৩৩। কোণ্টে—কোন্ ঠাই।
৩৪। পিট্টাও—পিট্টান—তাড়না।
৩৫। উয়াক—উহাক, উহাকে।

বাঘ কৈলে তুঞি ত জানা শুনা ধূর্ত্ত। শিয়াল বলিল নিশ্চয় ওঠা পাঠা, চলেন সঙ্গেই ত থাকুমএ ৩৬। বাঘ বলিল; হুঁঃ, আরে তুঞি শিয়াল খিত্র লোক। তুঞি ত থাকবু পাছুত পড়িয়া। আর কাজের বেলা তোর মত লোক শিয়াল দেখিলে আগায়, বাঘ দেখিলে পাছায়। বাঘ ত সেলাও ৩৭ ভয়ে অস্থির। শিয়াল ত জানা শুনা ধূর্ত্ত। উয়ার কথা আর পাইতায় ৩৮ কাঞে। বহু কইতে বুলিতে তবে বাঘ মানিল। শিয়াল যায় আগে আগে বাঘ যায় পাছে পাছে। যাইতে যাইতে শিয়াল মনে মনে ভাবে বাঘ ত বড় মানুষ, আজি বিপদে পড়িছে কাজসিদ্দির জন্তে মোর মত গরীবের আদর করে, কাজ সিদ্ধি হৈলে কাল ঘুরি বসিবে তখন আর উয়ার কাইন্টা যায় কাঞে ৩৯? মোর বুদ্ধিতে পাঠা মরিবে কিন্তু পাঠা মরিলে বাঘ পাঠা নিয়া কোনঠে যায় তার ঠিকেই নাই। মোক ত কিছুই দিবে না। হঠাৎ একখানা এলুয়াখেড় বাড়ী ৪০ পাইলে; ডাসা ৪১ এলুয়াখেড় দেখিয়া শিয়ালের বুদ্ধি জুটিল। ঘুরিয়া বাঘক কৈলে ঠাকুর, চিন্তা কেনে? হামরা তোমার চিরদিনের গোলাম। তোমার লুন পানি খায়া এই শরীল। তেওঁ যদি বিশ্বাস না হয় একটা কাজ করেন। এলুয়া খেড় তুলি শক্ত কছুড়ি ৪২ পাকাই, এক মাথা তোমার গালাত আর এক মাথা হামার কোমরে লাগাই তাহা হইলে ত আর হামার পালেবার উপায় না থাকিবে।

বাঘ ভাবিল বেশ; তাহা হইলে শিয়াল আর পালেবার পা'রবে না। কৈলে 'আচ্ছা'। দুইজনে এলুয়াখেড় তুলিয়া দড়ি পাকাইল। এক মাথা বাঘের গালাত আর এক মাথা শিয়ালের কমরে লাগাইলে। শিয়াল আগে বাঘ পাছে যাবার ধরিল।

কতক্ষণ পরে নোটাইর নাগাল পাইলে। দূর হাতে ৪৩ পাঠা দেখিয়া বুঝিল, শিয়াল বাঘক ফিরিয়া আনিছে। পরিচয় পাইলে ত আর এবার রক্ষা নাই। শিয়াল কোন কথা কবার আগেই ভোক্‌করমদাশ শিং চরকার মত ঘুড়িবার নাগিল, পায়ের দাপা-নিতে ভূমি কম্পমান করিল। ক্রোদ্ধে সংশরীল থর থর কাপেয়া গর্জ্জিয়া উঠিল।

"ওরে পাজি ধুত্ত শিয়াল।

কাইল গণিয়া দিনু তোক হাজারটা বাঘের কড়ি।
আইজ আনলু তুই একেটা বাঘ গালাত দিয়া দড়ি?

৩৬। থাকুমএ—থাকুম এ—থাকুম এবং থাকিবই।
৩৭। সেলাও—সেবেলাও, তখনও।
৩৮। পাইতায়—প্রত্তিয়—প্রত্যয়করে
৩৯। কাঞে—ক এবং কে:
৪০। এলুয়াখেড়—উলুখড়।
৪১। ডাসা—খুব বড় বড়,অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত
৪২। কছুড়ী—খড় বা লতানির্ম্মিত দড়ি।
৪৩। দূরহাতে—দূর হস্তে, দূর হইতে।
৪৪। কবার—কহিবার।

উঃ কি ফন্দি! শুনা মাত্র বাঘক চন্দিরা ৪৫ লাগিল। ঝাপ্তিতে ঝাপ্তিতে কাটা বাড়ী খোচা বাড়ী দিয়া বাঘ জিউ পরাণ মারি দৌড় দিলে শিয়াল ছেচুরী যাবার লাগিল; আইলত লাগে আর শিয়াল চিক্কিরী চিক্কিরী উঠে "আইল রে আইল"

পাছে বুঝি ভোক্‌করমদাশ আইসে ভাবিয়া বাঘ আরো জিউ পরাণ মারি দৌড়ায়। অবশেষে এলুয়ার কছুরী ছিঁড়িয়া গেইল বাঘ দেশ ছাড়ি পালাইল শিয়াল পড়িয়া রহিল।

ক্ষণেক পর শিয়াল কিছু সুস্থ হইল। মনে তাও ৪৭ উঠিল উঃ নাদিম পরামাণিকের পাঠ কি চালাক রে। আচ্ছা শিয়ালের আগত তোর এ চালাকী খাটে না। এই ভাবিয়া হোয়া হোয়া শব্দ করিল। কতকগুলা শিয়াল আসিয়া জুটিল। ধুর্ত্তরাজ সবাকে পাঠার কথা কৈলে, সব শিয়ালে পাঠার ঠেলা ৪৮ জানে, সকলে জুটিয়া কৈলে চল উয়াক এত দিনকার পত্তিফল ৪৯ দেই। সবাএ পাঠাক ঘিরিয়া ধরিল। ধুর্ত্তরাজ আগেয়া যায়া কৈলে আরে ভোকরম্ দাস এলা ৫০? এবার বাঘ নাই তামান্ ৫১ শিয়াল ইমরা ৫২ জানাবল শত্রু; ইমার আগত ভয় ভরম খাটে না, এই ভাবিয়া পাঠা হাসিয়া কইলে "ভাই সংসারের ধারায় এই—যার জন্য করো চুরি তাএে কয় মোক চোর।" ধুর্ত্তরাজ কইলে সে কেমন। পাঠা বলিল, তবে শুন সকলে শুন; আজ দশদিন হৈল মোর মাও মরিবার। কাইল হৈবে তার ছারাধ্। মাও জননী এই সংসার দেখাইলে। লোকে মাও জননীর জন্যে কতএ কি করে, কতএ দান কতএ ধিয়ান করে, কত খোয়ায় ৫৩। কিন্তুক মোর কিছুই নাই। থাকির মধ্যে আছে কেবল এই শরীলটা মাওএর রক্তের দেহা মায়ের দুধ খায়া বড় হইছে এই দেহাত কত সুখ ভোগ করনু; কি দিয়া মায়ের দুধের ধার শুধিম, ভাবিয়া ভাবিয়া ঠিক করুছু মায়ের দেওয়া এই দেহাটায় মায়ের জন্যে দিমু। আর— তোমরা শিব ঠাকুরের ভক্ত। তোমারা এই শরীলটা খাইলে মায়ের মোর স্বর্গ লাভ হইবে; মুঞিও কৈলাস পাইম্। এই ভাবিয়া তোমাক নিমন্ত্রণ করিবার বাদে এই জঙ্গলে আসিয়া আছোঁ। বাঘ খাবার আসিছিল, ধুর্ত্তরাজ জানে কেমন করিয়া তাক্ খেদেয়া দিয়। তোমারে জন্যে এত ভাই, তোমারে জন্যে এত। যে হউক ভাই দয়া করি নিমন্তন নেও।

ধুর্ত্তরাজ খানিক থাক্কা ৫৬ খাইলে, সবাএ পরামশ করিয়া থির করিল; যেই কউক পাঠাক আর ছাড়িয়া দেওয়া হৈবেনা। ধুর্ত্তরাজ ভোকরমদাশক কৈলে; যেই কহ তোক্ আর ছাড়ি দিম না। ভোকরমদাশ কইলে, মুঞিও ছাড়ি দিবার না কওঁ ৫৭ তোমরা

৪৫। চন্দিরা—হঠাৎ উপস্থিত আতঙ্ক। হঠাৎ বিপৎপাতে চিত্তের বিশৃঙ্খল ভাব।
৪৬। চিকিরি—চীৎকার করিয়া।
৪৭ তাও—তাপ, উদ্বেগ, ক্রোধ।
৪৮। ঠেলা—পরাক্রম।
৪৯। পত্তিফল—প্রতিফল।
৫০। এলা - এখন।
৫১। তামান—তামাম—সমুদয়।
৫২। ইমরা—ইদম্ শব্দের রূপ ইহারা।
৫৩। খোয়ায়—খাওয়ায়।
৫৬। থাক্কা—ধন্দ, ধন্দ্ব।
৫৭। কওঁ—কহোঁ।

মোক্ ঘিরি থাক; জলের মধ্যত যায়া কেবল তর্পণটা করিয়া নেওঁ। শিয়াল গুলা বল্লে ক্ষতি কি? পাঠা যায়—শিয়াল গুলাও পাঠার চৌদিকে ঘিরিয়া যায়। একটা কুড়া পাইলে, ধুর্ত্তরাজ বলিল "এইত জল।" পাঠা কয় এ জল ঘোলা তর্পণ চলে না। আরে একটা জল পাইলে এটাত পদ্ম নাই বলিয়া পাঠা ছাড়ি গেল; এমন করিয়া ৫।৬ জল ছাড়িয়া পরে একটা কুড়া পাইল।

ধুর্ত্তরাজ কইলে ভোক্করমদাশ এইটে তর্পণ করিস্ত কর। হামরা আর আগাম না। ভোক্করম দাস দেখিল শিয়াল গুলা কিছু উষ্ম ৫৮ হৈছে। আর অধিক ভাল নোঞায় ৫৯ আর আগেবার কাজ নাই। এই কুড়াত তর্পণ ভাল হইবে। কিন্তু ভাই তর্পণের সমে ৬০ হরির নাম কীর্ত্তন চাই। তোমরা হরের ভক্ত। হরিহর এক আত্মা। তোমরা মোর চারিদিগে ঘেরিয়া হোয়া হোয়া করি হরক বা হরিক ডাক। মুঞি মা মা বলিয়া তর্পণ করোঁ। তর্পণ হউক তোমরা মোর এই পাপ দেহা খায়া মাওক মোঁর স্বর্গে, মোক কৈলাসে পাঠায়েন। আচ্ছা বলিয়া শিয়াল গুলা চৌপাশে ঘিড়িয়া থাকিল। ভোক্করমদাশ ক্রেমে ক্রেমে গহিন ৬১ জলে আসিল। "মা মা" ডাক ক্রমে বড় করিল শিয়ালেরা হোয়া হোয়া ডাক ছাড়িল গিরি পাড়ার কুক্কুর গুলা চৌদিয়া আসিল গাইস্তেরা ঠেঙ্গা নিয়া আসিল। শিয়াল গুলা পালেয়া গেল, ভোক্করমদাশ নাদিম পরামাণিকের বাড়ী গেল।

শ্রীপঞ্চানন সরকার।

প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথির বিবরণ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

৮। শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধ।

মোট পত্র সংখ্যা ৭৩। অতি পুরাতন দেশী কাগজে পুঁথির আকারে উভয় পৃষ্ঠায় লেখা। প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে "ভক্তি রস গুরু শ্রীগদাধর জান। শ্রীভাগবত আচার্য্যের মধুরস গান॥" এইরূপ ভণিতা আছে। বসন্ত, দেশ, শ্রী বিভাস, গুজ্জরী ভাইটালী, কেদার ও বরড়ি রাগ যোগে এবং পয়ার, ত্রিপদী ও নাচাড়ি প্রভৃতি বিবিধ ছন্দে বিরচিত রচনা স্থানে স্থানে বেশ কবিত্বপূর্ণ এবং প্রসাদ গুণবিশিষ্ট।

৫৮। উষ্ম—উষ্ম (গ্ম গরম, ক্রুদ্ধ)।
৫৯। নোঞায়—না হয়।
৬০। সমে—সময়ে।
৬১। গহিন—গহন বা গভীর।

আরম্ভ এইরূপ :—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্টায় নম শ্রীশ্রীগুরুবে নম ॥ শ্রীভাগবত আচার্য্যের ভক্তি বিবর্য্যায় গিয়তে পরমানন্দ শ্রীগোবিন্দ পদারবিন্দ কথামৃতং ॥ *

কলিযুগে ভগবত প্রেমামৃত সার।
কলি ডর তরিতে উপায়ে নাহি আর ॥
জেহি নর চাতুর সে জন্মাজন্মে সাধু।
যেহি নর পিয়ে এহি ভাগবত মধু ॥
বিশেষ কৃষ্ণর গুণ অমৃতের ধার।
ইহো লোক পরলোক করে উপকার ॥
পরিক্ষিত মহারাজ ভগত প্রধান।
তত্ত্ব জানি পিয়ে হরি চরিত্র বয়ান ॥
একাদশ ভাগবত ভক্তি জ্ঞান সার।
সমুদিতে কহে শুক ব্যাসের কুমার ॥
সুন সাধুজন নিবেদন এহি সায়ে।
একাদশ ভাগবত বুজ সমুদয়ে ॥
ঈস্বর মুক্ষের বানি মধুর ভারতি।
লিখিতে হৈল ইচ্ছা আমি মুড়মতি
অক্ষরের ভেদাভেদো নাহি মম গ্যান।
বড়া টুটা দোস মোর খেম সাধুগণ ॥

গ্রন্থকার আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে স্থানে স্থানে যে সকল কথার উল্লেখ করিয়াছেন, তৎ যথাযথ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

চতুর্থ অধ্যায়ের শেষ ভাগে,—

পূর্ণরূপি কৃষ্ণক জে মোর নমস্কার।
লিখিতে না পারি আমি নিতান্ত বর্বর ॥
এ জে মহাভাগবত অতি সাবধান।
সাধু বিনা অন্য এত নাহি করে পান ॥
আমি মুড়মতি তাহা অতি শ্রদ্ধাভাবে।
লিখিতে বাসনা মোর হইলন্ত তবে ॥

সপ্তম অধ্যায়ের ভণিতার পর,—

এহি মানে আজ্ঞাগত জানা সাধুজন।
তোমার চরণে মোর যতেক প্রণাম ॥
নানা দুখ ভুগি আমি ভোগায়ে ঈস্বর।
আপনার জানা য়েহি করে দিরভার ॥
বেবসা বিহিন জে বেনক্ষে মরি আমি।
স্নেহ করি হেতু দেয় জগতের স্বামি ॥
তার অরি প্রাই আমি রাজার আরতি।
গুণ সিরি ধর্ম্মা অর্থে ভোটান্তেতে স্থিতি।
সেহি ভোটান্তর প্রভু তোমার সকল।
প্রকাস হৈআছে নাম সর্ত্ত মহাকাল ॥
ঈস্বর করিল মোরে জনম ভিকারি।
তেকারণে দেসে দেসে নানা দুক্ষে ফিরি ॥
তিন সহদর মোরা আমি জেষ্ঠ তার।
নৃপতির আজ্ঞাবলে জাই ভোটান্তর ॥
ঈস্বর করিল দুক্ষ পূর্ব্ব জে বাসনা।
যেহি মতে সাধুপদে রহুক কল্পনা ॥
জাহয়ে কর্ম্মেত মোড় কালে সে করিবে।
জার জেহি লভ্য ফল তায়ে সেহি দিবে ॥
যেহিমত আত্তাহাল আমি মতি নাস।
ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছু না পাও বিস্বাস ॥
কি করিতে কিবা হয় য়েহি মোর ভয়।
ঈস্বর সকল কর্ত্তা কার সাধ্য নয় ॥
এহি মানে নিবেদন আমি অতি হিন।
সব দোস ক্ষেমা মোর সভাত অধিন ॥

* ঈশ্বর লিখিতে ইকার, এহি লিখিতে য়েহি, এবং সর্ব্বত্রই "স" এই পুঁথিতে ব্যবহৃত হইয়াছে।

অষ্টম অধ্যায়ের শেষে,—

এহি মত্তে জোগধ্যান উদ্ধবে পাইল।
কি গতি হৈবে মোর দুঃক্ষ মনে হৈল॥
নিতান্ত দুখের দুখি আমি অভাগিয়া।
উদ্ধারিয়া লহো হরি আপনে আসিয়া॥
মম রাজ্য সসধর নৃপ্তচূড়ামণি।
তাহার দানে খুটা সেহি মনে গুণি॥
তুমি বিনা অন্ন আর না দেখো উপা়।
নদানের বন্ধু তুমি সুদানের ভাই॥
জগতের পতি হরি কমলার নাথ।
দুঃক্ষ সুক্ষ দাতা প্রভু দেব জগনাথ॥
আমি অভাগিয়া প্রভু অতি দুড়াচার।
সাধু বঞ্চবের স্থানে বিলাস তোমার॥
কি না গতি হবে মোড়ে করা ভগবান।
জেহি কর সেহি সত্য করন তোমার॥
এহিমতে ভাগবতো পুরানত জান।
অজ্ঞানত য়েহিমত সুন সর্ব্বজন॥

উপসংহার :—

প্রভু বিনা অর্ণ নয় অনিত্য সংসারময়
মাআ করি হৈআছে বিভূতি।
সংসার সাগরে পার কর নাথ নিরন্তর
আমি পাপী যাই অধগতি॥
তরঙ্গ তুপানে তরি কর্ণধার বিনা হরি
তল জাই সংসার সাগরে।
কিসে ত্রাণ পাব হেন ঐসর্য্য জিবের ধন
টাকা মার্ঘ সকল সংসারে॥
ঐসর্য্য সমপদে জার সর্ব্বত্তরে মার্ঘ তার
জ্ঞানি তাক না করে ধর্ম্মতা।
গ্যানি ধনি দুই জন দুই মত আছরণ
মঞি নাহি কাহার বর্নতা॥
আপনার দেসে মোর কষ্টা দয়া নিরান্তর
ভগবান দেয় প্রতিফল।
পূর্ব্ব জে বাসনা হেন মম প্রতি নারায়ণ
দুঃক্ষ দেয় ইতে হব তল॥
ত্রিজন মরণ জন আধার পালক হেন,
মুলাধারে আছেন্ত ঈশ্বর।
তিনি দোসা দোস বুজি দণ্ড করে যেন বাজী
আমি মুড় কি জানিব তার॥
হেন জগতের পতি না জানিনু মুড়মতি
মঞি পাপি অতি কদাচার।

একাদস ভাগবত কৃষ্ণগুণ সমুদিত
কহে কৃষ্ণ প্রেম তরঙ্গিনি।
কাল সর্প্পে গ্রাসিবাক লাগিয়াছে সম্প্রতিক
হরি হরি বোল সব বানি॥
পূর্ব্ব জে লিখার মত এহি হৈতে সমাপত
দিক্ষমত লিখিলাম তাএ।
একারণে প্রণিপাত করি সাধু চরণত
ক্ষেমা কবিবেন দোস চএ॥
জদি কোন থাকে গুণ জ্ঞানী হৈআ অনুকূল
বিচারিয়া করে পরিহার।
গ্রান্থ অতি বিলক্ষণ সাধু সব বুঝিবেন
আমি পাপি কি জানি তাহার॥
আমি মুড় জ্ঞান হিন নাহি লিখি কোনদিন
তাতে মোর মনের বিকার।
ধর্য্য নাহি মানে মনে চিন্তাযুক্ত রাত্রদিনে
রিন দায়ে না পাও নেস্তার॥
আমার কুমতি জর্ম্মে দুঃক্ষ মোর সর্ব্বখানে
ধন জন সব গেল দূর।
শেষে তিন সহদর আছি মাত্র নিরান্তর
দৃষ্টিগতে করিল বিকার॥

সাধু গুরু বঞ্চবত নিবেদন সতে সত
ক্রুপা মম প্রতি একবার ॥
দুঘোর সংসার ঘোর মঞি পাপি কদাচার
তলজাই সমুদ্র পাতারে।
জেবা ছিল বান্ধব সবে দিল পরাভব
কি করির পূর্ব্ব সমস্কারে ॥
লিখিলে বাহুল্য হয় আমি অতি দুড়াসএ
কর্ম্ম মত পায় প্রতিফল।
জাকর করিয়া হরি কর্ত্তব্য সে আপনারি
কণ্টগ্রস্তে পুনি হলা হল ॥
জাহার বাহন সিক্ষি তার তাত নেত্র রাখি
বামে মুনি সিন্ধু সসধর।
এহিমানে দেব বক্ষা আর লিপি আর সক্ষা
বসু বান পক্ষ নিশাকর ॥
কামতার নাথ সক ভুজ বেদ অনলক
তিন মত সক্ষা অবগত।

মহাক্লেশ দুক্ষ মনে লিখিলাম এতদিনে
একাদস কন্দ ভাগবত ॥
খগেন্দ্র বাহন জার জিনিরূপ সুত তার
তার ঐরি হয় জেহি জন।
তাহার নন্দন মাসে নেত্র বিংশতি দিবসে
বাসর জে রবির নন্দন।
পুন্নতিথি দিন মানে লক্ষিপতি সেহি দিনে
রাস নিলা ... .. আরম্ভন ॥
অপরার্ধ সময় জোগে একাদস কন্দ ভাগে
পুরাণ লিখার সমাপন ॥
পুণ্য নিবেদন সুন সাধুগণ
দধিরাম এহি কয়।
গ্রন্তে যেন লিখিনু অখ্যান
বারাটুটু দোষ তাত ॥
খেমিবে সকল মোর কর্ম্মফল
অক্ষর না হয় ভাল।

শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস মহাশয় শাখা-পরিষৎ পত্রিকার ২য় ভাগ, ৪র্থ সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁহার "প্রাচীন পুঁথির বিবরণ"শীর্ষক প্রবন্ধে যে শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহার এবং আলোচ্যমান গ্রন্থের ভণিতা অভিন্ন। ঐ উভয় গ্রন্থ ভাগবতাচার্য্যের শ্রীমদ্ভাগবতের কৃষ্ণপ্রেম তরঙ্গিনী নামক গদ্যানুবাদের অংশ বিশেষ। ভাগবতাচার্য্য বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের সম্পূর্ণ ২২শ স্কন্ধ মূল সভা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। উহার ভূমিকায় রচয়িতার কোন পরিচয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে কিনা জ্ঞাত নহি। কালীকান্ত বাবু তাঁহার নিবন্ধে গ্রন্থকারের পরিচয় দিতে পারেন নাই। মৎ সংগৃহীত প্রতিলিপির স্থানে স্থানে কবির আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে যে সকল উক্তি পরিলক্ষিত হয়, তাহা যদি পরবর্ত্তী কালে নকলকারগণ কর্ত্তৃক প্রক্ষিপ্ত বলিয়া প্রতিপন্ন না হয়, তাহা হইলে তিনি যে একজন উত্তরবঙ্গের বিশেষ কুচবেহারের অধিবাসী ছিলেন, ইহা অনায়াসে অনুকরা যাইতে পারে। গ্রন্থকার রাজাজ্ঞায় ভোটাস্তে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন, গ্রন্থে একাধিকবার একথার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এই ভোটান্ত কুচবেহার ষ্টেট রেলওয়ের শেষ ষ্টেশন বর্ত্তমান জয়ন্তী অথবা তৎসন্নিহিত অন্য কোন গ্রাম হইবে। কারণ কবির নির্ব্বাসিত স্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা মহাকালের প্রাচীন মন্দির অদ্যাপি জয়ন্তীর ন্যূনাধিক ৫ মাইল উত্তর পশ্চিম কোণাংশে ক্ষিতির লীলা নিকেতন হিমাচলের একটী দুরারোহ শৃঙ্গে দেদীপ্যমান থাকিয়া, হিন্দুধর্ম্মের প্রাচীনত্ব ঘোষণা করিতেছে। এখনও দিক্ দেশাগত

হিন্দুতীর্থযাত্রিগণ মহাকাল দর্শনের জন্ত তথায় গমন করিয়া থাকেন। জয়ন্তী অধুনা ব্রিটিশ শাসনাধিকারে আসিলেও পূর্ব্বে উহা ভূটান রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তৎকালে কুচবেহার ও আসাম রাজ্যের রাজদণ্ডাজ্ঞা-প্রাপ্ত অপরাধিগণকে সম্ভবতঃ এতদঞ্চলে নির্ব্বাসিত করা হইত।

মৎসংগৃহীত বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের সহিত মূল সভা হইতে প্রকাশিত ভাগবত ১১শ স্কন্ধের পাঠ মিলাইয়া দেখিলাম, উভয় গ্রন্থের মধ্যে বিস্তর পাঠান্তর বিদ্যমান। মূল সভার মুদ্রিত পুস্তকে, গ্রন্থকারের পরিচয়-সংবলিত প্রাগুদ্ধৃত অংশগুলি আদৌ নাই। এ কারণে অনেকেই ঐ সকল অংশকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করিতে পারেন। রঙ্গপুর-শাখা-পরিষৎ পত্রিকার সুযোগ্য সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কুণ্ডু মহাশয়ের নিকট শুনিলাম, ভাগবতাচার্য্য যে রাজসাহী জেলা হইতে রঙ্গপুরের বাঙ্গালীকুণ্ডা গ্রামে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, তিনি তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ পাইয়াছেন। কবির নিম্নোদ্ধৃত উক্তিটি হরগোপাল বাবুর মত সমর্থন করে কি ?

চতুর্থ অধ্যায়ের শেষে :—
ঈশ্বর করিল মোরে জনম ভিখারী।
তেকারণে দেশে দেশে নানা দুখে ফিরি॥

গ্রন্থের উপসংহার বা শেষ অংশটি প্রতিলিপিকার দধিরামের স্বরচিত। তিনি বাঙ্গলা ১১৫৮ সালে ইহার নকল শেষ করেন।

৯। গরুড় পুরাণ।

ক্ষুদ্র পুঁথি, পত্র সংখ্যা ৫, পদসংখ্যা ৬২। দুইভাঁজ করা কাগজের এক এক পৃষ্ঠায় লিখিত। সমুদায় পুঁথিখানি পয়ার ছন্দে বিরচিত ; কিন্তু সর্ব্বত্র অক্ষরের সমতা রক্ষিত হয় নাই। গরুড়ের প্রশ্নোত্তরে স্বয়ং বিষ্ণু গুরুমাহাত্ম্য, সৃষ্টি প্রকরণ, ও যোগতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতেছেন। কবির সৃষ্টিপত্তন বর্ণনা অতি বৈচিত্র পূর্ণ। পুঁথির দুই স্থানে গ্রন্থকারের নামযুক্ত ভণিতা পাওয়া যায়।

আরম্ভ :—

৺শ্রীশ্রীরামচন্দ্রায় নমো॥ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণায় নমো॥ শ্রীশ্রীগুরুর চরণে নমো॥ শ্রীশ্রী-হরগৌরির চরণে নমো। ইতি॥ গড়ুর পুরাণ পুস্তক লিক্ষ্যতে—

পদ। প্রণামহো খগপতি প্রভু নিরঞ্জন।
জুগির জোগধ্যান তোমার কারণ॥
অপরের পর তুমি বিধির বিধাতা।
সৃজন পালন সংহারণ তুমি কর্ত্তা॥
অনাদি পুরুস তুমি অন্ত নাহি জার।
ত্রিগুণের পর তুমি পরম নিস্কার॥
অনাথের নাথ তুমি অগতির গতি।
ত্রিলক্ষ্য ঈশ্বর তুমি ত্রিগুণের স্থিতি॥
স্রজিতে লাগিল কিন্তু সংহারিতে নাঞি।
ভাঙ্গিয়া গটিতে পারে শ্রীহরি গোসাঞি॥
একে একে ঢাকিয়াছে সর্ব্ব কলেবর।
সর্গমর্ত্ত পাতাল সে গর্ব্বের ভিতর॥

সেহি প্রভু স্থানে মঞি বিকানু আপনা।
সেহি প্রভু করি আমি মনেত ভজনা ॥
তাহার মনের কথা বুঝিতে সংসয়।
সর্ব্ব ঘটে সমভাবে জে প্রভু আছয় ॥
সৃষ্টিপত্তন—নাছিল সর্গ মর্ত্ত তবে নাছিল পাতাল।
নাছিল সিতল বাউ রবিকর ঝাল ॥
চন্দ্র সুর্জ নাছিল নৈখেত্র তারাগণ।
ইন্দ্র নাছিল তবে নাছিল দেবগণ ॥
পর্ব্বত না ছিল তখন সিন্দুর বরণ।
জত কিছু দেখ সুনো না ছিল সকল ॥
নির্ম্মল হইয়া ছিলাও সংসার ভরিয়া।
চারি জুগ গেল তবে কয় না পরিয়া ॥
ওন্দকার ধুন্দকার নিসব্দ নৈরাকার।
এহি চারি জুগ গেইলে আসিব নৈরাকার ॥
এহেন সময় প্রভু প্রকৃতি হইয়া।
প্রকৃতি হইয়া দেখি নিরাঞ্জন কায়া॥
দেখিল প্রকৃতি প্রভু তৃলক্ষ সুন্দর।
তাহা দেখি বিকল হৈল তৃগুণের পর ॥
হেন সমএ নিরাঞ্জন পুছিল তাহারে।
সুনোহ সুন্দরি আলিঙ্গন দেহ মোরে ॥
নাহি দেএ আলিঙ্গন কথা নাহি কএ।
শ্রীমায়ায় বেড়িয়া প্রভু নাগ নাহি পাএ ॥
হেনো সমএ প্রকৃতি মোন ভাবিয়া।
মোহামায়া মহাভাব দিলেন স্থাপিয়া ॥
অনাদি মাগিলো আর্দ্দ পুরুসের স্থানে।
আদ্দ নএ৷ ক্রিড়া অনাদি করিলো তখনে ॥
আর্দ্দ না জানিয়া অনাদি রৈল কোন স্থানে।
অনাদি দেখিল সৃষ্টি সৃজিলো জেমতে ॥
আগু ব্রহ্মো অনাদি গুরু আদ্দ ঘরে।
আদ্দ লয়া ক্রিড়া করে এ বার বৎসরে ॥
কতদিন পরে বিজ্জ ভঙ্গ হইল তার।
না পড়িল গর্ব্বে বিজ্জ পড়িল উরুর উপর
বাম হস্তে ধরি প্রভু দেব নিরাঞ্জন।
তিনবারে তিনজন জন্মিল তখন ॥
প্রথমে জন্মিল ব্রহ্মা বেদে দিল মন।
যত দেখি যত শুনি সৃজিল তখন ॥
দ্বিতিয় জন্মিল বিষ্ণো পালন কারণ।
ত্রিথিয় জন্মিল সিব সর্ব্ব সংহারণ ॥
তিন দেব না জানিল কে কৈলে সৃজন।
তিন দেব তিন কর্ম্ম করিতে কারণ ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু না জানিল নিরাঞ্জন মর্ম্ম।
সিবে জানিল নিরাঞ্জন কৈল জত কর্ম্ম ॥
দেখা হৈল আর্দ্দ সিব আর্দ্দ তুমি নয়।
সিব সক্তি হৈয়া তারা রহিল নিশ্চয় ॥
এহিমতে তিন জন তিন কর্ম্ম করে।
কটাক্ষ্যে না চাও কাক কি করিয়া তারে ॥
এহি তৎ কথা করে গুরুড়ে শুনিয়া।
ভক্তিভাবে পুছেন পক্ষি বিষ্ণুক নাগিয়া ॥
ভণিতা—দিন দ্বারিনাথে কয় গুরু বড় ধন।
সত্য গুরু কৃপা বিনে না জাএ বুঝন ॥
স্থানান্তরে—দিন দ্বারিনাথে বলে অনিরামে কএ।
এহি সাস্ত্র কহি ভাই সবে পার হএ ॥
শেষ—অবিনাসি বিনাসি জ্যোতিময় প্রকাস।
কেসের আড়ে জেন পর্ব্বত লুকিয়াছে ॥
অবিনাসি আছে ভালে বিনাসি পাএ দুঃখো।
এহি ব্রহ্মা এহি বিষ্ণু এহি মহেশ্বর ॥
সংসার অপার জানা তাহার কিঙ্কর।
তৃলক্ষ বিজয় এহি তিন জন হএ।
তিন জন একে হৈলে হএ নিরাঞ্জন।
এহিমতে জতনে তেজিয়ান কাম।
জন্মের সাফল হৈক বোল রাম রাম।
ওচারন্তে পুনরূপি বোল রাম রাম ॥
ইতি॥ গরুড় পুরাণ পুস্তক সমাপ্ত ॥
যথাদৃষ্টং তথালিখিতং ইত্যাদি।

ইতি নকল সন ১২১২ সাল বিতারিখ ১৬ আসাড় তালুক খারিজা ভুতকুড়া মোতালকে নিজ বেহার তিথি সুক্লপক্ষো বেলিভাটি দেড়প্রহরথাকিতে পুস্তক সমাপ্ত রোজ সুক্রবার হস্ত ঐক্ষ্যার শ্রীসুবল দাসস্য পুস্তক গতে তথা দাসস্ব শোলক গোকোটী দানং গ্রহণে কাসি মাঘ প্রয়াগে জদি কল্পবাসি ইত্যাদি।

১০। লক্ষ্মী চরিত্র।

দুই পাতার পুঁথি। গ্রন্থে লেখকের নাম বা ভণিতা নাই।

আরম্ভ এইরূপ :—

/৭শ্রীশ্রীরামচন্দ্রায় নমো॥ শ্রীশ্রীলক্ষি সরের স্বতিয় নমো॥ লক্ষি চরিত্র পুস্তক লিখ্যতে।

গরুড় পিষ্টে সিঙ্গাসনত বসিয়া।
লক্ষিকে পুছন্ত কৃষ্ণ কৌতুক করিয়া॥
কোন গুণে লক্ষি পর্ব্বতে থাকএ।
কোন দোষে লক্ষি তুমি পুরুষ তেজএ॥
তাহার চরিত্র কথা কহ মোর স্থানে।
তোমার চরিত্র কথা সুনিব স্রবণে॥

শেষ :—লক্ষি বোলে সুন প্রভু নিবেদন করি।
তোমার ভকত জে তাকে আমি ডরি॥
তোমাকে চিনিছে প্রভু যে সব মনুস্যে।
তাহাতে তুষ্ট আমি না নই তার দোসে॥
লক্ষি চরিত্র পুথি লিখিয়া রাখে ঘরে।
জল পড়ির পুথি তুষ্ট আমি তারে॥

ইতি লক্ষি চরিত্র পুস্তক সমাপ্ত। হস্ত অক্ষার শ্রীসবল দাসেস্য পুস্তকগতে তথা দাস ইতি সন ১২১২ সন তারিখ ২৪ আসাড় তালক খারিজা ভুতকুড়া। মোতালকে নিজ বেহার।

১১। পোতাতৎসার বা গীতাতত্ত্বসার।

পত্র সংখ্যা ৪। দুই ভাঁজ করা কাগজের এক পৃষ্ঠে লিখিত। শ্লোক সংখ্যা মোট ৫২। গ্রন্থে ভণিতা পাওয়া গেল না, লেখকেরও নাম নাই।

আরম্ভ :—

/৭ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ নমো॥ ইত্যাদি। গুরুদেবে নমো॥ শ্রীগুরু নিত্য মধ্যঃ পঙ্ক পদ সকল সরিরে কলেবর। দুয়া পদে নিবেদন সকল করি জোড় কর॥ ইতি তৎসার লিখ্যতে অত গিতাতত্বসার পুস্তক লিক্ষতে॥

অতিরূপে পক্ষ্যেস্বর নর অবতার।
নারদ মুনি কহে পোতাতত্ত সার।
সব্দ ব্রহ্মা আপুনি সাকার নৈরাকার॥
নাম গুণ ধুনি বা······সুনিব ওঙ্কার॥
নৈরাকারে পক্ষে সব শ্রীজিনন্ত কায়া।
গুরু গৈম্য ব্রহ্মজ্ঞান তরিতে উপায়া॥

স্বজন-শোক-সন্তপ্ত ধনঞ্জয়কে সান্ত্বনা প্রদান ছলে কবি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখে যে অদ্বৈতবাদ তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তাঁহার ধর্ম্ম মতের অনেকটা আভাস পাওয়া যায়। তিনি প্রসঙ্গতঃ দেহতত্ব সম্বন্ধেও অনেক অভিনব তথ্যের আলোচনা করিয়াছেন।

আমরা তাঁহার রচনার কোন কোন অংশ এস্থলে উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।

গোবিন্দে বোলেন সুনহ ধনঞ্জএ।
নাম গুণ ভেদ জত নাচিলো নির্ম্মএ॥
স্থল সর্গ জল সর্গ না চিল অবতার।
না চিল ছোট বড় না চিল আচার বিচার॥
চারি বরণে প্রভু পাতিলেন খেলা।
আদি অনাদি রূপে ঈস্বরের মেলা:
প্রথমত মায়ারূপে ঈশ্বর জন্মাইল।
দ্বিতিয়াতে জল স্থল থাপন করিল॥
নররূপে নরোহরি জনা জর্ম্ম ভিন্ন।
পসুরূপে পসুপতি ইস্বরে জিবন॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর আর নরগণ।
আমি হেন্দু আমি তুড়ুক সংসারের সার।
আমি সে যতেক দেখ কিছু নহে আর॥
আমি ব্রহ্মা আমি বিষ্ণু আমি দেবগণ।
তরাই ফুরাই আমি আমি সে জিবন॥
মোর নাম ধুনি জেবা সুনে কর্ন্ন পাতি।
শ্রীজিব ভাব সিদ্ধ ব্রহ্মমহে জোতি॥

অগ্রস্থানে—গয়া বারাণসি স্থান মহা তির্থ কএ।
কোন তির্থ কৈলে প্রভু পিণ্ডে মুক্তি হএ॥
শ্রীকৃষ্ণ বোলেন্ত তৎ সুন ধনঞ্জএ।
দেহা মদ্ধে পর্ম্মেশ্বর বৈকণ্ঠ ইস্বরএ॥
দেহা মদ্ধে গয়া গঙ্গা বারানসি তির্থ।
ত্রিপাণির ঘাটে স্নান করে নিত্য নিত্য॥
না পাতো রাজ্যের আস দেহা কর সার।
শৃজিব ত্রিলক্ষ্য বঞ্চিবা বহুত কাল॥
কিছু নহে ধর্ম্ম কর্ম্ম দেহা কৈল কাল॥
রাজ্যপাট তেজি রহ আপনার মনে।
খাণ্ডিব সকল তাক ইস্বরক ধ্যানে॥
কাম ক্রোধ লোভ মোহ টুটে ব্রহ্মবন্ধে।
জপিয়া অজপা ধুনি সুনিবা সানন্দে॥
তুয়া নাম ধুনি সুনিবা দিবা রাতি।
রবি সসি বন্দে ব্রহ্ম প্রকাসিল জুতি॥
ভক্তি করে ধনঞ্জয় কৃষ্ণর চরণে।
সরিলন্ত তৎভেদ সুনিবো শ্রবনে॥
কথা কোন নাড়ি বৈসে কার কোন নাম।
কথা বায়ু দক্ষিণে বৈসে কথা বায়ু রাম॥
পুর্ন্ন তত কথা কহে সুন ধনঞ্জএ।
এক নাড়ি স্থানে ভেদ নাম জথা রএ॥
গুর্জ কহে পাল নাড়ি অর্দ্ধ পরিপাক।
সমান কমল নাড়ি প্রান গতি বাক॥
চৌরাসি অঙ্গুলি সরির ওর্দ্ধে পরিমান।
ছয়ানৈই অঙ্গালিধিক প্রমাণ কায়ার॥
চক্ষে নাড়ি য়াড়ে বহে জদি পাত্র পরিছএ।
ছএকুড়ি ছএখান হাড় সরিরত রএ॥
আপনাক মনে কর সাদ করিয়া।
কালকুট জমক যার নাড়ি চিনিএ্রা॥
বায়ুচাকি চিনি যার ইঙ্গিলা পিঙ্গিলা থিতি।
সেই নাড়ি বামে চলে নাড়ি ভিতা ভিতি॥
সেতি নাড়ি বন্দিকর সাঙ্কিনির ভএ।
কম্ম ভাবি কম্ম পাসে থাকিয় সদাএ॥
আপন কমল দলে জান পাল উদ্ধান।
ব্যানক কমলে জুড়ি সুসেন প্রধান॥
হেটক মনে জানহ য়পানের গতি।

শেষ:—সচন্দে সুনি থাক নাম গুণ ধুনি।
তরিবা দুর্দ্ধুর মায়া কহিনো সত্ত বানি॥
লোচন ধরিলে পাইবা চন্দ্রের দেখা।
রাত্রি দিবা চারি হংস করিয়াছে লেখা॥

ইতি পোতা তৎসার পুস্তক সামাপ্তং জথা দৃষ্টং তথা লিখিত লিখকং দোস নাস্তিতং ভিম স্যাপি ইত্যাদি ইতি—

পাবো পাবো বুলি পদ দিন গেল বৈয়া। হে প্রভু রামকৃষ্ণ তুমি সর্ব্ব প্রান।
দেখিতে নারিলো পদ আমি অভাগিয়া॥ একবার করুনা দৃষ্টে চাহো ভগবান॥
অধমে দেখিয়া জদি দয়া না করিবো। দণ্ডে ত্রিন্ন ধরি শ্রী সুবল দাসে কএ।
পতিত পাবন নাম কোন গুণে ধরিবো॥ অভয় চরণ পদে জেনে ভক্তি হএ॥

না জান ভকতি নতি না জানো পুজন।
চরণে সরণ নৈল জা কর ভগবান॥ ইতি—

সন ১২১২ সাল বতারিখ ১৪ আসিন রোজ রবিবার তালুক খারিজা ভুতকুড়া মোতালকে নিজ বেহার। হস্তাক্ষর এর পুস্তক গতে শ্রীসুবল দাসস্য ইতি—

১২। আপদ উদ্ধার

আরম্ভঃ—/৭ শ্রীশ্রীরাম চন্দ্রায় নমো শ্রীশ্রী বাসুদেব কৃষ্ণ নমো॥

জয় জয় হরগৌরী নমো সতবার। মেরুর বৃত্তান্ত সব কহিলো বসিয়া ঘরত।
জাহাক শ্রবনে হয় পুরুস উধধার॥ সনি রাহু গুরু কেতু তোমার আগত॥
হোন মহেস্বর প্রভু সিব সোনাতন। তোমাকে না ছাড়ে গ্রহ হেন লএ মনে।
মহাদেবের প্রণতি করো পিঙ্গল চরণ॥ তাপক্লেশ দুখ নর এড়াবে কেমনে॥
বিকসিলো খেতাড়ান নন্দি মহাকাল। সিব বোলে তার তত্য শুন ভগবতি।
পর্ব্বত সিখরে জায়া প্রসর্ন্ন হইল॥ সনি রাহু জে কারণে আমার সঙ্গতি॥
ভণিতা— কহে নন্দি মহাকাল শুনিলে ভারতি ভাল
দির্ঘ চন্দ রচিলা গোপাল।

শেষ—আপদ উধধার শাস্ত্র থাকে জার ঘরে। গ্রহের আপদ তার ভএ দুর করে।
আপদ পলাএ জদি মাসে মাসে পড়ে॥ একান্ত করিয়া নিগমে পুজা করে ঘরে॥
জয় জয় শাস্ত্র ইতো আপদ উধধার। মাসে একবার শাস্ত্র জে জনে পড়য়।
মাসে মাসে শাস্ত্র পড়ে করি একোবার॥ খেত্রোরাজ করি তার কিছু নাহি ভয়॥

এহিমতে নরলোক সকল জর্ন্ত।
আপদ উধধার শাস্ত্র হৈল সমাপত॥ ইতি

যথা দৃষ্টং তথা লিখিত। লিখকং দোস নাস্তিতং ইতি সন ১২১২ সাল॥ বতারিখ ২ দুহজা ভাদ্র॥ তিথি শুক্লা পৈক্ষ্যে বৃহস্পতিবার রাত্রি আদ প্রহরগতে তালুক খারিজা ভুতকুড়া মোতালকে নিজ বেহার॥ হস্ত ঐক্ষার শ্রীসুবল দাসেস্য॥ পুস্তক গতে বিষ্ণু শিব রাজ্জাতে॥ হস্ত যক্ষ্যর জে পুস্তক গতে সে॥ ইতি

৪ পাতার পুঁথি। পয়ার ও দীর্ঘ ছন্দে রচিত। গ্রন্থের একস্থানে মাত্র রচয়িতার আংশিক নামযুক্ত ভণিতা ছাড়া গ্রন্থকারের আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। বিষয়, মহাদেব স্বয় সর্ব্ববিপত্তি বিনাশক অষ্টোত্তর নাম ও তাহার মাহাত্ম্য ভগবতীর জিজ্ঞাসাক্রমে কীর্ত্তন করিতেছেন। পুঁথিখানির একস্থানে গ্রন্থকার কতিপয় বীজ মন্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। কিরূপক্রমে ঐ সকল মন্ত্র জপ করিলে, কোন কোন অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, পরিশিষ্টে তাহা ধারাবাহিকরূপে বিবৃত আছে। উক্ত ক্রমগুলি যথাযথ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। শঙ্কা আপদকালের মন্ত্র জাপ ১৭২ বার॥ ভএকালের মন্ত্র জাপ ১৭২ বার। পুত্রের কারণ মন্ত্র জাপ ১৪ বার॥ বাউ অগ্নির কারণ মন্ত্র জাপ ১৪ বার। পাপয়াদি কারণ মন্ত্র জাপ ২০৭ বার॥ ফুল পূজার অপ্রাজিতা ১ কালোয়া ১ জাত্রা সিদ্ধি ১ নালওড়া ১ পারিজাত শতকটী মালা দিয়া জাপ। সুতা একখানি নওথেয়া করিয়া। সলতা পাকায়া প্রদিবত দিবাব লাগে। নত্তা দেত্তারিত।

মন্ত্রের নমুনা—

আপদকালের জাপ্যমন্ত্র হৌঁ হ্রৈঁ হেঁা ক্লিং।

১৩। গীতাসার।

গোবিন্দ দাস বিরচিত। ইহা একখানি যোগ বিষয়ক গ্রন্থ। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের নিকট ওঙ্কার মাহাত্ম্য ও যোগতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতেছেন এই বিষয় লইয়া পুঁথিখানি গ্রথিত। পত্র সংখ্যা ৭, দুই ভাঁজ করা কাগজের একপিঠে লেখা। শ্লোক সংখ্যা সর্ব্ব সাকল্যে ১০৭। পুঁথিখানিতে অনেক সারতত্ত্বের আলোচনা আছে।

গ্রন্থারম্ভ ;—

৺শ্রীশ্রীকৃষ্ণায় নমো॥ শ্রীশ্রীরামচন্দ্রায় নমো। শ্রীশ্রীগুরুবে নমো

প্রণামহ নারায়ণ প্রভু নিরাঞ্জন।
আদি অন্ত নাহি জার জনম মরণ॥
নমো নারায়ণ প্রভু জগত নিবাস।
দুর্জ্জন সংহারে গোপ কুলত প্রকাস॥
নাহি তার রূপ রেকা নাহি তার দেহ।
নিকটে আছেন ব্রহ্ম না জানেন কেহ॥
উদয় হৈছে সেজনা জানেন অর্থ।
উর্দ্ধে অদ্ধে ভেদ নাহি ব্যাপক সমস্ত॥
নহে বাউ অথান্তরে নাহি হএ দুর।
আগ পাছ ভেদ নাহি আছে ভরিপুর॥
নির্গুণ পরম ব্রহ্ম সর্ব্ব গুণবান।
নিষ্ফলা সকলে নহে নাহি থিতিধ্যান॥

মধ্যস্থনে—ওঙ্কারের প্রভব শব্দ জানিবা নিচ্ছএ
ওঙ্কারের প্রভব বেদ গুরু গইমে কএ॥
ওঙ্কারের প্রভব সুর সকল চরাচর।
তিন লোক ওঙ্কার প্রভব লয়ে পর॥
জেহি সব তোমাতে কইয় ধনঞ্জয়।
সরিরত জত বৈসে সুনহ নির্ণয়॥
স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল দেহার মৈধেধ বৈসে।
সর্ব্ব তনু ব্যাপিয়া ভুবন চতুর্দ্দশে॥
চরণের তলেতল জানিবা নিচ্ছএ।
তার মধ্যে বিতল জানিবা মহাশএ॥
জঙ্ঘদেশে সুতল জানিবা তার স্থিতি
জানুদেসে তলাতল জান তার স্থিতি॥

মহাতল উরূদেসে জানিবা সর্ব্বথা।
গুহ্য মূলে রসাতল জান মোরকথা॥
সিদ্ধি দেসে পাতাল সাতের সপ্ত স্থান।
বুঝিলে সে প্রমাণ গুরু হস্তে জ্ঞান॥
ভূলোক নাভি দেসে করয় বসতি।
ভুলোক প্রদক্ষিণে সুন তার স্থিতি॥
স্বলোক বসতি করে হৃদি স্থনে জান।
মহোলোক বৈক স্থলে জ্ঞান প্রমাণ॥
জনলোক কণ্ঠে স্থিতি তপলোক মুখে।
মস্তকে বসতি করয় সত্যলোকে॥
চতুর্দ্দস ভুবনের সুন এহি স্থান
গুরু হস্তে প্রমান বেদ অনুমান॥

উদ্ধৃতাংশে রচনা সৌন্দর্য্য বা লিপি কুশলতার কোন পরিচয় না থাকিলেও গ্রন্থখানি বিষয়-গৌরবে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রকাশের সম্পূর্ণ উপযোগী। শাখাপরিষদকে এবিষয়ে মনোযোগ প্রদান করিতে অনুরোধ করি।

শেষ বা ভণিতা—

সর্ব্ব শাস্ত্রময় গিতা কহিলে মহাসয়।
দৃঢ়ভাবে করি ভজ মন জানিবা নিশ্চএ॥
একচরণ জান কিবা অর্দ্ধ চরণ।
কলাঅর্দ্ধ কিবা জানি কয়য় পুরণ।
এককলা থাকিলে কিবা জাহার রিদএ।
তাকে কহি জ্ঞানমস্ত সুন ধনঞ্জএ॥
নিত্য ধরয় জেই হৃদয় জত্ন করি।
অক্ষয় ধ্যান আছে সেহি মন দৃঢ় করি॥
শ্রীকৃষ্ণ ভগবান ব্রহ্ম অবতার।
গিতাত হরিস জেহি সকল তাহার॥
কি কারণে হউক না খায়া না ছুঁবে একারণ।
কালর মৈর্ব্ব ত্যাগ হএ খায় জে জন॥
গঙ্গা জল স্নান য়ার কপিন সেবন।
তাহাতে অধিক এক কল্পনা স্মোরণ॥
বসুদেবের প্রসাদে সুনি সত্য উত্তর।
কলিজুগে গতি নাঞি ইহা সমস্বর॥
গিতাক্রমে গাইতে বুঝিতে উ'চত।
অর্ণ সাস্ত্র নাহি সুন ইহা সমদত॥
নাম স্মোরিছে জেহি গিতা লোক নেস্তারিতে
নেস্তার পাইব জদি কর তন্ন।
সাধিলে অন্তর হএ পাসণ্ড মতি ক্ষিপ্র॥
কৃষ্ণের চরণ মনে দৃঢ় কার সার।
আপন তরিয়া যাইবা পুরুস উদ্ধার॥
আপনার হিত কিছু চিন্তহ সত্তর।
দৃঢ়ভাবে ভজ সত্য গুরুর চরণ॥
জাহাকে ভজিতে নারে সিদ্ধ মুনিগন।
তাহাকে জানিব সত্য গুরু উপদেসে।
আপন উদ্ধার কর সুনহো বিসেসে॥
আগম নিগম কর চিত্তে প্রবন্ধিয়া।
বোলএ গোবিন্দ দাসে পদ রচিয়া॥

ইতি॥ গিতাসার পুস্তক সমাপত॥ জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং, ইত্যাদি। ইতি নকল সন ১২১২ সাল বতারিখ ১৮ আশাঢ় রোজ রবিবার॥ তালুক খারিজা ভুতকুড়া॥ মতালকে নিজবেহার॥ হস্ত ঐক্ষার শ্রীসুবল দাসস্ত পুস্তক গতে তথা দাস ইতি।

১৪। যোগরত্নাবলী।

ইহা একখানি যোগশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ। রচয়িতা যদুনাথ মিশ্র। বিবিধ শাস্ত্র সমুদ্র মন্থন পূর্ব্বক এই পুস্তকখানি সঙ্কলিত হইয়াছে। প্রথমে মূল সংস্কৃত শ্লোক পরে পয়ারাদি

ছন্দে তাহার অনুবাদ দেওয়া আছে। যোগতত্ত্ব ব্যতীত মানবোৎপত্তির বিবরণ স্বপ্ন বিচার, তিঁথ নক্ষত্রভেদে জন্মফল ও মৃত্যু লক্ষণ প্রভৃতি অনেক জ্ঞাতব্য তত্ত্বে পুঁথি খানি পূর্ণ। শ্লোক সংখ্যা মোট ৩০০ পত্র সংখ্যা ২৪ দুইভাঁজ করা কাগজের এক পৃষ্ঠে লেখা।

গ্রন্থারম্ভ :—

/৭ শ্রীশ্রীকৃষ্ণায় নমো॥ শ্রীগুরুবে নমো॥ অথ জোগরত্নাবলী পুস্তক লিক্ষতে॥ ইত্যাদি।

পদ—নমো নমো শ্রীগুরুর চরণে নমস্কার।
জাহার কৃপায়ে খণ্ডে ভোব অন্দকার॥
গুরুর চরণে করি সদাএ প্রণতি।
জন্মে জন্মে হৌক মোর গুরুত ভকতি॥
নমো নারায়ন প্রভু দৈবকি তনয়।
কৃপাময় কৃপাজুক্ত হইয় সদএ॥
পদবন্দে নিবন্দিমো তজু গুণ নাম।
কৃপাময় প্রসন্ন মোকে হোক সর্ব্বথাম॥
পণ্ডিত জনাকে আমি করি কৃতাঞ্জলি।
অল্প মতি হৈয়া আমি রচিলো পাচালি॥
না ধরিয়া দোস খেমিবা অপরাধ।
অমৃত সাধুর সঙ্গে সুখে পাইবা সাধ॥
সাধুর চরণে আমি করিএ প্রণতি।
রচিলো পাচালি আমি জেন লয় মতি॥
হরিগুণ নাম বিনে আর নাঞি চাই।
দ্রসন দিবেক হরি সুন সাধু ভাই॥
নাঞি ধর্ম্ম হরি কথা শ্রবনত পরে।
জাহাক সুনিলো মহা পাপিয় নেস্তারে॥
না ধরিবা দোস গুণ সুখে কর পান।
সুদিড় বিশ্বাসে মনে কর জোগ ধ্যান॥
নানা সাস্ত্র জোগ কথা একায় করিয়া।
মালাকরে ফুল জেন আনেন গাতিয়া॥
ভেসজেন করে নানা ঔষধে রোগক।
জোগ রত্নাবলি তেন কহিলো তোমাক॥

গ্রন্থ শেষ বা ভণিতা—

সুন সুন নর লোক তেজআন কাম।
একান্ত করিয়া ভজ হরির চরণ॥
শ্রীগুরু চরণ ধরো মন দৃঢ় করি।
এ ভোব সমুদ্রত হেলে জাইবা তরি॥
একান্ত করিয়া গুরু চরণোতে আসা।
কহে জদুনাথ মিস্র মধুরস ভাসা॥
সিস্য গুরু পরিছএ জানা দ্রড় করি।
ডাকিয়া সমস্ত লোক বোলা হরি হরি॥

শ্লোক॥ ৩০০ সত ইতি জোগ রত্নাবলী পুস্তক সমাপ্ত॥ ইত্যাদি। ইতি মগলান সন ১২১৮ সন রাজোয়াড় সন ৩০২ সন॥ তিথি কৃষ্ণপক্ষ্যো বুদবার দেড় প্রহর বেলা থাকিতে সমাপ্ত বতারিখ ২ চৈত্র তালুক খারিজা ভুতকুড়া জোত শ্রীরাম নারায়ন দাসস্য॥ হস্ত অক্ষর শ্রীসুবল দাসস্য॥ পুস্তক গতে তথা দাস॥

শ্রীকৃষ্ণ পদার বৃন্দে রহুক মোর মন।
দয়া না ছাড়িবা প্রভু লহিলাম সরণ॥
পিতামাতা গেলো ছাড়ি স্বজন করিয়া।
ভারত ভূমিত ফিরি ব্যাকুল হৈয়া॥
অন্দকার দেখ সব মনে।
সব দুর কর প্রভু দেব দয়াময়॥
অন্দকার গৃহ পাপ জত ভয় ত্রাস।
এসভাক দুর করি করহ নিষ্পাপ॥
মুঞি বড় অপরাধি লইলাম সরণ।
খেমা কার রক্ষ্য করো পতিতপাবন॥
তবো নাম বিনে প্রভু অর্ন্য নাঞি মনে
অমুদিসো দেও স্থান কমল চরণে॥

সকল সংসার মিথ্যা তেজয়ান কাম।
পাতক ছাড়ুক ডাকি বোল রাম রাম॥

১৫। নাম মালিকা।

ইহা একখানি সুবৃহৎ বৈষ্ণবগ্রন্থ। আসামের সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারক মাধব দেউ বোধ হয় ইহার রচয়িতা। শুনিয়াছি, মাধব দেউর নামঘোষা নামক একখানি পুঁথি আছে, এ গ্রন্থখানিরও মাঝে মাঝে ঘোগা বা ঘোষা শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। পয়ার ও দোনড়ি ছন্দে গ্রন্থখানি রচিত। রচনায় আসামী ভাষার প্রভাব দর্শনে ও গ্রন্থে মাধবের নাম যুক্ত ভণিতা দৃষ্টে ইহা যে মাধব দেউ বা ঐ নামধেয় কোন আসামী বৈষ্ণবের রচনা, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকে না।* মোট পত্র সংখ্যা ৩০ পদ সংখ্যা সর্ব্বসাকল্যে ৬১৬।

/৭ নমো শ্রীকৃষ্ণায়॥ শ্রীহরিয় নমো

জয় জয় কৃষ্ণ প্রভু প্রণত তারণ।
মঙ্গলয়ো সুমঙ্গল জার গুণগন॥
জার নামে করে মোহা পাপিকো নেস্তার
হেন কৃষ্ণ পদে কোটী কোটী নমস্কার॥
নমো নমো নারায়ণ জগত কারণ।
ব্রহ্মা আদি সেবা করে জাহার চরণ॥
মুকুত সকলে ফুরে জার নাম গাই।
হেন কৃষ্ণ চরণতে প্রণামো সদাই॥
হে কৃষ্ণ কৃষ্ণ প্রভু তুমি কৃপাময়
জার কৃপা লেসে মনরথ সিদ্ধ হয়॥
তুমি সে পরম মোর গুরু হৃসিকেস।
কৃপা দৃষ্টি চায়া মোক দিয়ো উপদেস॥
বাহিরে ভিতরে প্রভু তুমি সে কেবল।
দুর কর ভৃত্যের জতেক অমঙ্গল॥

জানি কৃপাময় উপদেস দিয়া মোক।
তোমার প্রসাদে আরম্ভের সিদ্ধি হউক॥
কৃষ্ণর চরণে নমস্কার করি মনে।
করো নমস্কার নিজ গুরুর চরণে॥
গোপ্ত প্রায় আছিলেক মোর বুদ্ধি মন।
জাহার কৃপাত হৈতে ভৈল সচেতন॥
হেন গুরুর চরণেত করি নমস্কার।
মাধবে রচিল পদ নাম মালিকার॥
পুরোষোত্তম নামে নরেশ্বর গজপতি,
তান আজ্ঞা পালি দ্বিজগণ মহামতি॥
পুরাণ ভারত স্মৃতি আগমক চাই
নানা গ্রন্থ সংগ্রহ করিলা এক ঠাই॥
কৃষ্ণ নাম মহিমা পাইলন্ত যত মান।
লিখি আনি সবাকে করিলা এক থান॥

ভণিতা মুরুখ মাধবে বোলে নিরন্তরে
ডাকি বোলা রাম রাম।

* আমি সম্প্রতি ছত্রসাল ভ্রমণকালে শঙ্করদেবের প্রতিষ্ঠিত তত্রস্থ ছত্রের গোমস্তা পূজনীয় শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট অবগত হইলাম যে, উক্ত ছত্রে মাধবদেব ও শঙ্করদেবের রচিত নাম মালিকা, ভাগবত ভক্তি রত্নাবলী, নামঘোষা প্রভৃতি ৯খানি হস্ত লিখিত প্রাচীন পুঁথি আছে। তন্মধ্যে ২।১ খানি নাকি শঙ্করদেবের লিখিত। ঐ সকল পুঁথি উক্ত ছত্রের কেউলিয়া অর্থাৎ পূজকগণের দ্বারা নিত্য পূজিত ও পঠিত হইয়া থাকে। এই ছত্রে শঙ্করদেব দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার সমাধি ও কাষ্ঠ পাদুকা প্রভৃতি বিবিধ নিদর্শন অদ্যাপি তথায় সুরক্ষিত রহিয়াছে। তন্মধ্যে দুই একখানি নাকি শঙ্করদেবের স্বহস্ত লিখিত।

উদ্ধৃতাংশে গজপত্যাধিক পুরুষোত্তম নামক জনৈক নরপতির উল্লেখ দেখা যায়। ইনি খুব বিদ্যোৎসাহী ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। ইঁহার প্রযত্নে পুরাণ, ভারত, স্মৃতি ও আগমাদি বিবিধ দুর্ল্লভ শাস্ত্রগ্রন্থনিচয় সংগৃহীত হইয়াছিল। তিনি ঐ সকল শাস্ত্রের মর্ম্ম অনুশীলন পূর্ব্বক এই মাধব দেউর সহায়তায় স্বীয় রাজ্যে এক অভিনব ধর্ম্মমত প্রচার করেন। এই নবধর্ম্ম আর কিছুই নহে, একমাত্র হরির উপাসনা এবং নাম কীর্ত্তন অর্থাৎ একেশ্বর বাদের প্রকারভেদ মাত্র। আসামের অন্যতর বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারক শঙ্কর দেউর মহাপুরুষিয়া ধর্ম্মের সহিত মাধব দেউর এই নবপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। শঙ্কর দেউ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন, আলোচ্যমান গ্রন্থেও রচয়িতা জাতিভেদ প্রথার সমর্থন করেন নাই। কবি অবতরণিকায় একটী সুন্দর উপাখ্যানের অবতারণা করিয়া তাঁহার এই নবধর্ম্ম মত প্রচারের আবশ্যকতা প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলেন, তাঁহার এ ধর্ম্মমত অভিনব নহে। সত্যযুগে কৃষ্ণই সকলের একমাত্র উপাস্য ছিলেন। কৃষ্ণ ব্যতীত কেহ অন্য দেবতার অর্চ্চনা করিতেন না। ইহাতে অন্যান্য দেবগণ আপনাদিগকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত মনে করিয়া সত্যযুগ অবসানের পর ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে সকলে ভগবান কৃষ্ণের নিকট সমবেত হইয়া এই প্রার্থনা করেন যে, লোকে কৃষ্ণভক্তি-বিহীন হইয়া অন্যান্য দেবদেবীর পূজায় প্রবৃত্ত হউক। দেবগণের আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া কৃষ্ণ তাঁহাদের মনোমত বর প্রদান করেন। তদবধি ধর্ম্ম জগতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়। রচয়িতা 'বিষ্ণু' এই নামের পরিবর্ত্তে বোধ হয় 'কৃষ্ণ'নাম ব্যবহার করিয়া থাকিবেন। কারণ—ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে কৃষ্ণের অস্তিত্ব কল্পনা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। বিশেষ শঙ্কর বা মাধব পন্থী এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহই শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করেন না, তাঁহাদের উপাস্য দেবতা শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বিষ্ণুমূর্ত্তি। শঙ্কর দেউর সব ছত্র গুলিতে এই চতুর্ভুজ মূর্ত্তিরই অর্চ্চনা হইয়া থাকে। আমরা নিম্নে গ্রন্থ হইতে দুই এক স্থান উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

২য় পৃষ্ঠার ১৩শ শ্লোক হইতে—

অতি সত্য জুগে ধর্ম্ম আছিল নির্ম্মল।
কৃষ্ণগুণ নাম জস পরম মঙ্গল॥
আছিলা উপাস্য দেব কৃষ্ণ সে কেবলে।
কৃষ্ণকে সে সেবামাত্র করয়ে সকলে॥
অতেকে মনুষ্যে কৃষ্ণ নাম মাত্র গাই।
তরিয়া সংসার বৈকণ্ঠত নরে ঠাই॥
নাহি পাপ লেস সমস্তের শুদ্ধ চিত।
উপজিল মাত্র লোক হৈবেক কৃতকৃত॥
এতেকে সে সিকালের কৃত জুগ নাম।
সেকালের লোকের নাচিল আন কাম॥

কৃষ্ণ সেবা বিনে ধর্ম্ম না চিলেক আন।
কৃষ্ণে সে কেবলে দেব উপাস্য প্রধান॥
না চিলেক বর্ন্নাশ্রম ধর্ম্ম একোবিধি।
কৃষ্ণর সেবাত মাহা সুখে সাদে সিদ্ধি॥
প্রণব বিনাএ নাচিল আন শাস্ত্র।
নাহি আন কৃত নাম গুণ গাবে মাত্র॥
সত্য ঘুচি হইল ত্রেতা জুগ উপগত।
দেখি ব্রহ্মা আদি দেবগণ আছ জেত।
একস্থান হয়া করিলন্ত আলচন।
বিষ্ণু রহি আমাক ন ভজে কোন জন॥

হেন আলোচন করি যত দেবগণ।

*   *   *   *   *

কৃষ্ণক ভজিয়া সুখে সংসারত রয়।
কতে কে করিবো এক স্রিষ্টি না বাড়য় ॥
কেন মতে কৃষ্ণয় ভকতি হইবে ছর্ব্ব।
ন ভজোক লোক হৌক স্থিষ্টি প্রবত্তন ॥
হেলয় আচন করি যত দেবগণ।
নিরান্তরে করিলা কৃষ্ণক আরাধন ॥
দেবতার ভগতি দেখিয়া নারায়ন।
তুষ্ট হৈয়া দেবতাকে দিলা দরিসন ॥
আস্বাসিয়া সকলোকে বুলিল বচন।
মোর ভক্তি ছর্ব্ব হউক তোম সার মন ॥
করা উপগ্রন্থ জার জেন মনে লয়।
জেনমতে আমার ভগতি ছর্ব্ব হয় ॥
নানা ধর্ম্ম কর্ম্ম দেখাউক নানাসুক।
তাকে দেখি হৌক লোক আমাতে বেমুক।
তুমি সব পাইবে পুজা বাড়িবেক স্থিষ্টি।
কৃষ্ণর বচন জেন অমৃতের বৃষ্টি।

২৮ পৃষ্ঠা ৫৯২ শ্লোক হইতে—

শ্রীমন্ত পুরুসত্তম দেব গজপতি।
পরম মহন্ত অতিসয় সুর্দ্ধ মতি ॥
তাহান সঙ্গিতা ইতো অতি মনোগত।
হরিনাম মালিকা সম্পুর্ন্নে সমাপত।
সুনা সভাদ দুখ হৌক উপসাম।
পরম হরিসে ডাকি বোলা রাম রাম।

দোনড়ি—

জয় জয় লক্ষি নারায়ন মাহা
নৃপতির অগ্রগণি।
জাহার নির্ম্মল জসস্যা সকলে
ঢাকি লইতো ধ্বনি ॥
বুদ্ধিত সুস্থির নির্ম্মল সরির
সাগর জেন গম্ভির।
ধর্ম্মময়ঃ চিত জগতে বিধিত
সমোস্তে গুণ মন্দির ॥
জানিবা ব্রতন্ত ইস্বর কৃষ্ণতঃ
জাহার একান্ত মন।
কৈবো গুণ কতঃ জাহার মুখত
সুশুচে হরি কিত্তন ॥
জিতো দায়াময় উপধর্ম্ম চয়
করিয়া দুর সম্প্রতি।
দণ্ডি পাসণ্ডক সমস্ত লোকক
করান্ত হরি ভগতি ॥

৫৯৩ পদ হইতে প্রকৃত পক্ষে মূল গ্রন্থ শেষ হইয়াছে। তারপর গ্রন্থকারের আত্মনিবেদন। এই অংশ পাঠে জানা যায় যে, রাজা গজপতি পুরুষোত্তমের মহাপাত্র পরম শুদ্ধস্বভাব জিতেন্দ্রিয় রাজনীতিজ্ঞ বিরূপাক্ষের আদেশে কবি এই গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হন।

গ্রন্থ শেষ বা উপসংহার—

জেন সর্ব্বক্ষণে আমার বচনে
না ছাড়ে তোমার নাম।
এহি অনুগ্রহ করিওক লোক
ডাকি বোলা রাম রাম ॥

ইতি—নাম মালিকা পুস্তক সমাপত ॥ জথা দৃষ্টং তথালিখিতং লিখকং দোস নাস্তিঃঃ ॥

ইত্যাদি ইতি সন ১২১২ সক। বতারিখ ৩১ শ্রাবণ রোজ মঙ্গল, বেলি দুই প্রহর গড়িতে কালে॥ তিথি সুক্লা পক্ষে॥ তালুক খারিজা ভূতকুড়া। মোতালকে নিজ বেহার হস্ত ঐক্ষ্যর শ্রীসুবল দাসেস্য॥ পুস্তক গতে ইশ্বর আজ্ঞাতে॥ সুবল দাসেস্য॥ হে হরি মাধব রাম॥ দুখে সুখে মোর মুখে না ছাড়ুক নাম মবলগে তিন পাতা পুস্তক ইতি ছএসত্তসোল পদ ইতি—

১৬। ব্রহ্ম সঙ্গ গীতা।

ক্ষুদ্র পুঁথি। পদ সংখ্যা ৮৩, পত্র সংখ্যা ৬। ভণিতায় রচয়িতার নাম নাই।

আরম্ভ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ নমো

নমো নারায়ণ প্রভু তৃজগতের পতি।
ব্রহ্মায় পুছেন্ত জ্ঞান অপূর্ব্ব ভকতি॥
দণ্ডবতে পড়ি দেব কৃতাঞ্জলি করি।
আরম্ভিল মোহঁ স্তুতি ব্রহ্মা একাস্বরি॥

শেষ—

এহি তজু চরণত করিয় সুদোয়।
তজু পদ বিনে মোর আর নাঞি দাএ॥
কি মোর ভার্গ তপ করিনো পুর্ব্বত।
পরম মধুর রূপ দেখিনো সাক্ষাত॥
মনি জ্ঞানিগণে জাক ধ্যায় নিরান্তর।
আমি তাক দেখিন অধম পামর॥
ব্রহ্মার সম্ভাদ কথা এহি মতে সমাপ্ত।
ডাকি রাম রাম বোলা সামাজিক যত॥

ইতি॥ ব্রহ্মসঙ্গ গিতা পুস্তক সমাপ্ত॥ ইতি জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লিখুক দোস নাস্তিতং॥ ইত্যাদি ইতি সন ১২১২ সন বতারিখ ১৩ আসিন রোজ মঙ্গলবার হস্তয়ক্ষর এবং পুস্তক গতে শ্রীসুবল দাসস্য।

১৭। ভক্তি তত্ত্ব গীতা।

৭ পাতার ক্ষুদ্র পুঁথি। পদ সংখ্যা ১১৩। বক্তা শ্রীকৃষ্ণ শ্রোতা অর্জ্জুন। ভক্তি তত্ত্ব, ভক্তের লক্ষণ প্রভৃতি অনেক সার কথার আলোচনা আছে। রচনায় প্রশংসার কিছুই নাই। গ্রন্থে ভণিতা বা রচয়িতার নাম পাওয়া গেল না।

আরম্ভ :—

/৭শ্রীশ্রীকৃষ্ণায় নমো শ্রীশ্রীরামচন্দ্রায় নমো॥ অত ভক্তি তত্ত গিতা লিক্ষ্যতে॥

জয় জয় প্রভু বিভুতি গদাধর।
ত্রিলক্ষ্যক ধরিয়াছে গর্ব্বের ভিতর॥
আদ্যৈন্ত ভাণ্ডবে গুরু নাঞি রেখা রূপ
শৃষ্টির শৃজন কর্ত্তা পালন স্বরূপ॥

শেষ=

গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরু মহেশ্বর।
হেন গুরু বিনে মোর গতি নাঞি আর॥
ইস্বরের নাম লইলে অপ্রিয়াসে তরি।
পাতক ছাড়িতে ডাকি বোলা হরি হরি॥

ইতি ভক্তি তৎ গিতা পুস্তক সমাপত॥ ইতি জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লিখুকং দোস নাস্তিত ইত্যাদি। ইতি নকল সন ১২১২ সক। বতারিখ ১৩ তেরোই আসাড়॥ তিথি

কৃষ্ণ পৈক্ষ্যো॥ তালুক খারিজা ভুতকুড়া মোতালকে নিজবেহার॥ হস্ত ঐক্ষর শ্রীসুবল দাসেস্য পুস্তকং গতে তথা দাসস্য। স্বোন্নক নাস্তি দুখং নাস্তি সুকং নাস্তি মনে অভিমান॥

১৮। দীক্ষা শোধন।

ইহা একখানি অদ্ভুত পুস্তক। ভাব ও ভাষা সবই বিচিত্র রকমের। পুঁথিখানি গদ্যে না পদ্যে রচিত প্রথম ইহা লইয়াই এক বিষম সমস্যায় পড়িতে হয়। রচনায় প্রচলিত কোন ছন্দ বা ব্যাকরণের অনুবর্ত্তন করা হয় নাই। হিন্দী বাঙ্গলা এই দুই ভাষার সংমিশ্রণে গ্রন্থখানি রচিত ; নাদ বিন্দু ষটচক্র ভেদ প্রভৃতি যোগতত্ত্ব বিষয়ক অনেক গুরুতর কথার উল্লেখ আছে। কিন্তু স্থানে স্থানে ভাষা এরূপ জটিল যে কোন ক্রমে অর্থোদ্ধার করা যায় না। কোন কোন অংশ প্রশ্নোত্তর ছলে লিখিত। পত্র সংখ্যা ৫, শেষ পাতা খানি একপিঠে লেখা। গ্রন্থে ভণিতা বা গ্রন্থকারের নাম নাই। ভাষা দেখিয়া কবিকে রঙ্গপুর বা কুচবিহারের অধিবাসী বলিয়াই অনুমিত হয়।

আরম্ভ—

/৭ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ নমো॥
কোজাগে কো সুতে কো দস দিগে ধায়।
কোথা হৈতে উথলে বাও কো চাক বাজায়॥
তনজাগে মনসুতে কল্পনা দসদিক ধায়।
চাকি কুণ্ডলি উথলে বাও ঔট কণ্ঠ নাসিক॥
উথলে বাও কে চাক বাজায়।
পঞ্চ প্রকৃতির গুরু চৈতন্য গোসাঞি।
সৈত্যে ২ কহিনো বাবা পিণ্ডর বিচার।
কে জাগে কে সুতে কে ভুঞ্জস্থি আহার।
ঔটকণ্ঠ তালুকা কমলে বাজাএ ঢাক কহত কয়ার বিচার॥
চেতনা প্রকৃত্তি জাগে কল্পনা প্রকৃত্তি সোয় অগ্নি প্রকৃত্তি ভুঞ্জস্থি আহার।
ঔটকণ্টু নাসিকা প্রকৃত্তি জিওঁ প্রকৃত্তি বাজাএ ঢাক।
কায়াত কামদেব মনত মহাদেব কর্ন্ত-প্রতিকুমার
স্থানে স্থানে তৃপানি জগন্নাথ।

৩য় পৃষ্ঠা।—অর্দ্ধে পবন উর্দ্ধে সঞ্চার ভানু সসি একঘরে দুই।
বিন্দু বহে জেমন কভু নাহি চুই।
অনুপামা নিকলা জদি সাস্ত হএ।
পুন নিরামএ আগোমে কহে॥

স্নপাত জপে যে॥ পুর্ব্ব মুলধরে যে॥ পঞ্চ ইন্দ্রি ভ্রমণ করে যে॥ ব্রহ্মরন্ধি হোম কাএ॥ তাক বিষ্ণু পাখালে পাত্র॥ স্নর্দ্ধের দাতা উর্দ্ধে ধরে কামধনু দুই সাও করে। মায়া মোহে করে উদ্ধাস, কহে ব্রহ্মাইতাক দাস॥ কালা কলা মেঝে ঘরে পাই॥ জরা মরা তরাসে মিঠাই॥ ওগ্রি মুগ্রি ছোট স্নবিমান॥ গুরুর প্রসাদে তৎঘরে জান। একশব্দে চেলা দুই শব্দে ভাই॥ তিনশব্দ হৈলে কৈবার নাই ঠাই॥ ললাটেতে স্নাছে স্নমৃত সরবর দুই দল পঘোঁ তার আছেএ সুন্দর॥ স্নর্দ্ধো মধে পঘোঁত পরিল হংস স্নর্দ্ধে উর্দ্ধে উর্দ্ধারিল কুটী কুটী বংস॥ সরবরের পানি ভোজনে হৈল ওষ্ট॥ নাড়িতে না পারে হংস হৈল হৃষ্ট পুষ্ট।

গ্রন্থ শেষ ;—

স্নাধা মুক্তে মুক্তি॥ তাহাতে মানিকের বাসা॥ গোপ্তমন্দির ওলটীয়া দেখ॥ তাহাতে গুরু একে বাসা॥ গুরু হৈতে তরি তরি॥ পিত্র নিগুরু আকির উপাস॥ সরবর॥ এক পাঞ্চ বৈকণ্ঠে দুই॥ একগুরু একচেলা মচি মচি খায়॥ গুরু নিরান্তরে সফলা॥ সো যোগি গুরু মেরা॥ লিঙ্গে ছএ দলে। রক্ত বর্ণে ব্রহ্মদেবতাঃ সাবিত্র সক্তি গুদে চারি দলে॥ পিত্ত বর্ণে গনেস দেবতা॥ সুর্দ্ধ বুধ সক্তি দিক্ষ্যা সোধন॥ শ্রীকৃষ্ণ সেত্য গুরু॥ ইতি॥ দিক্ষ্যা সোদন আগম পুস্তক সমাপ্তং, জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং॥ লিখুকং দোস নাস্তিতং॥ ইত্যাদি। মতিভ্রম। ইতি সন ১২১২ সাল বতারিখ ১১ আসিন রোজ বৃহস্পতিবার। তিথি চতুর্দ্দসি সুক্ল পক্ষে॥ তালুক খারিজা ভুতকড়া॥ মোতালকে নিজ বেহার॥ জেতে শ্রীরাম নারায়ন পুস্তক গতে শ্রীসুবল দাসস্য॥ হস্তয়ক্ষর তথা ইতি পদ বন্দু মাধব হে বন্ধু মাধব হে॥ তুমি বিনে পরিত্রাণ করিবো কে॥ গতি মোর গতি মোর গতি নারায়ন॥ স্নভএ চরণার বৃন্দে নহিলাম সরণ॥ এভোব সংসার মাঝে ভাসিল পাপ রাসি। প্রাননাথ গোবিন্দে উদ্ধার কর স্নাসি॥ সুণ্ডে ধরি পঘোঁ গোটা উভয়ত তুলি গজ ইন্দ্র সরণ নৈল এহ কৃষ্ণ বুলি॥ একে রাত্রি রাত বৃষ্টি ঘোর স্নন্দকার। কান্তিব চক্রে কাটি হস্তি করিলা উদ্ধার॥ হেন জস প্রভু তোর ঘোসে মুনিগণে অধমে সরন নৈলে গোবিন্দ চরণে॥ ইতি। এ অংশটী প্রক্ষিপ্ত।

১৯। একখানি নামহীন পুঁথি।

সৃষ্টি পত্তন, যোগতত্ত্ব ও দেহতত্ত্ব প্রভৃতি বিবিধ বিষয় লইয়া এই গ্রন্থখানি রচিত। ভাব ভাষা ও ছন্দ ১৮শ সংখ্যক পুঁথির অনুরূপ। মাঝে মাঝে যাবনিক শব্দের প্রয়োগ দেখিয়া কোন মুসলমান লেখকের রচিত বলিয়া বোধ হয়। পুঁথিখানি যে খাঁটী রঙ্গপুর বা কুচবেহারের লোকের রচনা সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ভাষা স্থানে স্থানে এরূপ দুর্বোধ্য যে কোনক্রমে অর্থ বা ভাব পরিগ্রহ করা যায় না। নিম্নে নমুনা স্বরূপ কিছু কিছু উদ্ধৃত হইল। এক স্থানে অশুদ্ধ বর্ণবিন্যাসযুক্ত কয়েক পংক্তি সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে দেখিলাম। এ পুঁথিখানিতে ভণিতা বা গ্রন্থকারের পরিচয় নাই।

আরম্ভ :—

/৭শ্রীশ্রীগোপাল কৃষ্ণ।

মুখের ম্রমৃতদিয়া ব্রাহ্মাণ্ড করিল স্তাপন॥ সেহি ব্রাহ্মডিম্বত আছে। নও লক্ষা বাহাতৈর কোটা॥ নানা পুষ্প বিকসিত তাহার প্রমান। এহি মতে জানিবা ব্রঁহ্মাণ্ডের বিচার॥ ব্রহ্ম ডিম্বং রাখিল কপীনাসের মধ্যে। ম্রদ্দ চন্দ্র সুর্জ রহিল তাহার সঙ্গতে॥ সেহি ব্রঁহ্ম ডিম্ব গো না হইবো নষ্ট॥

২য় পৃষ্ঠা ;—

আতসে আলম পোক্ত॥ বাদেদম জিন্দা॥ আবেতন নবুম্র কুনিন্দা॥ খাগে তনলক সিন্দা॥ ইহার মান কহি॥ জিবের জিব সক্তির আতসের কুণ্ডে পৈল॥ বাদ সঙ্গে লঙ বিজেমি ভূ কৈল॥ আর সঙ্গে জল জাল মেদে রাখি কৈল॥ খাগের দানাএ গিয়া পুতলি খাঞিল॥ সুন্ন হৈতে ফুলত জিবক বসাইল॥ ইহাতে সিব সক্তির মাঢ় চন্দ্র কহি। বাপের বিজে মনি রগহাড় মগজ: মাত্রির বিজে রোম চর্ম্ম লহু আণ্ড দাণ্ড দেহিতে চারিচিজ পত্রদেস হয়॥ তাহাকে কহি॥ আবয়াত সথা করাই॥ চারি চিজে ভুনিয়াই॥ ইহার খমির কই আরের পোক্ত॥ জক সক বিজিক মোহর॥ ইত্যাদি—শেষ।

প্রান পয়ান সমক পরতে॥ কণ্ঠা ভবনো॥ ধনবিজ্ঞ সমবল॥ কুতস্তেতে॥ নারায়নং হরি॥ ইতি জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লিখুকং দোস নাস্তিতং॥ ভিমস্য সামিপ রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতি ভ্রমং ইতি সন ১২১২ সাল বতারিখ ৫ কাত্তিক মো রোজ শনিবার বেলি ভাটীদেড় প্রহর থাকিতে॥ তিথি কৃষ্ণাপক্ষে।' তালুক খারিজা ভুতকুড়া জোত শ্রীরাম নারায়ন দাস॥ মোতালকে নিজ বেহার॥ হস্তাঐক্ষ্যর এবং পুস্তকগতে শ্রীসুবল দাসেস্য॥

বক্ষ্যমাণ সন্দর্ভে আলোচ্যমান পুঁথিগুলি যে মহাত্মার অক্লান্ত পরিশ্রমে আজও লোক চক্ষুর অন্তরাল হইতে পারে নাই, সেই সুবলচন্দ্র দাসের প্রপৌত্র শ্রীযুক্ত তারামোহন বক্সী তাঁহার সযত্ন রক্ষিত পিতৃপুরুষের অক্ষয় কীর্ত্তি স্বরূপ এই অমূল্য রত্নরাজী নিরাপদে সুরক্ষিত থাকিবে জানিয়া, রঙ্গপুর শাখা পরিষদকে উপহার প্রদানের জন্য, সাগ্রহে আমাদের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। উক্ত বক্সী মহাশয় যত্ন-পূর্ব্বক এই পুঁথিগুলি রক্ষা না করিলে, কোন কালে উহা কীটের করাল দংষ্ট্রায় ধ্বংসমুখে পতিত হইত সন্দেহ নাই। একারণ আমরা লিপিকর সুবলচন্দ্র দাসের নিকট যেরূপ কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ, তাঁহার বর্ত্তমান বংশধর শ্রীযুক্ত তারামোহন বক্সী মহাশয়ের নিকটও তদনুরূপ উপকৃত। আর আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র সুবলচন্দ্র দাসের সাপিণ্ড জ্ঞাতি-পুত্র শ্রীযুক্ত নবসুন্দর দাস। ইঁহার সহায়তা না পাইলে, আমরা কোনক্রমে পুঁথিগুলি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইতাম না। এখনও সুবলচন্দ্র দাসের নকল এত পুরাতন গ্রন্থ তাঁহার বংশধর এবং প্রতিবেশিবর্গের গৃহে আছে যে, তাহা দেখিলে যুগপৎ হর্ষ-বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়।

নবসুন্দর বাবু ক্রমশঃ সেগুলিও সংগ্রহ করিয়া পরিষদকে উপহার প্রদান করিবেন বলিয়া আমাদের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী জাতিকে অনেকেই অসভ্য পার্ব্বত্য জাতি বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। কুচবেহারের অন্তর্গত দীনহাটা মহকুমার এলাকাধীন বালাকুড়া গ্রামের সেই কোন প্রাচীন সম্ভ্রান্ত রাজবংশী পরিবারে এই পরম অধ্যবসায়ী ধর্ম্মপ্রাণ মহানুভব সুবলচন্দ্র দাসের জন্ম! ইহাঁর পূর্ব্বপুরুষ রঙ্গপুরের পাঙ্গা গ্রাম হইতে এখানে আসিয়া বাস করেন। ইঁহারা কুচবেহার রাজ-সরকার হইতে বক্সী উপাধিলাভ করিয়াছিলেন কিন্তু কচিৎ তিনি এই উপাধী ব্যবহার করিতেন। পাঠক, এই প্রাচীন পুঁথির বিবরণ পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, যাঁহারা ঐতিহাসিক তত্ত্বানুসন্ধানের ক্লেশ স্বীকার না করিয়াই রাজবংশী জাতি সম্বন্ধে এবম্প্রকার পক্ষপাত মূলক অন্যায় মত পোষণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সে ধারণা কতদূর ভ্রমাত্মক। দেখিবেন, শতাধিকবর্ষ পূর্ব্বে যখন সমগ্র বঙ্গভূমি আদিরসের কলুষ পঙ্কিল স্রোতে পরিপ্লাবিত হইয়াছিল, তখন এই উত্তরবঙ্গের নিভৃত নিকেতনে বসিয়া রাজবংশী বংশের সমুজ্জ্বল নক্ষত্র আমাদের এই সুবলচন্দ্র কিরূপ ধ্যানমগ্ন যোগীর ন্যায়—জ্ঞানানুশীলনে প্রবৃত্ত ছিলেন।

ক্রমশঃ।

শ্রীপূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ।

রঙ্গপুর শাখার চতুর্থ সাংবৎসরিক কার্য্যবিবরণ

১৩১৬ বঙ্গাব্দ।

বঙ্গাব্দের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে বৈশাখ মাসের প্রারম্ভে এই শাখা পরিষদের বয়ঃক্রম পঞ্চবর্ষ হইয়াছে। ক্রীড়ারত শিশুর ন্যায় এই পরিষদের বিক্ষিপ্ত চেষ্টার ফলে, উত্তর-বঙ্গের সাহিত্য-সাধনা বিগতবর্ষে কতদূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহারই সংক্ষেপোক্তি করা যাইতেছে। যাঁহারা হাত ধরিয়া এ যাবৎ এই শিশুকে চালনা করিতেছেন তাঁহারা স্নেহাস্পদকে গম্যস্থানে পৌছাইয়া দিতে আগামীতে অধিকতর উৎসাহপ্রকাশ করিবেন, ইহাই পরিচালক সমিতির প্রার্থনা।

রঙ্গপুর শাখা পরিষদের সূচনা

১৩১২ বঙ্গাব্দের ১১ বৈশাখ তারিখে বঙ্গদেশের মধ্যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রথম শাখা রঙ্গপুরে স্থাপিত হয়

সভ্য সংখ্যা।

	প্রথম শ্রেণী	দ্বিতীয় শ্রেণী	একুন
প্রথম বর্ষ— (১৩১২)	৩০		৬০
দ্বিতীয় বর্ষ— (১৩১৩)	৫৮	৭৪	১৩২
তৃতীয় বর্ষ— (১৩১৪)	৭৪	৮১	১৫৫
চতুর্থ বর্ষ— (১৩১৫)	১০৯	১০৫	২১৪

যদিও বিগত বর্ষে সভ্য সংখ্যার তাদৃশ বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না, তথাপি ইহা বড়ই আশাপ্রদ যে, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা হইতে অনেকগুলি লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ও সম্ভ্রান্তব্যক্তির নাম সভ্যতালিকায় স্থান পাইয়াছে। ("ক" পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

আলোচ্য বর্ষ শেষে উত্তরবঙ্গের পাঁচজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক এই সভার বিশিষ্ট সভ্যের

স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। বিশেষ সভ্যের সংখ্যা ৮ জন মাত্র হইয়াছে। বিশেষ সভ্যগণের মধ্যে অধিকাংশের নিকটে সভা আশানুরূপ সাহায্য পাইতেছেন না বলিয়া কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি ঐরূপ সভ্য-নির্ব্বাচন সম্বন্ধে বিশেষ বিধি প্রণয়ন করিয়াছেন। * ('ক' পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)

বিশিষ্ট ও বিশেষ সভ্য।

তিনটি মাত্র ছাত্র-সভ্য এ সভায় গৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে একটির নিকটে সভা যে কর্ম্মপরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা কথঞ্চিৎ আশাপ্রদ বটে। ('ক' পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

ছাত্র সভ্য।

আলোচ্য বর্ষের ১০ চৈত্র শুক্লা বিজয়া দশমী তিথিতে এই সভার একমাত্র পরিপোষক ও পিতৃস্থানীয় সভাপতি কাকিনাধিপতি রাজা মহিমারঞ্জন রায়চৌধুরী মহোদয় সভাকে পঞ্চমবর্ষে উপনীত হইতে না দেখিয়াই, অকালে প্রস্থান করিয়াছেন। উত্তরবঙ্গীয় ধনাঢ্যগণের মধ্যে সাহিত্যসভার সভাপতিত্ব গ্রহণের উপযুক্ত এরূপ ব্যক্তি বিরল। সভার এ ক্ষতি দূর ভবিষ্যতেও পূর্ণ হইবে কিনা সন্দেহ।

সভাপতির মৃত্যু।

এতদ্ব্যতীত ৩টি সভ্য আলোচ্যবর্ষে পরলোকে গমন করিয়াছেন। তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় যথা,—১। স্বর্গীয় খগেন্দ্রনারায়ণ দাস; ইনি স্বজাতীয়-গণের সামাজিক উন্নতিসাধনে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া প্রতিষ্ঠা-ভাজন হইয়াছিলেন। ২। স্বর্গীয় হরিশ্চন্দ্র রায় মোক্তার; ইনি সততার জন্য স্মরণীয় হইবার যোগ্য। সমাচার দর্পণ, চন্দ্রিকা প্রভৃতি পত্রিকার লেখক ও উৎসাহী ব্যক্তি ছিলেন। ৩। স্বর্গীয় মহেন্দ্রনারায়ণ দাস, ধাপ, রঙ্গপুর।

সভ্যের মৃত্যু।

আলোচ্যবর্ষে প্রথম শ্রেণীর ৪টি এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর ৩টি সভ্য পদত্যাগ করিয়াছেন।

সভ্যের পদত্যাগ।

১২৮ জন নূতন সভ্য সাধারণ অধিবেশনে যথারীতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে আলোচ্য বর্ষের শেষ পর্য্যন্ত ৪০ জন মাত্র সভ্যপদ স্বীকারপূর্ব্বক চাঁদা ইত্যাদি নিয়মিত-রূপে প্রদান করিতেছেন এবং অবশিষ্টের স্বীকার-পত্র ক্রমে পাওয়া যাইতেছে। এরূপ নির্ব্বাচিত সভ্যগণ মধ্যে ৭ জন মাত্র সভ্য মূল সভার পুরাতন সভ্য এবং উত্তরবঙ্গের অধিবাসী বলিয়া সভার নিয়মানুসারে প্রবেশিকা না দিয়াও, প্রথম শ্রেণীর সভ্যাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। উত্তরবঙ্গে পরিষদের আরও যে সকল পুরাতন সভ্য আছেন, তাঁহাদিগকে এই সভার প্রদত্ত সুবিধালাভের জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি আহ্বান করিতেছেন। পরে এ নিয়ম পরিবর্ত্তিতও হইতে পারে †

নবনির্ব্বাচিত সভ্যের সংখ্যাদি।

* বিশিষ্ট সভ্যগণের মধ্যে রাজা মহিমারঞ্জনের মৃত্যুতে একজনের পদ শূন্য হইয়াছে।

† সভার সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলীর ৭ম দফায় দ্রষ্টব্য।

চতুর্থ সাংবৎসরিক কার্য্য বিবরণী।

আয়ব্যয়।

	আয়।			ব্যয়।			
	সাধারণ তহবিল	বিশেষ তহবিল	একুন	সাধারণ তহবিল	বিশেষ তহবিল	একুন	
প্রথম বর্ষ ১৩১২	১২৮৲	১১৩৲	২৪১৲	৯৬৸৵৩	১১৩৲	২০৯৸৵৩	৩১।/৯
দ্বিতীয় বর্ষ ১৩১৩	৩৩৬।৵০	২৯২৷৹	৬২৮৸৵০	৩৩৬।৵০	২৯২৷৹	৬২৮৸৵০	০
তৃতীয় বর্ষ ১৩১৪	৬৫৭৷/৯	২৩৫৸৴০	৮৯৩৷৯	৬৫৫৷৶০	২৩৫৸৴০	৮৯১৷৵	১৸৵৯
চতুর্থ বর্ষ ১৩১৫	১৩৩৮৲৯	৩৭৪৷৵	১৭১২৷৵৯	১৩৩৮৲৯	২৫৯৶	১৫৯৭৶৯	১১৫।৶০

("খ" পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)

তৃতীয় সাংবৎসরিক অধিবেশন

১২ আষাঢ় (১৩১৫) ২৬ জুন (১৯০৮) শুক্রবার শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ, মহাশয়ের সভাপতিত্বে এই অধিবেশন সুসম্পন্ন হইয়াছিল।

উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম ও দ্বিতীয় অধিবেশন।

এই সভার উদ্যোগে তৃতীয় সাংবৎসরিক অধিবেশনের পর দিবস অর্থাৎ ১৩ আষাঢ় (১৩১৫) ২৭ জুন (১৯০৮) শনিবার রাজসাহীর খ্যতনামা ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি, এল মহাশয়ের সভাপতিত্বে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা হইতে আগত প্রতিনিধিগণকে লইয়া, উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন সংঘটিত হয়। ইহার বিস্তৃত কার্য্যবিবরণ পৃথক পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া বিতরিত হইয়াছে। ঐ সম্মিলনের নির্দ্ধারণক্রমে বগুড়া নগরে গত ১৮।১৯ মাঘ (১৩১৫) ৩১ জানুয়ারী ও ১ ফেব্রুয়ারী (১৯০৯) রবি ও সোমবারে রঙ্গপুরের স্বনামখ্যাত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহোদয়ের সভাপতিত্বে এই সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশন ও একটি ঐতিহাসিক প্রদর্শনী মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। উত্তরবঙ্গের প্রায় সকল জেলা হইতেই সাহিত্যিকগণ উহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। এই সম্মিলনের বিস্তৃত কার্য্যবিবরণ বগুড়াবাসিগণের ব্যয়ে যথাসময়ে মুদ্রিত হইবে। আসাম গৌরীপুরের সাহিত্যনিষ্ঠ উৎসাহী রাজা শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর আগামী শীত ঋতুতে উত্তরবঙ্গ-সম্মিলনের তৃতীয় অধিবেশন তাঁহার রাজধানীতে সম্পন্নার্থ নিমন্ত্রণ পাঠাইয়াছেন ও সম্মিলনী সাদরে তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। মালদহের শ্রীযুক্ত রাধেশচন্দ্র শেঠ বি, এল মহাশয়ও এই সম্মিলনকে মালদহে আহ্বান করিবার প্রস্তাব করেন, কিন্তু গৌরীপুরের নিমন্ত্রণ পূর্ব্বের গৃহীত বলিয়া মালদহের নিমন্ত্রণ এবারে গৃহীত হয় না। এরূপ একটি মহদনুষ্ঠানের সূচনা করিয়া এ সভা গৌরবভূষিত হইয়াছেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

অধিবেশন।

মাসিক সাধারণ অধিবেশন ও স্থান।	তারিখ।	প্রবন্ধ	প্রবন্ধলেখক
প্রথম অধিবেশন, রঙ্গপুর চতুষ্পাঠীগৃহ	৪ শ্রাবণ (১৩১৫) ১ জুলাই (১৯০৮)	সেরপুরের ইতিবৃত্ত (প্রথমাংশ)	শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কুণ্ডু
দ্বিতীয় অধিবেশন, রঙ্গপুর চতুষ্পাঠীগৃহ	১১ ভাদ্র (১৩১৫) ৩০ আগষ্ট (১৯০৮)	রঙ্গপুরের জাগের গান	মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন
তৃতীয় অধিবেশন, রঙ্গপুর চতুষ্পাঠীগৃহ	৪ আশ্বিন (১৩১৫) ২০ সেপ্টেম্বর (১৯০৮)	(ক) সেরপুরের ইতিবৃত্ত (শেষাংশ)	শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কুণ্ডু
		(খ) কন্যাবারমাসী	শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ
চতুর্থ অধিবেশন, রঙ্গপুর চতুষ্পাঠীগৃহ	৭ অগ্রহায়ণ (১৩১৫) ২২ নবেম্বর (১৯০৮)	প্রাচীন মুদ্রা	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী
পঞ্চম অধিবেশন, রঙ্গপুর ধর্ম্মসভা	৫ পৌষ (১৩১৫) ২০ ডিসেম্বর (১৯০৮)	(ক) বাঙ্গালাভাষার সমৃদ্ধি	শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
		(খ) রাজাবিরাট ও মৎস্য দেশ	শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন বি, এল
ষষ্ঠ অধিবেশন, রঙ্গপুর ধর্ম্মসভা	১১ মাঘ (১৩১৫) ২৪ জানুয়ারী (১৯০৯)	(ক) দেবপাল রাজবাটী	শ্রীযুক্ত প্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত এল, এম, এস
		(খ) স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের সময় নিরূপণ ও জীবনী	শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
সপ্তম অধিবেশন, রঙ্গপুর ধর্ম্মসভা	৯ ফাল্গুন (১৩১৫) ২১ ফেব্রুয়ারী (১৯০৯)	বাঙ্গালাভাষার উপরে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাব	শ্রীযুক্ত প্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত এল, এম, এস
অষ্টম অধিবেশন, রঙ্গপুর ধর্ম্মসভা	৮ চৈত্র (১৩১৫) ২১ মার্চ্চ (১৯০৯)	বাভ্রবী কাম্যা	শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি, এল
নবম অধিবেশন রঙ্গপুর ধর্ম্মসভা	২৯ চৈত্র (১৩১৫) ১১ এপ্রিল (১৯০৯)	আপ্ত প্রমাণ	শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত এম, এ, বি, এল

উক্ত মাসিক অধিবেশনগুলিতে পঠিত একাদশটি প্রবন্ধের বিষয়াদি বিভাগ করিলে, নিম্নোক্তরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। যথা,—প্রত্নতত্ত্ব ঘটিত ৫টি, আলোচনাসহ প্রাচীন গ্রাম্যকবিতা সংগ্রহ ২টি, ভাষা-তত্ত্ব বিষয়ক ২টি, জীবনবৃত্ত ১টি, এবং দার্শনিক ১টি একুনে একাদশটি মাত্র। প্রবন্ধগুলি সমস্তই সভার উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। অধিকাংশ প্রবন্ধই রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ সভার মুখ-পত্রের তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগে চিত্র ও আলোচনাদিসহ প্রকাশিত হইয়াছে। (১)

প্রবন্ধের বিষয়াদির প্রকার।

প্রথম অধিবেশন—বিখ্যাত পাঁচালী রচয়িতা স্বর্গীয় কবিবর দাশরথী রায় মহাশয়ের ভ্রাতৃবধূ শ্রীযুক্তা হরসুন্দরী দেবীকে বৃত্তিদান ব্যবস্থা। প্রকৃত প্রস্তাবে ইঁহার অবস্থা তাদৃশ অস্বচ্ছল নহে, ইহা অনুসন্ধানে জানিতে পারায়, কাটোয়ার মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট্ শ্রীযুক্ত তারক নাথ রায় বি, এ মহাশয়ের প্রস্তাবমত এক কালীন ৩০৲ ত্রিশ টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা পরে করা হইয়াছে।

মাসিক অধিবেশনে আলোচিত অন্যান্য আবশ্যকীয় বিষয়।

তৃতীয় অধিবেশন—এই সভার সুযোগ্য সহকারী সভাপতি বঙ্গভাষায় সুপরিচিত লেখক শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বি, এ, বার-আট-ল মহাশয় রঙ্গপুর পরিত্যাগ করায় সহকারী সভাপতিত্ব ত্যাগ করিতে বাধ্য হন; তাঁহাকে সভার পক্ষ হইতে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জ্ঞাপন প্রস্তাব গ্রহণ।

চতুর্থ অধিবেশন—দিনাজপুর রাজসভা পণ্ডিত কবিবর স্বর্গীয় মহেশচন্দ্র তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের স্বর্গারোহণে শোক প্রকাশ। (২)

পঞ্চম অধিবেশন—রঙ্গপুরের স্বনামখ্যাত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া, আনন্দ প্রকাশ ও বগুড়াবাসীকে ধন্যবাদ প্রদান।

এই সভার সুযোগ্য সভাপতি কাকিনাধিপতি স্বর্গীয় রাজা মহিমারঞ্জন রায়চৌধুরী মহাশয় নিজব্যয়ে ও বিশেষ শ্রম স্বীকারপূর্ব্বক এতদ্দেশে প্রচলিত গোপীচাঁদ রাজার সুদীর্ঘ গানটি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন বলিয়া, তাঁহাকে সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ প্রদান।

("ঘ" পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)

ষষ্ঠ অধিবেশন—(১) বগুড়ার উত্তরবঙ্গ-সাহিত্যসম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে, এবং রাজসাহীর বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে উপস্থিত হওয়ার জন্য প্রতিনিধি নির্ব্বাচন। ঠিক বগুড়া সম্মিলনের নির্দ্দিষ্ট দিনে রাজসাহী সম্মিলনের দিন পরিবর্ত্তিত হওয়ায়, এক সহকারী

(১) প্রত্যেক প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা পত্রিকার পরিশিষ্টে সভার মাসিক কার্য্য বিবরণের সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। সম্পাদক।

(২) ইঁহার সচিত্র জীবনচরিত সভার মুখপত্রের ৩য় ভাগ ৪র্থ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

সম্পাদক ব্যতীত অপর কোন প্রতিনিধিই শেষোক্ত সম্মিলনে যোগদান করিতে পারেন নাই। ('গ' পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

(২) রঙ্গপুরের প্রবাদ প্রসিদ্ধ রাজা ভবচন্দ্রের আরাধ্যা বাগ্‌দেবীর জীর্ণমন্দির সংস্কার প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য, বহরমপুর সৈয়দাবাদ নিবাসী বাতাসন পরগণার ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সেন বি, এল মহাশয় স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া চেষ্টা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান। (১)

সপ্তম অধিবেশন—স্বর্গীয় কবিবর নবীনচন্দ্র সেন, ঔপন্যাসিক যোগেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মতিলাল রায় প্রভৃতি সাহিত্যিকগণের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ।

নবম অধিবেশন—এই সভার সুযোগ্য সভাপতি কাকিনাধিপতি রাজা মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী মহাশয়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশক বিশেষ অধিবেশন আহ্বানপূর্ব্বক স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা। (২)

মাসিক অধিবেশনে ঐতিহাসিক মূল্যবান দ্রব্যপ্রদর্শন ও উত্তর বঙ্গের প্রত্নতত্ত্বাদির নবাবিষ্কার সংবাদ ঘোষণা।

উল্লিখিত মাসিক অধিবেশনে নিম্নোক্ত দ্রব্যাদি প্রদর্শিত এবং নবাবিষ্কার সংবাদ বিঘোষিত হইয়াছিল।

তৃতীয় সাংবৎসরিক অধিবেশন।

প্রদর্শিত দ্রব্য।	প্রদর্শক।
১। প্রমথ কুমার গুপ্তের তাম্রশাসন	শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ।
২। দুই শত বর্ষ পূর্ব্বের দাস বিক্রয়ের দলিল বা খৎ একখানি	,, সুরেশচন্দ্র সরকার
৩। তিব্বতীয় ধর্ম্ম গ্রন্থ	,, ঐ
৪। মহাস্থানের আলোকচিত্র ১১ খানি ...	,, রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি, এ

ষষ্ঠ অধিবেশন।

১। প্রবাদ প্রসিদ্ধ রঙ্গপুরের রাজা ভবচন্দ্রের রাজধানী পরগণে বাগদুয়ারের অন্তর্গত ভবচন্দ্রেরপাট হইতে সংগৃহীত রাজভবন তোষাখানা, বিচারালয়, দেবায়তন, ভবচন্দ্র আরাধিতা বাক্‌দেবী ও তাঁহার জীর্ণমন্দির প্রভৃতির ১১ খানি আলোকচিত্র	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী।

(১) এতৎসম্বন্ধে সম্পাদক মহাশয়ের সহিত তাঁহার পত্র ব্যবহার চলিতেছে। যেরূপ ফল হয়, আগামী বর্ষে প্রকাশিত হইবে।

(২) ২৭ আষাঢ় (১৩১৬) রবিবার এই সভার উদ্যোগে রঙ্গপুর জেলাস্কুল গৃহে একটি বিশেষ অধিবেশন আহূত হইয়া স্বর্গীয় সভাপতি মহাশয়ের স্মৃতি রক্ষার্থ একটি "সারস্বতভবন" নির্ম্মাণের প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ঐ প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করার নিমিত্ত, রঙ্গপুরের সুযোগ্য কালেক্টর মিঃ জে, ভাস্ বাহাদুরের সভাপতিত্বে সকল সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে বিশিষ্ট বিশিষ্ট সভ্য লইয়া একটি সমিতি গঠিত হইয়াছে।

প্রদর্শিত দ্রব্য।	প্রদর্শক।
২। ঐ সকল ভগ্নস্তূপ হইতে সংগৃহীত ক্ষুদ্র বৃহৎ বিভিন্নপ্রকারের কয়েকখানি ইষ্টক ও তাহা গ্রন্থনের অপূর্ব্ব মসলা।	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী।
৩। ঐ স্থানে লৌহকারখানার পরিচায়ক ভূগর্ভ হইতে প্রাপ্ত প্রায় একমণ ওজনের মণ্ডুর বা লৌহমল এক খণ্ড।	ঐ
৪। রঙ্গপুর পরগণে কুণ্ডীর প্রাচীন ভূম্যধিকারী বংশের আদি পুরুষ নির্ম্মিত ইংরেজগণের আগমনের বহুপূর্ব্বে নির্ম্মিত সপ্তঃপুষ্করিণী নামক প্রকাণ্ড দীর্ঘিকার তীরবর্ত্তী "আঠার কোটা" নামক জীর্ণ দেবায়তনের আলোকচিত্র।	ঐ
৫। ঐ স্থানের নিকটবর্ত্তী চৌদ্দভুবন বিল নামক প্রকাণ্ড হ্রদের তীরে প্রাপ্ত মহিষমর্দ্দিনী দশভুজা প্রস্তরমূর্ত্তি।	ঐ
৬। ঐ কুণ্ডী পরগণার অধীন গোপালপুর গ্রামের নিকবর্ত্তী বিস্তৃত নান্দিয়ার দীঘির ঠিক্ মধ্যস্থিত দ্বীপ হইতে সংগৃহীত একটি সৌধভিত্তির চতুষ্কোণ প্রস্তরখণ্ড।	ঐ

সপ্তম অধিবেশন।

প্রদর্শিত দ্রব্য।	প্রদর্শক।
১। বগুড়া মহাস্থানে প্রাপ্ত কাচ প্রলেপ সংযুক্ত (এনামেল করা) ইষ্টকখণ্ড, ধনুকে ব্যবহৃত বাটুল, নানাবিধ প্রস্তর, মহাস্থান দুর্গপ্রাকারের, শীলাদেবীর ঘাটের প্রস্তর সোপানাবলীর ও উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের আলোকচিত্র	শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় গ্রন্থরক্ষক
২। প্রাচীন বৃহৎ গৌড়দ্বারের ব্রোমাইড করা চিত্র এবং মালদহ রামকেলী গ্রামের বৈষ্ণবগণের পরমপবিত্র প্রভু গৌরাঙ্গের গৌড়াবস্থান কালে বিশ্রামস্থল কেলিকদম্ব নামক প্রাচীন বৃক্ষ ও তন্নিম্নস্থ বেদীর আলোকচিত্র	শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি, এল (রাজসাহী)
৩। আঠারটি বিভিন্ন প্রকারের প্রাচীন ও আধুনিককালের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের তাম্রমুদ্রা।	শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার লাহিড়ী।
৪। আসাম জয়ন্তিপাহাড় ও অন্যান্য স্থান হইতে সংগৃহীত তাম্রমুদ্রা ৫টা।	শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন মৈত্রেয় (বগুড়া)

অষ্টম অধিবেশন।

প্রদর্শিত দ্রব্য।	প্রদর্শক।
১। বাভ্রবীকান্না নামক প্রস্তরমূর্ত্তির আলোকচিত্র	শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রের বি, এল
২। দিনাজপুর গচ্ছাহার নামক স্থানের ১৬৯২ শকের স্থাপিত ভবানী মন্দির সংলগ্ন প্রস্তর ফলকের প্রতিলিপি।	শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার লাহিড়ী।

এতদ্ব্যতীত এই অধিবেশনে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার লাহিড়ী, ও শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ মহাশয়ত্রয় কর্তৃক বিজ্ঞাপিত দশটি নবাবিষ্কার সংবাদ বিঘোষিত হয়। মাসিক কার্য্যবিবরণীতে তাহা বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে। *

নবম অধিবেশনে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের বিজ্ঞাপিত তিনটি নবাবিষ্কার সংবাদ বিঘোষিত হয়। মাসিক কার্য্যবিবরণীতে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। †

উল্লিখিত মাসিক অধিবেশনে প্রবন্ধপাঠ ও ঐতিহাসিক হিসাবে মূল্যবান দ্রব্যাদির প্রদর্শন ব্যতীত কতকগুলি প্রাচীন পুঁথি প্রদর্শিত ও উপহৃত হইয়াছিল। পূর্ব্ব সংগৃহীত পুঁথিসহ এইগুলির বিস্তৃত তালিকা গ্রন্থরক্ষক শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বহু শ্রম স্বীকারপূর্ব্বক সঙ্কলন করিতেছেন। যাহাতে পুঁথিগুলি সুরক্ষিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করা হইতেছে। সেই তালিকা সঙ্কলন কার্য্য বহু সময় সাপেক্ষ হইলেও যে, আলোচ্যবর্ষে অনেক অগ্রসর হইয়াছে, তজ্জন্য গ্রন্থরক্ষক মহাশয় সমিতির আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র। আলোচ্যবর্ষে শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস মহাশয় সভার গ্রন্থাগারে ৫০ খানি, শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম, এ, বি, এল মহাশয় ৫ খানি, শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ মহাশয় ২০ খানি একুনে ৭৬ খানি পুঁথি উপহার প্রদান করিয়া সভার ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। ("ঘ" পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)

সংগৃহীত প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথির সংখ্যাদি।

কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশনাদি।

আলোচ্যবর্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির মোট পাঁচটি অধিবেশন হইয়াছিল তাহাদের সময় ও বিশেষ বিশেষ নির্দ্ধারণের বিষয় নিম্নে বিবৃত হইতেছে।

প্রথম অধিবেশন।—২৮ আষাঢ়, ১৩১৫, ১২ জুলাই (১৯০৮) স্থান কার্য্যালয়। এই অধিবেশনে উত্তরবঙ্গ-সাহিত্যসম্মিলনের প্রথম অধিবেশনের প্রস্তাবিত বিভিন্ন জেলা হইতে গৃহীত সংগ্রাহকগণকে এই সভার গ্রন্থ ও পত্রিকা প্রকাশ সমিতির সদস্যরূপে গ্রহণ করা হয়। এই সংগ্রাহকগণ মধ্যে কেহ কেহ সভাকে প্রবন্ধাদি দ্বারা সাহায্য করিতেছেন। এখনও অনেকেই আশানুরূপ সাহায্য করিতে অগ্রসর হন নাই, এমন কি কেহ কেহ সভ্যপদ পর্য্যন্ত স্বীকার করেন নাই; এজন্য সমিতি দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন।

দ্বিতীয় অধিবেশন।—১৪ অগ্রহায়ণ, ২৯ নবেম্বর (১৯০৮) রবিবার কলিকাতাস্থিত বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের নবগৃহ প্রবেশ উৎসবোপলক্ষে এই সভার পক্ষ হইতে উপস্থিত হওয়ার জন্য, সাতজন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত প্রতিনিধিগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন।

* ৩য় ভাগ ৪র্থ সংখ্যা পত্রিকার পরিশিষ্টে চতুর্থ বর্ষ অষ্টম মাসিক কার্য্যবিবরণে দ্রষ্টব্য।
† ঐ পত্রিকার নবম মাসিক কার্য্যবিবরণে দ্রষ্টব্য।

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সরকার
,, প্রিয়নাথ পাকড়াশী
,, সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
,, বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম, এ, বি, এল

তৃতীয় অধিবেশন—৮ চৈত্র (১৩১৫) ২১ মার্চ্চ (১৯০৯) রবিবার; স্থান কার্য্যালয়। (১) এই অধিবেশনে মূল সভার প্রাপ্য প্রথম শ্রেণীর সভ্যগণের প্রবেশিকার অর্দ্ধাংশ এই সভাকে দেওয়ার বিষয়ে সম্পাদক মহাশয় যে পত্র ব্যবহার করিতেছিলেন এবং তদুত্তরে মূল সভার সম্পাদক মহাশয় প্রবেশিকার হার বৃদ্ধি করিতে যে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাহা সম্ভবপর নহে এরূপ জানাইয়া ঐরূপ অংশ দেওয়ার জন্য ঐ সম্পাদককে পুনরায় অনুরোধ করার ব্যবস্থা হয়। (২) বিশেষ সভ্য গ্রহণ সম্বন্ধে নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ করা হয়।

(সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলীর ৪ দফা দ্রষ্টব্য।)

চতুর্থ অধিবেশন—শনিবার ১৫ জ্যৈষ্ঠ (১৩১৬,) ২৯ মে (১৯০৯) নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক সদস্যের অনুপস্থিতিতে এই অধিবেশন স্থগিত রাখিতে হইয়াছিল।

স্থগিত চতুর্থ অধিবেশন—১১।১২ আষাঢ় (১৩১৬) ২৫।২৬ জুন (১৯০৯) শুক্র ও শনিবার (১) এই সভার চতুর্থ সাংবৎসরিক অধিবেশন আহ্বান করা স্থির হইয়া রাজসাহীর খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত শশধর রায় এম, এ, বি, এল, মহাশয়কে তাহার সভাপতিত্ব গ্রহণ জন্য আহ্বান করার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

(২) এ সভার স্বর্গীয় সভাপতি রাজা মহিমারঞ্জন রায়চৌধুরী মহাশয়ের স্থানে রঙ্গপুরের সুযোগ্য ও স্বনামখ্যাত পণ্ডিতরাজ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহোদয়কে সভাপতির এবং দিঘাপতিয়ার কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম, এ, ও কাকিনার রাজকুমার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্ররঞ্জন রায়চৌধুরী মহোদয়-দ্বয়কে সভার অন্যতম সহকারী সভাপতির পদে বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনের মত সাপেক্ষে নির্ব্বাচন করার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

(৩) পঞ্চম বর্ষের জন্য কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির পুরাতন সদস্যগণের মধ্যে নিম্নলিখিত সভ্য চতুষ্টয় মনোনীত হন।

শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ মোক্তার।
,, কালীকান্ত বিশ্বাস সব্ইন্‌স্পেক্টর অব্ পুলিশ।
,, আমির উদ্দিন আহাম্মদ উকিল কোচবিহার।
,, দীননাথ বাগ্‌চী বি, এল।

পূর্ব্ব বর্ষের নির্ব্বাচিত এবং উত্তরবঙ্গ সাহিত্যসম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে নিযুক্ত সংগ্রাহকগণের মধ্যে যাঁহারা এই সভার সভ্য হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে লইয়া এই সমিতি পুনরায় পঞ্চম বর্ষের জন্য গঠিত হয়।

গ্রন্থ ও পত্রিকা প্রকাশ সমিতির পুনর্গঠন।

উত্তরবঙ্গ-সাহিত্যসম্মিলন কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া এই সভা উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা হইতে সম্মিলন কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত সাহিত্যিকগণকে আলোচ্যবর্ষে উহার গ্রন্থ ও পত্রিকা সমিতির সদস্যরূপে গ্রহণ পূর্ব্বক পত্রিকাদি পরিচালনের বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই সমিতির সভাপতিত্ব শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি, এল মহাশয় গ্রহণ করিয়া পত্রাদি দ্বারা সর্ব্বদা উপদেশ প্রদান করিয়াছেন; তজ্জন্য তাঁহার নিকটে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন। এই নবগঠিত গ্রন্থ এ পত্রিকা প্রকাশ সমিতির নব নির্ব্বাচিত সদস্যগণের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ প্রবন্ধাদি পাঠাইয়া পত্রিকা প্রকাশে বিশেষ সাহায্য করেন। তাঁহাদের অনুসন্ধিৎসা ও গবেষণা প্রসূত প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া পত্রিকা যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। এজন্য তাঁহাদের কাছে সমিতি চির ঋণী থাকিবেন।

গ্রন্থ পত্রিকা প্রকাশ সমিতি ও তাহার অধিবেশন।

শ্রীযুক্ত প্যারীশঙ্কর দাস গুপ্ত এল, এম, এস
,, প্রভাসচন্দ্র সেন বি, এল
,, ব্রজসুন্দর সান্যাল সরস্বতী এম, আর, এ, এস
,, অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় বি, এল
,, রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি, এ
,, যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম, এ, বি, এল

আলোচ্য বর্ষে এই সমিতির দুইটি মাত্র অধিবেশন হইয়াছে। পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ নির্ব্বাচন ব্যতীত নিম্নলিখিত বিশেষ বিশেষ বিষয় কয়েকটি ঐ অধিবেশনদ্বয়ে আলোচিত হয়।

(১) শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার এম, এ, বি, এল মহাশয়ের সম্পাদকতায় শ্রীনাথী মহাভারতের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতের ব্যবস্থা করা হয়। (২) মালদহের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সম্পাদকতায় অদ্ভুতাচার্য্যের বৃহৎ রামায়ণ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতের প্রস্তাব গ্রহণ। * (৩) শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় বিরচিত "নামকোষ" ও "গৌড়ের ইতিহাস" নামক গ্রন্থদ্বয় মধ্যে শেষোক্ত গ্রন্থখানি রচয়িতার ব্যয়ে সভার গ্রন্থাবলী ভুক্ত হইয়া মুদ্রিত করিবার ব্যবস্থা † এবং প্রথমোক্ত গ্রন্থখানি গ্রন্থাবলী ভুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইবার উপযুক্ত কিনা তাহা পরীক্ষা করিবার ভার শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ সহকারী সভাপতি মহাশয়ের উপরে অর্পিত হয়।

শ্রীনাথী মহাভারত, অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ, নামকোষ ও গৌড়ের ইতিহাস প্রকাশ।

উত্তরবঙ্গের শিল্প ও বাণিজ্যের বিস্তৃত ইতিহাস সঙ্কলনার্থ কাকিনারাজ প্রদত্ত দুই শত টাকা পুরস্কার সভার নিকটে গচ্ছিত আছে। যে একটি প্রবন্ধ হস্তগত হইয়াছিল, তাহা প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হওয়াতে

কাকিনারাজ পুরস্কার।

* এই সভার উৎসাহী সভ্য শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস মহাশয় বিভিন্ন পুঁথি হইতে পাঠ মিলাইয়া এই বিরাট গ্রন্থ নিজ ব্যয়ে নকল করাইয়া দেওয়ার ভার গ্রহণ করিয়া সভার কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

† গৌড়ের ইতিহাস মেটকাফ্ প্রেসে মুদ্রিত হইতেছে।

পুরস্কার লাভের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন এই উদ্দেশ্যে যে পাঁচশত টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন, যদি উপযুক্ত প্রবন্ধ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবে এই টাকা ও সম্মিলনের তহবীলের ৩০০৲ টাকা একুনে ৫০০৲ সম্মিলন রচয়িতাকে প্রদান করিবার জন্য এসভাকে অনুরোধ করিয়াছেন। অতঃপর অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করা যাইবে।

এই সুবৃহৎ গ্রন্থের ডিমাই আকারে ৩৬ ফর্ম্মা বিশ্বকোষ যন্ত্র হইতে মুদ্রণ শেষ হইয়াছে।

চণ্ডিকাবিজয় কাব্যপ্রকাশ।

এই মুদ্রণকার্য্য সভার ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় বি, এ, বার-এট-ল মহাশয়ের তত্ত্বাবধানেই চলিতেছে।*

রঙ্গপুরশাখা সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা।

আলোচ্য বর্ষে এই পত্রিকার চারি সংখ্যায় নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। ষোলখানি হাফ্‌টোন চিত্র উহার অঙ্গশোভা বৰ্দ্ধন করিয়াছে।

প্রথম সংখ্যা।

বগুড়ার পুরাতত্ত্ব (সচিত্র)	শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি, এ
পালিপ্রকাশ	,, বিধুশেখর শাস্ত্রী
মহিলা ব্রত	,, গিরীন্দ্রমোহন মৈত্রেয়
মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালি	,, পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ
রঙ্গপুরের ভাওয়াইয়া গান	,, হরগোপাল দাসকুণ্ডু

দ্বিতীয় সংখ্যা।

উত্তরবঙ্গের পুরাতত্ত্বানুসন্ধান (সচিত্র)	শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি, এল
প্রাচীন মুদ্রা (সচিত্র)	,, সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী।
প্রাচীন পুঁথির বিবরণ	,, কালীকান্ত বিশ্বাস।
রঙ্গপুরের ভাওয়াইয়া গান	,, পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ।
মেয়েলী সাহিত্য	,, ঐ

তৃতীয় সংখ্যা।

বগুড়ার শিল্পেতিহাস	শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন বি, এল
উত্তরবঙ্গের মুসলমান সাহিত্য	,, হামেদ আলী।
বাঙ্গালাভাষার সমৃদ্ধি	,, পণ্ডিত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ।

* ৩০। উক্ত আকারের ফর্ম্মার মূল গ্রন্থ সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইয়াছে; ভূমিকাদি প্রকাশিত হইলে, ১৩১৬ আশ্বিন মাস মধ্যেই গ্রন্থখানি বিতরণ করিতে পারা যাইবে।

চতুর্থ সংখ্যা।

রাজা বিরাট ও মৎস্যদেশ	শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন বি, এল
স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের সময় নিরূপণ ও জীবনী	,, যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
স্বর্গীয় পণ্ডিত মহেশচন্দ্র তর্কচূড়ামণি (সচিত্র)	,, যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম, এ, বি, এল
বাভ্রবী কায়া (সচিত্র)	,, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি, এল
রঙ্গপুরের জাগের গান	,, পণ্ডিতরাজ মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন

বিনিময়ে প্রাপ্ত পত্রিকাদি।

রঙ্গপরশাখা সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার বিনিময়ে নিম্নলিখিত পত্রিকাগুলি নিয়মিত ভাবে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তজ্জন্য পত্রিকা সম্পাদকগণকে ধন্যবাদ বিজ্ঞাপিত হইতেছে।

মাসিক—বঙ্গদর্শন, সাহিত্য-সংহিতা, ঐতিহাসিকচিত্র, বাসনা, আরতী, জাহ্নবী, জন্মভূমি, বাণী।

দ্বৈমাসিক—হিন্দুসখা।

ত্রৈমাসিক—সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

সাপ্তাহিক—হিন্দুরঞ্জিকা, রঙ্গপুরদর্পণ, মালদহ সমাচার, বঙ্গজননী, রঙ্গপুরদিক্‌প্রকাশ ইত্যাদি।

গ্রন্থাগারে উপহৃত গ্রন্থের সংখ্যা।

সভার গ্রন্থাগারে বিগত বর্ষে ৫১ খানি মাত্র গ্রন্থ উপহার প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও মাসিকপত্রিকা ক্রয় করা হইয়াছে। (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)

তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনের জন্য প্রাপ্ত বিশেষ সাহায্যাদি।

বিগত বার্ষিক অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। তজ্জন্য সাহায্যদাতৃগণের নিকটে সমিতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন।

সাহায্যকারী	সাহায্যের পরিমাণ
শ্রীযুক্ত কালীমোহন রায়চৌধুরী, জমিদার, হরিদেবপুর	১০৲
,, সারদামোহন রায় ঐ	৫৲
স্বর্গীয় খগেন্দ্রনারায়ণ দাস, ধাপ, রঙ্গপুর	।।০
শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র শিরোমণি, মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর	১৲
,, গণেন্দ্রনাথ পণ্ডিত ঐ	১৲
,, সুরেশচন্দ্র সরকার, জমিদার, রঙ্গপুর	৫৲
,, রাজা মহিমারঞ্জন রায়চৌধুরী, কাকিনা	২৫৲

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায়চৌধুরী, জমিদার রাধাবল্লভ ৫৲
শ্রীযুক্তা ভবসুন্দরী দেবী চৌধুরাণী, মন্থনা বড় তরফ ২৫৲
শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায় এম, এ, দয়ারামপুর, রাজসাহী ১৫৲
,, পূর্ণচন্দ্র রায়চৌধুরী, জমিদার কুণ্ডী গোপালপুর ১০৲
,, ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, জমিদার, দিনাজপুর ২৲
,, মৃত্যুঞ্জয় রায়চৌধুরী, কুণ্ডী, সদ্যঃপুষ্করিণী ১৫৲
,, মহন্ত মহারাজ সুমেরুগিরি গোঁসাই, জমিদার, মাহিগঞ্জ ১০৲

সভার কার্য্যস্থল ও গ্রন্থাগার।

রঙ্গপুর ধর্ম্মসভার অধ্যক্ষগণ ঐ সভাগৃহ সংলগ্ন একটি প্রকোষ্ঠে সভার গ্রন্থাগারসহ কার্য্যালয় রক্ষার ও বিস্তৃত "হলে" অধিবেশনাদি আহ্বানের অধিকার প্রদান করিয়া সমিতির কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। পৃথক্ গৃহাদি নির্ম্মিত না হওয়া পর্য্যন্ত এ সভার কার্য্যালয় এই স্থানেই রক্ষিত হইবে।

মূলসভার প্রতি কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ।

প্রথমতঃ মূল সভা হইতে এই শাখা-সভা প্রথম শ্রেণীর সভ্যগণের মাসিক চাঁদার এক চতুর্থাংশ পরে পত্রিকা প্রকাশের পর হইতে অর্দ্ধাংশ সাহায্যপ্রাপ্ত হইতেছেন। আলোচ্যবর্ষে এ সভার সমুজ্জ্বল কার্য্যকলাপে আকৃষ্ট হইয়া প্রথম শ্রেণীর সভ্যগণের প্রবেশিকারও অর্দ্ধাংশ ছাড়িয়া দিয়া কলিকাতা পরিষৎ তাঁহার এই শাখার সম্যক পুষ্টি সাধন ও গুণগ্রাহিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এজন্য ঐ সভার পরিচালকগণ উত্তরবঙ্গীয় সাহিত্যিক মাত্রেরই বিশেষতঃ এই সভার ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

পরিশেষে এই সভার অনুগ্রাহক ও পরিচালকবর্গের অধিকতর উৎসাহ ও সহানুভূতি আকাঙ্ক্ষা করিয়া কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি বিগত চতুর্থ সাংবৎসরিক কর্ম্মবিবরণ সমাপ্ত করিতেছেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
রঙ্গপুরশাখা-কার্য্যালয়, রঙ্গপুর,
২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬, ৬ জুন ১৯০৯।

কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির
অনুমত্যনুসারে
শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী
সম্পাদক।

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের

(ক) পরিশিষ্ট

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ রঙ্গপুর শাখার সভ্যতালিকা।*

বিশিষ্ট সভ্য।

১। শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন, রঙ্গপুর।

২। ,, রায় কালিকাদাস দত্ত বাহাদুর সি, আই, ই, দেওয়ান রাজ্য কোচবিহার।

৩। ,, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি, এল, উকীল ঘোড়ামারা পোঃ, রাজসাহী।

৪। ,, পণ্ডিত কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম্ এ, বিদ্যারত্ন, কোচবিহার।

১৩১৬ বঙ্গাব্দের জন্য নির্ব্বাচিত।

বিশেষ সভ্য।

১। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার, রঙ্গপুর চতুষ্পাঠী, রঙ্গপুর।

২। ,, ব্রজসুন্দর রায় এম,এ,বি, এল প্রধান শিক্ষক রঙ্গপুর জাতীয় বিদ্যালয়,রঙ্গপুর

৩। ,, ললিতমোহন গোস্বামী ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ রঙ্গপুর চতুষ্পাঠী, রঙ্গপুর।

৪। ,, শশিমোহন অধিকারী,সম্পাদক বঙ্গজননী পত্রিকা, ভোটমারী পোঃ, রঙ্গপুর।

৫। ,, গিরীন্দ্রমোহন মৈত্রেয়, সেরপুর পোঃ, বগুড়া।

৬। ,, হেমকান্ত মজুমদার ধাপ, রঙ্গপুর।

ছাত্র-সভ্য।

১। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র কুণ্ডু, সেরপুর, বগুড়া।

২। ,, বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য,—নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।

৩। ,, হীরালাল চট্টোপাধ্যায়,—নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।

সাধারণ সভ্য, প্রথম শ্রেণী

রঙ্গপুর সদর।

১। শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র দাস এম, এ, সিনিয়র ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট রঙ্গপুর।

২। ,, রজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য, উকীল, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।

৩। ,, ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্যতীর্থ, জমিদার নলডাঙ্গা, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।

৪। ,, অন্নদাপ্রসাদ সেন, জমিদার, রাধাবল্লভ, রঙ্গপুর।

* ১৩১৬ ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত কালের সভ্য তালিকা প্রকাশিত হইল।

৫। শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় একাউণ্টেণ্ট, জজকোর্ট, ধাপ, রঙ্গপুর।
৬। ,, শরচ্চন্দ্র লাহিড়ী বিদ্যাবিনোদ আয়ুর্ব্বেদবিশারদ, কবিরাজ, রঙ্গপুর।
৭। ,, আশুতোষ লাহিড়ী বি, সি, ই, অবসর প্রাপ্ত ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার, রঙ্গপুর।
৮। ,, যতীন্দ্রমোহন রায়চৌধুরী জমিদার টেপা, রাধাবল্লভ, রঙ্গপুর।
৯। ,, হৃষীকেশ লাহিড়ী এম্, বি, ডাক্তার, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
১০। ,, হরগোপাল দাসকুণ্ডু জমিদার মারওয়ারীপটী, মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর।
১১। ,, পঞ্চানন সরকার এম্, এ, বি, এল্ উকীল নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
১২। ,, যোগেশচন্দ্র লাহিড়ী ডাক্তার নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
১৩। ,, গণেন্দ্রনাথ পণ্ডিত মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর।
১৪। ,, কিশোরীমোহন হালদার ডাক্তার মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর।
১৫। ,, মুন্সী আফান উল্লা কবিরাজ মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর।
১৬। ,, বিপিনচন্দ্র দাস ম্যানেজার শনিবাড়ী কাছারী, মাহিগঞ্জ পোঃ, রঙ্গপুর।
১৭। ,, গোপালচন্দ্র ঘোষ বি, এ, হেড্‌মাষ্টার তাজহাট স্কুল, মাহিগঞ্জ রঙ্গপুর।
১৮। ,, রজনীকান্ত মৈত্র হেড্‌ক্লার্ক পুলিশ আফিস সেনপাড়া, রঙ্গপুর।
১৯। ,, যোগেশচন্দ্র মজুমদার বি, এল্, উকীল সেনপাড়া, রঙ্গপুর।
২০। ,, সুরেশচন্দ্র সরকার, জমিদার, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
২১। ,, মহান্ত মহারাজ সুমেরুগিরি গোস্বামী জমিদার, মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর।
২২। ,, হেমচন্দ্র সেন মোহরের জজকোর্ট সেনপাড়া, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাস গুপ্ত মোক্তারের বাসা, রঙ্গপুর।
২৩। ,, বৈকুণ্ঠেশ্বর ভট্টাচার্য্য, মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর।
২৪। ,, লোকনাথ দত্ত, ম্যানেজার, বামনডাঙ্গা বড় তরফের কাছারী, নবাবগঞ্জ, ঐ
২৫। ,, সুরেন্দ্রনাথ সেন, বি, এল উকীল নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
২৬। ,, কালীকৃষ্ণ গোস্বামী বিদ্যারত্ন, এম্, এ, বি, এল্, উকীল, রঙ্গপুর।
২৭। ,, শরচ্চন্দ্র মজুমদার মার্চ্চেণ্ট, রঙ্গপুর।
২৮। ,, অন্নদাচরণ দাস গুপ্ত, হেড্‌ক্লার্ক জজকোর্ট, রঙ্গপুর।
২৯। ,, মুকুন্দলাল রায়, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
৩০। ,, শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এল, গবর্ণমেণ্ট প্লিডার, রঙ্গপুর।
৩১। ,, বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম, এ, বি, এল, উকীল রঙ্গপুর।

সাধারণ সভ্য, প্রথম শ্রেণী

মফঃস্বল।

১। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপাল চৌধুরী জমিদার. ইংরেজাবাদ, মালদহ।
২। ,, পূর্ণচন্দ্র রায়চৌধুরী অনরারী ম্যাজিষ্ট্রেট্ কুণ্ডী গোপালপুর,
শ্যামপুর পোঃ, রঙ্গপুর
৩। ,, মৃত্যুঞ্জয় রায়চৌধুরী অনরারী ম্যাজিষ্ট্রেট্, কুণ্ডী, সন্তঃপুষ্করিণী, ঐ।
৪। ,, সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী জমিদার, কুণ্ডী সন্তঃপুষ্করিণী, শ্যামপুর,পোঃ, রঙ্গপুর
৫। ,, যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্, এ, বি, এল্, বড়বন্দর, দিনাজপুর।
৬। ,, পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ, নাওডাঙ্গা পোষ্ট, রঙ্গপুর।
৭। ,, কালীমোহন রায়চৌধুরী, অবসর প্রাপ্ত মুন্সেফ, পোঃ, হরিদেবপুর, রঙ্গপুর
৮। ,, যতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদার, কুণ্ডী গোপালপুর ছোটতরফ,
শ্যামপুর পোঃ, রঙ্গপুর।
৯। ,, দেবেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী জমিদার কুণ্ডী আযাধ্যাপুর, শ্যামপুর পোঃ, রঙ্গপুর।
১০। ,, রজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্তঃপুষ্করিণী, শ্যামপুর পোঃ,রঙ্গপুর।
১১। ,, রজনীকান্ত দত্ত, দ্বিতীয় মুন্সেফী আদালত, কুড়িগ্রাম পোঃ, রঙ্গপুর।
১২। ,, দ্বারকানাথ রায় বি, এল, জমিদার রায়পুর, পীরগঞ্জ পোঃ, রঙ্গপুর।
১৩। ,, কুমুদনাথ চৌধুরী জমিদার কুঠীবাড়ী, সেলোপুর পোঃ, বগুড়া।
১৪। ,, গোলোকেশ্বর অধিকারী ভাইস্‌চেয়ারম্যান সেরপুর মিউনিসিপালিটী।
সেরপুর পোঃ, বগুড়া।
১৫। ,, উপেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী জমিদার সেরপুর পোঃ, বগুড়া।
১৬। ,, বঙ্কবিহারী কুণ্ডু, বারদুয়ারী, সেরপুর পোঃ, বগুড়া।
১৭। ,, কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম, এ, প্রাঞ্জ, দিনাজপুর।
১৮। ,, প্রমথনাথ মুন্সী, জমিদার সেরপুর পোঃ, বগুড়া।
১৯। ,, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বার-আট্-ল গয়া।
২০। ,, বরদাকান্ত রায়চৌধুরী জমিদার পোঃ ভিতরবন্দরাজবাড়ী, রঙ্গপুর।
২১। ,, প্রিয়নাথ পাকড়াশী জমিদার, পোঃ, স্থলবসন্তপুর, পাবনা।
২২। ,, উপেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ নায়েব, গয়বাড়ী কাছারী, পোঃ, নাউতাড়া,
ভায়া ডোমার, রঙ্গপুর।
২৩। ,, কালীকান্ত বিশ্বাস, সবইন্‌স্পেক্টর অব পুলিশ পলাশবাড়ী পোঃ, রঙ্গপুর।
২৪। ,, ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদার, মহাদেবপুর পোঃ, রাজসাহী।

২৫। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ সেন জমিদার, পোঃ কালীতলা, দিনাজপুর।
২৬। ,, মনুয়া হোসেন খাঁ চৌধুরী সাকিন রসুলপুর, বাগদুয়ার পোঃ, রঙ্গপুর।
২৭। ,, এম, এ, ডব্লিউ জে, হক্ দেওয়ানগঞ্জ পোঃ, ময়মনসিংহ।
২৮। ,, নন্দকুমার চাকী হরিপুর, কালীরবাজার পোঃ, ষ্টেসন সুন্দরগঞ্জ, রঙ্গপুর।
২৯। ,, কৃষ্ণনাথ সেন জমিদার পোঃ কালীতলা, দিনাজপুর।
৩০। ,, শ্রীরাম মৈত্র ফেটগ্রাম, পোঃ মান্দা, রাজসাহী।
৩১। ,, মুন্সী পসরমহাম্মদ মিঞা সাহেব জোতদার, মাথাভাঙ্গা পোঃ, কোচবিহার।
৩২। ,, শরচ্চন্দ্র সিংহ রায় জমিদার রায়পুর, পীরগঞ্জ পোঃ, রঙ্গপুর।
৩৩। ,, অতুলচন্দ্র দত্ত এম্, এ, বি এল্, মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট্ বালুরঘাট, দিনাজপুর।
৩৪। ,, জমির উদ্দীন সাহা, জোতদার, বেতগাড়ী, রঙ্গপুর।
৩৫। ,, এনাতুল্যা মহাম্মদ, ঐ ঐ ঐ
৩৬। ,, অবিনাশচন্দ্র গুপ্ত, জালালগঞ্জ কাছারী, দেউলপাড়া পোঃ, রঙ্গপুর।
৩৭। ,, যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী জমিদার, হরিপুর, জীবনপুর পোঃ, দিনাজপুর।
৩৮। ,, সুরেন্দ্রনাথ বক্সী, জমিদার, ইনাতপুর বড়তরফ, মহাদেবপুর পোঃ, রাজসাহী।
৩৯। ,, পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, গ্রাম নেওয়াশী, পয়রাডাঙ্গা পোষ্ট, রঙ্গপুর।
৪০। ,, কালিদাস চক্রবর্ত্তী, সবরেজিষ্টার, বালুরঘাট পোঃ, দিনাজপুর।
৪১। ,, ললিতকৃষ্ণ ঘোষ, সবইন্স্পেক্টার অব্ পুলিশ কুমারগঞ্জ পোঃ, দিনাজপুর।
৪২। ,, যদুনাথ রায় বি, এল্ উকীল বালুরঘাট দিনাজপুর।
৪৩। ,, সতীশচন্দ্র লাহিড়ী সবইনসপেক্টার অব-পলিশ গাইবান্ধা পোঃ, রঙ্গপুর।
৪৪। ,, গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এল্, উকীল বালুরঘাট, দিনাজপুর।
৪৫। ,, কুমার জগদীন্দ্র দেব রায়কত, জলপাইগুড়ী।
৪৬। ,, প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী বি, এ, পোঃ গৌরীপুর, ধুবড়ী, আসাম।
৪৭। ,, সতীশচন্দ্র বড়ুয়া জমিদার, আগমনী পোঃ, গোয়ালপাড়া, আসাম।
৪৮। ,, নলিনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্, এ, বি, এল্, বগুড়া।
৪৯। ,, মোহিনীমোহন মৈত্রেয় শিববাটী, বগুড়া।
৫০। ,, ব্রজসুন্দর সান্ন্যাল সরস্বতী এম্, আর, এ, এস্ ঘোড়ামারা, রাজসাহী।
৫১। ,, ব্রজনাথ সান্ন্যাল ডাক্তার, বড়বন্দর, দিনাজপুর।
৫২। ,, রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি, এ, সবডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ বগুড়া।
৫৩। ,, বরদাকান্ত রায় বিদ্যারত্ন বি, এল্, উকীল দিনাজপুর।
৫৪। ,, গোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ডাক্তার, দিনাজপুর

৫৫। শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্যারীশঙ্কর দাস গুপ্ত এল্ এম্, এস্, বগুড়া।
৫৬। „ নবসুন্দর দাস তহশীলদার, নাওডাঙ্গা পোঃ, রঙ্গপুর।
৫৭। „ প্রভাসচন্দ্র সেন বি, এল্, উকীল, বগুড়া।
৫৮। „ প্রমদারঞ্জন বক্সী জমিদার, কুচবিহার।
৫৯। „ মাধবচন্দ্র শিকদার বি, এল্, উকীল দিনাজপুর।
৬০। „ রণজিৎচন্দ্র লাহিড়ী এম্, এ, বি, এল্, উকীল পাবনা।
৬১। „ শরৎকুমার দত্ত, গ্রাম বেলগাছা, কুড়িগ্রাম পোঃ, রঙ্গপুর।
৬২। „ তারাসুন্দর রায় গাইবান্ধা পোঃ, রঙ্গপুর।
৬৩। „ রাধাচরণ ভট্টাচার্য্য বালুরঘাট, দিনাজপুর।
৬৪। „ প্রিয়নাথ দত্ত এম্, এ, বি, এল্, সিভিল ও সেসন জজ কুচবিহার।
৬৫। „ হেমচন্দ্র কুণ্ডু, বারদুয়ারী গোলা, পোঃ সেরপুর, বগুড়া।
৬৬। „ রাখালচন্দ্র চৌধুরী শ্রীযুক্ত কৃপাসুন্দর চৌধুরীর বাড়ী পোঃ সেরপুর, বগুড়া।
৬৭। „ মহেন্দ্রনাথ সরকার বামুনীয়া, পোঃ গোমনাতী, রঙ্গপুর।
৬৮। „ ক্ষীরোদচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বি, এ পোঃ বালুরঘাট, দিনাজপুর।
৬৯। „ হরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বি, এল, সদর নায়েব আহেলকার, কুচবিহার।
৭০। „ রাধিকামোহন মুন্সী জমিদার পোঃ সেরপুর, বগুড়া।
৭১। „ হরিকিশোর মৈত্রেয় পোঃ সেরপুর, বগুড়া।
৭২। „ রজনীমোহন সান্ন্যাল পোঃ সেরপুর, বগুড়া।
৭৩। „ রাধেশচন্দ্র শেঠ বি, এল্, গন্ধর্ব্বপুর, মালদহ।
৭৪। „ কিশোরীমোহন রায় কাকিনা, রঙ্গপুর।
৭৫। „ কিশোরীবল্লভ চৌধুরী এম্, এ, বি, এল্, উকীল, পোঃ গাইবান্ধা, রঙ্গপুর।
৭৬। „ নলিনীকান্ত অধিকারী বালুরঘাট, দিনাজপুর।
৭৭। „ সতীশচন্দ্র সেন বি. এল্ উকীল, বগুড়া
৭৮। „ উমেশচন্দ্র দাস মণ্ডল জোতদার গোড়কমণ্ডপ, পোঃ নাওডাঙ্গা, রঙ্গপুর।
৭৯। „ সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সবরেজেষ্ট্রার ও অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট পোঃ ডোমার, রঙ্গপুর।
৮০। „ সারদাগোবিন্দ তালুকদার চৈত্রকোল, পোঃ বাগদুয়ার, রঙ্গপুর।
৮১। „ শশীকিশোর চক্দার নওগাঁ, রাজসাহী।
৮২। „ তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম্, এ, অধ্যাপক মেদিনীপুর কলেজ, মেদিনীপুর।
৮৩। „ শ্যামাপ্রসাদ বক্সী ফুলমতী, পোঃ নাওডাঙ্গা, রঙ্গপুর।
৮৪। „ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আদ্যনাথ ন্যায়ভূষণ পোঃ গৌরীপুর, ধুবড়ী, আসাম।
৮৫। „ হরেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী জমিদার নীলফামারী, রঙ্গপুর।

৮৬। শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র সান্ন্যাল পোঃ বালুরঘাট, দিনাজপুর।
৮৭। ,, সুশীলেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গণেশতলা, দিনাজপুর।
৮৮। ,, ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য কাকিনা, রঙ্গপুর।
৮৯। ,, বিনোদবিহারী রায় ডাক্তার পোঃ মালোপাড়া, রাজসাহী।
৯০। ,, চৌধুরী আমানতুল্যা আহাম্মদ জমিদার ও কুচবিহার ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পোঃ বড়মরীচা, কুচবিহার।
৯১। ,, মৌলবী মহাম্মদ আমীর উদ্দীন খাঁ জোতদার ফরিদাবাদ, পোঃ শ্যামগঞ্জ, রঙ্গপুর।
৯২। ,, উদয়কান্ত ভট্টাচার্য্য মন্থনা বড়তরফ, পোঃ পীরগাছা, রঙ্গপুর।
৯৩। ,, রাইচরণ মজুমদার সব ইন্‌স্পেক্টার অব পুলিশ, লালমণিরহাট থানা, রঙ্গপুর
৯৪। ,, পার্ব্বতীকান্ত দাস গুপ্ত পুলিশ ইন্‌স্পেক্টার পোঃ বালুরঘাট, দিনাজপুর।
৯৫। ,, মনোরঞ্জন সরকার পাটকাপাড়া, পোঃ, হাতিবান্ধা, রঙ্গপুর।
৯৬। ,, উপেন্দ্রনাথ সরকার মোক্তার, তুফানগঞ্জ পোঃ কুচবিহার।
৯৭। ,, জগদীশচন্দ্র মুস্তৌফী জমিদার গোবরাছড়া পোঃ, কুচবিহার।
৯৮। ,, রায়চৌধুরী মন্মোহন বক্‌সী জমিদার অনরারী ম্যাজিষ্ট্রেট্, এ, ডি, সি কুচবিহার।
৯৯। ,, শ্যামাপ্রসাদ বক্‌সী জমিদার সেরপুর পোঃ, বগুড়া।
১০০। ,, প্রভাতচন্দ্র বাগ্‌ছি সেরপুর পোঃ, বগুড়া।
১০১। ,, হৃদয়বন্ধু মজুমদার সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট্ কাকিনারাজ, কাকিনা পোঃ, রঙ্গপুর।
১০২। ,, কৃষ্ণলাল চৌধুরী জমিদার ইংরেজাবাদ, মালদহ।

বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষৎ রঙ্গপুর শাখার সভ্য তালিকা।

সাধারণ সভ্য—দ্বিতীয় শ্রেণী—রঙ্গপুর সদর।

১। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি, এল্, উকীল নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
২। ,, রাসবিহারী ঘোষ মোক্তার ধাপ, রঙ্গপুর।
৩। ,, মন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ধাপ, রঙ্গপুর।
৪। ,, শ্রীশগোবিন্দ সেন কটকীপাড়া, ধাপ, রঙ্গপুর।
৫। ,, পূর্ণচন্দ্র নন্দী জমিদার, ধাপ, রঙ্গপুর।
৬। ,, রাধারমণ মজুমদার জমিদার, দেওয়ানবাড়ী রঙ্গপুর।
৭। ,, সতীশকমল সেন বি এল্ উকীল নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
৮। ,, অতুলচন্দ্র গুপ্ত এম্, এ, বি, এল্ নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
৯। ,, নগেন্দ্রনাথ সেন বি, এ, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
১০। ,, উপেন্দ্রনাথ সেন উকীল, রঙ্গপুর।

১১। শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ রায় উকীল নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
১২। " প্যারীবিহারী গুহ ডাক্তার মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর।
১৩। " সিদ্ধেশ্বর সাহা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বি, জি, টেক্‌নিক্যাল স্কুল, রঙ্গপুর
১৪। " মথুরানাথ দে মোক্তার, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
১৫। " সুরেশচন্দ্র লাহিড়ী জমিদার নলডাঙ্গা, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
১৬। " চণ্ডীচরণ রায়চৌধুরী বি, এল্, উকীল সেনপাড়া, রঙ্গপুর।
১৭। " যাদবচন্দ্র সেন মোক্তার, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
১৮। " প্রাণকৃষ্ণ লাহিড়ী উকীল নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
১৯। " উমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কবিরাজ নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
২০। " সতীশচন্দ্র শিরোমণি শনিবাড়ী কাছারী, মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর।
২১। " ভুবনেশ্বর সেনগুপ্ত কবিরাজ মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর।
২২। " সুরেশচন্দ্র লাহিড়ী মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর।
২৩। " রোহিণীকান্ত মৈত্রেয় ম্যানেজার ছোট দোকানষ্টেট, মাহিগঞ্জ রঙ্গপুর।
২৪। " কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর।
২৫। " প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য এল্, এম্, এস্ ডাক্তার নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
২৬। " যোগেন্দ্রচন্দ্র হালদার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বামনডাঙ্গা, ছোটতরফের কাছারী, নবাবগঞ্জ রঙ্গপুর
২৭। " কালীনাথ চক্রবর্ত্তী বি, এল্, উকীল নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
২৮। " কালীনাথ সরকার ধাপ, রঙ্গপুর।
২৯। " তৈয়বউদ্দীন আহাম্মদ পেসকার জজকোর্ট, রঙ্গপুর।
৩০। " অন্নদাপ্রসন্ন মজুমদার বি, এল্, উকীল নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
৩১। " বিশ্ববন্ধু মজুমদার এল্, এম্, এস্, ডাক্তার রঙ্গপুর।
৩২। " বিধুমোহন ভট্টাচার্য্য নায়েবনাজীর জজকোর্ট রঙ্গপুর।
৩৩। " কালিদাস চট্টোপাধ্যায়, ধাপ, রঙ্গপুর।
৩৪। " দীননাথ বাগছী বি, এল্, উকীল, রঙ্গপুর।
৩৫। " সারদাচরণ রায় জমিদার, রঙ্গপুর।
৩৬। " মদনগোপাল নিয়োগী জজকোর্ট, রঙ্গপুর।
৩৭। " শ্রীচন্দ্র সেন গুপ্ত মুন্‌সেফ কোর্ট, রঙ্গপুর।
৩৮। " আশুতোষ মজুমদার বি, এল উকীল নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
৩৯। " বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নবাবগঞ্জ রঙ্গপুর।
৪০। " যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এল্, উকীল নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।

৪১। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ঘোষ জজ আদালত, রঙ্গপুর।

৪২। ,, চন্দ্রমোহন ঘোষ ওভারসিয়ার, গোমস্তাপাড়া, রঙ্গপুর।

সাধারণ সভ্য—দ্বিতীয় শ্রেণী—মফঃস্বল।

১। শ্রীযুক্ত রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া, বাহাদুর গৌরীপুর রাজবাড়ী, গৌরীপুর পোঃ, ধুবড়ী, আসাম।

২। ,, রাজকুমার মহেন্দ্ররঞ্জন রায়চৌধুরী বাহাদুর কাকিনীয়া রাজবাড়ী, কাকিনা পোঃ, রঙ্গপুর।

৩। ,, মণীন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী জমিদার, অনরারী ম্যাজেষ্টেট, চেয়ারম্যান সদর লোকালবোর্ড কুণ্ডী, সপ্তপুষ্করিণী, শ্যামপুর পোঃ, রঙ্গপুর।

৪। ,, দামোদর দত্ত চৌধুরী আর্টিষ্ট, আন্দুল পোষ্ট, হাবড়া।

৫। ,, গোপালচন্দ্র দাস ডাক্তার বদরগঞ্জ ডিসপেন্সারি, বদরগঞ্জ পোঃ, রঙ্গপুর।

৬। ,, সারদামোহন রায় হরিদেবপুর পোঃ, ভায়া শ্যামপুর, রঙ্গপুর।

৭। ,, বরদাপ্রসাদ মজুমদার ডাক্তার বোতলাগাড়ী, সৈয়দপুর পোঃ, রঙ্গপুর।

৮। ,, অন্নদাপ্রসাদ মজুমদার বোতলাগাড়ী সৈয়দপুর পোঃ, রঙ্গপুর।

৯। ,, বসন্তকুমার লাহিড়ী বেলপুকুর, দিলালপুর পোঃ, রঙ্গপুর।

১০। ,, হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী জমিদার ববনপুর, গোবিন্দগঞ্জ পোঃ, রঙ্গপুর।

১১। ,, অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য দেওয়ান, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়ের ষ্টেট্, অযোধ্যাপুর, শ্যামপুর পোঃ, রঙ্গপুর।

১২। ,, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় নায়েব বোতলাগাড়ী কাছারী, সৈয়দপুর পোঃ, রঙ্গপুর।

১৩। ,, কুমুদচন্দ্র সান্যাল বেলপুকুর, দিলালপুর পোঃ, রঙ্গপুর।

১৪। ,, রজক মহাম্মদ সরকার বোতলাগাড়ী সৈয়দপুর পোঃ, রঙ্গপুর।

১৫। ,, জগচ্চন্দ্র সরকার ডাক্তার হরিপুর, পূর্ণনগর পোঃ, রঙ্গপুর।

১৬। ,, গৌরগোপাল চৌধুরী, জমিদার কুঠিবাড়ী, সেরপুর পোঃ, বগুড়া।

১৭। ,, দুর্গামোহন সাহা, জমিদার, সেরপুর, বগুড়া।

১৮। ,, সুরেন্দ্রমোহন মৈত্রেয় সেরপুর পোঃ বগুড়া।

১৯। ,, মাধবচন্দ্র ভৌমিক, দেওয়ান, সপ্তপুষ্করিণী, শ্যামপুর পোঃ, রঙ্গপুর।

২০। ,, যতীন্দ্রমোহন ভৌমিক, ডাক্তার গুরজাং ঝোরা টি এষ্টেট্, মাল পোঃ, জলপাইগুড়ি।

২১। ,, গোবিন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সদাপুষ্করিণী, শ্যামপুর পোঃ, রঙ্গপুর।

২২। ,, নবদ্বীপচন্দ্র দত্তচৌধুরী, মির্জাপুর গ্রাম, পোঃ দেউলপাড়া, রঙ্গপুর।

২৩। ,, সৌরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, জমিদার, চন্দনপাট গ্রাম, শ্যামপুর পোঃ রঙ্গপুর

২৪। শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ বন্দোপাধ্যায় চন্দনপাট গ্রাম, শ্যামপুর পোঃ, রঙ্গপুর।
২৫। ,, খান্ মোজাঃফর হোসেন চৌধুরী, জমিদার পালীচড়া, শ্যামপুর পোঃ,রঙ্গপুর।
২৬। ,, শরচ্চন্দ্র লাহিড়ী, সবরেজিষ্ট্রার সুন্দরগঞ্জ পোঃ, রঙ্গপুর।
২৭। ,, শশীভূষণ সরকার হেড্ক্লার্ক সুন্দরগঞ্জ সবরেজিষ্ট্রী, পোঃ সুন্দরগঞ্জ, রঙ্গপুর।
২৮। ,, রমণীমোহন দত্ত সুন্দরগঞ্জ পোঃ, রঙ্গপুর।
২৯। ,, উপেন্দ্রনাথ বসু, ডাক্তার, শাঘাটা পোঃ, রঙ্গপুর।
৩০। ,, কেদার নাথ বাগচী, ম্যানেজার টেপামধ্যমতরফ, টেপামধুপুর পোঃ,রঙ্গপুর
৩১। ,, আমিরউদ্দীন আহাম্মদ উকীল মেখলিগঞ্জ পোঃ, কোচবিহার।
৩২। ,, অন্নদাচরণ ভট্টাচার্য্য উলীপুর থানা, উলীপুর পোঃ, রঙ্গপুর।
৩৩। ,, দীননাথ ভট্টাচার্য্য, বেলপুকুর, দিলালপুর পোঃ, রঙ্গপুর।
৩৪। ,, লালমোহন রায়চৌধুরা, চাঁচাইতারা কাছারী, পোঃ মাদলা, বগুড়া।
৩৫। ,, বিপিনচন্দ্র কাব্যরত্ন, পোঃ রায়কালী, বগুড়া।
৩৬। ,, উপেন্দ্রনারায়ণ গোস্বামী ভট্টাচার্য্য, সপ্তপুষ্করিণী, শ্যামপুর পোঃ, রঙ্গপুর।
৩৭। ,, মহেন্দ্রনাথ অধিকারী কানুনগো দীনহাটা পোঃ, কোচবিহার।
৩৮। ,, আব্দার রহিম সরকার গ্রাম সেরপুর বেতগাড়ী, রঙ্গপুর।
৩৯। ,, বেণীমাধব মুখোপাধ্যায় জমিদার ভুতছাড়া, ভুতছাড়া পোঃ, রঙ্গপুর।
৪০। ,, মোহিনীমোহন লাহিড়ী জমিদার নলডাঙ্গা পোঃ, রঙ্গপুর।
৪১। ,, ইয়ানতুল্যা সরকার পোঃ কিসামত ফতেমামুদ, ভায়া হলদীবাড়ী এন্, বি, এস্, রেলওয়ে।
৪২। ,, সুরেন্দ্রমোহন সর্দ্দার ভাটপাড়া গোপালপুর, তুলসীঘাট পোঃ, রঙ্গপুর।
৪৩। ,, কুমার শরৎকুমার রায় এম্, এ, পোঃ দয়ারামপুর রাজবাড়ী, রাজসাহী।
৪৪। ,, নরেন্দ্রনাথ সরকার, হলুহলিয়া পোঃ, ভায়া ডোমার, রঙ্গপুর।
৪৫। ,, আকবর হোসেন আহাম্মদ, গ্রাম নোগালী, পোঃ তুষভাণ্ডার, রঙ্গপুর।
৪৬। ,, দ্বারিকানাথ সরকার ষ্টেশনমাষ্টার সরুপেটা পোঃ ভবানীপুর, কামরূপ, আসাম।
৪৭। ,, পদ্মনাথ দাস, মাথাভাঙ্গা বোর্ডিং, মাথাভাঙ্গা পোঃ, কোচবিহার।
৪৮। ,, দেবীপ্রসাদ সরকার, নওদাবস, বড়মরিচা পোঃ, কোচবিহার।
৪৯। ,, সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩০নং হরি ঘোষের ষ্ট্রীট, ঝামাপুকুর, কলিকাতা।
৫০। ,, কেদারনাথ সরকার, রাজগণ বোর্ডিং, কোচবিহার।
৫১। ,, দীনেশচন্দ্র চৌধুরী, কাকিনা পোঃ, রঙ্গপুর।
৫২। ,, কুমুদবিহারী রায়, জমিদার দমদমা, পাঁচবিবি পোঃ, বগুড়া।
৫৩। ,, দ্বিজেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এল্ দেওয়ান গৌরীপুররাজ, গৌরীপুর পোঃ, ধুবড়ী, আসাম

৫৪। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য উকিল, নিলফামারী পোঃ, রঙ্গপুর।

৫৫। " রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী, সরকারী শিক্ষক, মালদহ জেলাস্কুল, পোঃ মুকদমপুর, মালদহ।

৫৬। " শ্রীকান্ত সরকার, সাং রামচন্দ্রপুর, তুলসীঘাট পোঃ, রঙ্গপুর।

৫৭। " চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য্য, ভাটপাড়া, রাজবাটী পোঃ, দিনাজপুর।

৫৮। " রজনীচন্দ্র সান্ন্যাল, বেলপুকুরহাজারী, দিলালপুর পোঃ, রঙ্গপুর।

৫৯। " রায় বৈকুণ্ঠ নাথ সেন বি, এল্, বাহাদুর জমিদার সৈয়দাবাদ পোঃ, মুর্শীদাবাদ।

৬০। " নৃপেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কীর্ত্তিচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়েরবাড়ী ভাগলপুর।

৬১। " মৌলবী মহাম্মদ আব্দুল হালিম আরব্য ও পারস্যাধ্যাপক জেঙ্কিন্স বিদ্যালয়, কুচবিহার।

৬২। " চন্দ্রনাথ পোদ্দার কবিরাজ গিদালদহ পোঃ, কুচবিহার।

৬৩। " অনঙ্গমোহন সরকার গোড়কমণ্ডপ, পোঃ নাওডাঙ্গা, রঙ্গপুর।

৬৪। " পণ্ডিত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ শিমুলজানী গ্রাম, বঙ্গলা পোঃ, ময়মনসিংহ।

৬৫। " জগদ্বন্ধু চক্রবর্ত্তী, প্রধান শিক্ষক বামণডাঙ্গাস্কুল, পোঃ বামণডাঙ্গা, রঙ্গপুর।

৬৬। " রমণীমোহন সরকার, কঞ্চিপাড়া, পোঃ ভবানীগঞ্জ, রঙ্গপুর।

৬৭। " যোগেন্দ্রমোহন রায় পোঃ নাওডাঙ্গা, রঙ্গপুর।

৬৮। " সারদাপ্রসাদ দাস তহসীলদার গ্রাম ফুলমতী পোঃ, নাওডাঙ্গা।

৬৯। " শম্ভুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য আয়ুর্ব্বেদবিশারদ নাওডাঙ্গা পোঃ, রঙ্গপুর।

৭০। " নবীনচন্দ্র সরকার পণ্ডিত কালীগঞ্জ, ভবানীগঞ্জ পোঃ, রঙ্গপুর।

৭১। " কুমার অমীন্দ্রনারায়ণ, কুচবিহার।

৭২। " পণ্ডিত সারদাচন্দ্র কবিভূষণ দিনাজপুর রাজবাড়ী, দিনাজপুর।

৭৩। " গোবিন্দকেলী মুন্সী জমিদার নলডাঙ্গা পোঃ, রঙ্গপুর।

"খ" পরিশিষ্ট।

১৩১৫ সালের সাধারণ তহবিলের আয়ব্যয় বিবরণ।

আয়

	বিবরণ	টাকা
১।	২য় শ্রেণীর সভ্যগণের নিকট মাসিক চাঁদা আদায়—	২৪১৲
২।	৺দাশরথী রায়ের ভ্রাতৃবধূর বার্ষিক সাহায্য আদায়—	৬৲
৩।	বগুড়া সেরপুর ইতিবৃত্ত প্রকাশের তহবিল—	৫৩।৶০
৪।	গ্রাহকগণের নিকট পত্রিকার মূল্য আদায়—	২৬৸০
৫।	৺মহেশ চন্দ্র স্মৃতিরক্ষা তহবিল—	৫৮৵০
৬।	বার্ষিক অধিবেশনের সাহায্য আদায়—	১১৫৲
৭।	ভিপি কমিশন ও ডাকমাশুল আদায়—	৸৶০
৮।	গৌড়ের ইতিহাস প্রকাশের তহবিল—	৬৮৲
৯।	কাকিনা রাজপুরস্কার—	২০০৲
১০।	চণ্ডিকাবিজয় প্রকাশের তহবিল—	৭৫৲
১১।	হাওলাত গ্রহণ	১০৪॥/০
১২।	১ম শ্রেণীর সভ্যগণের নিকট আদায়ী চাঁদা ও প্রবেশিকা ৩৭৪॥৵০ আনার প্রতি টাকায় ॥০ আনা হিসাবে কামশন আদায়—	১৮৭।/০
		১১৩৬৶০

ব্যয়

	বিবরণ	টাকা
১।	বগুড়া সেরপুর ইতিবৃত্ত প্রকাশের ব্যয়—	৫৩॥৶০
২।	পত্রিকা প্রকাশের ব্যয়	৬৩৭/০
৩।	মুদ্রণ ব্যয়—	২৫৲
৪।	৺মহেশচন্দ্র স্মৃতিরক্ষার ব্যয়	৭৬।৶০
৫।	সভাসম্মিলনে সম্পাদক মহাশয়দের যাতায়ত ব্যয়—	১২।/৬
৬।	বাজে খরচ—	১৩॥০
৭।	বার্ষিক অধিবেশনের ব্যয়	২৪৬।০
৮।	দপ্তর সরঞ্জামী ব্যয়—	৩৪৶০
৯।	গ্রন্থাগারের ব্যয়—	২৯॥০
১০।	প্রাচীন মুদ্রাসংগ্রহ –	১১॥০
১১।	ভিঃ পিঃ কমিশন ও ডাকমাশুল খরচ—	১০১॥/০
১২।	চিত্রসংগ্রহ ব্যয়--	২৩॥৵০
১৩।	গৌড়ের ইতিহাস প্রকাশের ব্যয়—	॥/৬
১৪।	চণ্ডিকা বিজয় প্রকাশ ব্যয় –	১০১/০
১৫।	বেতন খরচ—	৩০৸/৩
১৬।	হাওলাত শোধ—	৪৪॥৵৬
		১১৩৮৻৯ পাই

গতবর্ষের উদ্বৃত্ত তহবিল—১৸৵৯

বর্ত্তমান বর্ষের আয়—১১৩৬৵০

মোট আয়	১১৩৮৻৯
মোট ব্যয়	১১৩৮৻৯

পরীক্ষায় দেখা গেল হিসাব পরিশুদ্ধ।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী
সম্পাদক।

শ্রীআশুতোষ লাহিড়ী
আয়ব্যয় পরীক্ষক।

"খ" পরিশিষ্ট।

বিশেষ তহবিল।

আয়		ব্যয়	
প্রথম শ্রেণীর সভ্যগণের নিকট চাঁদা আদায়—	৩৩৩৷৵০	মূল সভায় ইরশাল—	৫০৲
প্রবেশিকা আদায়—	৪১৲	শাখা সভার প্রাপ্য ক'মশন ৩৭৪৷৵০ আনার উপর প্রতি টাকায় ॥০ আনা হিসাবে—	১৮৭।/০
একুন	৩৭৪৷৵০	প্রবেশিকা ইরশাল—	২১৲
		ঐ সমস্ত টাকা পাঠাইবার ডাকমাশুল	৸৵০
		একুন	২৫৯৶০

বিতং

আয়—	৩৭৪৷৵০
ব্যয়—	২৫৯৶০
	১১৫৷৶০

মজুত	হাওলাত
নগদ তহবিল	সাধারণ তহবিল
জিঃ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী সম্পাদক ৫৫৷৬	৩১শে চৈত্র ৫৯৸৵৬

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী
সম্পাদক

পরীক্ষায় দেখা গেল হিসাব পরিশুদ্ধ
শ্রীআশুতোষ লাহিড়ী
আয়ব্যয় পরীক্ষক।

"গ" পরিশিষ্ট।

বগুড়া উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে ও রাজসাহী বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে যোগদানের জন্য নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ।

শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন।
,, পণ্ডিত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণ-তীর্থ; জমিদার।
,, কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি, এল্।
,, পঞ্চানন সরকার এম্, এ, বি, এল্ পত্রিকা সম্পাদক।
,, দীননাথ বাগচী বি, এল।
,, প্রাণকৃষ্ণ লাহিড়ী উকীল।
,, মৃত্যুঞ্জয় রায়চৌধুরী, জমিদার, অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট।
,, যতীন্দ্রমোহন রায়চৌধুরী, জমিদার।
,, কিশোরীমোহন রায়।
,, কালিদাস চট্টোপাধ্যায়।
,, বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
,, হরগোপাল দাস কুণ্ডু, সহকারী পত্রিকাসম্পাদক।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার সহকারী সভাসম্পাদক।
,, অতুলচন্দ্র গুপ্ত এম্, এ, বি, এল্। *
,, বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম্, এ, বি, এল্।*
,, জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়, গ্রন্থরক্ষক।
,, যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্, এ, বি, এল্।
,, বরদাকান্ত রায় বিদ্যারত্ন বি, এল।
,, রাসবিহারী ঘোষ মোক্তার।
,, পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী।*
,, রাধেশচন্দ্র শেঠ বি, এল।
,, হীরালাল চট্টোপাধ্যায়।
,, নগেন্দ্রনাথ সেন বি, এ।*
,, বসন্তকুমার লাহিড়ী।
,, রজনীচন্দ্র সান্যাল।
,, পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ।
,, সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী, জমিদার, সভার সম্পাদক।

"ঘ" পরিশিষ্ট।

উপহৃত হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথি।

শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস—বৈষ্ণব বন্দনা, শনি মাহাত্ম্য, প্রেমভক্তি গ্রন্থ, অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ ৩ খানি, গোবিন্দমঙ্গল, হরিবংশ, জ্যোতিষসংগ্রহসার, চন্দ্রিকার পূজাগাথা, কেয়ামৎ-নামা পুস্তক, চন্দ্রকান্ত, কবীন্দ্র পরমেশ্বরের নলোপাখ্যান, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, ভ্রমরগীতা, বিশ্বেশ্বরের সত্যনারায়ণের পাঁচালী, নারায়ণদেবের বিষহরী পাঁচালী, কবিরাজী পাতরা, সংস্কৃত মহাভারত বনপর্ব্ব, ভাগবত পুরাণ দশমস্কন্ধ, রামায়ণ কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, চৈতন্যমঙ্গল, সাধনকৌমুদী, ভজনক্রম, গোবিন্দ দাসের পদ, গুরুভক্তি অমৃত গোলকসংহিতা ও গোপী-গোষ্ঠ, শ্রীরূপমঞ্জরী সখির কাল আখ্যান, কৃত্তিবাসের গঙ্গাবন্দনা, হিতোপদেশ, প্রেমোন্মাদ, কৃষ্ণজীবনের অভয়া মঙ্গল, অদ্ভুতাচার্য্যের হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান, চৈতন্যচরিত গান, কবি-কঙ্কণের ভগবতীর রূপধারণ, নারায়ণদাসের মনসার পাঁচালী, বৈষ্ণব বন্দনা, ব্রহ্মপুত্র মাহাত্ম্য, নাড়ীপ্রকরণ, কামশাস্ত্র, কবিরাজী ঔষধ, চণ্ডিকাবিজয় (খণ্ডিত), কালকেতুর উপাখ্যান, বিন্দুসার।

স্বর্গীয় রাজা মহিমারঞ্জন রায়চৌধুরী—যুগীর গানের সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি।

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্, এ, বি, এল্—কাজি হায়াত মামুদকৃত—জঙ্গনামা, আম্বিয়াবাণী; চন্দ্রাবলী, চণ্ডীর বঙ্গানুবাদ ও গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী, সত্যপীরের গান।

শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ—ভাগবতসার, দশনপুস্তক, ভাগবত (পদ্যানুবাদ) নারায়ণ কবজ, অনুশাসন, দণ্ডী, মৌষল ও ভীষ্মপর্ব্ব প্রভৃতি একত্রে ৫ খানি, দীক্ষা শোধন প্রভৃতি ১১ খানি একত্রে। চৈতন্যচরিতামৃত (কৃষ্ণদাস)।

* তারকা চিহ্নিত প্রতিনিধিগণ অনিবার্য্য কারণে সম্মিলনে যোগদান করিতে পারেন নাই। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার মহাশয় এই সভার পক্ষ হইতে রাজসাহী সম্মিলনে যোগদান করিয়াছিলেন।

"ঙ" পরিশিষ্ট।

১৩১৬ বঙ্গাব্দের জন্য গঠিত

গ্রন্থ ও পত্রিকা প্রকাশ সমিতি।

কর্ম্মচারী।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি, এল্। (সভাপতি)

„ ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ (সহকারী সভাপতি)

„ পঞ্চানন সরকার, এম্, এ, বি, এল্ (পত্রিকা-সম্পাদক)

„ হরগোপাল দাস কুণ্ডু সহকারী পত্রিকা-সম্পাদক

„ পণ্ডিত ললিতমোহন গোস্বামী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ ঐ

„ সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী; সাধারণ সম্পাদক।

অতিরিক্ত সদস্য।

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ম, কলিকাতা।

সদস্যগণ।

রঙ্গপুর।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার।

„ কালীকান্ত বিশ্বাস।

„ পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ।

„ আশুতোষ লাহিড়ী বি, সি, ই।

„ জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়।

„ কিশোরীমোহন রায়।

দিনাজপুর।

„ কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্, এ, প্রাজ্ঞ।

„ যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্, এ, বি, এল্।

„ বরদাকান্ত রায় বিদ্যারত্ন বি, এল্।

„ কেদারনাথ সেন।

„ রুক্মনাথ সেন।

বগুড়া।

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি, এ

„ নলিনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্, এ, বি, এল্।

„ প্যারীশঙ্কর দাস গুপ্ত এল্, এম্, এস।

„ প্রভাসচন্দ্র সেন বি, এল্।

„ মোহিনীমোহন মৈত্রেয়।

„ কুমুদবিহারী রায়।

„ সতীশচন্দ্র সেন বি, এল্।

রাজসাহী।

„ কুমার শরৎকুমার রায় এম্, এ।

„ ব্রজসুন্দর সন্ন্যাল সরস্বতী এম্, আর, এ, এস্।

„ শ্রীশ্রীরাম মৈত্রেয়।

জলপাইগুড়া।

শ্রীযুক্ত কুমার জগদিন্দ্র দেব রায়কত।

মালদহ।

" পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী।

" রাধেশচন্দ্র শেঠ বি, এল্।

" অধ্যাপক তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম, এ

" কৃষ্ণলাল চৌধুরী।

পাবনা।

" রণজিৎচন্দ্র লাহিড়ী এম, এ, বি, এল।

" প্রিয়নাথ পাক্‌ড়াশী জমিদার।

কুচবিহার।

" পণ্ডিত কোকিলেশ্বর বিদ্যারত্ন এম, এ।

" হরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বি, এল।

শ্রীযুক্ত আমির উদ্দীন আহাম্মদ।

" মহেন্দ্রনাথ অধিকারী কানুনগো।

" চৌধুরী আমানত উল্যা আহাম্মদ।

" মৌলবী মহাম্মদ আব্দুল হালিম।

ধুবড়ী।

" রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর।

" দ্বিজেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বি, এল্।

" প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী বি, এ।

" সতীশচন্দ্র বড়ুয়া জমিদার।

—০—

উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে নির্ব্বাচিত সংগ্রাহকগণ মধ্যে যাঁহারা এ পর্য্যন্ত এই সভার সভাপদ স্বীকার করেন নাই, অতঃপর সভাপদ স্বীকার করিলে তাঁহাদেরও নাম এই সমিতির সদস্যতালিকাভুক্ত করা যাইবে। প্রত্যেক সদস্যকেই উত্তরবঙ্গীয় ভাষা বা পুরাতত্ত্বাদির সঙ্কলন, কৃষিশিল্পবিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধ বা প্রাচীন পুঁথি, ঐতিহাসিক নিদর্শনাদি সংগ্রহ করিয়া নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকটে পাঠাইয়া কর্ম্মপরিচয় প্রদানার্থ আহ্বান করা যাইতেছে।

শ্যামপুর পোষ্ট,
রঙ্গপুর।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী।
সাধারণ সম্পাদক।

"চ" পরিশিষ্ট।

১৩১৫ সালের উপহৃত গ্রন্থসমূহ।

শ্রীযুক্ত রায় কালিকাদাস দত্ত বাহাদুর সি, আই, ই—রত্নমালা ব্যাকরণ— দুই ভলিউম সম্পূর্ণ।

কলিকাতা সাহিত্য-পরিষৎ সম্পাদক—শূন্যপুরাণ ৪ খানি; সাহিত্য-পরিষদ্ পত্রিকা ৪ খানি; পরিষদের গৃহ-প্রবেশ উপলক্ষে সভাপতির অভিভাষণ ৪ খানি।

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সরকার—জল্পেশ্বর মন্দিরের ইতিবৃত্ত; ফারসী পদ্যগ্রন্থ (রুলকৃত); ফারসী অন্য গ্রন্থ; Stuart's History of Bengal; Ayeen-Akbery F. Gladwin Eng. Trans.; কাশীরাম দাসের মহাভারত আদিপর্ব্ব; Bernier's Travel of

of Hindustan ; Memoirs of the Emperor Jahangir ; Tootinama (Persian), Asiatic Recearches Vol I. to XVIII ; Early Records of British India ; Journal of the Asiatic Society ; The root evil thoughts on the present unrest ; বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজ।

শ্রীযুক্ত প্যারীশঙ্কর দাস গুপ্ত এল্, এম, এস্—গার্গী ; আর্য্যবিধবা ; ফুল ও মুকুল। (স্বরচিত)

,, মুন্সী মেহেরুল্লা সরকার—প্রেমরত্ন (মুন্সী জামাল উদ্দিন কৃত) জওয়াবল আকবর ১ম ও ২য় ভাগ ২ গ্রন্থ। (স্বরচিত)

,, সুরেন্দ্রনাথ বক্সী—অপূর্ব্ব সন্ন্যাস।

,, সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী—The Agricultural Journal of India.

,, অক্ষয়কুমার রায়—বিদ্যাসাগর জীবন চরিত (শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন)।

শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ—শ্রীশ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ ; সচিত্র রাজস্থান ; খোলাসাতরেকা ; রত্নাবলী ; ঝাঁসীর রাজকুমার ; দারোগার দপ্তর ১৭৫ সংখ্যা ; চাহার দরবেশ।

,, গিরীন্দ্রমোহন মৈত্র—চরিতমঞ্জরী।

,, বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম্, এ, বি, এল্—A hand book of Indian product ; Kalyana Monjusha ; Life of Raja Rammohon Roy.

,, শ্রীশগোবিন্দ সেন—মাতৃলী।

,, সৈয়দ ইস্মাইল হোসেন সিরাজী—উচ্ছ্বাস ; স্ত্রী-শিক্ষা ; মহানগরী কর্ডোভা ; উদ্বোধন ; নব উদ্দীপনা ; অনল প্রবাহ। (স্বরচিত)

,, মহেন্দ্রলাল রায়—An essay on happiness ; দেবতত্ত্ব ; তান্ত্রিক অভিধান। (বগুড়ার কিশোরীলাল রায় কৃত)।

,, সুরেন্দ্রনাথ বক্সী—কার্পাস চাষ।

,, মুন্সী হামেদ আলী—মোহসেন চরিত্র (স্বরচিত)

,, গোবিন্দকেলী মুন্সী—সুধার আকর।

১৩১৫ বঙ্গাব্দে।

রঙ্গপুর পরিষদ গ্রন্থাগারের জন্য ক্রীত দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও পত্রিকাদির তালিকা

1. Centenary Review of the Asiatic Society of Bengal from 1784 to 1883.
2. The Map of India From the Buddhitst to the British Period with 6 Maps.
3. Catalogue and Hand Book of the Archæological collections in the Indian Museum.

4. Selections from the records of the Bengal Government (correspondence relating to vernacular Education in the Lower Provinces of Bengal).

5. Do. Do. (Relating to the disturbances in the Cossyah and Jynteeah hills).

6. Summary of proceedings for the session of 1861-62 Bethune Society Part I.

7. Sketch of the official career of the Hon'ble Ashley Eden C.S.I. Lieutenant Governor of Bengal.

8. A rapid sketch of the life of Raja Radha Kanta Deva Bahadur.

9. A statistical Account of Bengal by Hunter volume XX Fisheries and Botany of Bengal with General index.

10. The Life of Mr. Justice Dwarkanath Mitter.

11. The Turks in India (by Henry George Keene M. R. A. S)

12. The Manipur war (by Surendra Nath Mitra).

13. Onoocool Chandra Mukerjee (A memoir by Mohindra Nath Mukerjee),

14. Old Hindu's Hope (A propsal for the establishment of A Hindu National congress). Rajnarain Bose.

15. Hamiltons East India Gazetteer Vol I. A—H.

16. Hamiltons East India Gazetteer Vol II. I—Z.

17. Descriptive catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Library of the Calcutta Sanskrit College.

18. Epigraphia Indica of The Archaeological Survey of India Part XIII.

19. Epigraphia Indica of Records of the Archoeological sureyv of India Part I.

20. Epigraphia Indica of Records of the Archoeological survey of India Part V.

21. Epigraphia Indica of Records of the Archoeological survey of India Part VI.

দুষ্প্রাপ্য মাসিক পত্রিকা ও তালিকা।

১। সাহিত্য (১২৯৯)
৩য় বর্ষ (অসম্পূর্ণ)
২। ঐ ৪র্থ বর্ষ—
৩। ঐ ৫ম বর্ষ—(অসম্পূর্ণ)
৪। ঐ ৭ম বর্ষ
৫। ঐ ৮ম বর্ষ
৬। ঐ ৯ম বর্ষ
৭। ঐ ১২শ বর্ষ
৮। ঐ ১৩শ বর্ষ
৯। ঐ ১৪শ বর্ষ
১০। ঐ ১৫শ বর্ষ
১১। ঐ ১৬শ (অসম্পূর্ণ)
১২। প্রবাসী ৩য় বর্ষ (১৩১০)
১৩। ঐ ৪র্থ বর্ষ
১৪। প্রদীপ ৩য় বর্ষ
১৫। ঐ ৫ম বর্ষ
১৬। ঐ ৬ষ্ঠ বর্ষ

—0—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ রঙ্গপুর শাখার

১৩১৬ বঙ্গাব্দের জন্য নবগঠিত কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি।

কর্ম্মচারী।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন।

সহকারী সভাপতি—
- শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্যব্যাকরণতীর্থ জমিদার রঙ্গপুর।
- ,, রাজকুমার মহেন্দ্ররঞ্জন রায়চৌধুরী কাকিনা, রঙ্গপুর
- ,, ,, শরৎকুমার রায় এম, এ, দিঘাপতিয়া, রাজসাহী।

সম্পাদক—,, সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী এম্, এ, আর্, এস্ জমিদার রঙ্গপুর।

সহকারী সম্পাদক—
- ,, পণ্ডিত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার, রঙ্গপুর।
- ,, নগেন্দ্রনাথ সেন বি, এ, রঙ্গপুর।
- , সুরেশচন্দ্র লাহিড়ী, জমিদার রঙ্গপুর।

গ্রন্থরক্ষক— ,, জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়, একাউন্টেন্ট জজকোর্ট রঙ্গপুর।

সহকারী গ্রন্থরক্ষক ,, হেমকান্ত মজুমদার, ধাপ, রঙ্গপুর।

পত্রিকা-সম্পাদক ,, পঞ্চানন সরকার এম্, এ, বি, এল্, রঙ্গপুর

সহকারী পত্রিকা সম্পাদক
- ,, পণ্ডিত ললিতমোহন গোস্বামী কাব্যব্যাকরণপুরাণতীর্থ রঙ্গপুর।
- ,, হরগোপাল দাস কুণ্ডু, জমিদার রঙ্গপুর।

নির্ব্বাচিত সদস্য।

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মজুমদার বি, এল্, (রঙ্গপুর)
,, যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্, এ, বি, এল্, (দিনাজপুর)
,, রাধারমণ মজুমদার জমিদার (রঙ্গপুর)
,, ডাক্তার প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য এল্, এম, এস, (রঙ্গপুর)
,, দ্বিজেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এল, দেওয়ান গৌরীপুররাজ (গৌরীপুর আসাম।
,, বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম্, এ, বি, এল্, (রঙ্গপুর)
,, পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ (রঙ্গপুর)
,, কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি, এল্, (রঙ্গপুর)

মনোনীত সদস্য।

,, কালীকান্ত বিশ্বাস (রঙ্গপুর)
,, রাসবিহারী ঘোষ মোক্তার (রঙ্গপুর)
,, আমিরউদ্দিন আহাম্মদ উকীল (কুচবিহার)
,, দীননাথ বাগ্চী বি, এল্, (বগুড়া)

এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত আশুতোষ লাহিড়ী বি, সি, ই, রঙ্গপুরের অবসর প্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার মহাশয় এই সভার আয়ব্যয় পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন।

প্রিণ্টার—এ, ব্যানার্জি, ৭৬ নং বলরাম দে ষ্ট্রিট, মেট্‌কাফ্ প্রেস।

১৮ নং চিত্র।

বোধিসত্ত্ব লোকনাথ মূর্ত্তি।

(১৩১৬, ২য় সংখ্যার ৫৭পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

Engraved & Printed by

রঙ্গপুর

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

বোধিসত্ত্ব লোকনাথ

এক সময়ে সমগ্র এসিয়াখণ্ডে এবং তাহার বাহিরেও বহুদূর পর্য্যন্ত, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল প্রতাপ ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তখন বৌদ্ধগণ "হীনযান" এবং "মহাযান" নামক দুইটি প্রধান শাখায় বিভক্ত ছিলেন। বঙ্গভূমির অধিকাংশ স্থানে এবং উত্তরবঙ্গের সকল স্থানেই "মহাযান" শাখার বৌদ্ধগণের আধিপত্য কিছুকালের জন্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। এখনও উত্তরবঙ্গের নানা স্থানে তাহার যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। উত্তরবঙ্গের ইতিহাসের সহিত তাহার স্মৃতি চিরবিজড়িত হইয়া রহিয়াছে।

আধুনিক লেখকবর্গ "মহাযান"-শাখার বৌদ্ধগণকে সাধারণতঃ "তান্ত্রিক বৌদ্ধ" নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। এরূপ নামকরণের কারণ-পরম্পরার অভাব নাই। "মহাযান"-শাখার "সাধনা" নামক বহুসংখ্যকগ্রন্থে তাঁহাদের অর্চ্চনার প্রণালী লিপিবদ্ধ থাকিত। তাহার কোন কোন গ্রন্থ "সাধনমালা-তন্ত্র" এবং সকল গ্রন্থই সাধারণত: "তন্ত্র" নামে কথিত হইত। এই সকল গ্রন্থে তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত সুপরিচিত পারিভাষিক ও সাংকেতিক বর্ণনা প্রণালী গৃহীত হইয়াছিল। বীজাদি প্রায় একরূপ ও একার্থবাচক-রূপেই ব্যবহৃত হইত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং "মহাযান"-শাখার বৌদ্ধগণকে সাধারণতঃ "তান্ত্রিক বৌদ্ধ" নামে অভিহিত করিলে অসঙ্গত হয় না।

এই সকল "সাধনা" গ্রন্থ এক্ষণে আর এতদ্দেশে দেখিতে পাওয়া যায় না; কিন্তু নেপাল, তিব্বৎ প্রভৃতি সীমান্ত রাজ্যে এখনও অনেক গ্রন্থ বর্ত্তমান আছে, এবং তদ্দেশ হইতে সংগৃহীত কোন কোন গ্রন্থ বিবিধ ইউরোপীয় পুস্তকালয়ে সযত্নে রক্ষিত হইতেছে। অধ্যাপক ফুসে নামধেয় জনৈক ফরাসি পণ্ডিত তদবলম্বনে ফরাসি ভাষায় একখানি সচিত্র গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়া "মহাযান"-শাখার বিবিধ শ্রীমূর্ত্তিপূজার বিবরণ সুধীসমাজের গোচর করিয়া দিয়াছেন। আমাদের সাহিত্যে অদ্যাপি এরূপ কোনও শ্রীমূর্ত্তিবিবৃতি-গ্রন্থ লিখিত ও মুদ্রিত হয় নাই। সুতরাং আমাদের দেশের নানাস্থানে "মহাযান"-শাখার যে সকল বৌদ্ধ-শ্রীমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার প্রকৃত পরিচয় লাভে অসমর্থ হইয়া, আমরা আমাদের পুরাতত্ত্বের বিশিষ্ট সন্ধান লাভ করিয়াও, সম্পূর্ণরূপে কৌতূহল চরিতার্থ

করিতে পারিতেছি না। কেবল তাহাই নহে;—এই সকল প্রাচীন শ্রীমূর্ত্তিরচনায় যে অনুপম ভাস্কর্য্যলালিত্য প্রকটিত হইয়া রহিয়াছে, তাহারও যথোপযুক্ত সমালোচনা প্রবর্ত্তিত হইতে পারিতেছে না। এক সময়ে উত্তরবঙ্গের ভাস্করগণ "বারেন্দ্র-শিল্পিগোষ্ঠী-চূড়ামণি" উপাধিতে গৌড়েশ্বরগণের তাম্রশাসনেও উল্লিখিত হইতেন। কিন্তু তাঁহাদের কলাকৌশল তাঁহাদের সঙ্গে চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে;—কেবল পুরাতন শ্রীমূর্ত্তিতে তাহার যৎসামান্য আভাস মাত্রই বর্ত্তমান আছে। তাহাও আলোচনার অভাবে সভ্যসমাজের নিকট সমুচিত সমাদর লাভ করিতে পারিতেছে না।

দর্শনশাস্ত্রের বিচারবিতণ্ডার মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে বৌদ্ধদর্শনের যে দুই চারিটি কথা প্রবেশ লাভ করিয়াছিল, তাহা এখনও প্রচলিত আছে। কেহ কেহ তন্মাত্র অবলম্বন করিয়াই বৌদ্ধদর্শন ও বৌদ্ধাচার সম্বন্ধে নানা সিদ্ধান্তের অবতারণা করিয়া থাকেন। বৌদ্ধাচারের সঙ্গে আমাদের দেশের বিশেষ সম্বন্ধ এক সময়ে বিশেষ ভাবেই বর্ত্তমান ছিল। সুতরাং তাহার কথা নিতান্ত সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচনা করিয়া আমাদের ইতিহাস সংকলিত করিবার সম্ভাবনা নাই।

আমাদের দর্শনশাস্ত্র মাত্র অবলম্বন করিয়া, আমাদের বিবিধ বিচিত্র কর্ম্মকাণ্ড ও উপাসনা প্রণালীর সম্যক্ পরিচয় লাভের সম্ভাবনা নাই। বৌদ্ধদর্শনের সম্বন্ধেও সেইরূপ। দর্শন শাস্ত্রে জ্ঞানকাণ্ডের পরিচয় লাভের সম্ভাবনা থাকিলেও, তদ্দ্বারা সমগ্র কর্ম্মকাণ্ডের পরিচয় লাভের সম্ভাবনা থাকিতে পারে না, তজ্জন্য অন্যান্য প্রমাণের অনুসন্ধান করিতে হয়।

শুদ্ধোদন-নন্দন শাক্যরাজকুমার সিদ্ধার্থদেবকে প্রথম বা একমাত্র "বুদ্ধ" বলিয়া মনে করিয়া, কেহ কেহ পুনঃ পুনঃ ভ্রমে পতিত হইয়া থাকেন; এবং আমাদের পুরাতন গ্রন্থে বৌদ্ধমত বিজ্ঞাপক পরিভাষা, শব্দ বা ভাব মাত্র প্রাপ্ত হইলেই, তাহাকে শাক্যবুদ্ধের পরবর্ত্তীকালে রচিত বলিয়া সিদ্ধান্ত প্রচারিত করেন। কিন্তু বৌদ্ধ শাস্ত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়,—শাক্যসিংহের পূর্ব্বেও কেহ কেহ বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন। যে আধ্যাত্মিক অবস্থা লাভের নাম বুদ্ধত্ব-লাভ, তাহা শাক্যরাজকুমারের আবির্ভাবের পূর্ব্বেও ভারতবর্ষে অপরিচিত ছিল না। শাক্যসিংহের এবং তাঁহার অসংখ্য শিষ্যানুশিষ্যের দীর্ঘকালব্যাপী অক্লান্ত প্রচার চেষ্টায় বৌদ্ধমত এসিয়াখণ্ডের জলে স্থলে ব্যাপ্ত হইবার সময়ে শাক্যসিংহের নাম ও জীবনকাহিনী বিশেষ ভাবে প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া, "বুদ্ধ" বলিতে শাক্যসিংহকে এবং "বৌদ্ধধর্ম্ম" বলিতে তাঁহার উপদেশকেই লোকে বিশেষ ভাবে ধরিয়া লইয়া আসিতেছে।

যে সকল মূর্ত্তি বুদ্ধ-মূর্ত্তি বলিয়া প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত হইত, তাহার সকল মূর্ত্তিই যে শাক্য-সিংহের মূর্ত্তি তদ্বিষয়ে সংশয়শূন্য হইবার উপায় নাই। বরং নানা কারণে মনে হয়,—বুদ্ধ মূর্ত্তিগুলি আদৌ কোনও ব্যক্তিবিশেষের মূর্ত্তি নহে। তাহা ভাবময়ী। বুদ্ধত্ব যে ভাবে অভিব্যক্ত করে, মূর্ত্তি কেবল সেই ভাবকে লোকলোচনের বিষয়ীভূত করিবার উদ্দেশ্যে

কল্পিত হইয়া থাকিবে। ভারতবর্ষে নরপূজার প্রাদুর্ভাব ছিল না, সকল প্রতিমাই ভাব বিকাশের সহায়রূপে প্রচলিত হইয়াছিল। সুতরাং বুদ্ধমূর্ত্তি ও বৌদ্ধমূর্ত্তিও যে "সাধকানাং হিতার্থায়" কল্পিত হয় নাই, এরূপ অনুমান করিবার কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। বরং বৌদ্ধসাধনাগ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে, বুদ্ধমূর্ত্তি ও বৌদ্ধমূর্ত্তিগুলিকে ভাবময়ী বলিয়াই গ্রহণ করিতে ইচ্ছা হয়।

শাক্যসিংহের দার্শনিক মতামত যাহাই হউক না কেন, তাঁহার তিরোভাবের অব্যবহিত পরকালেই শাক্যশিষ্যগণ "সূত্র, বিনয় এবং অভিধর্ম্ম" নামে শাক্যসিংহের উপদেশাবলী "ত্রিপিটক" নামক সংগ্রহগ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহার ব্যাখ্যান পার্থক্য উপস্থিত হইবা মাত্র, সম্প্রদায় প্রবর্ত্তকগণ "হীনযান" এবং "মহাযান নামক দুইটি প্রধান সম্প্রদায় সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। হীনযান-সম্প্রদায়ে জ্ঞানকাণ্ডের এবং মহাযান-সম্প্রদায়ে কর্ম্মকাণ্ডের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠালাভ করায়, যে সকল প্রতিমাপূজা প্রচলিত হইয়াছিল, তাহাই এক্ষণে সুধীসমাজে "তান্ত্রিক বৌদ্ধাচার" নামে কথিত হইয়া থাকে। উত্তরবঙ্গে এই মহাযান-সম্প্রদায় সম্মত "তান্ত্রিক বৌদ্ধাচার" প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং উত্তরবঙ্গে যে সকল বৌদ্ধমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করিতে হইলে, সাধনা গ্রন্থের শরণাপন্ন হইতে হইবে। অধ্যাপক ফুসের গ্রন্থে উদ্ধৃত সাধনাগ্রন্থের রচনাবলী ধরিয়া কিছু কিছু পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। তজ্জন্য এই গ্রন্থের অনুবাদ কার্য্য সম্পাদিত হওয়া কর্ত্তব্য।*

তান্ত্রিক বৌদ্ধগণ বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বগণের অর্চ্চনা করিতেন। উত্তরবঙ্গের নানাস্থানে এখনও তাঁহাদের আরাধ্য বিবিধ শ্রীমূর্ত্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে গুলি বুদ্ধমূর্ত্তি, তাহার পরিচয় লাভ করা যেরূপ অনায়াস-সাধ্য, যে গুলি বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি, তাহার পরিচয়লাভ করা সেরূপ অনায়াসসাধ্য নহে। তাহার প্রধান কারণ এই যে—বোধিসত্ত্বগণ অসংখ্য মূর্ত্তিতে অর্চ্চিত হইতেন।

যে সকল বোধিসত্ত্বের অর্চ্চনা প্রচলিত ছিল, তন্মধ্যে লোকেশ্বর, মৈত্রেয়, এবং মঞ্জুশ্রীর নাম বৌদ্ধ সাহিত্যে সুপরিচিত। কোন কোন বজ্রাসন বুদ্ধমূর্ত্তির দক্ষিণে "মৈত্রেয়" এবং বামে লোকেশ্বর বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। তথায় এই দুই বোধিসত্ত্ব "বুদ্ধাবলোকন-তৎপর" রূপে সংস্থাপিত। বুদ্ধদেবের অর্চ্চনাদির পর, তাঁহাদের অর্চ্চনার ব্যবস্থা "বজ্রাসন সাধনা" গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। কিন্তু বোধিসত্ত্বগণ কেবল বুদ্ধাবলোকন তৎপর পারিপার্শ্বিক মূর্ত্তিরূপেই অর্চ্চিত হইতেন না। স্বতন্ত্র শ্রীমূর্ত্তিতে স্বতন্ত্রভাবেও তাঁহাদের অর্চ্চনা প্রচলিত ছিল। বরং "মহাযান"-শাখার বৌদ্ধগণের মধ্যে

* অধ্যাপক ফুসের গ্রন্থের নাম—Etude sur L' Iconographie Bouddhique De L'Inde ইহাতে সাধনাগ্রন্থোক্ত মূর্ত্তি বিবরণ সংস্কৃত ভাষায় উদ্ধৃত আছে ও লেখকের বক্তব্য ফরাসি ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহার ইংরাজী অনুবাদ হইতেছে।

বুদ্ধদেব অপেক্ষা বোধিসত্ত্বগণের অর্চ্চনাই অধিক আদরলাভ করিয়াছিল। তথাপি "মৈত্রেয়" বোধিসত্ত্বের স্বতন্ত্র শ্রীমূর্ত্তি বড় অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু লোকেশ্বর-বোধিসত্ত্বের শ্রীমূর্ত্তি উত্তরবঙ্গের অনেকস্থানেই পড়িয়া রহিয়াছে। এই সকল মূর্ত্তি বহুকাল ধরিয়া প্রচলিত থাকায়, স্থানকালপার্থক্যে একই মূর্ত্তির নানা পার্থক্য প্রচলিত হইয়াছিল বলিয়া, একই মূর্ত্তি নানা ভাবে উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়।

ইহা যে বৌদ্ধ শ্রীমূর্ত্তিরই একমাত্র বিশেষত্ব তাহা বলিতে পারা যায় না। সৌর, শৈব, গাণপত্য, শাক্ত ও বৈষ্ণব শ্রীমূর্ত্তিতেও এইরূপ পার্থক্য লক্ষিত হইয়া থাকে। ভাস্করগণ কতকগুলি বিষয়ে নিয়মতন্ত্রের অধীন ছিলেন, কতগুলি বিষয়ে সূত্রকরগণ ভাস্করগণকে দেশকালাদিভেদে স্বাধীন রচনারীতি অবলম্বন করিবার স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছিলেন। সূত্রকারগণের মধ্যেও বিলক্ষণ রুচিভেদ ছিল এবং ভাস্করগণও রুচিভেদের পরিচয় প্রদানে স্ব স্ব প্রতিভাবিকাশের আয়োজন করিতে ত্রুটি করিতেন বলিয়া বোধ হয় না। অর্চ্চনা কালে মূলমূর্ত্তি ও পারিপার্শ্বিক মূর্ত্তির অর্চ্চনা করিতে হইত,—সকল ফলকেই মূলমূর্ত্তি থাকিলেও, সকলগুলি পারিপার্শ্বিক মূর্ত্তি সকল সময়ে স্থানপ্রাপ্ত হইত না, বা যথাযোগ্য স্থানে সংস্থাপিত হইত না। এই কারণে কার্ত্তিকগণেশ লক্ষ্মী সরস্বতী যুক্ত ও কার্ত্তিকগণেশ লক্ষ্মী-সরস্বতী শূন্য মহিষমর্দ্দিনী দশভুজার শ্রীমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়; এই কারণেই বামে ও দক্ষিণে বোধিসত্ত্ব লোকেশ্বর ও মৈত্রেয়ের শ্রীমূর্ত্তিযুক্ত ও শ্রীমূর্ত্তিশূন্য বজ্রাসন-বুদ্ধ মূর্ত্তিও দেখিতে পাওয়া যায়। লোকেশ্বর বোধিসত্ত্বের শ্রীমূর্ত্তি ফলকে ইহা বিশেষভাবেই লক্ষিত হইয়া আসিতেছে। মূল মূর্ত্তি একরূপ হইলেও সকল ফলকে একরূপ, এক সংখ্যক বা একস্থানে সংস্থাপিত পারিপার্শ্বিক মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। এইজন্য উত্তরবঙ্গে বিভিন্ন প্রণালীতে উৎকীর্ণ লোকেশ্বর মূর্ত্তির অভাব নাই।

ইহা ভিন্নও উত্তরবঙ্গের আরও একটি বিশেষত্ব আছে। এদেশে পশ্চিমাঞ্চল হইতে বৌদ্ধাচার প্রবেশলাভ করিয়াছিল। পশ্চিমাঞ্চল হইতে পাল নরপালগণ এদেশে আসিয়া রাজ্যবিস্তার করিয়াছিলেন। তৎসূত্রে সময়ে সময়ে পশ্চিমাঞ্চল হইতে এদেশে জন প্রবাহ গঙ্গা প্রবাহের ন্যায় ভাসিয়া আসিত;—তাহার সঙ্গে আচার ব্যবহার কলাকৌশল ও শ্রীমূর্ত্তি পর্য্যন্ত এদেশে আনীত হইত। সুতরাং উত্তরবঙ্গে যে সকল পুরাতন শ্রীমূর্ত্তির সন্ধান লাভ করা যায়, তাহার সকল মূর্ত্তিই যে উত্তরবঙ্গের ভাস্করগণের প্রতিভাব্যঞ্জক, তাহা নহে। ইহার জন্যও একই শ্রীমূর্ত্তির প্রকারভেদ লক্ষিত হইয়া থাকে।

লোকেশ্বর বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি মগধেও প্রচলিত ছিল। সুতরাং উত্তরবঙ্গে যে সকল "লোকেশ্বর মূর্ত্তি" দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সমস্তই একদেশের রচনারীতি সূচিত করিতে পারে না। শ্রীমূর্ত্তি বিচারকালে এই সকল কথা স্মরণ করিলে, নানা পার্থক্যের কারণ পরম্পরা আর বিস্ময়ে হতবুদ্ধি করিতে পারে না।

লোকেশ্বরের আর এক নাম "লোকনাথ"। সেই নামই "সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে" উল্লিখিত। বোধ হয় সেই নামই একদা লোকসমাজে সমধিক সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল। আসন ও মুদ্রার পার্থক্যের জন্য লোকেশ্বর বা লোকনাথ নানা নামে পরিচিত ও অর্চ্চিত হইতেন। "বুদ্ধাবলোকন তৎপর" বলিয়া এক শ্রেণীর লোকেশ্বর মূর্ত্তির নাম— "অবলোকিতেশ্বর।" অন্যান্য নামের মধ্যে (১) খসর্পণ-লোকেশ্বর, (২) হালাহল-লোকেশ্বর, (৩) সিংহনাদ-লোকেশ্বর, (৪) হরি-হরি-হরি-বাহনোদ্ভব-লোকেশ্বর, (৫) ত্রৈলোক্য-ভস্মঙ্কর-লোকেশ্বর, (৬) পদ্মনর্ত্তেশ্বর-লোকেশ্বর, (৭) নীলকণ্ঠার্য্যাবলোকিতেশ্বর ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন নাম "সাধনা" গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। সম্প্রতি মালদহের অন্তর্গত মহীভিটা নামক স্থানে একটি সুদৃশ্য ও সুবৃহৎ "লোকনাথ মূর্ত্তি" ভূগর্ভ হইতে সহসা আবিষ্কৃত হইয়াছে।

এই শ্রীমূর্ত্তি যেখানে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা পুরাতন পাণ্ডুয়া মহানগরীর উপকণ্ঠ বিশেষ। তথায় এক সময়ে গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। সুতরাং মহীভিটার সহিত মহীপাল নামক সুবিখ্যাত পালনরপালের নামের সংস্রব থাকা বিচিত্র নহে। এই শ্রীমূর্ত্তির পাদপীঠে তিনপংক্তিতে একটি খোদিত লিপি বর্ত্তমান আছে,—এই সংবাদে তাহার সন্ধানে নিযুক্ত হইয়া জানিলাম, "শ্রীমূর্ত্তিটি চুরি হইয়া গিয়াছে!" পরে অকস্মাৎ তাহা পুনরায় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে জানিয়া লিপিপাঠের জন্য গমন করিয়াছিলাম।

শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া আনন্দলাভ করিলাম। ইহাতে যে ভাস্কর্য্য-লালিত্য পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে, তাহাতে সত্য সত্যই মুগ্ধ হইতে হয়। সেকালের কলাকৌশলের মধ্যে ভাববিকাশের অপূর্ব্ব শিল্পনৈপুণ্য লক্ষ্য করিবামাত্র আনন্দরসে অভিষিক্ত হইতে হয়। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে খোদিতলিপির একটি অবিকল প্রতিকৃতি উঠাইয়া লইতে নিযুক্ত করিয়া, লিপিপাঠে প্রবৃত্ত হইলাম। পাঠোদ্ধারের জন্য বিশেষ আয়াসস্বীকার করিতে হইল না। কারণ, যে লিপি খোদিত আছে, তাহা একটি সুপরিচিত বৌদ্ধ লিপি, তাহা এই :—

"যে ধর্ম্মা হেতুপ্রভবা হেতুং তেষাং তথাগতো।
হ্যবত্তেষাঞ্চ যো নিরোধ এবম্বাদী মহাশ্রমণঃ॥"

লিপিটি প্রাচীন বঙ্গলিপি। কত প্রাচীন, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার আলোচনার স্থান হইবে না। অন্যান্য প্রাচীন লিপির সহিত তুলনা করিয়া একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ না লিখিলে, সকল কথা সংক্ষেপে ব্যক্ত করিবার উপায় নাই। এইরূপ লিপিকে পাশ্চাত্য সুধীমণ্ডলী "একাদশ শতাব্দীর নাগরাক্ষর" বলিয়া বর্ণনা করায়, অস্মদ্দেশেও সেই সিদ্ধান্ত প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা সর্ব্বথা বিচারসহ বলিয়া বোধ হয় না।

এই লিপি যে কেবল বৌদ্ধ-মূর্ত্তিতেই খোদিত হইত, তাহা নহে। কোন কোন শাসন

ফলকে বা বৌদ্ধ-চৈত্যেও, ইহা খোদিত থাকা দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। দিনাজপুরের অন্তর্গত পত্নীতলার নিকটে দিনাজপুরের ভূতপূর্ব্ব কলেক্টর ওয়েষ্টমেকট সাহেব যে প্রস্তর-চৈত্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাতেও এই লিপিটি খোদিত ছিল। ইহা বৌদ্ধমত-বিজ্ঞাপক প্রবচনরূপে বৌদ্ধধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা বিজ্ঞাপনার্থ ব্যবহৃত হইত বলিয়াই বোধ হয়। ইহা যবদ্বীপেও খোদিত থাকা দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। বোধ হয় ইহা সমগ্র বৌদ্ধ-প্রভাব ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রচলিত ছিল।

যে মূর্ত্তিফলকের পাদপীঠে এই লিপিটি খোদিত দেখিলাম, তাহার মূলমূর্ত্তি পুরুষ মূর্ত্তি,—দ্বিভুজ, একমুখ, বিশেষ আসনে বিশেষ মুদ্রাযুক্ত ভাবে সুবিন্যস্ত। মস্তকে জটা-মুকুট, জটাভ্যন্তরে ধ্যানস্তিমিতনেত্র বুদ্ধ মূর্ত্তি, প্রভামণ্ডলের উভয়পার্শ্বে একটি করিয়া "স্তূপ", এবং মস্তকোপরি ছত্রাবরণ দেদীপ্যমান। মূলমূর্ত্তির বাম পার্শ্বে একটি স্ত্রীমূর্ত্তি; তাহার হস্তে কুবলয়কোরক,—পাদপীঠে চারিটি স্তবপরায়ণ মূর্ত্তি অবস্থিত। সিংহাসন খানি দুইটি সিংহের উপরে সুসংস্থাপিত পদ্মাসন; তাহার উপর মূল স্ত্রীমূর্ত্তির বামজানু যোগাসন বিন্যস্ত, দক্ষিণজানু ললিত লীলায় আসন তলস্থ একটি স্বতন্ত্র পদ্মের উপর পাদপদ্ম সংস্থাপিত করিয়া রাখিয়াছে। বামহস্তে ইন্দীবর, দক্ষিণ হস্তে "বর-মুদ্রা" প্রশান্ত মূর্ত্তির সৌম্যভাব বিকশিত করিয়া রাখিয়াছে। বসন ভূষণের পারিপাট্যে, কটিবন্ধের রচনা চাতুর্য্যে, এই স্ত্রীমূর্ত্তি বিশেষ ভাবে সুসজ্জিত। শিল্পী যে বহুযত্নে এই প্রস্তর মূর্ত্তি উৎকীর্ণ করিয়া তাহাকে যথাসাধ্য সুমার্জ্জিত করিবার জন্য সমুচিত আয়াস স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গেই প্রকটিত হইয়া রহিয়াছে।

জটামুকুটমধ্যস্থ ধ্যানস্তিমিত নেত্র বুদ্ধ-মূর্ত্তির প্রতি লক্ষ্য করিবামাত্র বুঝিতে পারা যায়, ইহা ভগবান্ বুদ্ধদেবের শ্রীমূর্ত্তি নহে;—বুদ্ধারাধনতৎপর বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি। দক্ষিণ জানু যে ভাবে বিন্যস্ত, তাহা "ললিতাক্ষেপ" নামে সুপরিচিত। এই সকল লক্ষণ ধরিয়া, ইহাকে বোধিসত্ত্ব "লোকনাথের" শ্রীমূর্ত্তি বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিতে হয়। "লোকনাথ-সাধনা" নামক বৌদ্ধতন্ত্রগ্রন্থে তাহার ধ্যানাদি লিখিত ছিল। কেম্ব্রিজ ও প্যারিসের পুস্তকালয়ে রক্ষিত "লোকনাথ-সাধনা" গ্রন্থে যেরূপ ধ্যান উল্লিখিত আছে, অধ্যাপক ফুসের গ্রন্থ হইতে তাহা উদ্ধৃত হইল। যথা,—

"নমো লোকনাথায় ॥
পূর্ব্ববৎ ক্রমযোগেন লোকনাথং শশি-প্রভং।
হ্রীঃ কারাক্ষর সম্ভূতং জটামুকুট মণ্ডিতং ॥
বজ্রধর্ম্ম-জটাস্তস্থং অশেষ রোগনাশনং।
বরদং দক্ষিণে হস্তে বামে পদ্মধরস্তথা ॥
ললিতাক্ষেপ সংস্থং তু মহাসৌম্যং প্রভাস্বরং।
বরদোৎপলকা সৌম্যা তারা দক্ষিণতঃ স্থিতা ॥

বন্দনাদণ্ডহস্তস্তু হয়গ্রীবোঽথ বামতঃ।
রক্তবর্ণো মহারৌদ্রো ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বর প্রিয়ঃ॥
এবম্বিধে (?) সমাযুক্তং লোকনাথং প্রভাবয়েৎ।
সর্ব্বক্লেশ মলাতীতো ভবেৎ পূর্ণ মনোরথঃ॥
অত্র মন্ত্রঃ—ওঁ হ্রীঃ স্বাহা॥"

মূলমূর্ত্তির সহিত "সাধনা-গ্রন্থোক্ত ধ্যানের পার্থক্য নাই। সেই জটামুকুট, জটাস্থ সেই "বজ্রধর্ম্ম" (বুদ্ধদেব), সেই বরদ দক্ষিণহস্ত, সেই পদ্মধর বামহস্ত, এবং সেই "ললিতাক্ষেপ সংস্থা" শ্রীমূর্ত্তিই দেদীপ্যমান। কিন্তু পার্শ্বে "হয়গ্রীব", নাই,—দক্ষিণ পার্শ্বে কোন মূর্ত্তিই দেখিতে পাওয়া যায় না, কেবল বামপার্শ্বে একটি স্ত্রীমূর্ত্তি। পাদপীঠে কোনও স্তবপরায়ণ মূর্ত্তি থাকিবার কথা "সাধনা গ্রন্থে" উল্লিখিত নাই। এই সকল পার্থক্যের কারণ কি? ইহা কি স্থানগত বা কালগত বা উভয়গত রচনা পার্থক্য? বাম ও দক্ষিণ লইয়া ভাস্করগণ মতভেদের পরিচয় প্রদান ক'রয়া গিয়াছেন। লক্ষ্মী সরস্বতীর স্থান নির্দ্দেশে তাহা দুর্গোৎসবের সময়ে এখনও লক্ষিত হইয়া থাকে। কাহার দক্ষিণ, কাহার বাম? এই প্রশ্নের উত্তরে ভাস্করগণ দুই প্রকার মত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। কাহারও মতে শ্রীমূর্ত্তির, কাহারও মতে ভাস্করের দক্ষিণ-বাম বুঝিয়া লইতে হইবে। ইহার জন্য কেশবাদি চতুর্ব্বিংশতি বিষ্ণুমূর্ত্তির গঠনকালে বিশেষ গোলযোগ ঘটিয়া গিয়াছে এবং কোন্ মূর্ত্তি প্রকৃতপক্ষে কোন্ বিগ্রহের, তাহা নিঃসংশয়ে নির্ণয় করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামী একটি টীকায় তাহার সংশয়চ্ছেদ করিয়া গিয়াছেন;—কিন্তু ভাস্করগণ সকল সময়ে সেরূপ করিতে পারেন নাই। কখনও বিষ্ণুমূর্ত্তির আলোচনার অবসর ঘটিলে, তাহা বিস্তৃত ভাবে প্রদর্শিত হইবে।

পুরাতন শ্রীমূর্ত্তি-বিচারে ব্যাপৃত হইলে দেখিতে পাওয়া যায়,—মূলমূর্ত্তিকে ধ্যানানুগত রাখিয়া, পারিপার্শ্বিক মূর্ত্তি বিন্যাসে নানারূপ পার্থক্য প্রচলিত করা অভ্যাস হইয়া উঠিয়াছিল। ইহা স্থানগত বা কালগত বা উভয়গত পার্থক্য কিনা, সুধীগণ তাহার বিচার করিয়া দেখিবেন। উত্তরবঙ্গে আবিষ্কৃত "লোকনাথ মূর্ত্তির" এই সকল গঠনপার্থক্য হয়ত উত্তরবঙ্গের তান্ত্রিক বৌদ্ধাচারের বিশেষত্ব সূচক। যে কারণেই হউক, এই শ্রীমূর্ত্তির সহিত উত্তরবঙ্গের ইতিহাস যে বিশেষভাবে জড়িত হইয়া রহিয়াছে, তাহাতে সংশয় নাই। সমগ্রদেশ ধীরে ধীরে বৈদিকাচার ভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছিল বলিয়া, তাহার পুনঃ সংস্থাপনের জন্য আদিশূর কর্ত্তৃক পঞ্চব্রাহ্মণ আনীত হইবার কথা কুলশাস্ত্র সমূহে যে ভাবে কীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে, তাহা যে ভিত্তিহীন কবিকাহিনী নহে, এই সকল বৌদ্ধমূর্ত্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র তাহা প্রতিভাত হয়। বৌদ্ধমতের সহিত নামমাত্র সংস্রব রাখিয়া মহাযান-শাখার বৌদ্ধগণ বৌদ্ধধর্ম্মের নামে যে সকল আচার অনুষ্ঠান প্রচলিত করিয়াছিলেন, তাহার উপরেই এই সকল বিচিত্র মূর্ত্তিপূজা প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া থাকিবে।

বজ্রাসন-বুদ্ধমূর্ত্তির উভয় পার্শ্বে যেমন বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি স্থাপনার ব্যবস্থা "বজ্রাসন বুদ্ধ সাধনা"-গ্রন্থে উল্লিখিত থাকিতেও, সকল মূর্ত্তিফলকে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না, বোধিসত্ত্বগণের শ্রীমূর্ত্তি উৎকীর্ণ করিবার সময়েও সেইরূপ পার্থক্য প্রচলিত হইয়া থাকিতে পারে। "সাধনা"-গ্রন্থে দক্ষিণে "তারা" ও বামে "হয়গ্রীব" মূর্ত্তি উল্লিখিত আছে। মালদহের লোকনাথ মূর্ত্তির ফলকে মূলমূর্ত্তির বামে "তারা" এবং পাদপীঠে "হয়গ্রীব স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই তারা এবং হয়গ্রীব বৌদ্ধগণের দেবতা। তারা "সৌম্যা"— "বরদোৎপলকা"—এক হস্তে বর, অপর হস্তে উৎপল। বৌদ্ধগণের "তারা" নানা মূর্ত্তিতে গঠিত হইত; একশ্রেণীর তারা "সৌম্যা",—তাহা দ্বিভুজা, একমুখী। হয়গ্রীবের যে বর্ণনা "সাধনাগ্রন্থে" উল্লিখিত, তদনুসারে তিনি "রক্তবর্ণ, মহারৌদ্র, ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরপ্রিয়"। এক খানি "সাধনা"-গ্রন্থে আরও বিস্তৃত বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—

"হয়গ্রীবো রক্তবর্ণঃ খর্ব্বো লম্বোদর উর্দ্ধোজ্জ্বল পিঙ্গলকেশো ভুজঙ্গযজ্ঞোপবীতী কপিল-তরশ্মশ্রু শ্রেণীপরিচিত মুখমণ্ডলো রক্তবর্ত্তুল ত্রিনেত্রো ভৃকুটীকুটিলভ্রূকো ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরো দণ্ডায়ুধো দক্ষিণ করেণ বন্দনাভিনায়ী।"

ইহা যে আমাদিগের তন্ত্রোক্ত "হয়গ্রীব" মূর্ত্তির বর্ণনা নহে, তাহাতে সংশয় নাই। কারণ, আমাদিগের তন্ত্রোক্ত "হয়গ্রীব" আদৌ রৌদ্র মূর্ত্তি নহে, তাহা প্রশান্ত বিষ্ণুমূর্ত্তির প্রকার ভেদমাত্র এবং চতুর্ভুজ। তাহার সহিত রক্তবর্ণ বা লম্বোদর বা ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরের সংস্রব নাই। যথা,—

শরচ্ছশাঙ্ক প্রভমশ্ববক্ত্রং মুক্তাময়ৈরাভরণৈঃ প্রদীপ্তং।
রথাঙ্গশঙ্খাঞ্চিত বাহুযুগ্মং জানুদ্বয়ন্যস্তকরং ভজামঃ॥

অপিচ—

শরচ্ছশাঙ্কপ্রভমশ্চবক্ত্রং মুক্তাময়ৈরাভরণৈঃ রূপেতং।
রথাঙ্গশঙ্খোর্দ্ধকরঞ্চ দিস্থা ব্যাখ্যানমুদ্রাঢ্যকরং নমামি॥

অন্যচ্চ—

ধবল নলিননিষ্টং ক্ষীরগৌরং করাব্জৈর্জপবলয় সরোজে পুস্তকাভীষ্টদানে।
দধতমমলবস্ত্রাকল্প যানাভিরামং তুরগবদনবিষ্ণুং নৌমি বিদ্যাগ্রজিষ্ণুম্॥

লোকনাথ—মূর্ত্তি ফলকের পাদপীঠে বৌদ্ধদিগের "হয়গ্রীব" স্তবপরায়ণ ভাবে উৎকীর্ণ, সুতরাং হস্তদ্বয় অঞ্জলি নিবদ্ধ। কিন্তু এই মূর্ত্তিতে খর্ব্বত্বও লম্বোদরত্ব স্পষ্ট সূচিত হইয়া, ইহাকে হয়গ্রীব বলিয়া পরিচিত করিয়া দিতেছে। পাদপীঠের অপর তিনটি মূর্ত্তি কাহার, তাহা নিঃসংশয়ে নির্ণয় করিতে পারি নাই।

লোকনাথ মূর্ত্তির ধ্যানে "অশেষ রোগনাশন" বলিয়া যে বিশেষণ পদের ব্যবহার দৃষ্ট হয়, তাহা অধিকাংশ বৌদ্ধ মূর্ত্তির ধ্যানেই উল্লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা নবধর্ম্ম প্রচারকগণের প্রচার কৌশল কিনা, সুধীগণ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। এই সকল

১৯ নং চিত্র।

বজ্রাসন বুদ্ধ মূর্ত্তি।

(২য় সংখ্যার বোধিসত্ত্ব লোকনাথ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।)

Engraved & Printed by
K. V. SEYNE & BROS.
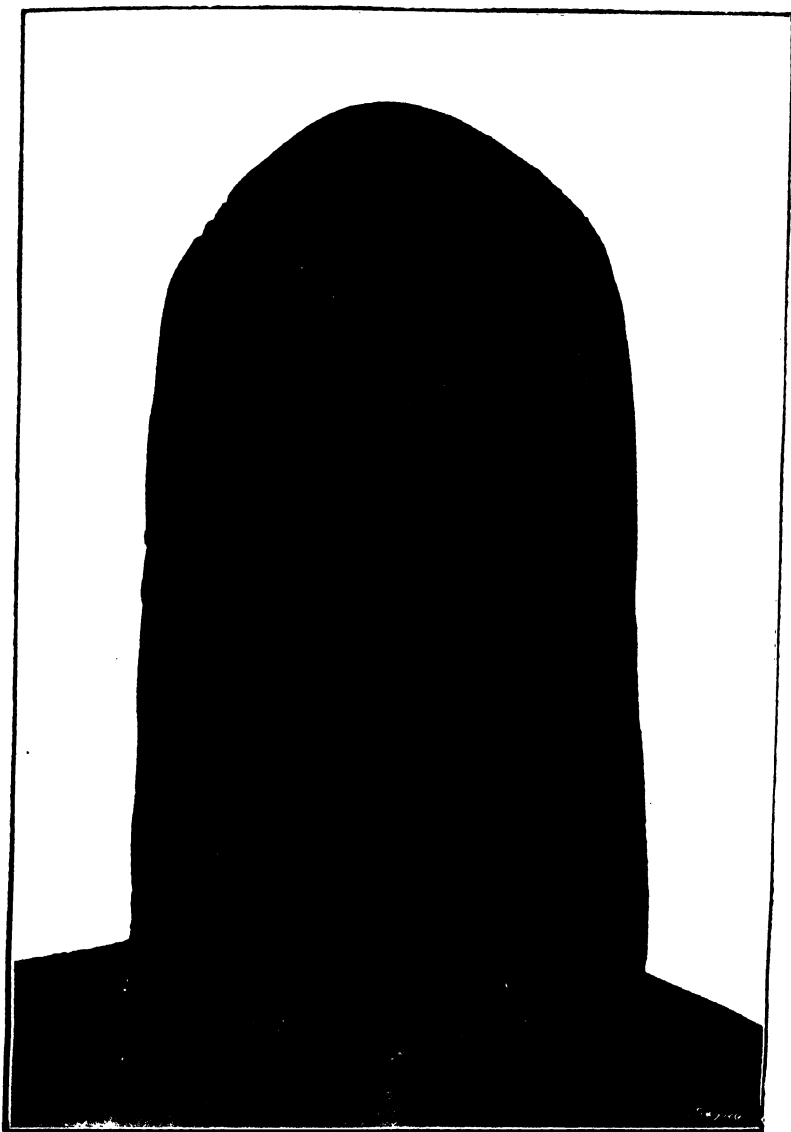
পুরাতন পূজাস্থানে এখনও রোগনাশের জন্যই লোকে পূজোপহার প্রদান করিয়া আসিতেছে। শাক্যসিংহের দার্শনিক বৌদ্ধমত উত্তরকালে কিরূপ ও কতদূর রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছিল, ইহাতে তাহার যথেষ্ট আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়।

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয় কতকগুলি প্রাচীন শ্রীমূর্ত্তি চিত্র পাঠাইয়া তদবলম্বনে প্রবন্ধ রচনা করিবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন মূর্ত্তিগুলি দেখিয়া কোনও বিশেষজ্ঞ কোন্‌টি কোন্ মূর্ত্তি তাহা লিখিয়া দিয়াছেন। দেখিলাম একটি শ্রীসূর্য্য মূর্ত্তি লোকনাথ মূর্ত্তি বলিয়া লিখিত আছে। সাধনা গ্রন্থোক্ত ধ্যানের সহিত মিলাইয়া দেখিলে, অবিশেষজ্ঞগণও অনায়াসে এই ভ্রম ধরিয়া ফেলিতে পারিতেন! শ্রীমূর্ত্তি-বিবৃতি অস্মদ্দেশে এখনও একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্ররূপে আলোচিত ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে অধীত হইতে আরম্ভ করে নাই। তজ্জন্যই বিশেষজ্ঞগণের উপর নির্ভর করিয়া অনেক সময়ে আমাদিগের আরাধ্য মূর্ত্তিকে বৌদ্ধমূর্ত্তি এবং বৌদ্ধদিগের মূর্ত্তিকে আমাদিগের আরাধ্য বলিয়া মানিয়া লইয়া বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইতেছে!

বুদ্ধমূর্ত্তি ও বৌদ্ধমূর্ত্তি এক সময়ে সকল স্থানেই দেখিতে পাওয়া যাইত; এখনও অনেক স্থানেই তাহার ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। পাণ্ডুয়ার নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে মালদহ জেলায় বর্ত্তমান বর্ষে একটি বুদ্ধমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং ঐ অঞ্চল হইতে কতকগুলি ধাতুময়ী ক্ষুদ্র মূর্ত্তিও প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

বুদ্ধমূর্ত্তি নানা প্রকার, তন্মধ্যে "বজ্রাসন" মূর্ত্তি এক সময়ে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। "বজ্রাসন-সাধনা" নামে একখানি স্বতন্ত্র সাধনা গ্রন্থে তাহার আরাধনা পদ্ধতি লিখিত আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।

"দ্বিভুজৈকমুখং পীতং চতুর্ম্মার-সংঘটিত-মহাসিংহাসনবরং তদুপরি বিশ্বপদ্মবজ্রে বজ্রপর্য্যঙ্ক সংস্থিতং বামোৎসঙ্গস্থিতবামকরং ভূস্পর্শমুদ্রা দক্ষিণকরং বন্ধূকরাগারুণবস্ত্রাবগুণ্ঠিততনুং সর্ব্বাঙ্গং প্রত্যঙ্গং অশোচনকবিগ্রহং বিচিন্ত্য 'ওঁ ধর্ম্ম ধাতুস্বভাবাত্মকোঽহম্' ইতি অহঙ্কারং কুর্য্যাৎ। তদনু ভগবতো দক্ষিণে মৈত্রেয়ং বোধিসত্ত্বং সুবর্ণগৌরং দ্বিভুজং জটামুকুট ধারিণং গৃহীতচামরদক্ষিণকরং নাগকেশরপল্লবধরবামকরং তথা বামে লোকেশ্বরং বোধিসত্ত্বং শুক্লং জটামুকুটিনং চামরধরদক্ষিণভুজং কমলধারীবামকরং এতদ্বয়ং ভগবন্মুখমভিবীক্ষমানং পশ্যেৎ॥"

এই বর্ণনায় দেখিতে পাওয়া যাইতেছে—"চতুর্ম্মার সংঘটিত মহাসিংহাসনবরের" উপর "বিশ্বপদ্মবজ্র"; তাহাতে পীতকায় "দ্বিভুজৈকমুখ" ভগবান "বজ্রপর্য্যঙ্কাসনে" উপবিষ্ট;—তাঁহার বামোৎসঙ্গে বামকর বিন্যস্ত, দক্ষিণকর "ভূস্পর্শমুদ্রা" সূচিত করিতেছে, সর্ব্বাঙ্গ "বন্ধুকরাগারুণ বস্ত্রে অবগুণ্ঠিত"। ইঁহার দক্ষিণে ও বামে দুই জন বোধিসত্ত্ব "ভগবন্মুখাভিবীক্ষমান;"—দক্ষিণে সুবর্ণগৌরকান্তি জটামুকুটধারী "মৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব", তাহার দক্ষিণকরে চামর ও বামকরে নাগকেশর পল্লব; তথা বামে শুক্লকায় জটামুকুটধারী "লোকেশ্বর

বোধিসত্ত্ব," তাঁহার দক্ষিণকরে চামর ও বামকরে কমল। বর্ণনায় যে সকল বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার সহিত শাক্যসিংহের অধ্যাত্মজীবনের একটি কাহিনীর সংস্রব আছে। সাধনাবস্থায় তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য "স্কন্ধ, ক্লেশ, মৃত্যু ও দেবপুত্র" নামক চতুর্ম্মার নানা উপদ্রব করিলে, সাধক তপোবলে তাহাদিগকে পরাভূত করিবার সময়ে বসুন্ধরাকে সাক্ষী করিবার জন্য ভূমি স্পর্শ করিয়াছিলেন। ইহা কেবল শাক্যসিংহের কেন, সাধক মাত্রেরই অধ্যাত্ম জীবনের সাধারণ কাহিনী; যে সাধক মারগণের প্রলোভন অতিক্রম করিতে পারেন না, তাঁহার পক্ষে সিদ্ধিলাভ করা অসম্ভব হয়। শিল্পিগণ সিংহাসনের নিম্নভাগে কখন কখন চতুর্ম্মার মূর্ত্তি অঙ্কিত করিতেন, সকল সময়ে করিতেন না। কারণ বজ্রাসন রচনা করিলেই তাহা যে চতুর্ম্মারোপরি বিজয়গৌরবে সুসংস্থাপিত, তাহা সকলে অনায়াসেই ধরিয়া লইতে পারিত। বর্ণনায় কয়েকটি পারিভাষিক সংজ্ঞা ব্যবহৃত হইয়াছে, মূর্ত্তি দেখিলেই তাহার অর্থ সুব্যক্ত হইত। মহীভিঁটা হইতে আনীত মূর্ত্তির চিত্রে এই বর্ণনার অনেক অংশই অভিব্যক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীমূর্ত্তি কৃষ্ণপ্রস্তর গঠিত বলিয়া পীতবর্ণ বা বন্ধুকরাগারুণবস্ত্র যথাযোগ্য বর্ণ সমাবেশে অভিব্যক্ত হয় নাই; কিন্তু বস্ত্রদ্বারা তনু কিরূপে অবগুণ্ঠিত বুঝিতে হইবে, তাহা স্পষ্টতঃ প্রকাশিত হইয়াছে। পাদপদ্মযুগল যেভাবে যোগাসন বিন্যস্ত হইয়া রহিয়াছে, তাহারই নাম "বজ্রপর্য্যঙ্কাসন," এবং "ভূস্পর্শ-মুদ্রা" কাহাকে বলে, তাহা চিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই অভিব্যক্ত হইতেছে। এই শ্রীমূর্ত্তির সঙ্গে সাধনাগ্রন্থোক্ত বর্ণনার কিছু কিছু সাদৃশ্য থাকিলেও, তারতম্যেরও অভাব নাই। এখানে বোধিসত্ত্বদ্বয় উভয় পার্শ্বে সংস্থাপিত না হইয়া, সিংহাসনতলে করজোড়ে উপাসনাশীল। প্রভামণ্ডলের উভয়পার্শ্বে একটি করিয়া বৌদ্ধস্তূপ ও প্রভামণ্ডলের শীর্ষদেশে বোধিদ্রুমের প্রতিকৃতি। মূলমূর্ত্তি অবিকৃত রাখিয়া, পারিপার্শ্বিক সাজসজ্জায় শিল্পিগণ দেশকাল-পাত্রানুসারে নানা পার্থক্যের সূচনা করিতেন বলিয়াই বোধ হয়। বুদ্ধগয়ার মহাবোধিমন্দিরের বজ্রাসন বুদ্ধমূর্ত্তির চিত্রের সহিত মালদহের চিত্র মিলাইয়া দেখিলেই তাহার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। * মহাবোধি-মন্দিরের শ্রীমূর্ত্তির উভয়পার্শ্বে বোধিসত্ত্বদ্বয় দণ্ডায়মান, কিন্তু তাঁহাদের দক্ষিণকরে চামর নাই। সিংহাসনে সিংহ বা চতুর্ম্মার মূর্ত্তিও দেখিতে পাওয়া যায় না; অপিচ প্রভামণ্ডলের উভয়পার্শ্বে "নানা বিদ্যাধর-মূর্ত্তি।" এই মূর্ত্তিকে মাগধশিল্পের নিদর্শনরূপে ও মালদহের মূর্ত্তিকে গৌড়ীয় শিল্পের নিদর্শন রূপে গ্রহণ করিলে উভয়শ্রেণীর রচনা-লালিত্যের পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। মাগধ শিল্পোৎকীর্ণ শ্রীমূর্ত্তিতে নাভির নিম্নে পরিধেয় সুবিন্যস্ত হইয়া রহিয়াছে; গৌড়ীয়মূর্ত্তিতে নাভিবস্ত্রাচ্ছাদিত। ইহা উভয়দেশের লোকব্যবহারের পার্থক্য সূচিত করিয়া নিঃসংশয়িত-রূপে মালদহের শ্রীমূর্ত্তিকে গৌড়ীয় শিল্পের নিদর্শন বলিয়া ব্যক্ত করিয়া দিতেছে।

কোন্ চিত্রে কিরূপ শিল্পকৌশল অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার

* অধ্যাপক ফুসের গ্রন্থে এই চিত্র মুদ্রিত হইয়াছে।

বিষয়। দুইটি চিত্রেরই এক লক্ষ্য, তথাপি দুইটি চিত্র সর্ব্বাংশে একরূপ নহে। গৌড়ীয় শ্রীমূর্ত্তির চিত্রে বিজয়োল্লাসের ভাব অভিব্যক্ত;—মাগধ মূর্ত্তিতে তাহা যেন নিশ্চল নির্ব্বিকল্প মহা সমাধিতে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে!

বিজয়োল্লাস অভিব্যক্ত করিতে গিয়া, গৌড়ীয় ভাস্কর শ্রীমূর্ত্তির গ্রীবা হইতে কটিবন্ধ পর্য্যন্ত দেহযষ্টিকে ঈষদানত করিতে বাধ্য হইয়াছেন;—তাহাতে দৈর্ঘ্য কিয়ৎ পরিমাণে সংকুচিত হইলেও, অঙ্গলালিত্য বিশেষ ভাবেই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। এই মূর্ত্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, প্রস্তর শিল্পে যে অঙ্গলাবণ্য এতদূর লালিত্যযুক্ত হইতে পারে, তাহা লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইতে হয়। এই বিজয়োল্লাস ব্যক্ত করিবার জনাই নেত্রদ্বয় ঈষদুন্মুক্ত-ভাবে রচিত হইয়াছে;—যেন নয়নকোণ হইতে ভাবরশ্মি বিচ্ছুরিত হইয়া মারবিজয় ব্যাপারকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছে! ইহা কাব্যের ন্যায় মধুময়,—সাধকের পক্ষে অনির্ব্বচনীয় আনন্দরসধারার উন্মুক্ত প্রস্রবণ।

"ওঁ ধর্ম্মধাতু স্বভাবাত্মকোঽহং" এই সংক্ষিপ্ত মন্ত্রে, এবং "ইতি অহঙ্কারং কুর্য্যাৎ" এই সাংকেতিক সাধনতন্ত্রে, মূর্ত্তি কল্পনার প্রয়োজন প্রকটিত হইয়া রহিয়াছে। ইহা মানবসাধারণের মারবিজয়োল্লাসোৎফুল্ল অধ্যাত্মমূর্ত্তি; যে কোন সাধক "অহমাহঙ্কার" করিতে সিদ্ধিলাভ করিবেন, ইহা তাঁহারই অবিকৃত চিত্র। সুতরাং এই শ্রীমূর্ত্তিকে শাক্যসিংহ নামক ব্যক্তি বিশেষের প্রস্তরমূর্ত্তি না বলিয়া, একটি অনির্ব্বচনীয় ভাবময়ী মানসীমূর্ত্তি বলিলেই সঙ্গত হয়। গৌড়ীয় ভাস্কর যে ইহাকে সেইভাবে গ্রহণ করিয়াই, প্রস্তরফলকে ভাববিকাশের আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহা প্রতি রেখা সম্পাতে প্রবুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। গৌড়ীয় কলাকৌশল ভাবপ্রবণতার জন্য ভারতবিখ্যাত। সাহিত্যের ন্যায় শিল্পেও তাহা অমরত্বলাভ করিয়াছে। এদেশে মহাযান-সম্প্রদায় যে তাঁহাদের অনুকূল ভূমি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। এই সকল মূর্ত্তি যে গৌড়ীয়গণকে এক সময়ে নিরতিশয় ভাবপ্রবণতায় বৌদ্ধাচার পরায়ণ করিয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহাতেও বিস্মিত হইবার কারণ নাই। গৌড়ীয়গণ নিরন্তর সৌন্দর্য্য-সাগরে ভাসমান ছিলেন। তাঁহাদের মেঘমুক্ত সুনীলগগনপটে প্রভাতে, সন্ধ্যায়, দিবসে বা নিশীথে, যে সৌন্দর্য্যরাশির উদয়াস্ত লোকলোচনকে নিরন্তর আনন্দদান করিত, বসুন্ধরা নিয়ত ফলশস্য সম্ভারে সেই আনন্দময় পরম দেবতারই অর্চ্চনা করিতেন। দুঃখদারিদ্র্য হইতে দূরে থাকিয়া, নিয়ত সসীম ছাড়িয়া অসীমের অপার আনন্দ উপভোগ করিতে ব্যগ্র হইয়াই, তাঁহারা গণ্ডীনিবদ্ধ বাস্তব ভুলিয়া, সীমাশূন্য ভাবরাজ্য হইতে উপাসনার অনুকূল উপকরণরাশি সংগৃহীত করিতেন। এই সকল শ্রীমূর্ত্তি তাহার অন্তর্গত বলিয়াই, ইহাদের সর্ব্বাঙ্গে ভাবলালিত্যের এরূপ অপূর্ব্ব সমাবেশ;—ইহাতেই গৌড়ীয় ভাস্কর্য্যশিল্পের বিজয়গৌরব এরূপ চিরবিকশিত হইয়া রহিয়াছে।

রাজসাহী
শ্রাবণ, ১৩১৬ } শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

করতোয়া ও সদানীরা।

শতপথ ব্রাহ্মণে লিখিত আছে—

"সদানীরেত্যুত্তরাৎ গিরির্নির্ধাবতি তাং হৈব নাতিদদাহ তাং হস্ম তাং পুরা ব্রাহ্মণা ন তরন্তি অনতিদগ্ধা অগ্নিনা বৈশ্বানরেণেতি। তত এতর্হি প্রাচীনং বহবো ব্রাহ্মণাঃ। তদ্ধ অক্ষেত্রতরমিবাস শ্রাবিতরমিব অস্বদিত মগ্নিনা বৈশ্বানরেণেতি। তদুহৈতর্হি ক্ষেত্রতর মিব ব্রাহ্মণা উ হি নূনমেতদ্ যজ্ঞৈরসিষ্বিদন্ সাপি জঘন্যে নৈদাঘে সমিবৈচ্ছে কোপয়তি তাবৎ সীতাঽনতিদগ্ধাহ্যগ্নিনা বৈশ্বানরেণ। স হোবাচ বিদেঘো মাথবঃ ক্বাহং ভবানি ইতি। অত এব তে প্রাচীনং ভুবনমিতি হোবাচ। সৈষাপ্যেতর্হি কোশল বিদেহানাং মর্য্যাদা।" (১।৪।১।১০—১৭)

অর্থাৎ (পূর্ব্বে) বৈশ্বানর উত্তর-গিরিবিনির্গত সদানীরা নদীর পরপার দগ্ধ করেন নাই। বৈশ্বানর এই নদী অতিক্রম করিয়া দাহন করেন নাই বলিয়া, পূর্ব্বকালীন ব্রাহ্মণেরা ঐ নদী পার হইয়া যাইতেন না। এখন অনেকানেক ব্রাহ্মণ উহার পূর্ব্বপারে অবস্থিতি করেন। অগ্নি বৈশ্বানর উহার স্বাদ গ্রহণ করেন নাই বলিয়া, তাহা বাসের অযোগ্য ও জলসিক্ত ছিল। এখন ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞানুষ্ঠান করায় উহা বাসের যোগ্য হইয়াছে। বিদেঘ মাথব জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কোন স্থানে অবস্থান করিব? অগ্নি কহিলেন "এই নদীর পূর্ব্ব প্রদেশ তোমার বাসভূমি হইবে।" এখনও ঐ নদী কোশল ও বিদেহবাসীদিগের মধ্যবর্ত্তী।

অধুনা অনেকে এই বৈদিক "সদানীরা" ও "করতোয়া" নদীকে অভিন্ন বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। এবং যুক্তিস্থলে তাঁহারা শব্দকল্পদ্রুমধৃত শব্দরত্নাবলী ও অমর-কোষ প্রভৃতি অভিধান গ্রন্থের নিম্নোক্ত বচন এবং "করতোয়া মাহাত্ম্য" নামক গ্রন্থ হইতে নিম্নলিখিত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া থাকেন,—

(১) শব্দকল্পদ্রুম –

"করতোয়া (স্ত্রী) স্বনামখ্যাত উত্তর দেশস্থ নদী বিশেষঃ। তৎ পর্য্যায়ঃ—সদানীরা ২। ইত্যমরঃ। সদানীরবহা ৩। ইতি শব্দরত্নাবলী॥ গৌরীবিবাহ সময়ে শঙ্কর করগলিত সংপ্রদান তোয়প্রভাবত্বাৎ করস্যতোয়ং বিদ্যতেঽত্র ইতি করতোয়া। শ্রাবণে এতদ্বর্জ্জং সর্ব্বা নদ্যো রজস্বলা ইয়ংতু ন রজস্বলা অতএব সদা সর্ব্বদা নীরমস্যা ইতি সদানীরা। তথাচ স্মৃতিঃ—অথাদৌ কর্কটে দেবী ত্র্যহং গঙ্গা রজস্বলা। সর্ব্বা রক্তবহা নদ্যঃ করতোয়াম্বুবাহিনী। ইত্যমর টীকায়াং ভরতঃ।

(২) "করতোয়ে সদানীরে সরিৎ শ্রেষ্ঠে সুবিশ্রুতে।
পৌণ্ড্রান্ প্লাবয়সে নিত্যং পাপং হর করোদ্ভবে॥"

(করতোয়া-মাহাত্ম্য)

একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলেই বোধগম্য হইবে যে বর্ষাকালে অপর সমুদয় নদী 'রজস্বলা' বা পঙ্কিলজলপূর্ণা হইত; কেবল মাত্র করতোয়া নদীই "অম্বুবাহিনী" অর্থাৎ নিরাবিল সলিল পূর্ণা থাকিত। এই জন্যই করতোয়া নদীর পর্য্যায়স্থলে সময় সময় 'সদানীরা' 'সদানীরবহা' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হইত; এবং কোন কোন স্থলে 'সদানীরা' এবং 'অম্বুবাহিনী প্রভৃতি শব্দ 'করতোয়া'র বিশেষণ স্বরূপ ব্যবহৃত হইত। কিন্তু তাই বলিয়া শতপথ ব্রাহ্মণোক্ত বৈদিক 'সদানীরা' এবং 'করতোয়া' নদী যে এক, সংস্কৃত শাস্ত্রের কুত্রাপিও এরূপ মত প্রকাশ করা হয় নাই।

প্রথমতঃ, শতপথ ব্রাহ্মণের পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকের শেষভাগে স্পষ্টই লিখিত আছে, "সৈষাপ্যেতর্হি কোশল বিদেহানাং মর্য্যাদা" অর্থাৎ এখনও ঐ নদী (সদানীরা) কোশল ও বিদেহবাসিগণের মধ্যবর্ত্তী।

সকলেই অবগত আছেন, করতোয়া নদী সিকিমরাজ্যের নিম্নতম পর্ব্বত মধ্যবর্ত্তী ব্রহ্মকুণ্ড নামক স্থান হইতে বিনির্গত হইয়া দারজিলিং, জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর, রঙ্গপুর ও বগুড়ার মধ্য দিয়া প্রবাহিতা। এরূপ স্থলে "করতোয়া" নদীকে কোশল ও বিদেহ রাজ্যের মধ্য সীমা বলিয়া কিরূপে অনুমান করা যাইতে পারে?

দ্বিতীয়তঃ, মহাভারতীয় ভীষ্মপর্ব্বে একই অধ্যায়ে 'ভারতের প্রধান প্রধান নদনদী বর্ণনা-প্রসঙ্গে 'সদানীরা' ও 'করতোয়া' নামক দুইটি পৃথক নদীর পরিষ্কার উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়। ভীষ্মপর্ব্বে লিখিত আছে—

* * * * *

সদানীরামধৃষ্যাঞ্চ কুশধারাং মহানদীং। ২৪

* * * * *

লোহিত্যাং করতোয়াং চ তথৈব বৃষকাহ্বয়াম্॥ ৩৪

* * * * *

বিশ্বস্য মাতরঃ সর্ব্বাঃ সর্ব্বাশ্চৈব মহাফলাঃ। ৩৭

* * * * *

(৯ম অধ্যায়)

অর্থাৎ * * সদানীরা, অধৃষ্যা, কুশধারা * * লোহিত্যা, করতোয়া, বৃষকা, * * এই সমুদয় মহাফলপ্রদানদী সকল লোকের মাতৃস্বরূপা * * ।

সুতরাং মহাভারত হইতেও প্রমাণিত হইতেছে যে, প্রাচীন ভারতে 'করতোয়া' ও 'সদানীরা' নামধেয় দুইটি পৃথক নদী বর্ত্তমান ছিল।

তৃতীয়তঃ—অষ্টাদশ মহাপুরাণান্তর্গত 'ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ' হইতেও প্রাচীন ভারতে 'করতোয়া' ও 'সদানীরা' নাম্নী দুইটি পৃথক্ নদীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায়। ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণের অনুষঙ্গপাদে লিখিত আছে,—

কৈশিকী চ তৃতীয়াতু নিশ্চীরা গণ্ডকী তথা। ৩০

* * * * * *

বেদস্মৃতির্বেদবতী বৃত্রঘ্নী সিন্ধুরেব চ।
বর্ণাশা চন্দনাশ্চৈব সদানীরা মহীতথা॥ ৩১

* * * * *

তমসা পিপ্পলাশ্রোণী করতোয়া পিশাচীকা॥ ৩৪

(শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু প্রকাশিত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ৪৮ অধ্যায়)

এস্থলেও গণ্ডকী, সদানীরা, করতোয়া প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ নদীর নাম উল্লিখিত হইয়াছে।

চতুর্থতঃ—মার্কণ্ডেয় পুরাণেও গণ্ডকী, সদানীরা, করতোয়া নামক তিনটি পৃথক্ নদীর উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়। যথা—

"বিপাশা দেবিকা রঙ্ক্ষুর্নিশ্চীরা গণ্ডকী তথা।

* * * * *

বেণ্বা সানন্দনী চৈব সদানীরা মহীতথা॥

* * * * *

করতোয়া মহাগৌরী দুর্গা চান্তঃ শিরা তথা।

(৫৮ অধ্যায়।)

আমরা উপরে যে সমুদয় শাস্ত্রোক্ত প্রমাণ উদ্ধৃত করিলাম, তদ্দৃষ্টে প্রাচীন সদানীরা ও করতোয়া নদী যে পৃথক, তদ্বিষয়ে সন্দেহ জন্মিতে পারে না। অনেকে গণ্ডকী নদীকে বৈদিক সদানীরা বলিয়া অনুমান করেন (১)। কিন্তু আমাদিগের উদ্ধৃত প্রমাণ হইতে ইহাও প্রতিপন্ন হইতেছে যে, প্রাচীনভারতে 'গণ্ডকী' হইতে পৃথক্ 'সদানীরা' নামক স্বতন্ত্র একটি নদী আর্য্যাবর্ত্তে বর্ত্তমান ছিল। সুতরাং 'গণ্ডকী' ও 'সদানীরা'কে যাঁহারা অভিন্ন বলিতে চান, তাঁহারাও যে অভ্রান্ত নহেন, তাহাও এক প্রকার স্পষ্ট নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

শতপথ ব্রাহ্মণের বচন হইতে পরিষ্কার উপলব্ধি হইতেছে যে, উক্ত ব্রাহ্মণ রচনার কিয়ৎকাল পূর্ব্ব হইতে পূর্ব্বে সদানীরা নদী অতিক্রম করিয়া আর্য্য-উপনিবেশ সংগঠিত হইতে আরম্ভ করিলেও, তখন পর্য্যন্ত ঐ স্থান জলসিক্ত ও বাসের অযোগ্য ছিল এবং সামান্য সংখ্যক ব্রাহ্মণ নদী অতিক্রম করতঃ যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

এই সময়েই সদানীরা নদীর পূর্ব্বতীরবর্ত্তী প্রদেশে 'বিদেঘমাথব' কর্ত্তৃক বিদেহ রাজ্য

(১) Journal of the Royal Asiatic Society (New Series) Vol. VI. P, 238 &c.

প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং পরবর্ত্তী কালে পুরুবংশীয় বলি রাজার (১) ক্ষেত্রসম্ভূত অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্র, সুহ্ম ও কলিঙ্গ নামা পঞ্চ পুত্র আরও পূর্ব্বে উক্ত নামধেয় প্রদেশ সমূহে উপনিবেশ ও রাজত্ব সংস্থাপন করিয়াছিলেন। পুণ্ড্রাদি ক্ষত্রিয়গণ দীর্ঘতমা ঋষির ঔরসজাত বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে (২) এবং দীর্ঘতমা যে একজন বৈদিকঋষি তৎসম্বন্ধেও প্রমাণের অভাব নাই (৩)। সুতরাং অঙ্গ বঙ্গাদি ক্ষত্রিয়কুমারগণ সুদূর বৈদিক যুগেই যে তৎ তৎ নামধেয় প্রদেশ সমূহে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ দেখা যায় না।

এরূপ হইলেও পৌণ্ড্রাদি দেশগত ক্ষত্রিয়গণের অনেকে ব্রাহ্মণাভাব ও আচার লোপহেতু এবং তত্তৎদেশবাসী অনার্য্য সংস্পর্শে বৃষলত্ব প্রাপ্ত বা বেদাচার হীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। স্মৃতিশাস্ত্র মতে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গাদি স্থান সমূহে তীর্থযাত্রাদি ব্যতীত গমনাগমন করিলে আর্য্যগণকে পুনঃ সংস্কার গ্রহণ করিতে হইত। যথা,—

"অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্র মগধেষু চ।
তীর্থ যাত্রা বিনা গচ্ছন্ পুনঃসংস্কার মর্হতি॥ (মনু)

মনুসংহিতার সময় পর্য্যন্তও পৌণ্ড্রাদি দেশাগত বহু ক্ষত্রিয়গণকে বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইতে হইয়াছে, তাহার প্রমাণ মনুসংহিতায় আছে। যথা—

"শনৈকস্তু ক্রিয়া লোপাদিমা ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥ ৪৩
পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রাবিড়াঃ কাম্বোজাঃ যবনাঃ শকাঃ।
পারদা পহ্লবাশ্চীনঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ॥ ৪৪

(মনু ১০ম অধ্যায়)

অর্থাৎ পৌণ্ড্রক, ওড়, দ্রাবিড়, কাম্বোজ, যবন, শাক, পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ ও খশ এই সমস্ত জাতীয় ক্ষত্রিয়গণ ক্রমশঃ ক্রিয়ালোপ ও ব্রাহ্মণের দর্শনাভাবে বৃষলত্ব বা বেদাচারবিহীন হইয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু রামায়ণ রচনাকালে অঙ্গ, বঙ্গ, পৌণ্ড্রাদি দেশে বহু ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের আগমন হওয়ায়, ঐ সমস্ত রাজ্য নানা বিষয়ে সমৃদ্ধিশালী (৪) হইয়া উঠিয়াছিল; এবং মহাভারতের

---

(১) অনেকের বিশ্বাস মহারাজ বলি উত্তর পশ্চিম প্রদেশের 'বলিয়া' জেলায় রাজত্ব করিতেন। গঙ্গা ও সরযূর সঙ্গমস্থলে প্রসিদ্ধ 'বলিয়া' নগর অবস্থিত।

(২) অঙ্গ বঙ্গঃ কলিঙ্গশ্চ পুণ্ড্র সুহ্মশ্চতে সুতাঃ।
তেষাং দেশা সমাখ্যাতাঃ স্বনাম কথিতাভুবি॥
(১০৪।৫০ মহাভারত আদিপর্ব্ব)

(৩) এই দীর্ঘতমা ঋষি ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের কয়েকটি সূক্তের রচয়িতা। ইঁহার পিতার নাম 'উতথ্য' ও মাতার নাম 'মমতা'। (ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ১৫৮ সুক্ত ৪।৬ ঋক)।

(৪) রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ১০ম সর্গ

সময় তথায় বহু 'সুজাতি ও শ্রেণীমান্' ক্ষত্রিয়গণ যথেষ্ট পরিমাণ পরিদৃষ্ট হইত (৫)। এই সময় আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বপ্রান্তে বহুদূর পর্য্যন্ত আর্য্যসভ্যতা ও আর্য্য-উপনিবেশ বিস্তৃত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। সম্ভবতঃ ঐ সময় 'করতোয়া' নদীই প্রকৃতপক্ষে আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বসীমা বলিয়া পরিগণিত হইত এবং যদিও এই নদী অতিক্রম করিয়া এই সময় আর্য্যগণ বঙ্গরাজ্যে উপনিবিষ্ট হইতেছিল, তথাপি করতোয়ার পূর্ব্বভাগ তখনও আর্য্য-সমাজে নিন্দনীয় বলিয়াই পরিগণিত ছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

করতোয়া নদীর উল্লেখ আমরা সর্ব্বপ্রথম মহাভারতেই দেখিতে পাই। মহাভারতে এই নদীকে একটি প্রধান তীর্থরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। বনপর্ব্বে তীর্থযাত্রা প্রকরণে লিখিত আছে,—

"করতোয়াং সমাসাদ্য ত্রিরাত্রো পোষিতো নরঃ।
অশ্বমেধমবাপ্নোতি প্রজাপতি কৃতো বিধিঃ॥

(বনপর্ব্ব, ৮৫ অধ্যায়, ৩য় শ্লোক)

অর্থাৎ প্রজাপতি এই বিধান করিয়াছেন যে, ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া করতোয়া তীর্থে গমন করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়।

প্রবাদ এইরূপ যে করতোয়া নদী অতিক্রম করিয়া পাণ্ডবগণ গমন করেন নাই। এজন্য করতোয়ার পূর্ব্বতটস্থ ভূভাগ অদ্যাপিও "পাণ্ডববর্জ্জিত" দেশ বলিয়া প্রসিদ্ধ। সম্ভবতঃ শত পথ ব্রাহ্মণ রচনার সময় বা তাহার কিছু পূর্ব্বে যেরূপ 'সদানীরা' নদী পর্য্যন্ত আর্য্য-প্রসারের পূর্ব্বসীমা নির্দ্দিষ্ট ছিল, সেই প্রকার মহাভারত রচনা কালে 'করতোয়া' নদী আর্য্য উপনিবেশের পূর্ব্ব সীমা বলিয়া পরিগণিত হইত; এবং করতোয়া নদীর পূর্ব্বভূভাগ সপ্তসমুদ্রগর্ভোত্থিত ও জলাসক্ত ছিল বলিয়া, আর্য্যগণ সহজে তথায় বাসস্থাপন করিতেন না। তবে তখনও যে করতোয়া রাজ্য অতিক্রম করিয়া আর্য্যরাজ্য সংস্থাপন হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ মহাভারতেই আছে। কিন্তু অতি স্বল্পসংখ্যক আর্য্য তথায় গমন করিয়াছিল বলিয়াই অনুমান হয়। আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বসীমা নির্ণয় সম্বন্ধে মহাভারতীয় যুগে 'করতোয়া' নদীই বৈদিক 'সদানীরার' স্থান অধিকার করিয়াছিল বলিতে হইবে। এইরূপে করতোয়া পরবর্ত্তী কালে সদানীরার স্থান গ্রহণ করায় কালক্রমে 'সদানীরা' নামে অভিহিত হওয়া বিচিত্র নহে।

যাহাহউক, শতপথ ব্রাহ্মণোক্ত বৈদিক 'সদানীরা' ও 'করতোয়া' নদী যে এক নহে, তাহা একপ্রকার নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। তবে করতোয়া নদীকেও যে 'সদানীরা' বলিত, তাহা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, যদি করতোয়া ও বৈদিক সদানীরা এক না হয়, তবে, সেই

(৫) মহাভারত, সভাপর্ব্ব, ৫১ অঃ ১৭ শ্লোক।

প্রসিদ্ধনাম্নী সদানীরা নদী এক্ষণে কোথায়? আমাদের অনুমান হয় যে, সদানীরা নদী কালক্রমে নামান্তর গ্রহণ করিয়া অধুনা সাধারণের অপরিচিতা হইয়া উঠিয়াছে। ভারতবর্ষের মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে 'গণ্ডকী' নদী ব্যতীত "বড়গণ্ডকী" নামক অপর একটি বিশাল ও বেগবতী নদী নেত্রপথে পতিত হইয়া থাকে। এই নদীটি প্রাচীন কোশল ও বিদেহ রাজ্যের মধ্য দিয়া প্রবাহিতা বলিয়া অনুমিত হয়। অধিকাংশ স্থলেই বৃহৎ পর্ব্বত অথবা নদীদ্বারাই বিভিন্ন রাজ্যের প্রাকৃতিক সীমা নির্দ্দেশ করিবার প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং এই 'বড় গণ্ডকী' নদী প্রাচীন 'সদানীরা' নদী হওয়া বিচিত্র নহে।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন।

বগুড়া।

রঙ্গপুরের ছিল্কা বা হেঁয়ালী সংগ্রহ।

——:*:——

এই ছিল্কাগুলি রঙ্গপুর ও কোচবেহার প্রভৃতি স্থানে সমভাবে প্রচলিত। ছিল্কা শব্দের ধাতুগত অর্থ ও ব্যুৎপত্তি শ্রদ্ধেয় শাখা-পরিষৎ-পত্রিকা সম্পাদক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার এম, এ, বি, এল, মহাশয় উক্ত পত্রিকার ২য় ভাগ, ২য় সংখ্যায় তাঁহার "কথা ও ছিল্কা" শীর্ষক সন্দর্ভে সবিশেষ বুঝাইয়া দিয়াছেন এস্থলে তৎসম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলা অনাবশ্যক। নিরক্ষর কৃষক কবির সরল প্রাণের বৈচিত্র্যবিহীন সহজভাবপূর্ণ এই হেঁয়ালীগুলিতে ভাবসম্পদ বা রচনাচাতুর্য্যের সম্পূর্ণ অভাব হইলেও ইহাতে অতীত যুগের মানবহৃদয়ের রুচি ও সামাজিক রীতিনীতি আচারপদ্ধতির ক্রমপরিবর্ত্তনের ইতিহাস প্রচ্ছন্নভাবে লুক্কায়িত থাকায়, ইহা প্রত্নতাত্ত্বিকগণের গবেষণাপূর্ণ সস্নেহ করুণ দৃষ্টিলাভের একান্ত উপযুক্ত। অত্র প্রবন্ধোদ্ধৃত হেঁয়ালীগুলির অধিকাংশই কৃষক কবির নিজস্ব। তবে ভাষা ভাব রুচি ও রচনাপ্রণালীর বৈষম্য দর্শনে দুই একটি শিক্ষিত ব্যক্তির রচিত বলিয়া অনুমিত হয়। সংগৃহীত হেঁয়ালীগুলির কোন কোনটিতে কবিকঙ্কণের ভণিতা দেওয়া আছে। এই কবিকঙ্কণ যে সুপ্রসিদ্ধ চণ্ডী কাব্যের রচয়িতা প্রথিতযশা কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম নহেন, ইহা বোধ হয়, অসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে। উত্তরবঙ্গে দ্বিতীয় কবি কঙ্কণের অস্তিত্ব কল্পনা সুসঙ্গত কি না তাহা নির্ণীত হওয়া প্রয়োজন। দুই একটা হেঁয়ালীর ভাষায় অশ্লীলতার উৎকট পূতিগন্ধে সুরুচিপ্রিয় পাঠকবৃন্দের নাসা পীড়াদায়ক হইতে পারে, কিন্তু অমার্জ্জিতরুচি, নিরক্ষর গ্রাম্যকবির রচনায় এ দোষ স্বাভাবিক এবং একান্ত অপরিহার্য্য। অপ্রীতি-

কর অশ্লীলতার ভয়ে সাহিত্যক্ষেত্র হইতে এগুলির অপসৃতি কদাচ বাঞ্ছনীয় নহে। বিশেষ বাহ্যাবয়বে ছিল্কাগুলি যেরূপ রুচিবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, প্রকৃতপক্ষে তাহাদের ভাব সেরূপ অশ্লীলতা কলুষিত নহে।

সৌন্দর্য্যবিলুপ্তির আশঙ্কায় আমরা কোনরূপ পরিবর্ত্তন না করিয়া ছিল্কাগুলি যথাশ্রুত অবিকৃতরূপে লিপিবদ্ধ করিলাম।

সাধারণ পাঠকবর্গের বোধসৌকর্য্যার্থে দুর্ব্বোধ্য প্রাদেশিক শব্দগুলির অর্থ নিম্নে দেওয়া গেল।

১

হেট কলসী উপরে দণ্ড, পাত হয় তার খণ্ড খণ্ড
যদি হয় ফুল, হাজার টাকা মূল॥ উত্তর—ওল।

২

সমুদ্র চুষিতে যায় এক বেটা বীর
কয় কবিকঙ্কণ হিঁয়ালীর ছন্দ
মার্গের উপর মার্গ থুইয়া মার্গ কল্লে স্থির
এক হাত তার নটরপটর একহাত তার বন্দ॥
উত্তর—কলসী।

৩

চিকা চিকা ভুঁই নিকা, ছয় চৌকা তিন টিকা॥
উত্তর—জমিতে মই দেওয়া।

৪

ঘোকর খাই খোঁড়ে মাটী দশ ঠ্যাং তিন পুকুটী॥
উত্তর—লাঙ্গল।

৫

দেবের দুর্ল্লভ বস্তু মনুষ্যের লোভ।
হাতির মত মুণ্ড বীরের চলে ছয় পায়
তার মধ্যে জন্ম হয় অযোনীসম্ভবা।
যার গর্ভে জন্ম হয় তারে মাংস খায়॥
উত্তর—আমের পোকা।

৬

এক দণ্ড তিন খণ্ড, মাথায় তার ধবল চন্দ্র
বুঝেন তে এই, না বুঝেন তে এই
ভাঙ্গি ভুলি করা দিনু তবু বুঝলেন কৈ॥
উত্তর—বৃদ্ধাঙ্গুলী।

৭

লাফে লাফে যায় বীর করে মার মার
আপনে সে মরা বীর জীয়ন্তক ধরে বলে
কয় কবিকঙ্কণ চালাইলে চলে॥
উত্তর—পলো।

৮

আকাশে ঘর পাতালে দুয়ার
আইসা যাওয়া করে নন্দ গোয়াল॥
উত্তর—বাওয়াই পাখীর বাসা।

৯

চুটুত পাকড়া মদ্যোৎ ভ্যাঁকরা॥
উত্তর—খৈ।

১০

দশ মর্দ্দে দাবরে নিয়া যায় দুই মর্দ্দে ধরে
তালা পুরত বিচার হয় লক্ষ্মী পুরে মরে॥
উত্তর—উকুন।

১১

রাজার বেটী ধোন্দলা পেটী
বিন কোদালে খোঁড়ে মাটী॥
উত্তর—শূয়র

১২

কান্দার উপর কান্দা
এ শ্লোক যে ভাঙ্গি না দিবে
তার চৌদ্দপুরুষ থাকিবে বান্দা॥
উত্তর—কলার ছরি।

১৩

স্বর্গে থাকি পইল ভ্যাট্
ভ্যাট বলে মোর প্যাট কাট ॥
উত্তর—গুপারী।

১৪

চারিদিকে থাস্থম থুস্থম
মধ্যে একটা থাল
গুঁগি দেখ্‌লে খ্যাক্‌টালী গোদায়
খাইতে লাগে ভাল ॥ উত্তর—মজা গুপারী।

১৫

অর্দ্ধচন্দ্র কায়াযুক্ত ককারে আকার
পাঠারে ভাসাইয়া দিয়া মধ্য লব তার
লবণের প্রথম অক্ষর তাহাতে মিশাইয়া
ইহাতে যে দ্রব্য হবে দিবেন পাঠাইয়া ॥
উত্তর—কাঁটাল।

১৬

শুন শুন মহাশয় এহি কিবা দ্রব্য হয়
ভাবি কিছু না পাই অন্তরে।
অষ্টমীতে একাদশী বিধবা রহিল বসি
পূর্ণশশী মাথার উপরে ॥
খাইলে পাতক হয় না খাইলে গর্ভ হয়
সে নারীর চুদিকে জঞ্জাল।
পাপাংশ ভাবিয়া নারী না খাইল সে শর্ব্বরী
গর্ভবতী হইল তৎকালে ॥
গর্ভের হইল সুত্র প্রসবিল চুই পুত্র
এক পুত্র একজন স্বামী।
ইহাতে যে দ্রব্য হবে অরুণ মধ্যেতে রবে
প্রার্থিত আকাঙ্ক্ষা করি আমি ॥
উত্তর—নারিকেল।

১৭

চুই অক্ষরে নাম তার সর্ব্ব লোকের ভয়।
প্রথম অক্ষরে আকার দিলে সর্ব্ব লোকে খায়
পরের অক্ষরে আকার দিলে সর্ব্ব অঙ্গ ঢাকে।
তার উপর তা দিলে আদর করিয়া ডাকে ॥
উত্তর—যম।

১৮

য, ল, মধ্যে স্থিতি যাঁর ত্রিকোণ শরীর।
মৎস্য নহে মীন নহে নহেত কুম্ভীর।
যাত্রাকালে নাম লইলে, যাত্রা হয় ভঙ্গ,
কয় কবিকঙ্কণ হিঁয়ালীর ছন্দ।
মূর্খে কি বুঝিবে পণ্ডিতের লাগে ধন্দ ॥ উঃ—র।

১৯

পানি পানি যায় যাঁর পানি পানি ধায়।
মরিবার কালে যাঁর চিতা ভস্ম খায় ॥
চিতা ভস্ম খায়া যাঁর উদ্গারিল অগ্নি।
অগ্নি উদ্গারিয়া পড়িয়া করে ধ্বনি ॥
কয় কবিকঙ্কণ হিঁয়ালীর ছন্দ।
মূর্খে কি বুঝিবে পণ্ডিতের লাগে ধন্দ ॥
উত্তর—বন্দুক।

২০

ইন্‌কিচি ঘিন্‌কিচি নাই চোঁচা নাই বিচি ॥
উত্তর—লবণ।

২১

যমুনার জল টলমল করে।
একটুক কুটা পাইলে সর্ব্বনাশ করে ॥
উত্তর—চক্ষু।

২২

একলা বুড়ি বিয়ানে উঠি
তার মাথাত তিন গুরি ॥
উত্তর—গরু বান্ধিবার খুঁট।

২৩

গাছ কাট গাছালি কাট গাছের কাট মাজা।
শও শও কুড়ালে কাট তবু না যায় কাটা ॥
উত্তর—ছায়া।

২৪

থাল ঢুম্ ঢুম্ থাল ঢুম্ ঢুম্
থাল নিয়া গেইল চোরে।
বাগুচা বাড়ীত্ আগুন
লাগ্‌চে কে নিব্‌বার পারে ॥
উত্তর—রৌদ্র।

২৫

আরা বাড়ী হাতে বিরাইল সাপ।
লেঙ্গুর ধরি মারনু পাক ॥
উত্তর—নাসিকা নিঃসৃত কফ।

২৬

আরা বাড়ীত বাধিনু গাই।
চোঙ্গা আন দোয়াবার যাই ॥
উত্তর—ডার্‌কী বা ঘুনী নামক মৎস্য ধরিবার যন্ত্র হইতে মৎস্য নিষ্কাষণ করা।

২৭

একমুট সরঙ্গার কাটী।
কেউ আগায় কেউ ভাটী ॥
উত্তর—বাজার।

২৮

সারা পৃথিমী নরে যুগী আসন ধরে।
গা'র মাংস খুলি খায় তবু রাও না করে ॥
উত্তর—পোয়ালের পুঁজ।

২৯

একনা বুড়ি হাট যায়।
আমাক দেখি ঢুম্বর দেয় ॥
উত্তর—শামুক।

৩০

থাকের উপর থাক্ তারে উপর
কালী কুত্তা তারে উপর বাগ ॥
উত্তর—হুকা, কল্কী এবং আগুন।

৩১

একনা বুড়ি হাট যায়। গালে মুখে চড় খায়।
উত্তর—পাতিল; ক্রয়ের সময় উহা বাজাইয়া পরীক্ষা করা হয়।

৩২

ছর দেখ সখী হে বিপরীত ধান্দা।
উড়ি গেইল পখিটি লেঙুর রইল বান্ধা ॥
উত্তর—জাল ক্ষেপণ করা।

৩৩

বোনত থাকে বীর নোয়ায় বোন পশু।
মুখ দিয়া বিরায় তার লক্ষ লক্ষ শিশু ॥
আগে ফারে গাল তার পাচে কাটে মুণ্ড।
কয় কবিকঙ্কণ হেঁয়ালীর ছন্দ
মুর্খে বুঝিতে নারে পণ্ডিতক লাগে ধন্দ ॥
উত্তর—খাগের কলম।

৩৪

একনা ঘর মোচা কোচা।
ফুল ফুটে তাত ঝোপা ঝোপা।
সে ফুল বামনে পুজে।
নিত্যো রাতে ঘোড়া যুঝে ॥
উত্তর—ধানভানা।

৩৫

স্বর্গ হাতে পইল ধুম।
ধুম বোলে মোর পুক্‌টী চুম ॥
উত্তর—আম।

৩৬

হাত নাই পাও নাই গড়গড়েয়া যায়।
পিঠিত চামড়া নাই সর্ব্ব লোকে খায় ॥
উত্তর—জল।

৩৭

ঘুকুত, বসি আছে তিন বাপ পুত।
উত্তর--উদুন

৩৮

ধরিয়া উবুত করিয়া চিত।
ভিতর গেলে মন পিরীত॥

উত্তর—ভাত।

৩৯

ভাইরে নন্দন।
বত্রিশটা ঘরের একটা বান্ধন॥

উত্তর—বোলতার চাক।

৪০

ভাটী হাতে আইল ছুতার
কান্ধে লয়া বাইশ।
গছ মরা ফল ধরা
কোন গছ কাটিবার যাস॥

উত্তর—কুমড়ার গাছ।

৪১

কুণু একটি, হইল মেরা মেষ্টী।
গর্ভতে তার জন্ম, মুখ দিয়া তার পাষ্টি॥

উত্তর—কলাগাছ।

৪২

হড় গেইল হের আসিল।

উত্তর—চক্ষের পলক।

৪৩

বেত বাড়ীত ফেলানু ছুরী।
বেত কাটা গেইল আঠার বুড়ি॥

উত্তর—ক্ষুর।

৪৪

বাপ সিন্ সিন্ মাও পাতারী।
ভাই হুড়ুম ধুম বইন সুন্দরী॥

উত্তর—শশা।

৪৫

গোর ঝুম ঝুম আগালে বাধা
এছিল্কা বলি দিছে মহারাজার বেটা
মহারাজার বেটারে নাটিম টিম
এছিল্কা ভাঙ্গি দিতে লাগ্‌বে আঠার দিন।

উত্তর—তাজিয়া।

৪৬

ভুঁই ধল ধল বিছন কালা
মুখ নাই তার বোলে ভালা
পাও নাই তার যায় দূর
পরিয়া আইসে চাপা ফুল,
মুই না জান দাদায় জানে,
বড় বড়টাক বাঁধিয়া আনে।

উত্তর—চিঠি।

৪৭

তেল চুক চুক পাতা, ফলের উপর কাঁটা।
পাক্‌লে হয় মধুর মত বীচি গোটা গোটা॥

উত্তর—কাঁটাল।

একনা জামিরের গচ।
টোকা দিতে পরে রস

উত্তর—চক্ষু

৪৯

* ঘর পোড়া যায় সাক্ষা বাড়ে,
আগ্‌না নিয়া গেইল চোরে।
সাত সমুদ্রের পারত তৃষ্ণায় মইল,
ব্রহ্মা মইল জাড়ে॥

* এই সমস্যাটি যাঁহার নিকট হইতে সংগৃহীত, তিনি ইহার উত্তর জ্ঞাত নহেন। পত্রিকার পাঠকবৃন্দের মধ্যে কেহ জানিলে পত্রিকা সম্পাদককে লিখিয়া জানাইবেন।

৫০

এক রান্ধুনী রান্ধে বাড়ে সর্ব্বলোকে খায়।
সেই রান্ধুনী ঘর সোন্দালে হাঁড়ি ছুয়া হয়॥
উত্তর—যুগানী, যাহারা চূণ তৈয়ারী করে।

৫১

বাঁচিলে এক ম'রলে দুই।
কাম কাজ করিয়া তুলিয়া থুই॥
উত্তর—ঝিনুক।

৫২

একন হাড়ি টেমক গাড়ি
কোন কুমারে গড়াইচে।
সোনা রূপায় ভরাইছে॥
উত্তর দাড়িম।

৫৩

উয়াকে দিয়া উয়াকে রাঁন্ধ্ চোঙ্
উয়াকে পাড়ি বইস।
এই ছিক্কা ভাঙ্গি দিয়া ভাত খাবার আইস॥

উত্তর—কোন রমণী পাটকাটীর দ্বারা পাটশাক রন্ধন করিয়া ছালা পাতিয়া উপবেশনপূর্ব্বক ভোজন করণার্থ এই সমস্যা বলিয়া তাহার স্বামীকে আহ্বান করিতেছে।

৫৪

ধোবায় না দেয় ধুইয়া দর্জ্জী না দেয় সিয়া।
সেই কাপড়খান পরিয়া গেনু বামণপাড়া দিয়া
উত্তর—কলাপাতা।

৫৫

মামার ঘরের বাড়ী গেনু
একপাল গরু দিলে আন্তে আনবার না পারিনু
উত্তর—বেঙ্গ।

৫৬

আকাশে থুনু সাক্ষী পাতালে থুনু সাক্ষী।
একে ডুবে তুল্নু চোঙ্গানী কাটা পথি॥
উত্তর—শামুক।

৫৭

ইদি নাচে উদি নাচে।
তোমার বাড়ীত কি তাঁয় আছে॥
উত্তর—কুর্শি (জমির ঢিল ভাঙ্গিবার যন্ত্রবিশেষ)।

৫৮

মুঁহ মরা মচ্চ মোক ধরি আচ্চে।
হুন্দেথ বচ্চে তোক নিবার আচ্চে॥
উত্তর—বড়শী।

৫৯

একনা গচ ঝাপুর ঝুপুর।
তাত চড়িছে কালা কুকুর॥
উত্তর—উকুন।

৬০

দৌড়ি গেনু ধীরে আসনু।
লাল নাঠী ছাড়ি আসনু।
উত্তর—মলত্যাগ।

৬১

এটে রুনু গাচগাচালী ওটে রুনু গাচগাচালী
পাঙ্গা গেইল ডাল।
চুমা পখি ছাড়ি দিচোঁ আস্‌বে কত কাল॥
উত্তর—ধুম।

৬২

বিনি বোঁটায় ফুটে ফুল, দেখিতে সুন্দর॥
উত্তর—সিন্দুর বিন্দু।

৬৩

পানি পানি ফিরে বীর নহে পানি মাচ।
হস্ত নাই পদ নাই ফিরে দেশে দেশ॥
ব্রাহ্মণ নয় ছত্রী নয় গলে ধরে সূত।
যুঝ করিবার বেলা বোলে অদ্ভুত॥
উত্তর—করতাল।

৬৪

মৎস্য নাম ধরে বীর মৎস্য কভু নয়,
দিবারাত্রি অরণ্যে রয়।

হায়াত মামুদে কয় শ্লোক ভাঙ্গা
অৰ্দ্ধেকখান মৎস্য তার অৰ্দ্ধেকখান রাঙ্গা
উত্তর—মাছরাঙ্গা পক্ষী।

৬৫

মূলাকার বীর তার সর্ব্বগায় শিং।
দেড় বুড়ি অণ্ড তার এক গোটা লিং॥
উত্তর—কাঁটাল।

৬৬

আকাশেতে থাকে, নারী নাম ধরে,
নহেত কামিনী।
আকাশেতে গঙ্গা বন্দী হইল কেমনি॥
উত্তর—নারিকেল।

৬৭

উনিশ নয়ন বদন সাত।
অষ্ট জিহ্বা দুই হাত॥
শাস্ত্র বিচারিয়া চাও।
কোন জীবের ছয় পাও॥
উত্তর—মহাদেব। *

৬৮

এক দিনে জন্ম হইল ভগিনী দুইজন।
মাও আছে বাপ নাই বিধাতার গঠন॥

দুই কন্যার এক নাম এক জায়গায় ঘর।
শিশুকাল হইতে কাপড় মস্তকের উপর॥
উত্তর—স্তন-যুগ্ম।

পুকুটী আট মাথা ফ্যার।
পেট টিম্ টিম্ লিংটা সার।
উত্তর—ঝাড়ি

৭০

এক মরদ ম'রয়া গেল
হাজার জন হইল গোট।
কেমন করিয়া ভরেয়া দিবে
ফোঁড় কোণা হইল আঁট॥
উত্তর—পিপীলিকার আহার সংগ্রহ।

৭১

কুনামে কন্যা তার পঞ্চরস।
তার ঘরে পঞ্চপুত্র সংসার করিল বস॥
বড়য় বড়য় খায়।
উত্তর—গরীবের প্রতি ফিরিয়া না চায়॥
উত্তর—ইক্ষু।

৭২

পাকেও না ফুলেও না।
বৌ বেটী তাক চাকেও না॥ উত্তর—হাট।

* যাহার নিকট হইতে এই সমস্যাটি সংগৃহীত হইয়াছে, উত্তরও সেই বলিয়া দিয়াছে। কিন্তু উহার বর্ণনার সহিত সে উত্তরের আদৌ সামঞ্জস্য লক্ষিত হয় না। সম্ভবতঃ এই প্রহেলিকাটির অন্য কোন সুসঙ্গত অর্থ থাকিতে পারে; আমাদের সে নিরক্ষর কৃষকটি হয় তো তাহা অবগত নহে।

হেঁয়ালীর দুর্ব্বোধ্য প্রাদেশিক শব্দগুলির অর্থ।

১। নটর পটর=দোদুল্যমান, গমনকালে হাতদোলা। ২। চিকাচিকা=সাধারণতঃ গন্ধমূষিককে এদেশে চিকা বলে, কিন্তু এস্থলে সে অর্থ সুসঙ্গত হয় না। সম্ভবতঃ কেবল পাদপূরণানুরোধে এখানে এ শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকিবে। ৩। ভুঁই=ভূমি শব্দের অপভ্রংশ। ৪। নিকা=মার্জ্জনা করা। ৫। চৌকা=চক্ষুবিশিষ্ট ; যথা—গো-চৌকা গরুর ন্যায় চক্ষু-বিশিষ্ট, গৌণার্থে পশুবৎ কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানহীন। ৬। টিকা=নিতম্ব। ৭। ঘোক্কর খাই =মৃত্তিকা খননের সময় যে ঘস ঘস রব হয়, বোধ হয় তাহা হইতে এই ঘোক্কর শব্দের উৎ-পত্তি। এখানে গভীর গর্ত্ত বুঝাইতেছে। ৮। খোঁড়ে=খনন করে। ৯। পুকটী= টিকা ও পুকটী একার্থবাচক শব্দ, কিন্তু স্থলবিশেষে পুকটী বলিলে গুহ্যকেও বুঝায়। ১০। চুট্টুত পাকড়া=খৈ ভাজিবার সময় যে চুট পুট শব্দ হয় সেইটি প্রকাশ করাই সম্ভ-বতঃ কবির উদ্দেশ্য। পাকড়া শব্দ নিরর্থক, বোধ হয় পাদপূরণার্থ ব্যবহৃত। ১১। মগ্যোত-- মধ্যত=মাঝখানে। ১২। ভ্যাঁকুরা=বক্র। ১৩। দাবড়ে=দাবড়াইয়া, তাড়াইয়া। ১৪। তালাপুরত=করতলে। ১৫। লক্ষ্মীপুর=নখচন্দর, ভাবার্থে প্রযুক্ত। ১৬। ধোন্দলা =সুবৃহৎ, স্থূল। ১৭। ভ্যাঁট=কুমুদ খোঁচা। গোলাকৃতি বলিয়া কাঁচা গুবাকের সহিত উহার উপমা দেওয়া হইয়াছে। ১৮। থাসমথুসুম=থসথস করে, ছোবড়া বিশিষ্ট। ১৯। খ্যাকটালী=বিশ্রী, উৎকট। ২০। গোন্ধায়=গন্ধ করে। ২১। ইনকিচি ঘিনকিচি= ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম। ২২। চোচা=খোসা। ২৩। বিচি=আঁটী। ২৪। কুটা= তৃণাদির খণ্ড। ২৫। বিয়ানে=সকালে, প্রাতঃকালে। ২৬। গুঁড়ে=লাথি, পদাঘাত ২৭। মাজা=মধ্যাংশ। মজ্জা শব্দ হইতে বোধ হয় মাজার উৎপত্তি, সারভাগ। ২৮। ভুমভুম=ভুমভুম শব্দটা ভারিত্ব জ্ঞাপক, যেমন ভুমভুম করে ভারী। ২৯। বাগুচা= বাগিচা, বাগান। ৩০। আরাবাড়ী=জঙ্গল। ৩১। হাতে=হইতে। ৩২ বিরাইল= বাহির হইল। ৩৩। মারসুপাক=কথাটা পাক মারসু অর্থাৎ দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দেওয়া হইল। ৩৪। লেঙ্গুর=লেজ, পুচ্ছ। ৩৫। সরপ্পা=কেশে জাতীয় বৃক্ষ ; সরপ্পার কলম ও বেড়া ইত্যাদি হয়। ৩৬। আগায়=এগিয়ে যাওয়া, অগ্রগামী হওয়া। ৩৭। সারা= সমুদায় (Whole)। ৩৮। যুগী আসন ধরে=যোগীর ন্যায় আসন ধারণ করে অর্থাৎ যোগাসনে উপবিষ্ট হয়। ৩৯। রাও=রব, কথা। ৪০। একনা=একটি। ৪১। কালীকুত্তা=কেলে কুকুর। ৪২। হুর্=একটি অব্যয় পদ, দূরদৃষ্ট কোন পদার্থ বা জীবজন্তুকে প্রদর্শনের নিমিত্ত ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; যথা হুর্ দেখ, হুর্ গেইল্ (গেল) ইত্যাদি। ৪৩। ধান্দা=কর্ম্ম। ৪৪। গেইল=গেল। ৪৫। নোয়ায়=না হয়, নয়। ৪৬। পাণিমাচ=কচ্ছপ। ৪৭। ছত্রী=ক্ষত্রিয়। ৪৮। সূত=সূত্র, যজ্ঞোপবীত অর্থে ব্যবহৃত। ৪৯। যুঝ=যুদ্ধ। ৫০। আঁট=অপরিসর, সঙ্কীর্ণ। ৫১। ফ্যার=প্রশস্ত।

৫২। গোট=একত্রিত। ৫৩। ভরেয়া দিবে=প্রবেশ করাইয়া দিবে। ৫৪ ফোড়কোণা=রন্ধ্র টি ৫৫। মোচাকোচা=নিকান পোঁচান, সম্মার্জ্জিত। ৫৬। যুঝে=যুদ্ধ করে। ৫৭। পইল=পড়িল। ৫৮। ধুম=ধুম শব্দ করিয়া পড়ে বলিয়া আমকে এখানে ধুম নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ৫৯। চুম=চুম্বন করা। ৬০। পিঠিত=পৃষ্ঠদেশে। ৬১। ঘুক্কুত=এ শব্দটি কেবল পাদপূরণার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে; নচেৎ ইহার বিশেষ কোন অর্থ নাই। ৬২। বান্ধন=গ্রন্থি, গাঁট। ৬৩। ভাটী=Downward। ৬৪। আইল=আসিল। ৬৫। ছুতার=সূত্রধর, মিস্ত্রী। ৬৬। বাইশ=সূত্রধরদের অস্ত্রবিশেষ। ৬৭। গচ=গাছ, বৃক্ষ। তেলের ঘানি বা ইক্ষু মাড়িবার যন্ত্রকেও এদেশে গচ বলে। যথা তেলের গচ, কুশাইরের গচ। ৬৮। রুনু=রোপণ করিনু। ৬৯। মেয়ামেষ্টী=প্রচুর, বহুসংখ্যক। ৭০। পাষ্টি=আঁতুড়, এখানে ভাবার্থে প্রসব। ৭১। হের=এটিও একটি অব্যয় পদ। কোন বিষয় কাহারও মনোযোগ আকর্ষণার্থ এই শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা হের দেখ, হের শুন। ৭২। বেতবাড়ী=বেতবন। এদেশে বন বা ক্ষেত শব্দের পরিবর্ত্তে প্রায়ই বাড়ী শব্দ প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়। যথা আয়া (জঙ্গল) বাড়ী, ধানবাড়ী, পাটাবাড়ী ইত্যাদি। ৭৩। সিনসিন=শীর্ণ। ৭৪। পাতারি=পত্র সকল। ৭৫। হুদুমধুম=বৃহৎ। ৭৬। ঝুমঝুম=ঘন সন্নিবিষ্ট, যথা ঝুমঝুম করিয়া গয়না পরিয়াছে; ঝুমঝুম করিয়া ফল ধরিয়াছে। ৭৭। ধলধল=ধূলির ন্যায়, এখানে শ্বেতবর্ণ। ৭৮। বিছন=বীজ। ৭৯। তেল চুকচুক=তৈলবৎ মসৃণ। ৮০। জমির=জম্বীর, নেবু। ৮১। টোকা=অঙ্গুলির দ্বারা আঘাত করা। ৮২। ছাঞ্চা=চালের বহিরংশ। ৮৩। জাড়ে=শীতে। ৮৪। সোন্দালে=প্রবেশ করিলে। ৮৫। ছুয়া=অপবিত্র। ৮৬। টেমকগাড়ি=অহঙ্কারী, গরবিনী। ৮৭। উয়াকে=উহার দ্বারা। ৮৮। সিয়া=সেলাই করিয়া। ৮৯। চোলানি কাটা=এ শব্দটির এখন আর এদেশে চলন নাই; অর্থ বোধ হয় ডানাকাটা। ৯০। ইদি=এই দিক দিয়া। ৯১। উদি=ওদিক দিয়া। ৯২। তাঞ্র=তাহা। ৯৩। হুদ্দেখ=হুর দেখ, অর্থাৎ ঐ দেখ। ৯৪। মচ্চে, আচ্চে, বচ্চে এই কথাগুলি যথাক্রমে মরিয়াছ, আসিয়াছে, বসিয়াছে শব্দের সংক্ষেপ।

ক্রমশঃ

শ্রীপূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ।

বাণ রাজার বাড়ী।

১৩১৫ বঙ্গাব্দের ৪ঠা ফাল্গুন প্রাতঃকালে ৯ ঘটিকার সময় সুপ্রসিদ্ধ পুরাণোক্ত শিবোপাসক চড়ক পূজার প্রবর্ত্তক বাণরাজার বাড়ী দেখিতে যাই। এই বাড়ী পুলিশ ষ্টেশন গঙ্গারামপুরের অন্তর্গত রাজিবপুর গ্রামে। দিনাজপুর সদর ষ্টেশন হইতে বরাবর গঙ্গারাম পুরের রাস্তা ধরিয়া দক্ষিণ দিকে চলিয়া গেলে পঞ্চদশ মাইল স্তম্ভের পর রাস্তার বাম ধারেই এই পুরীর ধ্বংসাবশেষ। কর্ম্মপটু ও পরিশ্রমী সাঁওতালগণ এই স্থান আবাদ করিতেছে। তদ্ধেতু এই জঙ্গলাকীর্ণ স্থান সুন্দর ভাবে পরিস্কৃত হইয়াছে এবং ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিবার বেশ সুযোগ হইয়াছে। এই পুরীর উত্তরে যে স্থানে শিবখাড়ি গঙ্গারামপুর রাস্তাকে বিভক্ত করিয়া পুনর্ভবা নদীতে মিশিয়াছে সেই স্থানে ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড কৃত একটি বড় কাঠের সেতু আছে। এই সেতু পার হইলেই বামদিকে বিরূপাক্ষের মন্দির। যে মন্দিরে বিরূপাক্ষ শিবলিঙ্গ এখন আছেন, তাহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। দিনাজপুরের বর্ত্তমান রাজবংশের ঊর্দ্ধতন পুরুষ রাজা রামনাথ এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। সে সম্বন্ধে যে গল্প প্রচলিত আছে, তাহা উল্লেখ করিতেছি। রাজা রামনাথের সময়ে দুইটি ব্রাহ্মণ একদা বাণপুরীর ধ্বংসাবশেষের নিকটবর্ত্তী স্থানে নিদ্রিত ছিলেন। তাঁহাদের প্রতি স্বপ্নাদেশ হয় যে, বাণরাজা কর্ত্তৃক স্থাপিত ও পূজিত বিরূপাক্ষ শিবলিঙ্গ তাঁহাদের বিশ্রামস্থলের নিকটবর্ত্তী স্থানে জঙ্গলাবৃত আছেন। এই লিঙ্গ পুনঃ স্থাপন ও পূজা করার আদেশ তাঁহাদের প্রতি হয়। ব্রাহ্মণদ্বয় এই স্বপ্নাদেশের বিষয় রাজা রামনাথের গোচর করিলেন। রাজা রামনাথ সেই স্থলে একটি ইষ্টক মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। এই মন্দিরের যে চূড়া ছিল, তাহা এখন আর নাই। ছাদ পড়িয়া গিয়াছে। কয়েক-খানা ঢেউতোলা (করগেট) টিন এখন ছাদের স্থলবর্ত্তী হইয়াছে। এই মন্দির নির্ম্মাণে পাথরের ব্যবহার অত্যন্ত কম দেখিলাম। কেবল প্রবেশ দ্বারে এবং বেদীতে পাথরের ব্যবহার হইয়াছে। ইহার একখানা পাথরে সূক্ষ্ম কারুকার্য্য আছে। পাথরগুলি বসানের রকম দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, এই পাথরগুলি অন্য কোন স্থলের শোভা বর্দ্ধন করিত। পরে এই মন্দির নির্ম্মাণের সময় ইহার পূর্ব্বস্থান হইতে এখানে আনা হইয়াছে। বিরূপাক্ষের গৌরীপাট ঠিক আছে, কিন্তু লিঙ্গের উপরিভাগ ভগ্ন হইয়াছে এবং ঐ ভগ্নাংশ মন্দিরের প্রাঙ্গণে কিংবা নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে দেখিতে পাইলাম না। লিঙ্গের অধোভাগ গৌরীপাটে সংযুক্ত আছে। শিব মন্দিরের সংলগ্ন দেবীর মন্দিরে কোন মূর্ত্তি নাই। কারুকার্য্যময় পাথরের বেদীর উপর দেবীর অর্চ্চনা হইয়া থাকে। এই প্রাঙ্গণের মধ্যে আর একটি মন্দিরে রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি ও শালগ্রামশিলার পূজা হয়। দিনাজপুর রাজাদের প্রতিষ্ঠিত প্রায় সমস্ত দেবস্থানেই রাধাকৃষ্ণের অবতার ভেদে বিগ্রহ

প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাওয়া যায়। এই বিরূপাক্ষ বিগ্রহ সেবার জন্য রাজা রামনাথ ৩ ০/ বিঘা জমি নিষ্কর দান করেন। এই নিষ্করের উপসত্ব হইতেই বিগ্রহের সেবা চলিতেছে; এরূপ জানিতে পারিলাম। এই মন্দির পশ্চাতে রাখিয়া কিছু দূর অগ্রসর হইলে একটি দরগার শেষচিহ্ন দেখা যায়। এখানে একটি পাথরের থামের বৃত্তাকার নিম্নভাগ দেখিলাম। তাহাতে দুইটি থাক আছে। এই থাক গুলি অর্দ্ধ বৃত্তাকৃতি বলয়ে শোভিত। স্তম্ভের উপরিভাগ ভগ্নাবস্থায় পড়িয়া আছে। পূর্ণ স্তম্ভ এই দুই ভাগের সংযোগে গঠিত। সন্ধিস্থল পাথরের কীলকে আবদ্ধ ছিল। আর কিছুদূর অগ্রসর হইলে সুলতান পীরের দরগা। এই দরগার মধ্যস্থলে একটি ইষ্টকনির্ম্মিত কবর ছিল। এখন ইটের গাঁথনি আলগা হইয়াছে। কবরের চারি কোণে চারিটি ধূসর বর্ণের পাথরের অষ্টকোণ স্তম্ভ দণ্ডায়মান আছে। স্তম্ভগুলি প্রত্যেকটি বেড়ে ১৮ ইঞ্চি হাতের ২১ ইঞ্চি কম বেশী ৩॥ হাত। চারিদিক উচ্চ ইষ্টক প্রাচীরে বেষ্টিত। প্রাচীরের কতক অংশ এখনও দণ্ডায়মান আছে। গাঁথনি এত পাতলা যে, মনে হয় ইটের উপর ইট সাজান রহিয়াছে; কিন্তু মাটির গাথনি হইলেও বেশ শক্ত। এই দরগার প্রবেশ-দ্বার পাথরে গাঁথা। সম্মুখেও কতকগুলি পাথর স্তূপীকৃত আছে। পাথরগুলি দেখিলেই মনে হয় অন্য কোন ধ্বংস হইতে আনীত। এই পাথর গুলির মধ্যে কতকগুলি (consolidated clay stone) কষ্টিপাথর ও কতকগুলি (grey gragnite) ধূসরবর্ণের পাথর। কষ্টিপাথরগুলি সূক্ষ্মকারকার্য্যময়, ধূসরবর্ণের পাথরগুলি স্থূল নকসা বিশিষ্ট। সুলতানপীরের দরগার দক্ষিণেই অমৃত ও জীবন পুষ্করিণী। পুকুর দুইটি আয়তনে ক্ষুদ্র। কিম্বদন্তি যে এই পুকুর দুইটি বাণরাজার সময়ে এবং উহার জল স্পর্শে মৃত ব্যক্তিও পুনর্জীবিত হইত। এখনও প্রতি বৎসর বারুণীর সময় ঐ অঞ্চলের বন্ধ্যা ও মৃতসন্তান স্ত্রীলোক সন্তান কামনায় এই পুকুরে দুইটি সিঙ্গি মাছ ছাড়িয়া দিয়া স্নান করে। এবার পুকুর দুইটি শুষ্ক দেখিলাম। পুকুর গুলি হিন্দুদের কৃত তাহাতে সন্দেহ নাই কারণ উত্তর দক্ষিণে লম্বা। এই অমৃত পুকুর হইতেই বুকানন হেমিলটন সাহেব দিনাজপুরের কালেক্টরির সম্মুখস্থিত পাথরের বৃষ লইয়া যান। দিনাজপুর সদর গণেশতলার শ্বেত প্রস্তরের গণেশমূর্ত্তি এবং দিনাজপুর রাজবাড়ীর প্রধান প্রবেশদ্বার ও তৎসংলগ্ন পুষ্পোদ্যানের প্রস্তরস্তম্ভগুলি বাণরাজার বাড়ী হইতে আনীত এরূপ বুকানন হেমিলটন সাহেব ঐতিহাসিক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গণেশমূর্ত্তির ও রাজবাড়ীর প্রবেশ দ্বারের কারুকার্য্য ও শিল্পচাতুর্য্য দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। কত যুগ পূর্ব্বে এই প্রকাণ্ড প্রস্তর খণ্ড সমূহ কতদূর হইতে আনীত হইয়াছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। এই পাথরগুলি সহজে বহনের কোন প্রকার যন্ত্র ছিল, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। পাথরগুলি অতীত শিল্প চাতুর্য্যের যে নিদর্শন আমাদের নিকট উপস্থিত করে, তাহা ভাবিলেও আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। উক্ত পুকুর দুইটির চতুর্দ্দিকে অনেক ইষ্টকস্তূপ ও ইট ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ান আছে দেখা যায়। মৃত্তিকা খুঁদিলে পুরাতন হর্ম্ম্যাদির চিহ্ন দেখিতে পাওয়া

যায় কিনা, তাহা দেখা আবশ্যক। কতকদূর দক্ষিণে অগ্রসর হইলে আর একটি অপেক্ষাকৃত বড় পুকুর দেখিতে পাইলাম। এই পুকুরের জল অপরিষ্কার বোধ হইল। কিন্তু পুরাতন পুকুরে যেরূপ জঙ্গলপূর্ণ থাকে সেরূপ কিছু দেখিলাম না। চারিধার বেশ পরিষ্কার। উক্ত পুকুরের নিকটেই অত্যন্ত উচ্চ একটি ধ্বংস স্তূপ আছে। কিম্বদন্তী এইস্থানেই রাজার বাসের অট্টালিকা ছিল। ইহার দক্ষিণে আরও কতকগুলি ইষ্টকস্তূপ আছে। তাহার পর ক্রমে পরিখার নিকট আসা যায়। এই পুরীর দক্ষিণ অংশেও কতকগুলি পাথর স্তম্ভের গোড়ালি দেখিতে পাওয়া যায়। রাজপুরীর চারিদিকে গড়খাই ছিল, এরূপ বুকানন হ্যামিল্টনের পুস্তকে দেখিতে পাই। বর্ত্তমানে উত্তর ও দক্ষিণদিকে গড়খাই দেখিলাম। পশ্চিম দিকে কতকটা গড়খাই আছে। গড়খাই বেশ প্রশস্ত। উত্তরদিকে কতকটা স্থানে এখনও পরিষ্কার জল আছে। এই রাজবাড়ী হইতে উত্তর ও দক্ষিণদিকে যাওয়ার জন্য দুইটি বেশ চওড়া রাস্তা গড়খাই ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। বাণরাজার বাড়ীর অধিকাংশ স্থলেই কর্ম্মঠ সাঁওতালগণ চাষ আবাদ করিতেছে। তাহাদের হল তাড়নায় কোন কোন স্থল হইতে বিভিন্নবর্ণের মিনা কাজ করা ইষ্টকখণ্ড নয়ন গোচর হইতেছে। মিনা কাজগুলি উৎকৃষ্ট। কতশত বৎসর মাটির নীচে পড়িয়া আছে; কিন্তু বর্ণের ঔজ্জ্বল্যের কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটে নাই। যে সমস্ত শিল্পিগণ শিল্পচাতুর্য্যে এতটা উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বিবরণ সংগ্রহ করা অসম্ভব। যে উচ্চ ধ্বংস স্তূপের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহা এখনও সাঁওতালগণের হলের আয়ত্তাধীন হয় নাই, কাজেকাজেই তাহার ভিতর কি আছে বর্ত্তমানে জানিতে পারি নাই। বাণরাজার বাড়ী পুনর্ভবা নদীর পূর্ব্বপাড়ে। অপর পাড়ে বাণরাজার বাড়ীর তুল্য উচ্চ আর একটি বড় বাড়ীর ধ্বংসস্তূপ দেখা যায়। প্রবাদ যে, ইহা বাণরাজার কন্যা উষার বাড়ী। জঙ্গলাবৃত থাকাতে দেখিতে পারিলাম না।

উষার বাড়ীর কিছু দূরে নারায়ণপুরগ্রামে একটিবারদ্বারি ছোট দালানের ধ্বংসাবশেষ দেখিলাম। ইহার দরজার আকার এইরূপ। ⌂ দেয়ালের বাহিরের দিকের ইটগুলিতে পদ্মের ছবি সুন্দর ভাবে খোদাই করিয়াছে। কার্ণিশের নিম্নে দালান বেষ্টন করিয়া একটি লতা সুন্দর ভাবে ইটের উপর খোদাই করা আছে। কার্ণিশে নিলাভ রং ফলান ছিল, এরূপ চিহ্ন দেখা যায়। দালানের ২।৪ স্থানে আস্তরের চিহ্ন দেখা যায়; তাহাও বেশ সুন্দর। উপরের ছাদ পড়িয়া গিয়াছে; এইজন্য ভিতর দেখিতে পারিলাম না। বুকানন হেমিলটন বলেন যে পেরুয়াতে গয়েসউদ্দিনের যে কবরখানা আছে, এই দালান দেখিতে সেইরূপ। ইহা হইতে তিনি অনুমান করেন যে ইহাও কবরখানা। বাড়ীর চারিদিকে অনেকগুলি পাথর দেখিলাম। পাথরগুলি বাণরাজার বাড়ী হইতে আনীত এরূপ বোধ হইল। এই বাড়ীর

নিকটেই পীরবাহাউদ্দিনের স্থান। চারিদিকে ইষ্টক ও পাথরের মিশ্রিত গাথনি। উপরে ছাদ নাই। ভিতরে অত্যন্ত জঙ্গল থাকাতে দেখিতে পারিলাম না। প্রবেশদ্বার কষ্টিপাথরে বান্ধা। এই স্থান হইতে উত্তর দক্ষিণে লম্বা একটি পুকুর পর্য্যন্ত পাথরের ঘাট বান্ধান আছে। ঘাটটি পুকুরের কোণ দিয়া বান্ধান। পুকুরটি হিন্দুর পুকুর। এখানে এই পুকুর ব্যতীত হিন্দুকীর্ত্তির চিহ্ন আর কিছু দেখিতে পাইলাম না। এই বান্ধাঘাটে দুইটি পাথরের স্ত্রীমূর্ত্তি দেখিলাম স্ত্রীমূর্ত্তিদ্বয়ের কবরী বন্ধনের রকম দেখিয়া মনে হইল যে, বঙ্গরমণীর আদর্শে মূর্ত্তি খোদিত হইয়াছে। তাহা হইলে শিল্পী বাঙ্গালী বলিয়া অনুমান করা অন্যায় হইবে না। ঘাটের নিকটেই বড় এক খণ্ড পাথর আছে। তাহাতে এই কয়েকটি অক্ষর লেখা দেখিলাম,—বা থ জা।

দিনাজপুর হইতে ১৪ মাইল দক্ষিণ গঙ্গারামপুর থানার অধীনস্থ মাহেরগ্রামে শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ সরদারের বাড়ীতে একটি মন্দির আছে। মন্দিরটি উক্ত প্রাণকৃষ্ণ সরদারের পিতামহ নির্ম্মাণ করায়। প্রাণকৃষ্ণের বয়স এখন ৪৫ বৎসর হইবে। তাহা হইলে বুঝিতে পারা যায় এই মন্দির ন্যূনকল্পে ১০০ বৎসর পুরাতন হইবে। মন্দিরের গঠন কান্তনগরের কান্তজীর মন্দিরের মত। ইট গুলিতে পৌরাণিক মূর্ত্তি খোদিত। মন্দিরের ভিতরে রং ফলান আছে। যদিও বহুদিনের ফলান রং কিন্তু দেখিলে মনে হয় যেন রং সদ্য ফলান হইয়াছে। এ মন্দির ভিখাহার গ্রামের মিস্ত্রি তৈরী করিয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। স্থানীয় লোক বলিল যে এই ভিখাহার মালদহ জেলান্তর্গত গাজল থানার অধীন।

শ্রীকেদার নাথ সেন।

আদালত দেওয়ানি
জেলা দিনাজপুর
সন ১২২১ বাঙ্গলা

লেখকের পূর্ব্বপুরুষকে ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে দত্ত ওকালতি সনন্দের অবিকল নকল।

এয্যতাছার শ্রীগোলকচন্দ্র সেন বাকীয়ত বাসন্দঃ।—

তুমি ইংরেজী ১৮১৪ সালের ২৭ আইনের এবং সন ১৮৪৬ সালের ১ আইনে হুকুমমতে এই জেলা দিনাজপুরের দেওানি আদালতে ওকালতি কর্ম্মে মোকরর হইলা জাবত তুমি তোমার প্রতি অর্পণ হওা কর্ম্ম সুন্দর মতে নির্ব্বাহ করিবা ও আপন ভাব সম্পর্কীয় কর্ম্ম কার্য্যের নির্ব্বাহ জথার্থরূপে ও মোনজোগ পূর্ব্বক একণকার চলিত আইনের কি ওতরকালে জে ২ আইন নিদৃষ্ট হইবেক তাহার হুকুমের প্রতি দৃষ্টী রাখিয়া করিবা—ও জাবত তোমার মন্দ চালিচলন প্রকাষ না হয় তাবত এ কর্ম্ম হইতে তগীর হইবার যোগ্য হৈবানা ইতি সন ১৮৪৯ ইং তারিখ ২৩ জানওারি...

দস্তখত...... (নাম বুঝিতে পারা গেল না)

পাবনার জোড়-বাংলা।*

আমি গত বৈশাখ মাসে বিশেষ প্রয়োজন উপলক্ষে পাবনা গিয়াছিলাম। তথায় দুই দিবস মাত্র ছিলাম, এবং সেই সময়ে পাবনার কোন দ্রষ্টব্য প্রাচীন কীর্ত্তি দেবালয়, মস্‌জেদ্, মূর্ত্তি, প্রতিমা বা তদ্রূপ কোন চিহ্ন আছে কি না, তাহার অনুসন্ধান করায় জানিতে পারি যে, পাবনা সহরে কেন সমগ্র জেলায় তাহার একান্ত অসদ্ভাব। † তবে কথায় কথায় তথায় একটি ইষ্টক-নির্ম্মিত জোড়-বাংলা নামক মন্দির থাকার বিষয় জানিতে পারি, এবং তাহা আমার বাসা হইতে অদূরবর্ত্তী জানিয়া দেখিতে যাই। জোড়-বাংলাকে কেহ কেহ একটি মস্‌জেদ্ বলিয়াও বর্ণনা করিয়াছিলেন, এবং দূর হইতে তাহা মস্‌জেদ্ বলিয়াই আমারও অনুমিত হইয়াছিল. কিন্তু নিকটে গিয়া দেখিলাম যে, ইহা মস্‌জেদ্ নহে,—একটি দেবালয় ও হিন্দুকীর্ত্তি।

এ যাবৎ কানিংহাম প্রভৃতির গ্রন্থে পাঠ করিয়াছি যে, বাঙ্গলা দেশের এবং তৎসীমা-বহির্ভূত স্থানেরও কতকগুলি মস্‌জেদ্ বাঙ্গলার ধরণে (Bengalee fashion) নির্ম্মিত। বাস্তবিকও এ দেশের মস্‌জেদ্, শিবালয় ও অনেকস্থলে বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতার মন্দিরও আমাদিগের দেশের নিজস্ব বাঙ্গলা ঘরের ধরণে নির্ম্মিত। কিন্তু অনুধাবন করিয়া না দেখিলে, এ গুলি যে বাঙ্গলা ঘরের ধরণে নির্ম্মিত তাহা সহজে মনে হয় না। মালদহ জেলার একটি স্থানের পীরের মস্‌জেদ্ দূরবর্ত্তী ময়দানের মধ্য দিয়া যাইবার সময় আমার হঠাৎ একটি বাঙ্গলা ঘর বলিয়া ভ্রান্তি জন্মিয়াছিল; এবং তদবধি লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি যে, এ দেশের অধিকাংশ মসজেদে, শিবালয়ে ও দেবমন্দিরে বাঙ্গলা ঘরেরই আদর্শ পরিবর্ত্তিত আকারে স্থপতিগণের সাধারণতঃ অবলম্বনীয় হইয়াছে। এই সকল মস্‌জেদ্ ও মন্দির নির্ম্মাণে কোন বিদেশীয় আদর্শ গৃহীত হয় নাই, আমাদের দেশেরই বাঙ্গলা ঘর নানা আকারে নানা স্থানে ইষ্টক প্রস্তরাদি সংযোগে মন্দির মস্‌জেদ আদির আদর্শ প্রদান করিয়াছে। ইলিয়াস বংশীয় স্বাধীন ভূপতি সেকন্দর সাহের সুপ্রসিদ্ধ সুবিশাল আদিনা মস্‌জেদও এই আদর্শে নির্ম্মিত। পাবনার এই হিন্দুকীর্ত্তি, এক সময়ের বিষ্ণুমন্দির, বিগ্রহশূন্য হওয়ার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত "জোড়-বাংলা" নামে জনসাধারণের নিকট পরিচিত থাকিয়া এ দেশের মসজেদ্ ও মন্দির নির্ম্মাণে স্থপতিগণের কি আদর্শ ছিল, তাহা স্মরণ করাইয়া দিতেছে।

জোড়-বাংলার আদর্শস্মারক নাম ব্যতীত অন্য ঐতিহাসিক মূল্য বেশী আছে, বোধ হয় না। ইহার প্রাচীন প্রকৃত তথ্য অতীতের তমসাচ্ছন্ন গর্ভে নিহিত। জনশ্রুতি এই যে,

* ২০ নং চিত্র দ্রষ্টব্য। এই প্রবন্ধ রঙ্গপুর শাখা সাহিত্য পরিষদের পঞ্চম বার্ষিক পঞ্চম অধিবেশনে পঠিত ও আলোচিত হইয়াছে। ১৩১৬ ৩য় সংখ্যার পরিশিষ্টে মুদ্রিত কার্য্য বিবরণে প্রবন্ধালোচনা দ্রষ্টব্য।

† হাণ্ডিয়াল ও নীমগাছির জঙ্গলে কিছু কিছু পুরাকীর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

ন চিত্র

প জোড় বাংলা

রে উক্ত প্রবন্ধ হইতে

Engraved & Printed by
K. V. SEYNE & BROS.

জোড়-বাংলা পাবনা বাসী ব্রজমোহন রায় ক্রোড়ী নামক জনৈক ব্রাহ্মণ সন্তান কর্ত্তৃক বাঙ্গলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ্দৌলার সময় নির্ম্মিত ও তথায় তিনি শ্রীশ্রী৺রাধা-গোবিন্দ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ব্রজমোহন রায় নবাব সরকারে সহর মুর্শিদাবাদে সামান্য বেতনে চাকুরী করিতেন, পরে কার্য্যদক্ষতাগুণে ক্রমশঃ নবাবের বিশ্বাসভাজন ও প্রীতিপাত্র হইয়া উচ্চপদ লাভ ও বহুবিত্ত উপার্জ্জন করেন, এবং "ব্রজমোহন ক্রোড়ী" (সম্ভবতঃ ক্রোড়পতি) নামে খ্যাত হইয়া উক্ত শ্রীবিগ্রহ ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এরূপ কথিত আছে যে, একদা মুসলমান পর্ব্ব পবিত্র রমজান মাসীয় রোজার সময়ে নবাব বাহাদুর একটি সুগন্ধ পুষ্পের আঘ্রাণ লইতে ছিলেন, তাহা দেখিয়া ব্রজমোহন "ঘ্রাণে চ অৰ্দ্ধভোজনং" বলিয়া কুসুমাঘ্রাণে অর্দ্ধভোজন ঘটিয়া নবাবের রোজা ভ্রষ্ট হইল,—বলেন। রোজাভ্রষ্ট হইল শুনিয়া নবাব বাহাদুর আপন খানা আনয়ন জন্য আদেশ দেন। খানা আনীত হইলে তাহার সুঘ্রাণে গৃহ ভরপুর হইয়া উঠে। ইহাতে নবাব বলেন যে, "তোমরা সকলেই খানার ঘ্রাণ পাইয়াছ, অতএব তোমাদেরও অৰ্দ্ধভোজন হইল এবং তৎসহ ব্রাহ্মণ ব্রজমোহনেরও জাতি ও ধর্ম্মনাশ অবশ্যই ঘটিল।" ইহা বলিয়া নবাব ব্রজমোহনকে মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বলেন। ব্রজমোহনও নবাব-বাক্যের গূঢ়মর্ম্মাববোধ করিয়া, নবাবের আদেশের অপালন অসম্ভব জানিয়া, উত্তর করেন,—"আমার জাতি ও ধর্ম্ম অবশ্যই নষ্ট হইল, আমার মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণই শ্রেয়স্কর, তবে আমি হুজুরের আদেশ পাইলে দেশে গিয়া স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া আসিয়া সপরিবারে হুজুরের অভিপ্রায় মত মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হই, আমার এই কামনা।" নবাব ব্রজমোহনের এই সুযুক্তি সঙ্গত বাক্যে প্রীতি-লাভ করিয়া তাঁহাকে দেশে যাইবার অনুজ্ঞা প্রদান করেন, এবং সহর মুর্শিদাবাদাস্থিত আপন ধনসম্পত্তি সমুদয় সঙ্গে লইয়া তিনি নৌকাযোগে পাবনায় গমন করেন। তথায় গিয়া শ্রীবিগ্রহসেবার ভার জনৈক সন্ন্যাসীর উপর প্রদান করতঃ প্রচুর ধন ও নবাব প্রদত্ত শ্রীবিগ্রহ সেবার্থ প্রাপ্ত দেবোত্তর জোড়-বাংলা পাড়া নামক ভূসম্পত্তির স্বত্ব স্বামিত্বও তাঁহাকে অর্পণ করেন এবং অবশিষ্ট নগদ স্বর্ণমুদ্রাদি যাবতীয় ধন সপ্তসংখ্যক পিত্তল কলসে পূর্ণ করিয়া জোড়-বাঙ্গলার নিকটবর্ত্তী একটি দীর্ঘিকাগর্ভে প্রোথিত করেন। তৎপরে নৌকাযোগে পাবনা ত্যাগ করিয়া "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ, পরধর্ম্ম ভয়াবহঃ," বাক্য স্মরণ করতঃ স্বধর্ম্ম-নাশ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পদ্মাগর্ভে আত্মজীবন বিসর্জ্জন করেন। ব্রজমোহনের পর ভীষণ মন্বন্তর গিয়াছে, ও বহুকাল অতীত হইয়াছে। জোড়-বাংলা পাড়া আম্র-পনস-বংশ-বৃক্ষাদি সমাকীর্ণ বিজনবনে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, অর্থের অস্বচ্ছলতায় দেবসেবা বন্ধ হইয়াছে, এবং ব্রজমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী৺রাধাগোবিন্দবিগ্রহ পাবনাস্থ শ্রীশ্রীনরসিংহজীউর আখড়ায় স্থানান্তরিত হইয়া অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। আমি সময়াভাবে উক্ত আখড়ায় গিয়া শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া আসিতে পারি নাই।

জোড়-বাংলা মন্দিরের আয়তন খুব বৃহৎ নহে। অষ্টাদশ হস্ত পার্শ্ববিশিষ্ট এক খণ্ড

সম-চতুষ্কোণ ভূমির উপর ইহা নির্ম্মিত। পরস্পর সংলগ্ন বিপরীত দিকে দ্বারবিশিষ্ট দুইটি দো চালা বাঙ্গলা-ঘরের আকারে এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। ঠিক যেন দুইখানি দো-চালা বাঙ্গলা ঘর পাশাপাশি বিপরীত মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এই বাঙ্গলা দুইটির উচ্চতাও অষ্টাদশ হস্ত। বহির প্রাচীরের বেধ দুই হাত, মধ্য প্রাচীরের বেধ দেড় হাত। সম্মুখ বাঙ্গলার সংলগ্ন একটি বারাণ্ডা আছে, এই বারাণ্ডার ছাদ চারিটি স্তম্ভের উপর ন্যস্ত এবং দুই দুইটি স্তম্ভের মধ্যে কারুকার্য্যবিশিষ্ট "মেহেরাপ" আছে।

জোড়-বাংলার সম্মুখবর্ত্তী প্রাচীরের গাত্রে ও মস্তকে নানারূপ কারুকার্য্য খোদিত আছে। এই সকল খোদিত ইষ্টকময় কারুকার্য্য মধ্যে কতকগুলি নরনারী ও পশুর মূর্ত্তি। লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম তন্মধ্যে রামরাবণের যুদ্ধ, কৃষ্ণ বলরাম ইত্যাদি দেবদেবীর মূর্ত্তি। নিম্নভাগে পার্শ্বস্থিত খোদিত মূর্ত্তিগুলির মধ্যে এক পার্শ্বে ঢোল দমামা ইত্যাদি বাদ্যকর ও পালকী বেহারা নর্ত্তক নর্ত্তকী আদি মূর্ত্তিসহ একটি শোভাযাত্রা এবং অপর পার্শ্বে বন হইতে প্রত্যাগমনকারী সশস্ত্র এবং বংশদণ্ডসহযোগে বাহকস্কন্ধে শিকারসহ শিকারিগণের মূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে জোড়-বাংলা নির্ম্মাণের সময় এতৎপ্রদেশে জন-সাধারণের মধ্যে মৃগয়ার বিশেষ আদর ছিল এবং উপরি উক্ত শোভাযাত্রার প্রতিমূর্ত্তি গুলি হইতে তৎসময়ের সামাজিক অনুষ্ঠান ও ব্যবহার কিরূপ ছিল, তাহা নিরূপণের সহায়তা হইতে পারে।

জোড় বাংলা সম্বন্ধে আমি যে সামান্য বিবরণ জানিতে পারিয়াছিলাম, তাহা এ স্থলে সঙ্কলিত হইল। ভরসা করি পাবনাবাসী সাহিত্য সেবকগণ এ সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান-পূর্ব্বক তৎসংক্রান্ত যাবতীয় বিবরণ ও প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করতঃ উত্তরবঙ্গের বিলুপ্ত ইতিবৃত্ত সঙ্কলনের সহায়তা করিবেন।

মালদহ
১৩১৬। ১১ই ভাদ্র। } শ্রীরাধেশচন্দ্র শেঠ

রঙ্গপুরের পুরাতন গ্রাম্য-সঙ্গীত।

সঙ্গীত সাহিত্যের একটি প্রধান অঙ্গ। সংস্কৃত সাহিত্যে সঙ্গীতের জন্য অতি উচ্চস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে বঙ্গসাহিত্যে সঙ্গীতের জন্য —সঙ্গীতের সংরক্ষণের জন্য যথোপযুক্ত আয়োজন অনুষ্ঠিত হয় নাই। যে সঙ্গীত-সুধার আকর্ষণী শক্তিতে চৈতন্য, নানক, কবীর প্রভৃতি ধর্ম্মবীরগণ ধর্ম্ম-জগতে নবযুগ আনয়ন করিয়া দেশের নর নারীর মধ্যে নূতন সত্য প্রচারিত করিয়াছিলেন; যে সঙ্গীতের উন্মাদক ঝঙ্কার তুলিয়া বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি ভক্তগণ বৈষ্ণব সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, তাহাকে নিতান্ত অবজ্ঞার চক্ষে দেখিলে চলিবে না, তাহার রক্ষাকার্য্যের জন্য যথাযোগ্য উদ্যম নিয়োজিত করিতে হইবে—তাহাকেও সাহিত্যের বিরাট মন্দিরে যথোপযুক্ত আসনে স্থাপিত করিতে হইবে।

গদ্য প্রভৃতি অন্যান্য সাহিত্যের ন্যায় সঙ্গীত সাহিত্যেও আমরা পুরাতত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছি, সুতরাং তাহার সংরক্ষণ ও অনুসন্ধানের জন্য আমাদিগের যত্নের বিন্দুমাত্র ত্রুটি করা কর্ত্তব্য নহে। "যাগের গান", "ময়নামতীর গান" এবং "ভাওয়াইয়া গানে" আমরা রঙ্গপুরের অনেক জ্ঞাতব্য ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ দেখিতে পাই। সেই জন্য ইহাদের সংগ্রহ সংরক্ষণ সাহিত্য-পরিষদের একটি প্রধান কার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে যে সকল পুরাতন গ্রাম্য-সঙ্গীত প্রচলিত, তাহাও তাহাদিগের মধ্যে তথাকথিত সভ্যতা প্রবেশ-লাভ করিবামাত্র ক্রমশই তাহাদিগের স্মরণপথ হইতে অন্তর্হিত হইয়া পড়িতেছে। বহু সঙ্গীতই এইরূপে কৃষককুলের নিকটেও বিস্মৃত হইয়া চিরদিনের জন্য প্রত্নতত্ত্ববিদের অনুসন্ধানের অতীত হইয়া পড়িতেছে। তবে এখনও যদি সেরূপ অবিচলিত অধ্যবসায় সহকারে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হওয়া যায় তবে বহু ঐতিহাসিক ঘটনা-সমন্বিত গ্রাম্যগীতি সংগৃহীত হইয়া সাহিত্যিকসমাজে এক অভিনব নূতন রাজ্যের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া তাঁহাদিগের নানাবিধ পুরাতত্ত্বালোচনার যথাযোগ্য উপাদান প্রদান করিতে পারে। ইহা কোন আয়াসসাধ্য ব্যাপার নহে যাঁহাদিগের গ্রামে অবস্থান করিতে হয়, তাঁহারা অতি অল্পায়াসেই কৃষক, রাখাল প্রভৃতির নিকট হইতে এই সকল সঙ্গীত সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করিতে পারেন।

নিম্নে এই শ্রেণীর দুইটি গ্রাম্যসঙ্গীত প্রদত্ত হইল। প্রথমটি "সোণারায় ঠাকুরের" গান। ব্যাঘ্রের দেবতা সোণারায় ঠাকুর কিরূপ করিয়া একটি মোগলবাহিনীর ধ্বংসসাধন করিয়াছিলেন, তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয়টি সর্ব্বজনবিদিত শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী। এই দুইটি সঙ্গীত আমি এ দেশীয় কোন গ্রাম্যনিম্নশ্রেণীর ব্যক্তির নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছি সঙ্গীত দুইটির ভাষা অতি সরল। যে যে স্থান অবুদ্ধ, তাহার টীকা নিম্নে প্রদত্ত হইয়াছে।

ব্যাঘ্রের দেবতা।

সোণারায় ঠাকুরের গান।

বাঘে সব নাম লইয়ে ডাকরে,
ও ঠাকুর সোণারায় বাঘ সব ডাকে
বাড়ী বাড়ী বেড়ায় ঠাকুর হরিনাম দিয়া॥
হরির নাম দিয়া ঠাকুর চলিয়ে পহে যায়।
যত মোগলের ফৌজ ঘাঁটাত্ (১) নাগাইল পায়॥
যত মোগলের ফৌজ জিজ্ঞাসিল কতা।
মনের গৌরবে ঠাকুর দোগ্ দোগাল মাতা॥
কমরের পটিকা (২) খসেয়া (৩) ঠাকুরকে বাদিঁয়া।
ধাকা'তে ধাকা'তে নইল আগোত (৪) করিয়া॥
ধাকা'তে ধাকা'তে নইল কোট সালের (৫) ঘরে।
বাইশ্ মন পাথর দিল তার বুকের উপরে॥
ছোট মোগল উঠিয়া বলে, বড় মোগল ভাই,
কালিকার বন্ধন দাদা চল দেখ্তে যাই।
তোনাজিল মোগল জাতি করিল ছিনান (৬)॥
মিটা জলে (৭) মোগল জাতি করিল ভোজন।
বন্ধন দেখিতে মোগল করিল গমন॥
কতেক্ দুর ছাড়ি মোগল কতেক্ দুর যায়।
আর কতেক্ দূর গেলে কোট সালের নাগাইল পায়॥
কোট সালের ঘরে যায়া মোগল ভুগকি (৮) মারিয়া চায়।
বাইশ্ মন ফেলাইবে তোমার নাই সোণারায়॥
ছোট মোগল উঠিয়া বলে বড় মোগল ভাই,
এ বন্ধন ভাল নয়, দাদা চল বাড়িক্ যাই।
বাড়ী যাইয়া বাঁদি আমরা সাত খানি ঘর।
সে ঘরে থাকিলে পরে বালোক নাই ডর॥
চিনিবার না পারিল মোগল ছার জাতি
তোর মোগল মারিয়া যায় নিশা স্থাল রাতি।

(১) রাস্তায় (সংস্কৃত, ঘণ্টাপথ)।
(২) কমর পেটি।
(৩) খুলিয়া।
(৪) অগ্রে।
(৫) হাজত ঘর।
(৬) স্নান।
(৭) মিষ্ট জল।
(৮) উকি।

অরণ্যের কিনারে যায়য়া ঠাকুর মারে হাঁক ॥
এক্ ঠেলায় চলিয়া আসলো বিশাশ এক বাঘ।
বিশাশয় (৯) বাঘ আসিল বিশাশয় (১০) উঁঠ ॥
হ্যাট মুখ হয়য়া আস্লো বনের ভাল্লুক।
ধর ধর বাঘগণ, বাটার পান খাও ॥
এই ব্যাটা মোগলের সাতে বাদ সাদিয়া দেও।
এতেক হুড়মুড়ি' বাঘ উঠিল নিলপান ॥
গায়ের ঠেলায় ভাঙ্গিয়া ফেলায় ঘর সাত খান।
ঘর ভাঙ্গিয়া বাঘগুলা হইল কাতর।
লম্ফ দিয়া সোঁদাইল (১১) বাঘ বাড়ীর ভিতর ॥
মোগলের মাইয়া (১২) গেইচে অন্নশালের (১৩) ঘরে।
নাগাইল পায়া (১৪) মোচড়ায় ঘাড় হুড়মুড় ক'রে ॥
মোগলের বেটী গেইচে (১৫) জল ভরিবার।
বাঘক দেকিয়া নদী সাঁতরিয়া যায় তার ॥
মৎস্য বলিয়া তারে ঘড়িয়ালে (১৬) খায়।
আজি কেন বা ঠাকুর মোক্ এতেক তাপ্ দেয় ॥
বাম হস্তে ধরিয়া মোগলক মারে এক পাক্।
মাটিত্ পড়িয়া মোগল করে বাপ্ বাপ্ ॥
আজি ক্যানে বা ঠাকুর মোক্ (১৭) স্থায় এতেক তাপ্।
ধনের কিঙ্কর নোয়াঁও (১৮) মুই (১৯) মানের কিঙ্কর ॥
চড়ণের ঘোড়া বেচিয়া সেবা করিম তোর।
সেই দিন সোণারায় ঠাকুর দিয়া গেল দেখা।
নরলোকে পূজা তাক্ (২০) পাইয়া পরিখা ॥

(৯) বিংশতি শত।
(১০) ত্রিংশৎ শত।
(১১) প্রবেশ করিল।
(১২) স্ত্রীলোক।
(১৩) অন্নশালা।
(১৪) পাইয়া।
(১৫) গিয়াছে।
(১৬) জলজন্তু বিশেষ।
(১৭) আমাকে।
(১৮) নহি।
(১৯) আমি।
(২০) তাহাকে।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী।

উগ্রসেন মহারাজা তিরি জগতে (১) জানি।
তার ঘরত্ উপজিল (২) কন্যা নাম দৈবকিনী॥
কার ঘরত্ দিম (৩) কন্যা যোগ্য নাই বর।
রূপ আছে রতন আছে পরম সুন্দর॥
হেন কালে চলিয়া আইল নারদ মুনিবর।
মুনিক্ দেখিয়া রাজা করিল সম্ভাষণ॥
বসিবার দিল মুনিক্ উত্তম সিংহাসন।
পাঁও ধোয়ার (৪) আনিয়া দিল ঝারিতে করি জল।
এক ডালা আনিয়া দিল নানামত ফল।
কর্পূর তাম্বুল দিল বাটা ভরি' পান॥
রাজা কইল ভাল হ'ল মুনিঠাকুর ইতি আগমন।
মোর (৫) ঘরে বাড়ে কন্যা নামে দৈবকিনী।
দেখিতে রূপসী বড় চন্দ্র বদনী॥
রূপে গুণে বাড়ে কন্যা পরম সুন্দর।
কোন্ স্থানে দিম (৬) বিয়া (৭) যোগ্য না পাই বর॥
হেনকালে গণিয়া (৮) কইল নারদ মুনিবর।
গোকুল নগরে আছে বাসুদেবের ঘর॥
সেই স্থানে দেও বিয়া দৈবক সুন্দর।
দৈবকিনী বাসুদেব দুই সম সর।
তাক্ শুনিয়া দৈবক রাজা হরষিত হ'য়া।
নারদক্ পাটেয়া (৯) দিয়া বাসুদেবক্ আনিয়া ধরিয়া॥
নানা রাজ্যের রাজাক্ আনে সম্ভাষিয়া॥
রাউয়া (১০) ভাট ব্রাহ্মণ ভায়া আসিল বিস্তর।
নানা লোকজনে ভরলো দেবকের ঘর॥

(১) ত্রিজগতে।
(২) জন্মগ্রহণ করিল।
(৩) দিব।
(৪) চরণ ধৌত করিবার।
(৫) আমার।
(৬) দিব।
(৭) বিবাহ।
(৮) গণনা করিয়া।
(৯) পাঠাইয়া।
(১০) রবাহুত।

চারি গাড়ি রামকলা আঁগিনায় (১১) গাড়িয়া (১২)।
সোনার ঘট চা'লন বাতি (১৩) দিয়া লইল বরিয়া॥
আট নগন (১৪) চার করিয়া দৈবকিনীর বিয়া (১৫)॥
ধুম ধাম পড়িয়া গেল বসুদেবক্ দিয়া।
বসুদেব দৈবকিনীক্ থু'য়া (১৬) একস্তুর (১৭)॥
হস্তী ঘোঁড়া দান করে রাজ রাজেশ্বর॥
পত্তমেতে (১৮) দান করে দান কন্যার হয় মাঁও (১৯)।
তাঁয়সে (২০) করিল দান এক শত মাঁও॥
তার পাচত্ (২১) করে দান কন্যার হয় ভাই।
তাঁয়সে করিল দান এক শত গাই॥
তার পাচত্ করে দান কন্যার হয় জেটা॥
একটা গাভী করিল দান তারও নেংগুর (২২) কাটা॥
তার পাচত্ করে দান কন্যার হয় জেটাই।
তাঁয়সে করিল দান চরকা কাটা নাটাই॥
তার পাচত্ করে দান কন্যার হয় আজু (২৩)।
দান নাই দক্ষিণা নাই খালি হাকু দাকু (২৪)॥
তার পাচত্ করে দান কন্যার হয় মামা।
তাঁয়সে করিলে দান ভাঙ্গা গাইনের সামা॥
হেন কালে গনিয়া কইল মুনিবর।
কংস তোর মরণ দেখি দৈবকিনীর উদর॥
এ বোল শুনি কংস রাজা মনে বড় দুঃখী।
হস্তে খড়্গ লইয়া যায় কাটিতে দৈবকী॥
সাত পাঁচ রাজা তাকে রাখিল ধরিয়া।
হেন কালে মুনি গোসাই বুঝা'ল আসিয়া॥

---

(১১) অঙ্গনে।
(১২) প্রোথিত করিয়া।
(১৩) বরণডালা।
(১৪) লগ্ন।
(১৫) বিবাহ।
(১৬) রাখিয়া।
(১৭) একত্র।
(১৮) প্রথমেতে।
(১৯) মাতা।
(২০) তিনি।
(২১) পশ্চাৎ।
(২২) লাঙ্গুল।
(২৩) মাতামহ।
(২৪) তাড়াতাড়ি।

গো বধ বামন বধ দানেতে পলায়।
তিরি বধ করিলে পাতক সঙ্গে চলি যায়॥
দৈবকী বসুদেব গেল গোকুল নগর।
সপ্ত সন্তান জনমে তাঁর বচর বচর॥
জন্মে জন্মে বসুদেব কৃষ্ণের আরাধনা করে।
সেই কৃষ্ণ জন্ম নইল দৈবকীর উদরে॥
মাসের শেষে চাঁদের দিনে দৈবকীর পাইল ঋতু।
সেই সময় শেষ হইল শরৎকাল ঋতু॥
গিলা আমলা লইয়া চলিল সিনানে (২৫)।
পূর্ণরূপে পন্থে দেখা দিলেন নারায়ণে॥
ও দৈবকী ও দৈবকী দৈবকিনী রাই।
তোমার গরভং (২৬) থানক্ মাগি ঠাঁই॥
দৈবকিনী বলে আজ কি হ'ল আমার।
চতুর পাশে দেখি আমি ঘোর আঁধিয়ার (২৭)॥
রবির তাপেতে হামি (২৮) পন্থ দেখি দূর।
না জানি কোন্ দেবে হামাক্ (২৯) ডাকে উরাউর॥
তুমি কেন চিন্ত মাতা দৈবকী সুন্দরী।
মারিব তোমার বৈরি আমি যে শ্রীহরি॥
এক্ দিনকার নিশিযোগে এড়িব (৩০) গদাধর।
সবংশে বধিব রাজাক্ কার্য্য কত বড়্॥
মৈল ব'লে মারিব রাজা তাক্ গণিবার পারি।
বধিব রাজা কংশাসুর তবে কত ঘাড়॥
স্নানেতে চলিল তখন দৈবকী সুন্দরী।
মাটিরূপে গরবে বাস লইলেন শ্রীহরি॥
এ পারত্ স্নান করে সত্যের দৈবকিনী।
ও পারত্ স্নান করে যশোদা রুহিণী॥

(২৫) স্নানে।
(২৬) গর্ভেতে।
(২৭) অন্ধকার।
(২৮) আমি।
(২৯) আমাকে।
(৩০) ছাড়িয়া দিব। বোধ হয় গদাধর স্বয়ং ভগবানের অংশ; অংশ ও অংশীতে ভেদ নাই।

যশোদা বলে— সই বল পরাণের সই সই সে কওঁ বোল।
মাজোত্ (৩১) নদী যমুনা না হ'লে ছুঁইয়া দিমু হয় কোল ॥
এ বোল শুনিয়া যমুনা নদী ছাড়িয়া গেল পরে ॥
দুই সই কোলাকুলি করে জলের উপরে ॥
যশোদা বলে— সই সই পরাণের সই সে কওঁ তোক্ বাণী।
কয়দিন কয় মাস তোর এ গরভ খানি ॥
কথা শুনি দৈবকিনী লাগিল কাঁদিবার।
তুঁই কিনা জান সই ভাই যে পর আমার ॥
সাত দিবসে সাত ছাওয়াক্ (৩২) প্যাটাবো (৩৩) যমের ঘর ॥
আরের হয় দশ দিন দশ মাস মোর হইল বাচার ॥
যশোদা বলে— সই বল পরাণের সই শুন সত্য করি ॥
তোমার ছাওয়া দিবেন মোক্ দৈবকী সুন্দরী ॥
আমার ঘরে যদি কন্যা হয় তোমাক্ ক'রমো দান।
তোমার ঘরে পুত্র হইলে দিবেন মোকে দান ॥
দুইজনে সত্যসোদা করিল নদীর ধার।
এক সত্য দুই সত্য সত্য যে তিন বার ॥
সই সত্য ভঙ্গ হ'লে পাচোত্ ভালাই নাই।
দুই ঝনে (৩৪) সত্যসোদন করিল এ ঠাঁই ॥
হাঁটু পানিত্ (৩৫) নামিয়া দৈবকিনী হাঁটু করিল মুদ।
হিয়া পানিতে নামিয়া দৈবকিনী দিল পঞ্চ ডুব ॥
কুঘাটে নামি, দৈবকিনী কি সুঘাটে উঠিল।
দৈবকিনীর মাথায় তখন পুষ্পবৃষ্টি হ'ল ॥
ভিজা বস্তর (৩৬) ছাড়িয়া তখন সুখন বস্তর পরে।
কাঁখের কুম্ভ নইল তখন কাঁখের উপরে ॥
দুই ঝনে চলিয়া গেল দুই ঝনের ঘরে।
ইহার পরে কি হইল তাহা বলিব ইহার পরে ॥
স্নান করি' দৈবকিনী মন্দিরে দিলেক্ পাও।
দিনে দিনে বাড়িয়া গেল পাও পাও (৩৭) ॥

(৩১) মধ্যেতে।
(৩২) পুত্রকে।
(৩৩) পাঠাইব।
(৩৪) জনে।
(৩৫) জলেতে।
(৩৬) বস্ত্র।
(৩৭) পা পা।

হেনকালে বলে আইসে অসুর ঘরে ঘর।
উরিয়া চলে চকিয়া নিশাচর॥
এই মতে গেল চর রাজার দরবার।
মথুরা নগরেতে কংস রাজা বসে দিয়া বার॥
পঞ্চপাশে আছে রাজার এ পঞ্চ পাত্তর।
নাজির উজির আছে রাজার বেয়াল্লিশ শাত্তর (৩৮)॥
ডাণ্ডী কাঁসী তাসা পিত্তল বাজিছে সাঁনাই।
রণ সিঙ্গা করতাল বাজে লেখা জোঁকা নাই॥
রাজা বোলে বাজনিয়া ব্যাটা বাইজ খ্যামাকর।
কি খবর নিয়া আইল চর বলুক উত্তর॥
হস্ত জোড়ে চর ব্যাটা করে নমস্কার।
দেখেছি দৈবকীর গর্‌ভ মুঁই গদাধর॥
কথা শুনিয়া কংশ রাজার টাটাইল গাও (৩৯)॥
হ্যাটমুণ্ড হইল রাজা মুখে না ব্যারায় রাও (৪০)॥
বিয়ান বেলা জল দিয়া রাজা করিল ছিনান।
পঞ্চ পাত্র লইয়া রাজা বসিল দেওয়ান॥
রাজা বলে পাত্তরগণ (৪১) কোন্ বুদ্ধে তরি।
হামাক্‌ বধিতে জন্ম নইছেন হরি॥
নাজির উজির বলে রাজা নোহার বাঁধ গড়।
হস্তি ঘোঁড়া রাথ রাজা নোক নস্কর॥
এতেক্ থাকিতে রাজা কার সে বাজোক্ ডর।
পাত্তর বলে মহারাজা মোর বুদ্ধি ধর॥
তোমার বইন দৈবকিনীক্ আনিয়া বন্দী কর।
এই বুদ্ধিতে চল্লে রাজা না থাকিবে ডর॥
এ শিশু হইলে তাক্ পাঠামো যম ঘর।
এ বোল শুনিয়া কংশ হরষিত মন।
চর চর বলিয়া রাজা ডাকে ঘন ঘন॥
ডাক মাত্তর চর ব্যাটা দিলেক দরশন (৪২)।

(৩৮) শাস্ত্র।
(৩৯) শরীর।
(৪০) কথা।
(৪১) পাত্রগণ।
(৪২) দর্শন।

আসিয়া সে চর ব্যাটা করিলেক্ বন্দন ॥
ঢ়ু' চর ব্যাটা করে নমস্কার।
কি কারণে মহারাজা তলফ্ হামার ॥
সেই চরোক্ পাচিল রাজা চক্ষের টিপ্ দিয়া।
যাহরে চলিয়া চর গোকুলক্ নাগিয়া ॥
এক্ আজ্ঞা না পার ছও যে আজ্ঞা পায়।
হস্তে শ্যাল (৪৩) বরষা নিয়া দিক্ দৌড়ে ধায়॥
দৌড় পাড়ে কংসের চর না বাঁধে মাথার ক্যাশ (৪৪)।
গোকুল নগরে যায়া হইল পরবেশ ॥
গোকুলে যাইয়া চর কিরাইয়া দেই।
নাগিছে রাজার দরবার না হইবে ভালাই ॥
বসুদেব দেবকী যমুনা হও পার।
শীগ্গির করিয়া যাও তোম্রা রাজার দরবার ॥
ঠাকুর বলাই বলে মধুর বচন।
মিঠাই জলপান কিছু করহ ভোজন ॥
মিটাই সন্দেশ আদি চরোক ভোজন করা'য়া।
দুই জনে কাপড় পিন্দে (৪৫) ঘরের ভিতর যায়া' ॥
বসুদেব দৈবকিনীক্ আগোত্ করিয়া।
রাজার দরবারোত্ চর উতরিল গিয়া ॥
হস্ত জোড়ে বসুদেব করে নমস্কার।
কি কারণে মহারাজা তলপ্ হামার ॥

রাজা বলে ও বসুদেব,

পুরাণ নারদমুনি কইছে বারে বার।
ভাগিনা ভাগিনী হ'লে মরণ তোমার ॥
দুইজনে থাক বন্দী গড়ের ভিতর।
ভূমিষ্ঠ হইলে ছাইলাক্ (৪৬) পাটামো যম-ঘর ॥
কতা শুনি দৈবকিনী নাগিল কাঁদিবার।
বিনাইয়া বিনাইয়া কয় রাজার দরবার ॥
ভাই গোওইনু পরাণে দোসর একখানি ঝিউ নারি।
কন্না দাদা নাথুনু গোচর মরুক্ দাদা তোর হাতা গোঁড়ী ॥

(৪৩) শেল।
(৪৪) কেশ।
(৪৫) পরিধান করে
(৪৬) পুত্রকে

তোর মাউগ্ (৪৭) হ'য়ে থাক্ রাঁড়ী।
আপনে টলুক্ দাদা তোর মাথার পাগুড়ী॥
আপনে বারাউক্ তোর পেটের নাড়ি ভুঁড়ী।
কংস বলে চর তোর বাপের মাথা চাঁও।
ধাক্কা দিয়া দৈবকিনীক্ গড়ের ভিতর নেও॥
দৈবকিনী বলে ভাল মন্দ কথা কয়লো কোন জন।
রাজা হয়া ব'স্চো তুমি বড় মোহাজন॥
চর তো উঠিয়া বলে তুঁই বসুদেবের রাণী।
কে তোক্ বলিবে মন্দ রাজার ভগিনী॥
তখন বসুদেব দৈবকিনীক্ করে বন্দী।
করিল বন্দী নানা করিয়া সন্দি (৪৮)॥
আশি মন লোহা দিয়া বাঁদে গড় শাল।
বাহিরের পরকাশ নাই উপরে বর্ম (৪৯) জাল॥
কাঁদি কাঁদি দৈবকিনী করিলা শয়ন।
শিয়রে বসিয়া স্বপন দেখাল নারায়ণ॥
কি কারণে কাঁদ মাও তোমরা দুই জন।
তোমার গরভে বাস লইলাম নারায়ণ॥
এক দিনকার নিশি যোগে দেখামোঁ নিজের বল।
স্ববংশে বধিব রাজাক্ কার্য্য কত বল॥
গোকুলে জনমিতে হাঁমার হইছে আবার মন।
ইন্দ্র আদি দেবগণ আসিবে জনে জন॥
নিদ্রা ছিল দৈবকিনী পাইল চেতন।
উঠ উঠ ওহে প্রভু আমার মাথার রতন॥
আজ নিশাকালে বিয়ান কালে (৫০) দেখিনু স্বপন
হামার গরভে বাস নইছে নারায়ণ॥
গোকুলে জনমিতে তাঁর হইছে বড় মন।
এই বোল বলিয়া তায় গেইছে ইন্দ্রের ভুবন॥
দেবগণ বলিয়া কৃষ্ণ ডাকে ঘনে ঘন।
শুন সব দেবগণ হাঁমার বচন॥

(৪৭) স্ত্রী। (৪৯) বক্ষ।
(৪৮) সন্ধি। (৫০) প্রাতঃকালে

হস্ত জোড়ে দেবগণ নমস্কার।
কি কারণে মহাপ্রভু তলফ্ হাঁমার॥
কৃষ্ণ বলে মধুর স্বরে ওহে দেবগণ।
গোকুলে জন্মিতে হাঁমার হইয়াছে মন॥
সবে আসিয়া কর ঝড় বরিষণ।
একন্ দেবগণ হাঁমার বচন॥
বাওয়ান্ন পুটি বাও নইয়া হ'ল পবনের সাজন।
চল্লিশ পুটি শিল লইয়া হোল শিলাবতীর গমন॥
বার মেঘ লইয়া হল ইন্দ্রের সাজন।
সিংহনাদে হস্তী ডাকে মেঘের গরজন॥
সাত রাত নও দিন ঝড়ে গোকুল ভিতর।
কত ঘর বাড়ী পড়ে সংখ্যা নাই তার॥
মটুক (৫১) নালে বর্ষে ম্যাগ বক্ষোর (৫৩) নাগে শিলা।
গাছ বিরিক্ (৫২) ভাঙ্গিয়া বিরিকের উড়ায় ধুলা॥
শ্রীফল পড়ে নেঙ্গুড় (৫৪) ভাঙ্গিয়া।
বাগায় (৫৫) মারে নল
কংস রাজার চর পলাইয়া গেল মাচার তল॥
পাইক্ পলায় ধনকো পলায় করিয়া নোড়া মুড়ি।
ঝড়ের চোটেতে ম'ল কত বুড়া বুড়ী॥
এক পাইক্ পলেয়া (৫৬) গেল হালুয়াদের (৫৬) কাছে।
ঢাল তলয়ার তেজ্য করি ক্ষেতের খুবড়া বাচে॥
আর চর পলেয়া গেল কাঁচ পোয়াতির কাছে।
মাতার পাগ্ড়ী কাড়িয়া নিয়া ছাওয়ার টিকা মোচে॥
মাউগেক্ বলে মাঁও মাঁও দুয়ার চাপি ধর।
ঝড়ের ঠেলায় মোর হইচে বড় ডর॥
আর ঝাঁয় কাচ্রি করে মাউগ্ হয় তার মাও।
ভ্যাড়োল করিয়া পুসিম্ (৫৮) বিরধ (৫৯) বাপ্ মাও॥

(৫১) মুকুট।
(৫২) বৃক্ষ।
(৫৩) বৃক্ষ।
(৫৪) লাঙ্গুল।
(৫৫) ব্যাঘ্র।
(৫৬) পলাইয়া।
(৫৭) কৃষক।
(৫৮) পুষিব।
(৫৯) বৃদ্ধ।

ঢাল তলয়ার ভাঙ্গিয়া গড়াইম্ কাচি দাও।
ক্ষেত করবার পা'ল্লে মুঁই মারিম এক দাও॥
দিন করিল যেমন তেমন রাত্তির হ'ল নিশি।
দৈবকিনীর ছাইলা হ'ল না জানে পড়সি॥
উপজিল বরণ কালা গলায় বোনের মালা।
নাকের সুর বাঁশীয় আও (৬০) মুখখানি ভরা হাঁসি॥
রূপেতে আঁধার নাশি হাঁসি হাঁসি ডাকে মাও মাও।
মাণিক মকুট মাতে শ্রীফল কমল হাতে॥
ডাইনে লক্ষ্মী বামে সরস্বতী॥
হালিয়া ঢুলিয়া যায় যুগল নেপুর (৬১) পায়।
বাহিরার অঙ্গের কত জ্যোতি॥
ইন্দ্র আইল ঐরাবতে শচী আইল পুষ্পরথে।
বসুমতী করে নাভিচ্ছেদ॥
ব্রহ্মা আর শূল পাণি দেবগণ যত মুনি।
ছাইলা দেখি মিটাইল ক্ষেদ॥
মায়ে বলে পুত পুত দেখাও বাছার চাঁদ মুখ।
কেন আইলা অভাগিনীর ঘরে॥
এখনে কংসের চরে বাড়ী ঘরে নটিয়া নড়ে।
আছাড়িয়া মারিবে শিলের পরে॥
আঁধার ঘরোত্ (৬২) উপাজিল কৃষ্ণ হইল জোনাকময় (৬৩)
ওদর হ'তে ভূমে পড়িয়া মায়ের সনে কতা কয়॥
কৃষ্ণ বলে,— হামাক্ গরভে বাস দিয়া মা বড় পাইলা দুখ।
রাধবার দিনে মা যেমন চন্দ্রমুখ॥
শীঘ্র করিয়া মাও গোকুল চলায় কংস জিবার (৬৪) নয়।
হায় বলিয়া দৈবকী বালিসে মারে ঘাও॥
কে আর ডাকিবে মোক্ বলিয়া বলাইর মাও॥
জয় রে দে জয়রে ধনি সবে আনন্দিত।
বিদ্যাধরী করে নাচ গন্ধর্ব্বে গায় গীত॥

(৬০) রব।
(৬১) নূপুর।
(৬২) ঘরেতে।
(৬৩) জ্যোৎস্নাময়।
(৬৪) বাঁচিবার।

কৃষ্ণ বলে,— পিতা গো, বচন মোর ধর।
হামাক্ বদলায়া আইসো নন্দঘোষের ঘয়োত্॥

বসুদেব বলে,— পথম্ (৬৫) পাইক্ জাগে হাতে ধনু শর।
তিন ত্রিফলা জাগে বাপু দেখিতে লাগে ডর॥
উলমান সুরমান জাগে ঝাড় শব্দ খাড়া।
আর বাঁশার খাপুয়ার জাগে জাগে ঘনেঘন॥
ঢালী সবে জাগে বাপু ঢাল করি' কাঁধে।
বন্দুকচী (৬৬) সগাঁয় (৬৭) জাগে বন্দুক লয়ে কাঁধে॥
নেপ্সু পাইক জাগে রাজার বড় ঘরের পাচে।
ফুল পাইক আদি জাগে একে একে পাচে॥
গড় খাইয়া জাগে বাপু এলা আগমন।
কংস-রাজার বিশ্বাস মাদাই জাগে ঘনে ঘন॥
হস্তি পিটে মাউত আর ঘোড়া পিটে জিন।
আট ভাই ভেঁউর বাজায় জাগে রাত্র দিন॥
পড়ুয়া পণ্ডিত জাগে তোমার কারণ।
লোক ল'য়ে ছাওয়াল কৃষ্ণ কেমনে করিব গমন॥
এ বোল শুনিয়া ছাওয়াল কৃষ্ণ হরষিত মন।
নিদ্রায়ালি বলিয়া কৃষ্ণ ডাকে ঘনে ঘন॥
ডাকমাত্র নিদ্রায়ালি দিলেক্ দরিশন।
নিদ্রায়ালি করে কৃষ্ণের চরণ পরিশন॥
হস্ত জোড়ে নিদ্রায়ালি করে নমস্কার।
কি কারণে মহাপ্রভু তলফ্ আমার॥

কৃষ্ণ বলে,— তোক্ বলো নিদ্রায়ালি বচন মোর ধর।
কংস-রাজার পুরী স'হিত অচৈতন্য কর॥
এ বোল শুনি' নিদ্রায়ালি চলিল হাঁসিয়া।
উহিলি কুহিলি নিদ্রা দিলেন ছাড়িয়া॥
পত্তমে পাইক নিদ্রা গেল হস্তে ধনুশর।
তিন ত্রিফলা নিদ্রা গেল দেখিতে নাগে (৬৮) ডর॥

(৬৫) প্রথম।
(৬৬) বন্দুকধারী—বলা বাহুল্য কবির সময়ে বন্দুকধারী সৈনিক পুরুষের সদ্ভাব ছিল। ইহা দ্বারা কাব্যের সময় নিরূপণ করা প্রত্নতত্ত্ববিদের সাধ্যায়ত্ত।
(৬৭) সকলে।
(৬৮) লাগে।

উরমান সুরমান নিদ্রা গেল ঝাড় শব্দ থাড়া।
আর বাশুয়ার থাপুয়ার নিদ্রা গেল পড়িয়া রইল কঁড়া
বন্দুকচী নিদ্রা গেল বন্দুক ল'য়ে কাঁধে।
ঢালী সব নিদ্রা গেল ঢাল নাহি বাঁধে॥
গড়খায়েরা নিদ্রা গেল এনা আগমন।
কংস-রাজার বিশ্বাস মান্দাই নিন্দে হল অচেতন॥
হস্তি পিষ্টে মাহুত পহরী (৬৯) ঘোড়া পিষ্টে (৭০) জিন
আট ভেঁউরিয়া ভেঁউর বাজায় সেও পড়িল নিন॥
এত সব পড়ুয়া পণ্ডিত নিদ্রা গেল।
একে একে রাজ-পুরী অচেতন হ'ল॥
কৃষ্ণ বলে পিতা গোও হামাক্ লইয়া চল।
তখন ঘর হাতে হ'ল বাহির ঝড় বাতাস গেল॥
মাইর স্মরণেতে আগোত্ যায় মহেশ্বর।
দেব গন্ধর্ব সাতে, যমুনায় দিল বালুচর॥
দেখিয়া যমুনার ঢেউ প্রাণে নাগে ডর।
কিরূপে এই যমুনা হম (৭১) মোরা পার॥
কৃষ্ণ বলে আগে বাপু শৃগালী হয় পার।
হাঁটু পানি হবার নয় হামাক্ যমুনা কর পার॥
মনোত্ না করিও ডর বাপু পার হও মোক্ ধরে।
অনেক পুণ্যের ফলে আসিচোঁ তোর ঘরে॥
গুণনিধি লইয়া কোলে বসুদেব নামিল জলে।
ছিনান্ করিল যাদুমণি॥
থাকিয়া পিতার কোলে ঝাঁপ্ দিয়া পইল জলে।
বসুদেব হাঁচ্তায় (৭২) যমুনার পানি॥
বসুদেব হাঁচতায়া' চায় কেষ্টের নাগাইল নাহি পায়।
বিষাদে মনে মনে গণে॥
কি হ'ল কপালে মোর সুখের পালা হ'ল ভোর।
কি করিম ছাইলার সন্ধানে॥

(৬৯) প্রহরী।
(৭০) পৃষ্ঠে।
(৭১) হইব।
(৭২) অনুসন্ধান করে।

সাত পুত্তের শোকে তনু হ'ল জর জর।
এ কতা শুনি দৈবকিনী না বাঁচিবে আর॥
ডাকিয়া বলে শ্রীহরি এবে স্তান করোঁ।
কাঁদিয়া বেকুল কেনে কি হইবে একোন্ তোরোঁ॥
দশ মাস দশ দিন মায়ের ওদরত্ (৭৩) আছিনু (৭৪)।
তন না খাঁও দুদ না খাঁও তৈও তো মুঁই বাঁচিনু॥
জলোক্ স্নান দেহা করিয়া দেও শুদ্।
এত বড় হচিস্ বাবা তাও নাই তোর বুধ্ (৭৫)॥
জলোত্ হাঁচতায়া' পাইল, কোলাত্ তুলিয়া নইল।
উপস্থিত নন্দের বাড়ীত্ যায়া'॥

বসুদেব বলে,— অনেক পুণ্যের ফলে কৃষ্ণ আসিছে মোর ঘরে।
আন দেখি তোর মহামায়া॥

নন্দ বলে,— মোর ঘরে হইচে ছাওয়া নাম থুচ মহামায়া।
রূপে গুণে বড় বিদ্যাধরী॥

কৃষ্ণ বলে,— এক কন্যা দান ক'রবে কোটি-পুরুষ উদ্ধার হইবে।
পুত্তর রূপে পাইবে শ্রীহরি॥

শ্রীহরিক্ নিল কোলে দুই চক্ষুত্ যেন রতন জলে।
মহামায়াক্ বদল করিয়া॥
সুখে ভাঁসি নন্দ যায় হাঁসি খুঁসি যশোদায়।
পুত্র কোনাক্ (৭৬) কোলাত্ (৭৭) দিল নিয়া॥
কোন্ বা গরবা থাকি গরবে দিবে ঠাঁই।
তার বা পরাণে কত ধরে॥
বদল করিয়া নিল মাই।
ঝড় বাতাস গেয়াল॥
কংসের চর ঘিরিল বাড়ী দূত মুখে তাড়াতাড়ি।
চরে করে রাজার গোচর॥
তোমার হইচে ভগিনী, দূত মুখে বার্ত্তা শুনি।
রাজা যায় শিগ্গির সেই ঘর॥

(৭৩) উদরেতে।
(৭৪) ছিলাম।
(৭৫) বুদ্ধি।
(৭৬) পুত্রটিকে।
(৭৭) কোলেতে।

বায় করে মহামায়া ধোপার পাটোত্ আচাড় দেয় যায়া।
উড়িয়া হ'ল তাঁর আকাশ কামিনী॥
উড়িয়া যায় মহামায়া তাঁর সে যায় কয়া।
যা' হয় মামা কর তুমি মোর কতা শুনি॥
মারিম্ না তোমাকে মুঁই মোকেও মার্‌তে পার্‌বু না তুঁই।
ইয়ার প্রিতিকার বুজ্‌বু তুঁই পরে॥
তোমাক্ বধিবে যেই, গোকুলত্ বাড়িছে সেই।
দেখ যায়া' নন্দঘোষের ঘরে॥
কতা শুনি কংস-রাজা আচম্বিত্ মন।
চর চর বলিয়া রাজা ডাকে ঘনেঘন॥
মহাপাত্র উঠিয়া রাজাক্ জানাল উত্তর।
তোমার মিত্র আছে রাজা কালিদও সাগর॥
কালীদহের কূলে কূলে উনকুটি নাগের থাল।
সেই বুদ্ধে মারিমোঁ ছাইলাক্ কার্য্যে দেখামোঁ চাইল॥

অসম্পূর্ণ।

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

রঙ্গপুর শাখা সভার পঞ্চম বর্ষের কার্য্য বিবরণ।

১৩১৬ বঙ্গাব্দ।

চতুর্থ সাংবৎসরিক অধিবেশন।

স্থান—সভার কার্য্যালয়—"ধর্ম্ম সভাগৃহ" রঙ্গপুর।

১১।১২ আষাঢ় (১৩১৬), ২৫।২৬ জুন (১৯০৯) শুক্র ও শনিবার।

প্রথম দিন।

সময় অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকা।

উপস্থিত ব্যক্তিগণ।

শ্রীযুক্ত শশধর রায় এ, এম্, বি, এল্, রাজসাহী, সভাপতি।

শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন।
,, ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণ-তীর্থ জমিদার।
,, মৌলবী তসলীম উদ্দীন আহাম্মদ বি, এল্।
,, অন্নদাপ্রসাদ সেন জমিদার রাধা-বল্লভ।
,, শরচ্চন্দ্রচট্টোপাধ্যায় বি, এল্, গবর্ণমেণ্ট প্লীডার।
,, উমেশচন্দ্র গুপ্ত বি, এল্।
,, গিরিশচন্দ্র দাস এম্, এ, সিনিয়র ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট।
,, বৃন্দাবনচন্দ্র দাস বি, এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট।
,, বীরেশ্বর সেন ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব পুলিশ।

শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য উকিল।
যোগেশচন্দ্র মজুমদার বি, এল্।
রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় বি, এল্।
শ্রীযুক্তমণীন্দ্রচন্দ্ররায়চৌধুরী জমিদার, অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট, চেয়ারম্যান লোকাল বোর্ড।
মৃত্যুঞ্জয় রায়চৌধুরী জমিদার ও অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট।
গুরুপ্রসন্ন লাহিড়ী জমিদার।
অতুলচন্দ্র গুপ্ত এম্, এ, বি, এল্,
ব্রজসুন্দর রায় এম্, এ, বি, এল্, প্রধান শিক্ষক রঙ্গপুর জাতীয় বিদ্যালয়।
রাধারমণ মজুমদার জমিদার।
প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য এল্, এম্, এস্, ডাক্তার।
কালীনাথ চক্রবর্ত্তী বি, এল্, উকিল।

শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বাগচী বি, এল্ উকিল
,, দীননাথ বাগচী বি, এল্ ,,
,, মুন্সি আস্‌রাফ উদ্দীন আহাম্মদ, মোক্তার।
,, রাসবিহারী ঘোষ মোক্তার।
,, রামকুমার বসু ,,
,, চন্দ্র কমল লাহিড়ী নায়েব।
,, উদয়কান্ত ভট্টাচার্য্য, মহুনা।
,, মথুরানাথ দে মোক্তার।
,, চন্দ্রকান্ত ঘোষ ওভারসিয়র।
,, প্রাণকৃষ্ণ লাহিড়ী উকিল।
,, কবিরাজ কন্দর্পেশ্বর সেন, কবিরত্ন।
,, যোগেশচন্দ্র লাহিড়ী ডাক্তার।

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার এম্, এ, বি, এল্ পত্রিকা সম্পাদক।
,, বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম্, এ, বি, এল্।
,, রাধাকৃষ্ণ রায় উকিল।
,, পণ্ডিত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার সহকারী সম্পাদক।
,, নগেন্দ্রনাথ সেন বি, এ, ,,
,, জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় গ্রন্থরক্ষক।
,, হরগোপালদাসকুণ্ডু সহকারী পত্রিকা সম্পাদক।
,, পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ।
,, কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি, এল্।
,, সুরেন্দ্রচন্দ্ররায়চৌধুরী সম্পাদক।

এতদ্ব্যতীত রঙ্গপুর নগরের সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে যাবতীয় শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন। সকলের নাম সংগ্রহ করা সহজসাধ্য নহে। বিদ্যালয়ের বালকবৃন্দ এই সাহিত্য সভাধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন।

কলিকাতাস্থিত মূল পরিষৎ ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থান হইতে নিম্নলিখিত প্রতিনিধি সাহিত্যিকগণ শুভাগমন পূর্ব্বক সভার কার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন।

কলিকাতা মূল সভার প্রেরিত প্রতিনিধিগণ।

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ। শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী সহকারী সম্পাদক। শ্রীশচীন্দ্র সেবক নন্দী।

রাজসাহী—শ্রীযুক্ত শশধর রায় এম, এ, বি, এল্। দিনাজপুর—শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত রায় বিদ্যারত্ন বি, এল্। বগুড়া—শ্রীযুক্ত কুমুদবিহারী রায় জমিদার; শ্রীযুক্ত অক্ষিমচন্দ্র মজুমদার উকিল।

আলোচ্য বিষয়।

প্রথম দিন।

১। প্রারম্ভিক সঙ্গীতাদি। ২। পণ্ডিতরাজ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় কর্ত্তৃক সমাগত প্রতিনিধি সাহিত্যিকবর্গের অভ্যর্থনা ও সভাপতি বরণ। ৩। চতুর্থ সাংবৎসরিক কার্য্যবিবরণ পাঠ। ৪। সভ্য নির্ব্বাচন। ৫। গ্রন্থোপহার-দাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। ৬। পুরাতন কর্ম্মচারী ও কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সদস্যগণের পদত্যাগ ও নূতন কর্ম্মচারীর নিয়োগ ও নবকার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির গঠন। ৭। সভাপতি মহাশয়ের

বক্তৃতা। ৮। গ্রন্থরক্ষক শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক প্রাচীন পুথি, মুদ্রা, প্রস্তরমূর্ত্তি, খোদিত লিপি ও ঐতিহাসিক স্থান ও বস্তু সকলের আলেখ্য ইত্যাদি প্রদর্শন। ৯। সমাগত সাহিত্যিকগণের বক্তৃতাদি। ১০। সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন।

নির্দ্ধারণ।

১। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র দাস গুপ্ত মহাশয় কর্ত্তৃক একটি সময়োপযোগী সঙ্গীত গীত হইলে, দিনাজপুরের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত রায় বিদ্যারত্ন বি, এল্ মহাশয় একটি সুললিত সংস্কৃত স্তোত্র পাঠ পূর্ব্বক মঙ্গলাচরণ করিলেন। অতঃপর স্থানীয় মোক্তার মৌলবী আসরাফ উদ্দীন আহাম্মদ সাহেব পবিত্র কোরাণ সরিফের কতিপয় আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপক শ্লোক আবৃত্তি করার পরে সভার কার্য্যারম্ভ হয়।

২। রঙ্গপুর শাখা পরিষদের পক্ষ হইতে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় নিম্নলিখিত বক্তৃতার দ্বারা সমাগত সাহিত্যিক প্রতিনিধিগণকে সাদর অভ্যর্থনা করিলেন,—

"দেখিতে দেখিতে কালনেমির আবর্ত্তনে আর একটি বর্ষপ্রবাহ শাখাপরিষদের বুকের উপর দিয়া চলিয়া গেল,আজ ইহার চতুর্থ সাংবৎসরিক অধিবেশনের দিন উপস্থিত। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় এবারেও দূরদেশ হইতে কয়েকটি বিশিষ্ট সাহিত্যিক এই অধিবশনে আসিয়া যোগদান করিয়াছেন। যাঁহারা সুদীর্ঘ পথক্লেশ তুচ্ছ করিয়া আমাদিগের গন্তব্যপথ নির্দ্দেশের জন্য আজ এখানে উপস্থিত, কি বলিয়া তাঁহাদিগের নিকটে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিব ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। বাঙ্গলা আমাদের মাতৃভাষা, সেই মাতৃভাষার অর্চ্চনার নিমিত্ত অদ্য আমরা এই মহাযজ্ঞে দীক্ষিত, যজ্ঞে ঋত্বিকের প্রয়োজন। যিনি ছত্রশূন্য অনাবৃত মস্তকে বর্ষাতপ সহ্য করিয়া গ্রাম, নগর, প্রান্তর পরিভ্রমণে অক্লান্ত পরিশ্রমে নিয়ত মাতৃপূজার পবিত্র কুসুম-সম্ভার চয়নে ব্যস্ত, সেই মহাত্মা ব্যোমকেশ ; যিনি অস্পষ্টাক্ষরে লিখিত শিলালিপি, তাম্রশাসন প্রাচীন জীর্ণ গলিত পুস্তকরাশি হইতে অভিনব তত্ত্বানুসন্ধানে সতত নিযুক্ত, সেই সুধীজনাগ্রগণ্য রাখালদাস ; আর সাহিত্যগগনে যাঁহার অপ্রতিহত প্রতিপত্তি, জ্ঞান, বিজ্ঞান সম্পদে যিনি সমৃদ্ধ, যাঁহার অমৃতময় কিরণজালে বঙ্গভাষা প্রতিভাত, সেই সর্ব্ব কিরীটরত্ন মহানুভব শশধর ও অন্যান্য একনিষ্ঠ সাহিত্যিকগণ আমাদের এই প্রারব্ধ মহাসাধন সুসঙ্গতার্থ সহায়তাকল্পে ঋত্বিকরূপে এখানে এই স্বাচ্ছন্দ্য বর্জ্জিত আর্দ্রভূভাগে শুভাগমন-পূর্ব্বক আমাদিগকে কৃতকৃতার্থ করিয়াছেন। বঙ্গগগনে দুই শশধর উদ্ভাসিত। এক শশধর প্রাচ্য সূর্য্যালোক গ্রহণপূর্ব্বক নিজে আলোকিত হইয়া ক্রমোন্নতিবাদ বুঝাইয়া দিতেছেন, আর একটি প্রতীচ্য জ্ঞান-ভাণ্ডারের মহার্ঘ্য রত্নরাজী আহরণপূর্ব্বক ক্রমোন্নতি-বাদের অবস্থিতি, বিস্তৃতি ও প্রতিপত্তি সম্বন্ধে নব নব তত্ত্বের বিশদ ব্যাখ্যা করিতেছেন। শুনিতে পাই, বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক কবি হয় না, আবার কবি বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক হয় না। অন্য দেশের পক্ষে একথা প্রযুক্ত হইলেও এ দেশের পক্ষে সঙ্গত নহে। যে

মহর্ষি বেদব্যাসের উজ্জ্বল লেখনীদণ্ড হইতে ব্রহ্ম-বিজ্ঞানের সূত্রমালা, বেদান্ত দর্শনের শারীরকসূত্র-সমূহ অভিজাত, সেই মহাপুরুষের রসময়ী লেখনী হইতে রসের ঝঙ্কার দিয়া নবরসের তরঙ্গে বিশ্ব-প্লাবিত করিয়া মহাভারতের ন্যায় মহাকাব্যের সৃষ্টি, অষ্টাদশ পুরাণের অভিব্যক্তি। নৈয়ায়িক চূড়ামণি পক্ষধর মিশ্রের রসাল-কাব্য দেখিয়াছি, মহা-মহোপাধ্যায় উদয়নাচার্য্যের কবিতায় মুগ্ধ হইয়াছি, "খণ্ডনখণ্ড খাদ্য"-কার শ্রীহর্ষের নৈষধচরিত পাঠ করিয়া আত্মহারা হইয়াছি, তদ্রূপ আবার শশধরের মৃদুলমধুর রশ্মি যেমন ললিতলবঙ্গলতাতে পরিব্যাপ্ত প্রখর কিরণরাশি তেমনি কঠিন উপলখণ্ডেও অনুস্যূত। তাঁহার পবিত্র লেখনী কবিতার ছন্দে ঔপনিষদিক জ্ঞানধারা বর্ষণ করিয়াছে, বঙ্গভাষা ক্রমোন্নতিবাদ (Evolution Theory) আনয়ন করিয়াছে, রাঘববিজয়, ত্রিদিব বিজয় কাব্যের সৃষ্টি করিয়া বীররসের গভীর শঙ্খধ্বনিতে জগৎকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। আমরা সৌভাগ্যবশতঃ সেই শশধরকে আজ পাইয়াছি। আর পাইয়াছি, প্রাচীন জনপদ দিনাজ-পুর, বগুড়া ও রঙ্গপুরের সুদূর-পল্লী গ্রাম হইতে যাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক সাহিত্য-ক্ষেত্রে সাহিত্য-পরিষৎ গৃহে আসিয়া সমবেত হইয়াছেন। এস্থলে দুঃখের সহিত বলিতেছি, সাহিত্য-জগতের উজ্জ্বলরত্ন ইতিহাস গগনের ভাস্বর সূর্য্য আমার নিত্য-সহচর পরমবন্ধু রোগপীড়িত হইয়া অক্ষয়কুমার আসিতে পারেন নাই।

আমাদিগকে ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া সমগ্র বঙ্গকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া বিপন্ন দরিদ্রের আশ্রয়দাতা ও নিরপেক্ষপাতী সাহিত্যের প্রতিষ্ঠাতা এই সভার সভাপতি মহামহিম রাজা মহিমারঞ্জন কোন অলক্ষ্য ধামে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। (এই স্থলে স্বর্গগতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ অধিবেশনে সমবেত সভ্যমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইলেন।) তাঁহার অভাবে আমরা দরিদ্র হইয়াছি। আপনাদিগের যথোচিত সৎকারের উপকরণ হারাইয়াছি। তাই অকিঞ্চিৎকর শব্দমাত্রেই আপনাদিগের অভ্যর্থনা পর্য্যবসিত হইল। বেদান্তদর্শন বলিয়াছেন, আমাদিগের পাঁচ প্রকার শরীর আছে। অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, ও আনন্দময় কোষে এই পার্থিবকোষ গঠিত। বিজ্ঞানেরই নামান্তর সাহিত্য। অন্নময় কোষের পরিপুষ্টি সাধনের জন্য যেমন অন্নের প্রয়োজন, বিজ্ঞানময় কোষের বর্দ্ধনের জন্য তদ্রূপ বিজ্ঞান বা সাহিত্যের আবশ্যক। আপনারা সাহিত্যিক বলিয়া আপনাদের সাহিত্যময় দেহের ভক্ষণীয় কিঞ্চিৎ প্রাচীন সাহিত্যাহার প্রদান করিতেছি। এই সকল জীর্ণশীর্ণ গলিত পুরাতন পুস্তকস্তূপ আপনাদের সহজ পাচ্য পুষ্টিকর উপাদেয় আহার্য্যরূপে গৃহীত হইবে, সন্দেহ নাই। উহাদিগের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া ৬০০ শত বৎসর পূর্ব্বের বৃক্ষবল্কলে লিখিত আসামের বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারক সুপ্রসিদ্ধ মাধবদেব-রচিত "ভাগবতসার" নামক গ্রন্থখানি আপনাদিগের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতেছি।" এইরূপে সমাগত প্রতিনিধিগণকে অভ্যর্থনা করিয়া তিনি বলিলেন যে, "কলিকাতা হইতে আগত সাহিত্যিকগণ ও রঙ্গপুর শাখা পরিষদের সভ্যবৃন্দ

এক সূত্রে গ্রথিত একক্ষেত্রেই দণ্ডায়মান। তাঁহাদেরই যত্নে এ শাখা পরিষৎ উত্তরবঙ্গে স্থাপিত, লালিত, পালিত ও বর্দ্ধিত। সুতরাং তাঁহারা আমাদের প্রদত্ত প্রথম অর্ঘ্য গ্রহণ করিতে পারেন না, তাই সাহিত্যিকবর কবি, বৈজ্ঞানিক বরেণ্য শ্রীশশধর রায় এম্-এ, বি-এল মহোদয়কে এই সাহিত্য-যজ্ঞের প্রধান ঋত্বিক্‌পদে বরণ করা গেল। এক্ষণে এই বরণ-মাল্য গ্রহণপূর্ব্বক তিনি উপযুক্ত আসনে উপবিষ্ট হইয়া স্বীয় কর্ত্তব্যপালন করুন, ইহাই আমার প্রস্তাব।" তাঁহার এই প্রস্তাব শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় কর্ত্তৃক সমর্থিত হইলে সর্ব্বসম্মতিতে পরিগৃহীত হইল। শ্রীযুক্ত শশধর রায় এম্-এ, বি-এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

আসন গ্রহণানন্তর তিনি বলিলেন যে, "আপনারা আমাকে যে দায়িত্বপূর্ণ সম্মানের পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, আমি কিছুতেই তাহার উপযুক্ত নহি। মাদৃশ ক্ষুদ্র ব্যক্তির দ্বারা সাফল্যলাভের সম্ভাবনা সুদূর-পরাহত। তথাপি আপনারা আজ আমার স্কন্ধে যে কর্ত্তব্য-ভার ন্যস্ত করিলেন, তাহার প্রতিপালনে যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি হইবে না।

এই সময়ে সভার সম্পাদক মহাশয় গৌরীপুররাজ শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর, রায় শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুর ও কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্-এ, মহোদয়গণের নিকট হইতে প্রাপ্ত সহানুভূতি জ্ঞাপক টেলিগ্রাম ও পত্রাদি পাঠ করিলেন। তাঁহাদিগকে সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ বিজ্ঞাপিত হইলে সভাপতির আদেশক্রমে তিনি চতুর্থ সাংবৎসরিক কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেন, উহা সর্ব্বসম্মতিতে গৃহীত হইল।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইয়া সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন। দুঃখের বিষয় তন্মধ্যে * চিহ্নিত ব্যক্তিগণ অদ্যাপি সভ্যপদ স্বীকার করেন নাই।

রঙ্গপুর।

সভ্যের নাম।	প্রস্তাবক।	সমর্থক।
শ্রীযুক্ত মৌলবী মহাম্মদ আমির উদ্দীন খান্ ফরিদাবাদ, শ্যামগঞ্জ পোষ্ট, রঙ্গপুর।	সম্পাদক	শ্রীহরগোপাল দাস কুণ্ডু
" হরিদাস মুখোপাধ্যায় এম্,এ,বি,এল্ * বি, এল্। ম্যানেজার তাজহাট মহারাজষ্টেট্ রঙ্গপুর।	শ্রীপঞ্চানন সরকার	শ্রীসুরেন্দ্র চন্দ্র সেন
" শম্ভুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য আয়ুর্ব্বেদবিশারদ পোঃ নাওডাঙ্গা, রঙ্গপুর	শ্রীপূর্ণেন্দু মোহন সেহানবীশ	ঐ
" দক্ষিণারঞ্জন চট্টোপাধ্যায় * পোঃ ভুতছাড়া, রঙ্গপুর।	শ্রীমৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী	ঐ
শ্রীমনোরঞ্জন সরকার প্রাণনাথ পাটকাপাড়া, হাতিবান্ধা পোঃ, রঙ্গপুর।	শ্রীপঞ্চানন সরকার এম,এ,বি,এল্	ঐ

সভ্যের নাম।	প্রস্তাবক।	সমর্থক।
শ্রীরমণীমোহন সরকার কঞ্চিপাড়া পোঃ ভবানীগঞ্জ, রঙ্গপুর।	ঐ	ঐ
শ্রীনবীন চন্দ্র সরকার কঞ্চিপাড়া পোঃ ভবানীগঞ্জ, রঙ্গপুর।	ঐ	ঐ
শ্রীমহাম্মদ মিঞাজান সরকার * স্কুল সবইন্‌সপেক্টার, কুড়িগ্রাম	শ্রীপূর্ণেন্দু মোহন সেহানবীশ	ঐ
শ্রীউদয় কান্ত ভট্টাচার্য্য পোঃ পীরগাছা, রঙ্গপুর।	শ্রীদীননাথ বাগচী	ঐ
শ্রীগিরিশ চন্দ্র দাস এম, এ, বি, এল * সিনিয়র ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ রঙ্গপুর, কুচবিহার।	সম্পাদক	শ্রীজগদীশ নাথ মুখোপাধ্যায়
শ্রীজগদীশ চন্দ্র মুস্তোফী জমিদার পোঃ গোবরাছড়া, কুচবিহার	শ্রীপূর্ণেন্দু মোহন সেহানবীশ	শ্রীসুরেন্দ্র নাথ সেন
শ্রীচৌধুরী আমানত উল্যা আহাম্মদ কুচবিহার ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পোঃ বড়মরিচা, কুচবিহার	শ্রীপঞ্চানন সরকার	ঐ
শ্রীমৌলবী মহাম্মদ হালিম আরব্য ও পারস্যাধ্যাপক জেঙ্কিন্স স্কুল, কুচবিহার।	ঐ	ঐ
শ্রীকুমার গজেন্দ্র নারায়ণ বার-আট্-ল * কুচবিহার।	ঐ	ঐ
,, যতীন্দ্র নারায়ণ ঐ *	ঐ	ঐ
শ্রীযুক্ত কুমার অমীন্দ্র নারায়ণ কোচবিহার	শ্রীপঞ্চানন সরকার	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন।
,, দীনেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী এল,এম্,এস্* ঐ	ঐ	ঐ
,,উপেন্দ্র নাথ সরকার মোক্তার	ঐ	ঐ
পোঃ তুফানগঞ্জ; কুচবিহার	ঐ	ঐ
,শ্যামাচরণ রায়, কুচবিহার *	ঐ	ঐ
"কাশীকান্ত প্রামাণিক, *	ঐ	ঐ
শিকারপুর, পোঃ মাথাভাঙ্গা কুচবিহার	শ্রীপঞ্চানন সরকার	ঐ
,, ডাক্তার গোপাল চন্দ্র দাস কোচবিহার *	ঐ	ঐ
,, কুমার ধর্ম্ম নারায়ণ, কুচবিহার *	ঐ	ঐ
,,রেবতী রঞ্জন নাগ জোতদার * মুক্তীর হাট পোঃ, গোবরাছড়া কুচবিহার	ঐ	ঐ

নিম্নলিখিত প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথিগুলি সভার গ্রন্থাগারে উপহৃত হইলে উপহার দাতৃ-গণকে সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ প্রদত্ত হইল, —

শ্রীপূর্ণেন্দু মোহন সেহানবীশ—১। রাজাবলী বা রাজ উপাখ্যান (জয়নাথ ঘোষ মুন্সী কৃত, ১২৫২ সন) ২। মহাভারত বনপর্ব্ব নল দময়ন্তী সংবাদ (১২১২) ৩। ঐ (খণ্ডিত)। শ্রীআশুতোষ মজুমদার বি, এল—১। রামায়ণ (সংস্কৃত) (তালপত্রে লিখিত)। ২। ঐ ঐ। ৩। ঐঐ। শ্রীকালীকান্ত বিশ্বাস—১। অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ আদি, অযোধ্যা, কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড। ২। ইমামের চরিত্র (মহরম পর্ব্ব) হেয়াত মামুদ কৃত ১১৩০ সালের রচিত, সেখ দাওরবকস কর্ত্তৃক ১২৩৩ সালের নকল। ৩। হরিবংশ, কুমার হরণ কবি পীতাম্বর, সেখ বেঙ্গুমামুদ ও সেখ আজিতুল্য কৃত ১২০৯ সালের নকল অসম্পূর্ণ। ৪। ভাব স্বভাব রতি স্বরূপ নির্ণয় শোভারাম দাস কৃত নকল। ৫। সুর দর্পণ। ৬। শ্রীরাধিকা স্তোত্র, রাম চন্দ্র দাস কৃত। ৭। জ্ঞান স্বরূপ পুস্তক। ৮। সুদামা চরিত্র। ৯। শ্রীভাগবতে দশম স্কন্ধে অম্ব-রীষ দুর্ব্বাসা সংবাদ। ১০। নিত্যানন্দ স্তবরাজ (শঙ্করাচার্য্য)। ১১। রাধিকা অষ্টক। ১২ নামহীন পুস্তক (নরত্তোম দাস)। ১৩। প্রেম ভক্তি চন্দ্রিকা (ঐ)। ১৪। শ্রীকৃষ্ণের নাম মালা। ১৫। প্রহ্লাদ চরিত্র। ১৬। গঙ্গা বন্দনা কবিকঙ্কণ। ১৭। বরা উদ্দীপন। ১৮। বৈষ্ণব বিধান (বলরাম দাস)। ১৯। নামহীন গ্রন্থ, নিগম গ্রন্থের নিগমরূপ গোবিন্দ দাস। ২০। কোন গ্রন্থের টীকা। ২১। নামহীন গ্রন্থ। ২২। নামহীন গ্রন্থ। ২৩। প্রেম মাধুর্য্য, শ্রীকৃষ্ণ বশীকরণ, চাটু পুষ্পাঞ্জলি, রূপমঞ্জরী প্রভৃতি খণ্ডিত গ্রন্থ একত্রে। ২৪। নামহীন গ্রন্থ ২৫। চাণক্যসার সংগ্রহ ২৬। শ্রী—সংহিতা। ২৭। পটল ও অন্য একখানি গ্রন্থ। এতদ্ব্যতীত আরও ৫।৭ খানি গ্রন্থ।

নিম্নলিখিত মুদ্রিত পত্রিকা ও গ্রন্থ শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ মহাশয় কর্ত্তৃক সভার গ্রন্থাগারে উপহৃত হইলে তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদত্ত হইল।

১। অনুশীলন ১ম ভাগ, ১ম সংখ্যা। ২। স্বরাজ ১ম ভাগ, ১ম সংখ্যা। ৩। চিকিৎসা তত্ত্ব বিজ্ঞান ও সমীরণ ১ম ভাগ, ৯ম ও ১০ম সংখ্যা। ৪। হিন্দুপত্রিকা ১ম ভাগ, ১ম ও ২য় সংখ্যা। ৫। অন্তঃপুর ষষ্ঠ ভাগ ১২শ সংখ্যা। ৬। দূতী সংবাদ। ৭। মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন। ৮। বৃহৎ লক্ষ্মীচরিত। ৯। মনসার ভাসান (ক্ষেমানন্দ কেতকাদাস কৃত)। ১০। মধুমালতী।

অতঃপর কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সদস্য ও কর্ম্মচারিগণ স্ব স্ব পদ ত্যাগ করিলে সম্পাদক মহাশয় ১৩১৬ বঙ্গাব্দের জন্য যথারীতি নির্ব্বাচিত এবং পূর্ব্ব বর্ষের কার্য্য নির্ব্বাহ সমিতি কর্ত্তৃক মনোনীত সদস্যগণের নাম সভার নিয়মানুসারে ঘোষণা করিলেন। ইহাঁদিগের নাম তালিকা চতুর্থ ভাগ প্রথম সংখ্যা পত্রিকার পরিশিষ্টের ৩২ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে এজন্য এস্থলে পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক।

উল্লিখিত নির্ব্বাচিত ও মনোনীত দ্বাদশ জন সদস্য এবং আয়ব্যয় পরীক্ষক ব্যতীত

বাকী ত্রয়োদশ জন কর্ম্মচারী মোট ২৫ জন সদস্যকে লইয়া ১৩১৬ বঙ্গাব্দের জন্য এই সভার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হইল। এইরূপে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির গঠনকার্য্য শেষ হইলে, সভাপতি মহাশয় তাঁহার বহু গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা পাঠ করিলেন। তাঁহার বক্তৃতা চতুর্থ ভাগ, ১ম সংখ্যা পত্রিকায় সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইয়াছে।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত রায় বিদ্যারত্ন বি, এল্ মহাশয় সংস্কৃত ভাষায় ভারতের বর্ত্তমান শিল্প বাণিজ্যের অবনতি সম্বন্ধে একটি সুললিত সংস্কৃত কবিতা পাঠ করিলেন। অনন্তর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় "দিনাজপুরের গ্রাম নামমালা" শীর্ষক একটি প্রবন্ধে গ্রামের নাম পর্য্যালোচনায় কিরূপে ঐতিহাসিক ও সামাজিক তত্ত্বাদি উদ্ঘাটিত হইতে পারে, তাহা উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিলেন। ইহার পরে শ্রীযুক্ত বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম, এ, বি, এল্ মহাশয় ওজস্বিনী ভাষায় সাহিত্য পরিষদের উদ্দেশ্য কি এবং পরিণতি কোথায় তাহা বুঝাইয়া দিয়া ধনী নির্ধন সকলকেই উহার কার্য্যে সহায়তা করার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের আদেশক্রমে এই সভার সুযোগ্য গ্রন্থাদি রক্ষক শ্রীজগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সংগৃহীত প্রাচীন পুঁথি, মুদ্রা, খোদিত ইষ্টক লিপি, প্রস্তরমূর্ত্তি, ঐতিহাসিক স্থান প্রভৃতির আলেখ্য প্রভৃতি নানাবিধ ঐতিহাসিক হিসাবে মূল্যবান দ্রব্য উপস্থিত দর্শকবৃন্দকে পরিচয়াদি সহ দেখাইলেন। প্রদর্শিত অধিকাংশ দ্রব্যের বিবরণ সময়ে সময়ে পত্রিকার পরিশিষ্টে সভার মাসিক কার্য্য বিবরণের সহিত মুদ্রিত হইয়াছে জন্য তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

সময়াভাবপ্রযুক্ত শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস মহাশয়দ্বয়ের স্ব স্ব রচিত ও বিজ্ঞাপিত প্রবন্ধ আগামী দিবস প্রাতরধিবেশনে পঠিত হইবে এরূপ অবধারিত হইল।

সভাপতি মহাশয় অতঃপর সংক্ষেপে পূর্ব্বালোচিত বিষয়গুলি হইতে সার সঙ্কলন করিয়া একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন। সম্পাদক মহাশয় ইহার পর আগামী দিবসীয় অনুষ্ঠিত কার্য্য বিজ্ঞাপিত করিলে এই সভার পক্ষ হইতে অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য ব্যাকরণতীর্থ মহাশয় সভাপতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

পরিশেষে বগুড়া হইতে আগত প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত অস্তিমচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সুললিত সঙ্গীতের পর অদ্য দিবসীয় সভার কার্য্য সভাপতি মহাশয়ের আদেশে শেষ হইয়াছে ঘোষণা করা হয়।

দ্বিতীয় দিন।

প্রাতঃকাল।

দ্বিতীয় দিবস প্রাতে ৭ ঘটিকার সময় পুনরায় শ্রীযুক্ত মজুমদার মহাশয় কর্ত্তৃক গীত একটি সঙ্গীতের পর অধিবেশনের কার্য্য আরম্ভ হয়। পূর্ব্ব দিবস কার্য্যবাহুল্যহেতু ঐতিহাসিক

প্রদর্শনী সম্পূর্ণ হয় নাই। অদ্য গ্রন্থরক্ষক মহাশয় তাঁহার সহকারিগণ সহ এ বিষয়ে সকলের কৌতূহল নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইলেন।

সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বক্তিয়ার খিলিজির বঙ্গবিজয় কাহিনীর অলীকত্ব, মাধাই নগর ও নিমগাছীতে প্রাপ্ত তাম্র শাসন দুইখানির উদ্ধৃত পাঠ এবং নেপাল হইতে সংগৃহীত একখানি পুঁথি অবলম্বনে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সপ্রমাণিত করিয়া যে প্রবন্ধ লিখিতেছেন উহার মর্ম্ম সভ্যগণকে অবগত করাইলেন। এই প্রবন্ধ আসিয়েটিক সোসাইটীর জারনালে প্রকাশিত হইতেছে। তাহার বঙ্গানুবাদ রঙ্গপুর-শাখা সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশ জন্য বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অনুরোধ করিয়াছেন। উহার বঙ্গানুবাদের ভার শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস মহাশয়ের উপরে অর্পিত হইয়াছে।

পূর্ব্বদিনের নির্দ্দেশমত শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস মহাশয়ের 'রঙ্গপুরের ঐতিহাসিক স্থানের বিবরণ' শীর্ষক প্রবন্ধ তাঁহার অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের 'যোগীভবন ও মাধাইপুর পরিদর্শন' শীর্ষক প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় পাঠ করিলেন। এই প্রবন্ধদ্বয় মধ্যে "মালদহ ভ্রমণ" নাম দিয়া শেষোক্ত প্রবন্ধটি চতুর্থ ভাগ ১ম সংখ্যা পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছে। অপরটিও যথাসময়ে মুদ্রিত করা যাইবে।

সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধ ক্রমে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় পঠিত প্রবন্ধ ও বক্তৃতাদির সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করিলেন।

পরিশেষে সভাপতি মহাশয় পরিষদকে পুরাতত্ত্বাদির আলোচনার সহিত সময়োপযোগী কিছু কিছু কার্য্যকরী শিল্প বিজ্ঞানের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিয়া সভার কার্য্য এ বেলার মত শেষ হইয়াছে বলিয়া প্রচার করিলে বেলা ১১ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকা।

সমাগত সাহিত্যিকগণের সম্বর্দ্ধনার নিমিত্ত এই সভা কর্তৃক একটি সান্ধ্য সম্মিলন আহূত হয়। তদুপলক্ষে স্থানীয় ঐকতান বাদন, জুগীর গান, কীর্ত্তন ও ভক্তিবিষয়ক সুরলয়ে সঙ্গীত, গ্রামোফোনের গান ইত্যাদি নির্দ্দোষ ও শিক্ষাপ্রদ আমোদের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। 'রঙ্গপুর টুবাকু কোম্পানি' সমবেত সভ্যগণের ব্যবহারার্থ তাঁহাদের কারখানায় প্রস্তুত যাবতীয় প্রকারের সিগারেট প্রদান করিয়া এই সভার ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। তাম্বূল আতরাদিও যথারীতি বিতরিত হইয়াছিল। রাত্রি ৭॥ ঘটিকার সময় এই আনন্দ সম্মিলন শেষ করিয়া সভাপতি মহাশয় ও ভিন্ন স্থানাগত সাহিত্যিকগণ রঙ্গপুরবাসীর নিকটে বিদায় গ্রহণ করেন। এইরূপে চতুর্থ সাংবৎসরিক অধিবেশনের কার্য্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে সম্পন্ন হয়। ইতি ১৩১৬, তারিখ ১২ই আষাঢ়।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী।
সম্পাদক।

শ্রীলোকনাথ দত্ত।
পরবর্ত্তী অধিবেশনের সভাপতি।

৩/১/১৩৪৫

পঞ্চম বর্ষ।

১০১৬।

প্রথম মাসিক অধিবেশন।

স্থান সভার কার্য্যালয়, রঙ্গপুর ধর্ম্মসভা গৃহ।

রবিবার, ২রা শ্রাবণ (১৩১৩) ৮ই জুলাই (১৯০৯) সময় অপরাহ্ণ ৫॥ টা।

উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত লোকনাথ দত্ত সভাপতি।

শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন স্বামী সভাপতি

,, পণ্ডিত ভবানী প্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য ব্যাকরণ তীর্থ সহঃ সভাপতি।

,, বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম. এ. বি. এল্.

,, তৈয়ব উদ্দীন আহাম্মদ

,, ডাক্তার প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য এল, এম এস্

শ্রীযুক্ত মুন্সী মোহম্মদ এব্রাহিম মোক্তার।

পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ

পঞ্চানন সরকার এম, এ, বি, এল

সুরেশচন্দ্র লাহিড়ী জমিদার

সহকারী সম্পাদক

শ্রীযুক্ত উদয়কান্ত ভট্টাচার্য্য

,, কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি, এল

,, বিশ্ববন্ধু মজুমদার এল,এম,এস্

শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ মোক্তার

,, চন্দ্রকান্ত ঘোষ ওভারসিয়ার

,, জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়

,, পণ্ডিত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার

সহকারী সম্পাদক

,, সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী সম্পাদক

ও অন্যান্য।

আলোচ্য বিষয়।

১। বিগত চতুর্থবার্ষিক নবম মাসিক এবং চতুর্থ সাংবৎসরিক অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ গ্রহণ। ২। সভ্যনির্ব্বাচন। ৩। গ্রন্থোপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। ৪। প্রবন্ধ—(ক) শ্রীযুক্ত শ্রীরাম মৈত্রেয় (রাজসাহী) মহাশয়ের "পাহাড়পুরের পুরাতন স্তূপ ; (খ) শ্রীযুক্ত কেদারনাথ সেন (দিনাজপুর) মহাশয়ের "বাণ রাজার বাড়ী"। ৫। প্রদর্শন —শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস মহাশয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত কতকগুলি ইষ্টকলিপি এবং শ্রীযুক্ত রাধেশচন্দ্র শেঠ বি., এল্., মহাশয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত জেলা পাবনার প্রাচীন জোড়-বাংলার আলোক চিত্র। ৬। বিবিধ।

নির্দ্ধারণ।

সভাপতি ও সহকারী সভাপতি মহাশয়দ্বয়ের উপস্থিতিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হওয়ায় শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি, এল্ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত উদয়কান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্ব্বসম্মতিতে শ্রীযুক্ত লোকনাথ দত্ত মহাশয় সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন।

১। বিগত চতুর্থবার্ষিক নবম মাসিক এবং চতুর্থ সাংবৎসরিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ যথারীতি পঠিত গৃহীত ও স্বাক্ষরিত হইল।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ১ ও ২ নং নির্ব্বাচিত সভ্যদ্বয় অদ্যাপি সভ্যপদ স্বীকার করেন নাই।

	সভ্যের নাম।	প্রস্তাবক।	সমর্থক
১।	শ্রীমুন্সী মহাম্মদ এব্রাহিম মোক্তার রঙ্গপুর	শ্রীতৈয়বউদ্দীন আহম্মদ	শ্রীকুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায়।
২।	,, আব্দুলগফুর আমিন কালেক্টরী রঙ্গপুর	ঐ	ঐ
৩।	শ্রীহৃদয়বন্ধু মজুমদার ষ্টেট্ সুপারিঃ কাকিনারাজ কাকিনা পোষ্ট রঙ্গপুর।	শ্রীঅন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার	ঐ

৩। এই অধিবেশনে কোনও গ্রন্থ উপহৃত হয় নাই।

৪। শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ মহাশয় শ্রীযুক্ত শ্রীরাম মৈত্রেয় মহাশয়ের রচিত "পাহাড়পুরে পুরাতন স্তূপ" এবং শ্রীযুক্ত জগদীশ নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় "বাণ রাজার বাড়ী" প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এই প্রবন্ধদ্বয় যথাক্রমে চতুর্থ ভাগ ১ম ও ২য় সংখ্যা পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

অনন্তর সভাপতি মহাশয়ের আদেশ লইয়া এই সভার ছাত্রসভ্য শ্রীবৃন্দাবন চন্দ্র ভট্টাচার্য্য তাঁহার সংগৃহীত 'সোণারায়' বা 'ব্যাঘ্রদেবতা' ও 'শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী' শীর্ষক দুইটি রঙ্গপুরের গ্রাম্য গীতি পাঠ করিলেন। এই গীতিদ্বয় চতুর্থভাগ ২য় সংখ্যা পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় নিজ সংগৃহীত একটি "ভাওয়াইয়া গান" পাঠ করিয়া সভ্যগণকে শুনাইলেন। যথাসময়ে এই গানটি পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

পঠিত প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা।

শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন যে "বাণ রাজার বাড়ী" প্রবন্ধে উল্লিখিত প্রস্তর-চৌকাঠ যাহা দিনাজপুরের মহারাজার বাড়ীতে রক্ষিত হইয়াছে এবং যাহা বাণ রাজার বাড়ীর চৌকাঠ বলিয়া খ্যাত, তাহাতে নিম্নলিখিত শ্লোক খোদিত আছে ইহা তিনি দেখিয়াছেন।

দুর্ব্বারারি বরূথিনী-প্রমথনে দানেচ বিদ্যাধরৈঃ
সানন্দং দিবি যস্য মার্গণ-গুণগ্রাম-গ্রহোগীয়তে।
কাম্বোজান্বয়জেন গৌড়পতিনা তেনেন্দুমৌলেরয়ং
প্রাসাদো নিরমারি কুঞ্জরঘটাবর্ষেণ ভূভূষণম্ ॥

এই শ্লোক হইতে বুঝা যায় যে কাম্বোজদেশীয় কোন রাজা যিনি গৌড়পতি ছিলেন,

তাঁহার দ্বারা নির্ম্মিত প্রাসাদের প্রবেশদ্বারে এই প্রস্তরখণ্ড সংযোজিত ছিল। বাণ রাজার সহিত ইহার কোনও সম্পর্ক নাই।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী মহাশয় বলিলেন, সুদীর্ঘ গ্রাম্যগীতি যাহা সংগৃহীত হইবে, তাহা অতঃপর সভাধিবেশনে পঠিত না হইয়া প্রকাশোপযোগী বিবেচিত হইলে, আলোচনার নিমিত্ত পত্রিকায় প্রকাশ করাই সঙ্গত।

শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় বলিলেন যে অদ্যকার পঠিত সোণারায়ের গান অনেকের ধৈর্য্য-চ্যুতি ঘটাইলেও ছাত্রসভ্যগণকে উৎসাহিত করিবার জন্য পূর্ব্ব এক অধিবেশনে বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। এরূপ গীতি সংগ্রহের সার্থকতা অবশ্যই আছে। তবে সভায় পঠিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা না থাকিতেও পারে। শ্রীমান বৃন্দাবনচন্দ্র এ বিষয়ে পথপ্রদর্শক হইয়া ছাত্র সভ্যের কর্ত্তব্য অবশ্যই পালন করিয়াছেন। সভায় পঠিত হইবে না বলিয়া, এরূপ গীতি সংগ্রহের অযোগ্য, তাহা যেন কেহ বিবেচনা না করেন। তবে সংগ্রহকালীন কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য অবশ্যই রাখিতে হইবে। সংগৃহীত গীতির বিশেষত্ব কিছু আছে কি না, কবিতা, সামাজিক ইতিহাস, প্রভৃতি হিসাব করিলে তাহার মূল্য কি হইতে পারে। উহার প্রাচীনত্ব বা কতখানি। শ্রীযুক্ত লাহিড়ী মহাশয় বলিলেন, সংগ্রাহকগণের অবগতির নিমিত্ত ইহা বিজ্ঞাপিত করা হউক। শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন যে, এরূপ গীতি উপযুক্ত বিবেচিত হইলে, আলোচনার নিমিত্ত সভায় পঠিত হওয়াই কর্ত্তব্য।

৫। শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস মহাশয়ের সংগৃহীত ইষ্টক লিপিগুলি সভ্যগণকে প্রদর্শিত হইল। এই লিপিযুক্ত ইষ্টকগুলি রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত পলাশবাড়ি থানার পূর্ব্বে দুই মাইল দূরে দুর্গাপুর গ্রামের একটি ভগ্ন দেবমন্দিরের গাত্রে পাওয়া গিয়াছে। মন্দিরটির গঠন জোড়বাংলার ন্যায়। প্রবাদ বর্দ্ধনকুঠীর সুপ্রসিদ্ধ রাজা ভগবানের পাত্রের (মন্ত্রী) বাড়ী ঐ স্থানে ছিল। ঐ স্থানে বাদশাহী পাঞ্জাঙ্কিত একখানি পারসী ভাষায় লিখিত দলিল, সংগ্রাহক মহাশয় এক গৃহস্থ বাড়ীতে দেখিয়াছেন। প্রদর্শিত লিপিগুলির পাঠোদ্ধারের ভার কোনও বিশেষজ্ঞের উপরে অর্পিত করার প্রস্তাব গৃহীত হইল।

শ্রীযুক্ত রাধেশচন্দ্র শেঠ বি, এল মহাশয়ের সংগৃহীত পাবনা জেলার প্রাচীন একটি জোড় বাংলার চিত্র প্রদর্শিত হইল। এই চিত্র সংক্রান্ত প্রবন্ধ চতুর্থ ভাগ ২য় সংখ্যা পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছে। সংগ্রাহককে সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ প্রদত্ত হওয়ার পর সভাপতি মহাশয়কেও ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীসুরেন্দ্র চন্দ্র রায় চৌধুরী
সম্পাদক।

শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন
সভাপতি।

বগুড়ায়, উত্তর বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন।
দ্বিতীয় অধিবেশন ১৮।১৯ মাঘ ১৩১৬ বঙ্গাব্দ

রঙ্গপুর

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

মলদ ও মালদহ।

শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন বি, এল মহাশয়ের "রাজা বিরাট ও মৎস্যদেশ" শীর্ষক একটি গবেষণা পূর্ণ ঐতিহাসিক প্রবন্ধ রঙ্গপুর-শাখা-সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকার তৃতীয় ভাগ চতুর্থ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত প্রবন্ধের দুই স্থলে মালদহ জেলাকে প্রাচীন মলদ রাজ্য বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রভাস বাবু তৎসম্বন্ধে কোন প্রমাণ প্রয়োগ করেন নাই। বিশিষ্ট প্রমাণ ব্যতিরেকে মালদহ জেলাকে প্রাচীন মলদ রাজ্য বলিয়া স্থাপন করিতে হইলে, একটি বিষম ঐতিহাসিক ভ্রমের প্রতিষ্ঠা করা হইবে। রামায়ণ ও মহাভারত আলোচনা করিলে ও মালদহ জেলার গঠন, নামকরণ এবং অবস্থানের বিষয় স্মরণ করিলে, বর্ত্তমান মালদহ জেলায় মলদ জনপদের অবস্থান নির্দ্দেশ নিতান্ত আপত্তি সঙ্কুল ও সংশয়াত্মক হইবে,—আমার এই বিশ্বাস। আমার আপত্তি ও সন্দেহের কারণগুলি বাঙ্গলার ইতিহাস-সঙ্কলন প্রয়াসী বিদ্বজ্জনের আলোচনার জন্য এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে প্রকটিত করিতেছি।

মলদ জনপদের মালদহ প্রদেশে অবস্থাপনের অনুকূল প্রমাণ পদ্মপুরাণ ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে পাওয়া যাইতে পারে। পদ্মপুরাণের ভূমিখণ্ডে ১৩০ অধ্যায়ে "অঙ্গ মলদ" এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের উত্তরখণ্ডে ৯ম অধ্যায়ে "অঙ্গীয় মলদ" জনপদকে অঙ্গ দেশের অন্তর্ভুক্ত বা সমীপবর্ত্তী ধরিলে, মালদহ জেলাকে প্রাচীন মলদ জনপদ বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করিলে, "অঙ্গ মলদ" বা "অঙ্গীয় মলদ"কে বর্ত্তমান মালদহ জেলায় অবস্থাপিত করিতে বিষম সন্দেহ উপস্থিত হইবে। প্রাচীন অঙ্গদেশ যে মালদহের সমীপবর্ত্তী ভাগলপুর জেলায় অবস্থিত ছিল, ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত। মালদহ জেলার পশ্চিমভাগের কতকাংশ প্রাচীন অঙ্গদেশের অন্তর্গত ছিল বলিয়া ধরিয়া লইলেও মালদহ জেলার অপরাংশ অর্থাৎ পূর্ব্বভাগকে মলদ বলা চলে না। কারণ পদ্মপুরাণ ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে জনপদ-নামোল্লেখ স্থলে পুণ্ড্রদেশের উল্লেখ আছে;—মালদহ জেলার পূর্ব্বাংশ প্রাচীন পুণ্ড্রদেশের অন্তর্গত ছিল তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় এবং অঙ্গদেশ পুণ্ড্রদেশের সম-সাময়িক। রামায়ণ কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে (১) এবং মহাভারতের সভাপর্ব্বে (২) একই স্থলে একই বিষয়-বর্ণন-অবসরে অঙ্গ ও পুণ্ড্রদেশের

---

(১) ব্রহ্মমালান্ বিদেহাংশ্চ মালবান্ কাশিকোশলান্।
মাগধাংশ্চ মহাগ্রামান্ পুণ্ড্রাংস্ত্বঙ্গাংস্তথৈব চ।

রামায়ণ, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ৪০শ অধ্যায় ২২।২৩ শ্লোক।

(২) প্রমাণ-সূচক শ্লোকগুলি পরে উদ্ধৃত হইতেছে।

উল্লেখ আছে। এমন অবস্থায় পুণ্ড্র ও মলদ জনপদদ্বয়ের একত্রাবস্থানে বস্তু সমূহের সাধারণ স্থানাবরোধকতাগুণের ব্যতিক্রম হয়। পুণ্ড্র ও মলদ জনপদদ্বয় পৃথক্, সুতরাং অঙ্গদেশের পূর্ব্বাংশে পুণ্ড্রদেশকে স্থাপন করিলে, তৎস্থানে পুনরায় মলদ জনপদের অবস্থান নির্দ্দেশ সমীচীন হইবে না। সুতরাং "অঙ্গ মলদ" ও "অঙ্গীয় মলদ" জনপদের মালদহ জেলায় অবস্থাপন সঙ্গত নহে।

মহাভারতের সভাপর্ব্বে ভীমসেনের দিগ্বিজয় বর্ণন প্রসঙ্গে একই অধ্যায়ে একই দিকে মলদ ও মৎস্য দেশের উল্লেখ আছে। মহাভারতের এই বর্ণনা হইতে মালদহ জেলাকে প্রাচীন মলদ জনপদ বলিয়া প্রতিপাদন কতদূর সন্দেহাতীত, এক্ষণে তাহারই আলোচনা করিতেছি।

মহাভারতীয় সভাপর্ব্বের ত্রিংশত্তমাধ্যায়ে আছে;—ভীমসেন অন্যান্যদেশ বিজয়ের পর কাশিরাজ সুবাহু ও সুপার্শ্বপতি ক্রথকে পরাজয় করার পর মৎস্যদেশবাসী ও মলদদিগকে পরাভূত করেন। তৎপর তিনি মহীধর ও সোমধেয়দিগকে নির্জ্জিত করিয়া উত্তরাভিমুখে গিয়া ক্রমশঃ বৎসভূমি ও অন্যান্য বহু জনপদ অধিকার করতঃ বিদেহ দেশেশ্বর জগতীপতি রাজা জনককে স্ববশে আনয়ন করেন ও বিদেহ দেশে অবস্থান কালেই ইন্দ্রপর্ব্বত সন্নিহিত কিরাতদিগের সাতজন অধীশ্বরকে পরাজিত করেন ও পরে সুহ্ম ও প্রসুহ্মদিগকে জয় করিয়া মগধদিগের দেশে গমন করেন। মাগধ জনপদ সম্পূর্ণ করায়ত্ত হইলে ভীমসেন গিরিব্রজপতি জরাসন্ধতনয় সহদেবকে বশ্যতা স্বীকার করাইয়া অঙ্গরাজ কর্ণকে পরাজয় করেন এবং তৎপর কৌশিকীকচ্ছপতি মহৌজা ও পৌণ্ড্ররাজ বাসুদেবকে পরাজয় করেন (১)। ভীমসেন বিজিত

(১) এস্থলে ভীমসেন বিজিত সমস্ত দেশের নামোল্লেখ করিলাম না। নিয়োদ্ধৃত মূল শ্লোকগুলি হইতে কাশী হইতে পুণ্ড্র পর্য্যন্ত ভীমবিজিত জনপদ ও রাজন্য বর্গের নাম পাওয়া যাইবে :—

পাণ্ডবঃ সুমহাবীর্য্যো বলেন বলিনাং বরঃ।
স কাশিরাজং সমরে সুবাহুমনিবর্ত্তিনম্।
বশে চক্রে মহাবাহুর্ভীমো ভীমপরাক্রমঃ।
ততঃ সুপার্শ্বমভিতস্তথা রাজপতিং ক্রথম্।
যুধ্যমানং বলাৎ সংখ্যে বিজিগ্যে পাণ্ডবর্ষভঃ।
ততো মৎস্যান্মহাতেজা মলদাংশ্চ মহাবলান্।
অনঘানভয়াংশ্চৈব পশুভূমিঞ্চ সর্ব্বশঃ।
নিবৃত্য চ মহাবাহুর্মদধারং মহীধরং।
সোমধেয়াংশ্চ নির্জ্জিত্য প্রযযাবুত্তরামুখঃ।
বৎসভূমিঞ্চ কৌন্তেয়ো বিজিগ্যে বলবান্ বলাৎ।
ভর্গাণামধিপঞ্চৈব নিষাদাধিপতিং তথা।
বিজিগ্যে ভূমিপালাংশ্চ মণিমৎ প্রমুখান্ বহূন্।
ততো দক্ষিণমল্লাংশ্চ ভোগবন্তঞ্চ পর্ব্বতং।
তরসৈবাজয়দ্ভীমো নাতিতীব্রেণ কর্ম্মণা।
শর্ম্মকান্ বর্ম্মকাংশ্চৈব ব্যজয়ৎ সান্ত্বপূর্ব্বকং।
বৈদেহকঞ্চ রাজানং জনকং জগতীপতিং।
বিজিগ্যে পুরুষব্যাঘ্রো নাতিতীব্রেণ কর্ম্মণা।
শকাংশ্চ বর্ব্বরাংশ্চৈব অজয়চ্ছদ্মপূর্ব্বকং।
বৈদেহস্থস্তু কৌন্তেয় ইন্দ্রপর্ব্বতমন্তিকাৎ।
কিরাতানামধিপতীনজয়ৎ সপ্ত পাণ্ডবঃ।
ততঃ সুহ্মান্ প্রসুহ্মাংশ্চ স্বপক্ষানতিবীর্য্যবান্।
বিজিত্য যুধি কৌন্তেয়ো মাগধানভ্যধাদ্বলী।
দণ্ডঞ্চ দণ্ডধারঞ্চ বিজিত্য পৃথিবীপতীন্।
তৈরেব সহিতঃ সর্ব্বৈর্গিরিব্রজমুপাদ্রবৎ।
জারাসন্ধিং সান্ত্বয়িত্বা করে চ বিনিবেশ্য হ।
তৈরেব সহিতঃ সর্ব্বৈঃ কর্ণমভ্যদ্রবদ্বলী।
স কম্পয়ন্নিব মহীং বলেন চতুরঙ্গিণা।
যুযুধে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠঃ কর্ণেনামিত্রঘাতিনা।
স কর্ণং যুধি নির্জ্জিত্য বশে কৃত্বা চ ভারত।
ততো বিজিগ্যে বলবান্ রাজ্ঞঃ পর্ব্বতবাসিনঃ।
অথ মোদাগিরৌ চৈব রাজানং বলবত্তরং।
পাণ্ডবো বাহুবীর্য্যেণ নিজঘান মহামৃধে।
ততঃ পুণ্ড্রাধিপং বীরং বাসুদেবং মহাবলং।
কৌশিকীকচ্ছনিলয়ং রাজানঞ্চ মহৌজসম্।

মহাভারত, সভাপর্ব্ব, ৩০ অধ্যায়, ৬—২২ শ্লোক।

জনপদ গুলির মধ্যে এখনও কতকগুলির অবস্থান নির্ণয় করা যাইতে পারে। ভীমসেনের এই দিগ্বিজয় বর্ণনা হইতে দৃষ্ট হইবে যে, ভীমসেন কাশী হইতে মলদ জনপদে যান, তৎপর ক্রমশঃ পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইবার কালে বিদেহ (মিথিলা, বর্ত্তমান দ্বারভাঙ্গা ও মজঃফরপুরজেলা), মগধ (দক্ষিণবিহার), অঙ্গদেশ (ভাগলপুর), কৌশিকীকচ্ছ (পূর্ণিয়া) হইয়া পুণ্ড্রদেশে উপস্থিত হন। সুতরাং ভীমসেনের এই দিগ্বিজয় বিবরণ হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, মলদ জনপদ কাশীর পার্শ্ববর্ত্তী, কিন্তু অঙ্গ, কৌশিকীকচ্ছ ও পুণ্ড্রদেশ হইতে দূরবর্ত্তী, এবং অঙ্গদেশও মলদ জনপদদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে ক্ষুদ্র বৃহৎ বহু জনপদ তৎকালে বর্ত্তমান ছিল। ভীমসেন পূর্ব্বদেশ জয় জন্য ক্রমশঃ পূর্ব্বদিকেও গমন করিয়াছিলেন ; এবং তিনি একাদিক্রমে সরলরেখা ধরিয়া পূর্ব্বদিকে অগ্রসর না হইলেও, এবং একবার উত্তর দিক আবার দক্ষিণ দিক জয় জন্য অভিযান করিলেও, যে কাশী হইতে পুণ্ড্রদেশ পর্য্যন্ত ক্রমশঃ পূর্ব্বদিকেই অগ্রসর হইয়াছিলেন, মহাভারতীয় সভাপর্ব্বের ত্রিংশত্তমাধ্যায়ই তাহার অবিসম্বাদিত প্রমাণ। সুতরাং এই বিবরণ হইতে, মলদ জনপদ যে অঙ্গদেশ হইতে বহুদূর পশ্চিমে, বহু জনপদ ও রাজ্যের ব্যবধানে অবস্থিত ছিল, এরূপ অনুমান করিলে কোনরূপ সন্দেহ বা আপত্তি উত্থাপনের কারণ থাকে না।

মহাভারত হইতে মলদ জনপদের অবস্থান নিঃসংশয়িতভাবে নিরূপণ পক্ষে মহর্ষি বেদব্যাস সাহায্য না করিলেও আদিকবি বাল্মীকি তাঁহার রামায়ণ সাহায্যে মলদ জনপদের অভ্রান্ত অবস্থান নিরূপণের সুবিধা প্রদান করিয়াছেন।

রাজর্ষি বিশ্বামিত্র সহ সানুজ শ্রীরামচন্দ্র যজ্ঞরক্ষার্থ যাত্রা করতঃ তরঙ্গ কল্লোলময় গঙ্গা-সরযূসঙ্গম (১) উত্তীর্ণ হইয়া গঙ্গার দক্ষিণ কূলে উপনীত হন ও সম্মুখে ঝিল্লিঝঙ্কৃত ভীষণ শ্বাপদসঙ্কুল দুর্গম অরণ্য অবলোকন করিয়া সেই গহন বন কাহার অধিকৃত জিজ্ঞাসা করিলে মহামুনি গাধিনন্দন বলিয়াছিলেন, "পূর্ব্বকালে দেব-রচিত মলদ ও করূষ নামক দুইটি জনপদ এই স্থলে ছিল ; এই জনপদদ্বয় পূর্ব্বকালে অতিশয় সমৃদ্ধ ও সুন্দের ভার্য্যা নিশাচরী তাড়কার পুত্র মারীচ কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছে।" (২) রামায়ণের এই বৃত্তান্ত হইতে মলদ ও করূষের অবস্থান গঙ্গা-সরযূসঙ্গমের নিকটে এবং গঙ্গার দক্ষিণতীরভাগে নির্দ্ধারিত

---

(১) অথ রামঃ সরিন্মধ্যে পপ্রচ্ছ মুনিপুঙ্গবম্।
বারিণো ভিদ্যমানস্য কিময়ং তুমুলো ধ্বনিঃ।
রাঘবস্য বচঃ শ্রুত্বা কৌতূহলসমন্বিতম্॥
কথয়ামাস ধর্ম্মাত্মা তস্য শব্দস্য নিশ্চয়ম্।
কৈলাসপর্ব্বতে রাম মনসা নির্ম্মিতং পরম্।
ব্রহ্মণা নরশার্দ্দূল তেনেদং মানসং সরঃ।
তস্মাৎ সুস্রাব সরসঃ সাযোধ্যামুপগূহতে।
সরঃ প্রবৃত্তা সরযূঃ পুণ্যা ব্রহ্মসরশ্চ্যুতা।
তস্যায়মতুলঃ শব্দো জাহ্নবীমভিবর্ত্ততে॥
বালকাণ্ড, ২৪শ সর্গ ৬—১০ শ্লোক।

* * * * *

(২) এতৌ জনপদৌ স্ফীতৌ পূর্ব্বমাস্তাং নরোত্তম।
মলদাশ্চ করূষাশ্চ দেবনির্ম্মাণনির্ম্মিতৌ।
* * * * *
তাড়কা নাম ভদ্রন্তে ভার্য্যা সুন্দস্য ধীমতঃ। ২৬
মারীচো রাক্ষসঃ পুত্রো যস্যাঃ শক্রপরাক্রমঃ।
* * * * *
ইমৌ জনপদৌ নিত্যং বিনাশয়তি রাঘব। ২৮
বালকাণ্ড ২৪শ সর্গ ১৭—২৮ শ্লোক।

হইতেছে। আবার বিশ্বামিত্র সহ সানুজ শ্রীরামচন্দ্র মুনিবরের যজ্ঞস্থলী সিদ্ধাশ্রমে আরব্ধ যজ্ঞ-বিঘাতক মারীচাদি রক্ষঃ ক্ষয় করতঃ যখন পুনরায় উত্তরমুখে বিদেহ দেশে যাইবার জন্য অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন পথিমধ্যে অগাধ স্বচ্ছসলিল-সম্পন্ন পুলিন-বিমণ্ডিত শোণানদী (বর্ত্তমান শোণ নদ) (১) দর্শন করতঃ দক্ষিণ তীরে উপস্থিত হইয়া তাহা উত্তরণ পূর্ব্বক উত্তর দিকে গমন করতঃ গৌতমাশ্রমে অহল্যার পাষাণীত্ব বিমোচন করেন এবং তথা হইতে বিশাখা নগরী হইয়া উত্তর পূর্ব্বদিকে জনক রাজ্য বিদেহ দেশে উপনীত হন (২)। শ্রীরামচন্দ্রকে এইরূপে দুইবার জাহ্নবীপ্রবাহ অতিক্রম করিতে হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার শোণনদ উত্তীর্ণ হইবার কোনরূপ উল্লেখ রামায়ণে দৃষ্ট হয় না। গৌতমাশ্রম ও অহল্যার উদ্ধারক্ষেত্র এখনও ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলপথের বক্সার ষ্টেসনের অনতিদূরবর্ত্তী ডোমরাঁও নামক স্থানের উত্তরদিকে পুণ্য-প্রয়াসী সাধুসন্ন্যাসী ও অপরতীর্থযাত্রিগণ সাগ্রহে দর্শন করিয়া থাকেন। ডোমরাঁও শোণনদ হইতে অন্যূন পঞ্চবিংশতি ক্রোশ ব্যবধানে পশ্চিম দিকে অবস্থিত। ইহা হইতে স্বতঃই প্রমাণিত হয় যে তাড়কা-প্রপীড়ন-প্রনষ্ট মলদ করূষ জনপদ শোণ নদের পশ্চিম দিকে এবং মালদহ জেলার প্রান্তসীমা হইতে অন্ততঃ পাদোনশত ক্রোশ দূরে পশ্চিম দিকে অবস্থিত ছিল।

পদ্মপুরাণোক্ত "অঙ্গ মলদ" ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণোক্ত "অঙ্গীয় মলদ" জনপদের অবস্থানও বাল্মীকি প্রসাদাৎ তাঁহার অমরকীর্ত্তি রামায়ণের বালকাণ্ডান্তর্গত বিশ্বামিত্র সহ শ্রীরামচন্দ্রের সিদ্ধাশ্রম যাত্রার বিবরণ হইতে নির্ণয় করা যাইতে পারে। অযোধ্যা হইতে যাত্রা করিয়া তাঁহারা পথিমধ্যে প্রথমতঃ গঙ্গা-সরযূসঙ্গমস্থলে উপস্থিত হন। গঙ্গাসরযূপ্রবাহদ্বয়-মধ্যস্থিত ভূভাগের নাম জিজ্ঞাসিত হইয়া রাজর্ষি বিশ্বামিত্র শ্রীরামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন যে, ঐ স্থলে হরকোপানলে কামদেবের অঙ্গত্যাগ হইয়া অনঙ্গত্ব প্রাপ্তিকালে, তাহা অঙ্গদেশ নামে আখ্যাত হইয়াছে (৩)। ঠিক এই অঙ্গদেশেরই অপর পারে গঙ্গার দক্ষিণ কূলে তাড়কারণ্য

(১) শোণা ও শোণ যে একই, তাহা নিম্ন প্রমাণে ও বর্ত্তমান শোণ নদের ভৌগোলিক অবস্থান হইতে প্রতীত হইবে। শোণা নদীর অপর নাম মাগধী।

সুমাগধী নদী রম্যা মগধান্ বিশ্রুতা যযৌ। পঞ্চানাং শৈলমুখ্যানাং মধ্যে মালেব শোভতে।
সৈষাহি মাগধী রাম বসোস্তস্য মহাত্মনঃ। পূর্ব্বাভিচরিতা রাম সুক্ষেত্রাশস্য মালিনী।

রামায়ণ, বালকাণ্ড ৩২ সর্গ ৯।১০ শ্লোক।

(২) রামায়ণ, বালকাণ্ড, ৩১—৪৯ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

(৩) অবধ্যাতশ্চ রুদ্রেণ চক্ষুষা রঘুনন্দন।
ব্যশীর্যন্ত শরীরাৎ স্বাৎ সর্ব্বগাত্রাণি দুর্ম্মতেঃ।
তত্র গাত্রং হতং তস্য নির্দগ্ধস্য মহাত্মনা।
অশরীরঃ কৃতঃ কামঃ ক্রোধাদ্দেবেশ্বরেণ হ।
অনঙ্গ ইতি বিখ্যাতস্তদাপ্রভৃতি রাঘব।
স চাঙ্গবিষয়ঃ শ্রীমান্ যত্রাঙ্গং স মুমোচ হ।
তস্যায়মাশ্রমঃ পুণ্যঃ * * * *।

রামায়ণ, বালকাণ্ড, ২৩শ সর্গ, ১২—১৫ শ্লোক।

ভূমিতে প্রাচীন মলদ জনপদের অবস্থান ইতিপূর্ব্বে নির্ণীত হইয়াছে। এই গঙ্গাসরযূসঙ্গম-ক্ষেত্রস্থিত অঙ্গদেশের সান্নিধ্য বশতঃই পদ্ম ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে মলদ জনপদ "অঙ্গমলদ" ও "অঙ্গীয় মলদ" নামে কথিত হইয়াছে ইহা হইতে আরও অবগত হওয়া যাইতেছে যে, মহাভারত-বর্ণিত কর্ণ-শাসিত অঙ্গদেশ ও গঙ্গাসরযূসঙ্গমস্থিত অঙ্গদেশ দুইটি পৃথক পৃথক জনপদ। এই দুইটির মধ্যে প্রথমটি মহাভারতের সমসাময়িক ও দ্বিতীয়টি রামায়ণের সমকালবর্ত্তী। মলদ জনপদ কর্ণ-শাসিত অঙ্গের সমীপবর্ত্তী হইতেছে না, সুতরাং তাহা মালদহ জেলারও সমীপবর্ত্তী ছিলনা বা তাহা মালদহ জেলা হইতেছে না।

রামায়ণের সময়ে মলদ জনপদ পূর্ব্বসমৃদ্ধ অবস্থা হারাইয়া সুন্দপত্নী তাড়কা ও তত্তনয় মারীচের অত্যাচারে বিনষ্ট হইয়া বিজন বিপিনে পরিণত হয়, এবং মহাভারতের সময় মলদবাসিগণ "নিরুপদ্রব অথচ নির্ভীক মহাবল" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে (১) ও তৎপূর্ব্বে যে তাহারা একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন জাতি ছিল, তাহা বেশ উপলব্ধি হয়। রামায়ণ ও মহাভারতের পৌর্ব্বাপৌর্য্য লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে তীব্রতর্কের অদ্যাবধি নিরসন হয় নাই। কিন্তু মলদবাসিগণের মহাভারতের সময় "নিরুপদ্রব, নির্ভীক, মহাবল" থাকা, এবং রামায়ণের সময় রাক্ষসকর্ত্তৃক তাহাদের সমৃদ্ধ জনপদ উৎসাদিত হইয়া ভীষণ অরণ্যানীতে পরিণত হওয়া হইতে, মহাভারত অপেক্ষা রামায়ণের রচনাকালের অপেক্ষাকৃত আধুনিকতা-প্রতিপাদন-প্রয়াসিগণ একটি সুন্দর প্রমাণ প্রতিপক্ষগণের প্রতিকূলে উপস্থিত করিতে পারেন। অবান্তর হইলেও এই প্রমাণটি উক্ত তর্কমীমাংসার সহায়তা করিবে, এই ভরসায় তৎপ্রতি সুধীগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিলাম।

মলদ ও মালদহের অবস্থিতি স্থান যে একই ভূখণ্ড নহে, বর্ত্তমান মালদহ জেলার গঠন ও গঠন কালের আলোচনা করিলেও প্রতিপন্ন হয়।

মালদহ একটি জনপদ বা প্রদেশ ছিল। ইহা একটি গ্রাম, পল্লী বা ক্ষুদ্র নগর ছিল না। বর্ত্তমান মালদহ জেলার সৃষ্টি গত পঞ্চাশৎ বর্ষ মধ্যে হইয়াছে। ইংরাজী ১৮১২ সালের পূর্ব্বে বর্ত্তমান মালদহ জেলার পূর্ব্বভাগ জেলা দিনাজপুর এবং পশ্চিমভাগ জেলা পূর্ণিয়ার অন্তর্নিবিষ্ট ছিল। সন ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে পূর্ণিয়া ও দিনাজপুর জেলার কয়েকটি থানা লইয়া ফৌজদারী বিচার-কার্য্য-সৌকর্য্যার্থ মালদহে একজন জয়েন্টম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন। থানানুসারে জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেটকে দিনাজপুর ও পূর্ণিয়া জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের শাসনাধীন থাকিতে হয়। ইংরাজী ১৮৩২ সালে এখানে প্রথম সরকারী খাজনাখানা সংস্থাপিত হয় এবং পরিশেষে ইংরাজী ১৮৫৯ সালে মালদহ একজন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের শাসনাধীন

(১) বর্দ্ধমান রাজবাটী হইতে প্রকাশিত মহাভারতের অনুবাদে "নিরুপদ্রব নির্ভীক মহাবল" এই বিশেষণত্রয় মলদগণের নামাগ্রে সংযোজিত দৃষ্ট হয়, কিন্তু অন্য অনুবাদে বা মুদ্রিত মহাভারতের মূলাংশে কেবল "মহাবল" এই একমাত্র বিশেষণ দৃষ্ট হয়। ফলতঃ তাহাতে মৎপ্রদত্ত যুক্তির কোন বৈলক্ষণ্য হইবে না। পূর্ব্বোদ্ধৃত মূলাংশেও মলদগণের কেবল "মহাবল" এই বিশেষণ আছে।

হইয়া পূর্ণাঙ্গ জেলায় পরিণত হয় (১)। সন ১৮১৩ সালের পূর্ব্বে বর্ত্তমান পুরাতন মালদহ নামক স্থান মাত্র মালদহ নামে পরিচিত ছিল। ইংরেজ ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর সর্ব্বপ্রথম কুঠী পুরাতন মালদহে সংস্থাপিত হইয়া পরে নানা কারণে বর্ত্তমান ইংরাজবাজারে উঠিয়া আসায় ও পরবর্ত্তীকালে ইংরাজবাজারেই জেলার সদর ষ্টেশন স্থাপিত হওয়ায় (২) ইংরাজবাজার সহর ও জেলা উভয়ই মালদহ নামে আখ্যাত হইয়াছে। বর্ত্তমান পুলিস-প্রথা প্রবর্ত্তন সময়েও পুরাতন মালদহস্থিত থানা, মালদহ নামে আখ্যাত ছিল, ইংরাজবাজারস্থিত পুলিস ষ্টেশন ভোলাহাট নামে খ্যাত থাকিয়া অল্পকাল যাবৎ ইংরাজবাজার নামে লিখিত হইতেছে। মিউনিসিপালিটী সংস্থাপন সময়েও সদরের মিউনিসিপালিটী ইংরাজবাজার নামে এবং পুরাতন মালদহের মিউনিসিপালিটী কেবল মালদহ নামে আখ্যাত হইয়াছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে গত শতাব্দীর পূর্ব্বে মালদহ নামে কোন জনপদ, জেলা, পরগণা, বা অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত ভূখণ্ড পরিচিত ছিল না। সুতরাং পুরাতন মালদহ নগরের ন্যায় একটি ক্ষুদ্র ভূখণ্ডের সুপ্রাচীন মলদ জনপদের স্মৃতি ও অবস্থান বহন সম্ভবতঃ সন্দেহাতীত ভাবে সুধী-সমাজের গ্রহণীয় হইবে না।

উপসংহার কালে আমার বক্তব্য এই যে প্রভাস বাবুর "রাজা বিরাট ও মৎস্যদেশ" প্রবন্ধে উপস্থাপিত মতামত সকলের আলোচনা আমার অভিপ্রেত বা তাঁহার "বিরাট ও মৎস্যদেশ" প্রবন্ধে প্রকটিত মূল মতের প্রতিবাদ আমার উদ্দিষ্ট নহে। কেবল প্রভাস বাবুর প্রবন্ধে নহে, অন্যত্রও "মলদ" ও "মালদহ" জনপদের একত্ব সম্বন্ধে কাহাকেও কাহাকেও মত প্রকাশ করিতে দেখিয়াছি। তাই প্রভাস বাবুর প্রবন্ধকে উপলক্ষ করিয়া "মলদ" ও "মালদহ" এই দুই প্রদেশের একত্ব প্রতিপাদক প্রমাণ সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম। সাহিত্য-পরিষদের সভ্যগণ ও প্রভাস বাবু "রাজা বিরাট ও মৎস্যদেশ" সম্বন্ধে এতদনুসারে পুনরায় স্বাধীনভাবে আপনাদিগের মত আলোচনা করেন, বিনীতভাবে আমার এই নিবেদন।

মালদহ
১৩১৮, ৩রা ভাদ্র। } শ্রীরাধেশচন্দ্র শেঠ

(১) Hunter's Statistical Account of Bengal, Malda, Dinajpur and Rungpur.
(২) রিয়াজুস সালাতিন।

পৌণ্ড্রদেশ নির্ণয়

প্রাচীন ভারতের যে সমস্ত রাজ্য জ্ঞান-গৌরব-মণ্ডিত হইয়া সভ্যতা ও ক্ষমতায় এককালে ভারতের, এমন কি তাৎকালিক সমগ্র সভ্য জগতের মধ্যে স্বকীয় যশঃপ্রভা বিকীর্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশেরই নাম এবং ভাগ্য এরূপ ভাবে বিপর্য্যস্ত, এমন কি বিলুপ্ত হইয়াছে যে তাহাদের অবস্থান-তথ্য নির্ণয় করা বর্ত্তমান যুগে এক অতি বিষম সমস্যার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সমস্ত রাজ্য গুলির মধ্যে একটি মাত্র অদ্য আমাদের আলোচ্য বিষয়। এই রাজ্যটি পুরাণেতিহাসাদি-বর্ণিত মহাসমৃদ্ধিশালী দিগন্ত-বিশ্রুত প্রাচীন পৌণ্ড্ররাজ্য। সূর্য্যবংশাবতংশ পুরুবংশীয় বলিরাজপুত্র পুণ্ড্র কর্ত্তৃক সুদূর বৈদিক যুগে যে রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, মহাভারতীয় যুগে অমিত তেজোশালী পৌণ্ড্রক বাসুদেব যে রাজ্যের শাসনকর্ত্তা,—বৌদ্ধযুগে যে ভূভাগ বৌদ্ধ দীপঙ্করগণের জ্ঞানগর্ভ উপদেশে মুখরিত ও জ্ঞানালোকে সমুদ্ভাসিত হইয়াছিল বলিয়া বৈদেশিক ভ্রমণকারী হুয়েন্থসং প্রভৃতি দ্বারা প্রশংসিত পৌরাণিক যুগে যে স্থানে হিন্দুগণের পরম পবিত্র তীর্থক্ষেত্র বলিয়া স্কন্দপুরাণাদিতে সুকীর্ত্তিত এবং বিগত ঐতিহাসিক যুগে যে স্থান শূর, পাল, ও সেন নৃপতিগণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত, ভারতের মহাগৌরবের নিকেতন সেই গৌরবস্পর্দ্ধী পৌণ্ড্রদেশ এক্ষণে কোথায় আমরা অদ্য সেই তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব।

মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড পাঠে অবগত হওয়া যায় যে কিষ্কিন্ধ্যা-রাজ সুগ্রীব সীতা অন্বেষণার্থ ভারতবর্ষের চতুর্দ্দিকে বানরগণকে এক একজন যূথপতির অধীনে প্রেরণ করেন। এই উপলক্ষে বানররাজ সুগ্রীব চতুর্দ্দিকস্থ গ্রাম, নগর, দেশ, নদী ও পর্ব্বতাদির সংক্ষিপ্ত পরিচয় বানরগণের নিকট কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। বানররাজ সুগ্রীব বিনতানামা মহাবল বানর যূথপতিকে পূর্ব্বদিকে প্রেরণ করতঃ তদুপলক্ষে পূর্ব্বদিক্‌বর্ত্তী যে সমুদয় দেশ তাহাতে অনুসন্ধান করিতে আদেশ করেন তন্মধ্যে আমরা কাশি, কোশল, মগধ, পুণ্ড্র ও অঙ্গ প্রভৃতি দেশের নামোল্লেখ দেখিতে পাই যথা,—

"ব্রহ্মমালান্ বিদেহাংশ্চ মালবান্ কাশিকোশলান্॥ ২২
মাগধাংশ্চ মহাগ্রামান্ পুণ্ড্রাংস্ত্বঙ্গাংস্তথৈব চ।"

(কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ৪০ অধ্যায়)

অর্থাৎ ব্রহ্মমাল, বিদেহ, মালব, কাশি, কোশল, মগধ, মহাগ্রাম, পুণ্ড্র, অঙ্গ প্রভৃতি পূর্ব্বদিক্‌বর্ত্তী দেশ সমূহে সীতাকে অন্বেষণ করিবে।

তৎপর তিনি বীরবর অঙ্গদকে দক্ষিণদিকগামী বানরগণের অধিপতি করতঃ তাহার নিকট

দক্ষিণদিক্‌বর্ত্তী দেশ সমূহের যে বিবরণ প্রদান করেন তন্মধ্যে অন্ধ্র, পুণ্ড্র, চোল, পাণ্ড্য ও কেরল দেশের উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়, যথা—

নদীং গোদাবরীঞ্চৈব সর্ব্বমেবানুপশ্যত।
তথৈবান্ধ্রাংশ্চ পুণ্ড্রাংশ্চ চোলান্ পাণ্ড্যাংশ্চ কেরলান্॥১২

(কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ৪১ সর্গ)

অর্থাৎ গোদাবরী নদী, অন্ধ্র, পুণ্ড্র, চোল, পাণ্ড্য ও কেরল (Chela) প্রভৃতি স্থান সমূহ অন্বেষণ করিবে।

রামায়ণের প্রাগুক্ত বর্ণনামধ্যে যদি কিছুমাত্র সত্য থাকে তাহা হইলে আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে প্রাচীন ভারতে দুইটি "পুণ্ড্র" দেশের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল—একটি ভারতবর্ষের পূর্ব্বে ও অপরটি দক্ষিণভাগে অবস্থিত। পূর্ব্বদিকবর্ত্তী 'পুণ্ড্র' রাজ্য অঙ্গ, বঙ্গাদির সহিত এবং দাক্ষিণাত্যস্থিত 'পুণ্ড্র' রাজ্য অন্ধ্র, পাণ্ড্য, চোল প্রভৃতি দাক্ষিণাত্য রাজ্যের সহিত একত্রে উল্লেখ থাকায় পূর্ব্বদিকবর্ত্তী পুণ্ড্ররাজ্য অঙ্গ, বঙ্গাদির সন্নিকট এবং দক্ষিণদিক্‌বর্ত্তী পুণ্ড্ররাজ্য অন্ধ্রাদির নিকটবর্ত্তী বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

অতি প্রাচীন বৈদিক যুগ হইতে ভারতবর্ষে দুইটি পৃথক "পুণ্ড্র" জাতির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় তন্মধ্যে একটি বিশ্বামিত্র বংশীয় এবং অপরটি সূর্য্যবংশাবতংশ পুরুরাজবংশীয় বলিরাজের বংশ সম্ভূত। ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বিশ্বামিত্রবংশীয় পুণ্ড্রগণের উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়, যথা—

"অন্তান্ বঃ প্রজাভক্ষীষ্টেতি ত এতেঽন্ধ্রাপুণ্ড্রাঃ শবরাঃ পুলিন্দা মূতিবা ইত্যুদন্ত্যা বহবো ভবন্তি। বৈশ্বামিত্রা দস্যূনাং ভূয়িষ্ঠাঃ" (৭।১৮)

অর্থাৎ ঋষি বিশ্বামিত্রের শতপুত্র ছিল। তিনি ভাগিনেয় শুনঃশেফকে জ্যেষ্ঠপুত্র স্থানীয় করিতে অভিলাষী হইয়া তৎসম্বন্ধে পুত্রগণের অভিমত জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে পঞ্চাশ জন মধুচ্ছন্দা (শুনঃশেফ) অপেক্ষা বয়সে বড় এবং পঞ্চাশজন তাঁহা অপেক্ষা ছোট। জ্যেষ্ঠগণ শুনঃশেফের অভিষেকে সন্তুষ্ট হইল না। বিশ্বামিত্র তাহাদিগকে অভিশাপ দিলেন "তোমাদের বংশধরগণ পৃথিবীর শেষপ্রান্তে গিয়া বাস করুক।" ইহারাই অন্ধ্র, পুণ্ড্র, শবর, মূতিব ইত্যাদি অতি নীচ জাতি। এইরূপে বিশ্বামিত্র পুত্রগণ হইতে দস্যুগণ উৎপন্ন হইয়াছে।

পূর্ব্বে রামায়ণ হইতে দক্ষিণদিক্‌বর্ত্তী যে সকল দেশের উল্লেখ করিয়াছি তন্মধ্যে পুণ্ড্র, অন্ধ্র ও পাণ্ড্য প্রভৃতির এক সঙ্গে উল্লেখ পাইয়াছি। একণে অন্ধ্র, পুণ্ড্র, শবর, পুলিন্দ প্রভৃতি জাতির একত্র উল্লেখ দৃষ্টে এই বিশ্বামিত্র বংশীয় অন্ধ্র, পুণ্ড্রাদিকে দাক্ষিণাত্যস্থিত অন্ধ্র-পুণ্ড্রাদি দেশবাসী বলিয়াই অনুমিত হইতেছে। এই পুণ্ড্রগণ বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বংশীয় হইলেও অনার্য্যসংস্পর্শে বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা ঐতরেয় ব্রাহ্মণের বচন দ্বারা প্রতীয়মান

হইয়াছে। মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বেও পুণ্ড্র শবরাদিকে বৃষলত্ব প্রাপ্ত বলিয়া উল্লিখিত আছে যথা ;—

"মেকলা দ্রাবিড়া লাটাঃ পৌণ্ড্রাঃ কোন্বশিরস্তথা।
শৌণ্ডিকা দরদা দর্ব্বাশ্চৌরাঃ শবরাবর্ব্বরাঃ॥
কিরাতা যবনাশ্চৈব তাস্তাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বমনুপ্রাপ্তা ব্রাহ্মণানামমর্ষণাৎ॥"

(৩৫।১৭-১৮)

অর্থাৎ মেকল, দ্রাবিড়, লাট, পৌণ্ড্র, কোন্বশির, শৌণ্ডিক, দরদ, দর্ব্ব, চৌর, শবর বর্ব্বর, কিরাত, যবন প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণের কোপেই বৃষলত্ব (শূদ্রতা) প্রাপ্ত হইয়াছে।

পুনরায় শান্তিপর্ব্বে পৌণ্ড্র, অন্ধ্র, শবরাদি জাতি একত্র উল্লেখ করতঃ তাহাদিগকে শূদ্র বা দস্যু বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে যথা,—

"যবনাঃ কিরাতা গান্ধারাশ্চীনাঃ শবরবর্ব্বরাঃ।
শকাস্তুষারা কঙ্কাশ্চ পহ্লবাশ্চান্ধ্রমদ্রকাঃ॥
পৌণ্ড্রাঃ পুলিন্দা রমঠাঃ কাম্বোজাশ্চৈব সর্ব্বশঃ।"

(৬৫ অধ্যায় ১৩।১৪ শ্লোক)

অর্থাৎ মান্ধাতা কহিলেন, দেবরাজ! যবন, কিরাত, গান্ধার, চীন, শবর, বর্ব্বর, শক, তুষার, কঙ্ক, পহ্লব, অন্ধ্র, মদ্র, পৌণ্ড্র, পুলিন্দ, রমঠ, কাম্বোজ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রজাত মানব কিরূপ ধর্ম্ম প্রতিপালন করিবে আর আমরাই বা দস্যুগণকে কিরূপে স্বধর্ম্মে স্থাপন করিব।

মনুসংহিতায়ও শক যবনাদি জাতির সহিত "পৌণ্ড্রক"গণকে বৃষলত্ব প্রাপ্ত ক্ষত্রিয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে যথা—

"শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥
পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্র দ্রাবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
পারদাঃ পহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ॥"

(মনু ১০।৪৩-৪৪)

অর্থাৎ পৌণ্ড্রক, ওড্র, দ্রাবিড়, কাম্বোজ, যবন, শক, পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ ও খশ জাতীয় ক্ষত্রিয়গণ ক্রিয়ালোপ এবং ব্রাহ্মণাদর্শন হেতু ক্রমশঃ বৃষলত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে।

উপরোক্ত শ্লোক গুলি অভিনিবেশ সহকারে আলোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীতি হইবে যে উক্ত শ্লোকবর্ণিত বৃষলত্বপ্রাপ্ত পৌণ্ড্রজাতি দ্বারা বিশ্বামিত্রবংশীয় বৃষলত্বপ্রাপ্ত পৌণ্ড্র

তাহাদিগকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, এবং ইহারা অন্ধ্র, শবরাদি দাক্ষিণাত্যবাসিগণের সহিত একত্র উল্লিখিত হওয়ায় রামায়ণ-বর্ণিত দক্ষিণদিকবর্ত্তী পুণ্ড্রদেশবাসী বলিয়াই অনুমিত হইতেছে।

পূর্ব্ব-বর্ণিত বৃষলত্ব প্রাপ্ত বিশ্বামিত্রবংশীয় দাক্ষিণাত্যবাসী পৌণ্ড্রকগণ ব্যতীত মহাভারতের আদিপর্ব্বে ও হরিবংশে অপর একটি পৌণ্ড্র জাতির উল্লেখ আছে ইহারা বলিরাজবংশীয় বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়জাতীয় এবং রামায়ণ-বর্ণিত ভারতবর্ষের পূর্ব্বাংশস্থিত অঙ্গ, বঙ্গাদি দেশের সন্নিকটবর্ত্তী পুণ্ড্রদেশবাসী বলিয়া অনুমিত হয়।

মহাভারত আদি পর্ব্বে ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপাদন প্রসঙ্গে একটি গল্প লিপিবদ্ধ হইয়াছে। মহারাজ বলির পুত্র সন্তান ছিল না। একদা উতথ্য ঋষির পুত্র অন্ধ দীর্ঘতমা স্বীয় পুত্রগণ কর্ত্তৃক হস্তপদবদ্ধ অবস্থায় গঙ্গাগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইয়া স্রোতোবেগে ভাসিতে ভাসিতে বলিরাজার প্রাসাদের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। ধার্ম্মিক রাজা গঙ্গাস্নান করিতে গিয়া দীর্ঘতমাকে তদবস্থ অবলোকন করতঃ অবিলম্বে জল হইতে উত্তোলন পূর্ব্বক স্বগৃহে আনয়ন করিলেন এবং স্বীয় ক্ষেত্রে পুত্রোৎপাদন জন্য অনুরোধ করিলেন। উক্ত ঋষি কর্ত্তৃক বলিরাজ-মহিষী সুদেষ্ণার গর্ভে অঙ্গ, বঙ্গ, সুহ্ম, কলিঙ্গ ও পুণ্ড্র নামক বলিরাজার পঞ্চ পুত্রের উদ্ভব হইল এবং উক্ত পঞ্চ রাজকুমার স্ব স্ব নামে পাঁচটি বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিলেন। (১)

হরিবংশের মতে উক্ত মহারাজ বলি যযাতিপুত্র পুরু হইতে অধস্তন চতুর্ব্বিংশতি পুরুষ এবং তিনি একজন পরম যোগী ছিলেন। তাঁহার বংশধর অঙ্গ, বঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র ও কলিঙ্গ। ইঁহারা মহারাজ বলির ক্ষেত্রজ সন্তান, কিন্তু এই বংশধর পুত্রগণের মধ্যে অনেকে কালক্রমে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (২)

হরিবংশের ও মহাভারতের বিবরণ হইতে পরিষ্কার জানা যাইতেছে যে পুরুবংশীয় ক্ষত্রিয়-রাজ বলির পুত্রগণ হইতেই অঙ্গ বঙ্গাদি দেশে চাতুর্ব্বর্ণ্য ব্যবস্থা হইয়াছিল এবং এখানকার অনেক ক্ষত্রিয়-সন্তান ব্রাহ্মণত্ব পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছিলেন। হরিবংশে উল্লিখিত আছে যে উক্ত অঙ্গ হইতে ঊনবিংশ পুরুষ সূত অধিরথ। এই সূত অধিরথ কর্ণকে প্রতিগ্রহ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে সকলে সূতপুত্র বলিত (হরিবংশ ৩১ অধ্যায়)।

এক্ষণে কল্যব্দের ৫০১০ বৎসর চলিতেছে। ভাস্করাচার্য্য ও মকরন্দের মতে এবং চালুক্য

(১) "অঙ্গোবঙ্গঃ কলিঙ্গশ্চ পুণ্ড্রঃ সুহ্মশ্চ তে সুতাঃ।
তেষাং দেশাঃ সমাখ্যাতাঃ স্বনামকথিতা ভুবি।" (আদিপর্ব্ব ১০৪।৫০)

(২) "মহাযোগী সতু বলি র্বভূব নৃপতিঃ পুরা।
* * * *
অঙ্গঃ প্রথমতো যজ্ঞে বঙ্গঃ সুহ্মস্তথৈবচ।
পুণ্ড্রকলিঙ্গশ্চ তথা বালেয়ং ক্ষত্র মুচ্যতে।
বালেয়া ব্রাহ্মণাশ্চৈব তস্য বংশকরা ভুবি।" (হরিবংশ ৩১।৩৩—৩৫)

রাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর শিলাফলক অনুসারে ভারতযুদ্ধের কাল হইতে কল্যব্দের আরম্ভ (১)। সুতরাং অন্যূন পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে "কর্ণ" বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া অনুমান করা যায়। কর্ণের উর্দ্ধতন ১৯শ পুরুষ অঙ্গ। প্রতিপুরুষ ৩০ বৎসর হিসাবে গণনা করিলে ১৯ পুরুষে ৫৭০ বৎসর হয়। সুতরাং বর্ত্তমান সময় হইতে প্রায় ৫৫০০ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ বৈদিক যুগে অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্রাদির আবির্ভাব হইয়াছিল এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। পরন্তু যে দীর্ঘতমা ঋষি হইতে অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্রাদির জন্ম সেই দীর্ঘতমা ঋষি যে একজন বৈদিক ঋষি ছিলেন তাহার প্রমাণ ঋগ্বেদেই আছে। মহাভারতের মতে দীর্ঘতমা ঋষির পিতার নাম উতথ্য ও মাতার নাম মমতা। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের কয়েকটি সূক্তের রচয়িতা একজন দীর্ঘতমা ঋষি। ঋগ্বেদীয় দীর্ঘতমার পিতার নাম উতথ্য ও মাতার নাম মমতা (২)। সুতরাং ঋগ্বেদের উতথ্যই যে মহাভারতের উতথ্য এবং ঋগ্বেদের দীর্ঘতমাই যে মহাভারতের দীর্ঘতমা তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। এই হেতু সুদূর বৈদিক যুগেই যে অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্রাদি ক্ষত্রিয় কুমারগণ স্ব স্ব নামে রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন তাহা একপ্রকার নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

আমরা উপরে যে সমুদয় বর্ণনা করিলাম তদ্দ্বারা দেখা যাইতেছে যে বৈদিক যুগে দুইটি "পুণ্ড্র" জাতি বিদ্যমান ছিল। একটি ক্ষত্রিয়রাজ বলির বংশসম্ভূত এবং অঙ্গ, বঙ্গাদির সহিত একত্রে উল্লিখিত এবং সম্পর্কযুক্ত। ইহারা ভারতের পূর্ব্বপ্রান্তে স্ব স্ব নামে অঙ্গ, বঙ্গ, পৌণ্ড্রাদি রাজ্য স্থাপন করতঃ চাতুর্ব্বর্ণসমাজ সংস্থাপন করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয়টি বিশ্বামিত্রপুত্র এবং অন্ধ্র, শবর, পুলিন্দাদি দাক্ষিণাত্য জাতির সহিত উল্লিখিত এবং সম্পর্কযুক্ত। ইহারা বৃষলত্ব বা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত ক্ষত্রিয় এবং ভারতের দাক্ষিণাংশে অন্ধ্র, পৌণ্ড্রাদি রাজ্যের সংস্থাপক।

মহাভারতে অন্ধ্র, শবর ও শকাদির সহিত উল্লিখিত পৌণ্ড্রগণ বৃষলত্বপ্রাপ্ত হীনভাবাপন্ন জাতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গাদি জাতির সহিত উল্লিখিত পৌণ্ড্রগণকে শ্রেষ্ঠভাবে বর্ণিত পরিদৃষ্ট হয়, যথা—

> "কুরবঃ সহপাঞ্চালাঃ শাল্বা মৎস্যাঃ সনৈমিষাঃ।
> কোশলাঃ কাশপৌণ্ড্রাশ্চ কলিঙ্গা মাগধাস্তথা॥
> চেদয়শ্চ মহাভাগা ধর্ম্মং জানন্তি শাশ্বতম্।" (কর্ণপর্ব্ব ৪৫।১৪-১৫)

অর্থাৎ কুরু, পাঞ্চাল, শাল্ব, মৎস্য, নৈমিষ, কোশল, কাশ, পৌণ্ড্র, কলিঙ্গ, মগধ ও চেদী দেশীয় মহাত্মারা সকলেই শাশ্বত পুরাতন ধর্ম্ম অবগত আছেন এবং তদনুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন।

(১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ব্রাহ্মণকাণ্ড

(২) ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ১৫৮ সূক্ত ৩।৫ ঋক্। ১ম ভাগ ৫৩ পৃঃ।

মহাভারত সভাপর্ব্ব পাঠে অবগত হওয়া যায় যে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে এই উভয় প্রকার পৌণ্ড্রগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে বঙ্গ, কলিঙ্গাদি সহ উল্লিখিত "পুণ্ড্র"গণ রাজসভায় প্রবেশাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিল। সভাপর্ব্বে লিখিত আছে—

"পৌণ্ড্রিকাঃ কুক্কুরাশ্চৈব শকাশ্চৈব বিশাম্পতে।
অঙ্গা বঙ্গাশ্চ পুণ্ড্রশ্চি শাণবত্যা গয়াস্তথা॥
সুজাতয়ঃ শ্রেণিমন্তঃ শ্রেয়াংসঃ শস্ত্রধারিণঃ।
আহর্যুঃ ক্ষত্রিয়া বিত্তং শতশোঽজাতশত্রবে॥
বঙ্গাঃ কলিঙ্গা মগধাস্তাম্রলিপ্তাঃ সপুণ্ড্রকাঃ। (১)
দৌবালিকাঃ সাগরকাঃ পত্রোর্ণাঃ শৈশবাস্তথা॥
কর্ণ প্রাবরণাশ্চৈব বহবস্তত্র ভারত!
তত্রস্থা দ্বারপালৈস্তে প্রোচ্যস্তে রাজশাসনাৎ
কৃতকালাঃ সুবলয়স্ততো দ্বারমবাপ্স্যথ॥
ঈষাদন্তান্ হেমকক্ষান্ পদ্মবর্ণান্ কুথাবৃতান্।
শৈলাভান্ নিত্যমত্তাংশ্চাপ্যভিতঃ কাম্যকংসরঃ॥
দত্ত্বৈকৈকো দশশতান্ কুঞ্জরান্ কবচাবৃতান্।
ক্ষমাবন্তঃ কুলীনাশ্চ দ্বারেণ প্রবিশংস্তথা॥"

(সভাপর্ব্ব ৫২।১৬—২১)

অর্থাৎ পৌণ্ড্রিক, কুক্কুর ও শকগণ এবং অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্র, শাণবত্য, গয় নামক জনপদবাসী সুজাতি, শ্রেণীমন্ত, শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়গণ যুধিষ্ঠিরের জন্য শত শত ধন আহরণ করিয়াছিলেন। বঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ, তাম্রলিপ্ত, পুণ্ড্রক দৌবালিক (দেবলবাসী ক্ষত্রিয়গণ?) সাগরক (সগর বংশীয়গণ), পত্রোর্ণ, শৈশব (শিশুপাল বংশীয়গণ) ও বহুসংখ্যক কর্ণপ্রাবরগণ তথায় উপস্থিত হইলে রাজানুশাসন অনুসারে দ্বারপালগণ এইরূপ বলিয়াছিল যে "সময় উপস্থিত হইলে আপনারা দ্বার প্রাপ্ত হইবেন।" এই সমস্ত ক্ষমাবন্ত কুলীনগণ প্রত্যেকে সুশিক্ষিত, পর্ব্বত-প্রতিম কবচাবৃত সহস্র সহস্র কুঞ্জর প্রদান পূর্ব্বক দ্বারে প্রবিষ্ট হইলেন।

সভাপর্ব্বের উক্ত শ্লোকগুলিতে শকাদি জাতির সহিত পৌণ্ড্রক জাতির উল্লেখ করিয়া পরে অঙ্গ বঙ্গাদির সহিত অপর একটি 'পুণ্ড্র' জাতির উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রথমোক্ত "পৌণ্ড্রিক"গণ ধন আহরণ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা দ্বার প্রাপ্ত হইলেন কিনা তাহা মহাভারতকার উল্লেখ করেন নাই। অপর পক্ষে বঙ্গ, কলিঙ্গাদির সহিত উল্লিখিত "পুণ্ড্র"গণকে মহাভারতকার শ্রেণীমান্, শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয় বলিয়া উল্লেখ করতঃ, পরিশেষে কিছু

(১) "সুপুণ্ড্রকাঃ" পাঠও পরিদৃষ্ট হয়। তাহা হইলেও অর্থের অসঙ্গতি হয় না। কারণ "সুপুণ্ড্রক" অর্থে উত্তম পুণ্ড্র" অর্থাৎ অঙ্গ বঙ্গাদি সহিত উল্লিখিত 'পুণ্ড্র'গণকেই বুঝাইতেছে।

কাল অপেক্ষার পর তাঁহারা দ্বার প্রাপ্ত হইলেন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বিশেষতঃ তাঁহাদিগকে 'কুলীন' ও 'ক্ষমাবন্ত' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সমস্ত বিষয় আলোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, শকাদির সহিত উল্লিখিত "পৌণ্ড্রক" শব্দে দাক্ষিণাত্যবাসী বিশ্বামিত্রবংশীয় বৃষলত্বপ্রাপ্ত ক্ষত্রিয়গণকে এবং অঙ্গ বঙ্গাদির সহিত উল্লিখিত "পুণ্ড্র" শব্দ দ্বারা পূর্ব্বদিক্‌বাসী বালেয় ক্ষত্রিয়গণকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

মৎস্য, মার্কণ্ডেয় ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে প্রাচ্য বা পূর্ব্বদেশে "পৌণ্ড্র" নামক জনপদের উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয় এবং এই জনপদ যে হিমালয়ের দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত তাহাও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

"প্রাগ্‌জ্যোতিষাশ্চ পৌণ্ড্রাশ্চ বিদেহা তাম্রলিপ্তকাঃ।
মালা মাগধগোনন্দাঃ প্রাচ্যাং জনপদাঃ স্মৃতাঃ॥"

ব্রহ্মাণ্ড (১।৪৮।৫৮), বামন (১৩।৪২), মার্কণ্ডেয় (৫৮।১৩), মৎস্য (১১৩।৪৫)

অর্থাৎ প্রাগ্‌জ্যোতিষ (কামরূপ), পৌণ্ড্র, বিদেহ, তাম্রলিপ্ত (তমলুক), মাল (মল্লভূমি বা মানভূমি), মগধ গোনন্দ এই সমস্ত দেশ ভারতবর্ষের পূর্ব্বভাগে অবস্থিত।

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে লিখিত আছে—

"উদগ্‌ হিমবতঃ শৈলাদুত্তরস্য চ দক্ষিণে।
পুণ্ড্রং নাম সমাখ্যাতং নগরং তত্র বৈ স্মৃতম্॥"

অর্থাৎ উত্তর দিকবর্ত্তী হিমালয়ের দক্ষিণে "পুণ্ড্র" নামক নগর বিদ্যমান।

আবার মার্কণ্ডেয় পুরাণে "কেরল" প্রভৃতি জাতির সহিত একটি "পুণ্ড্র" জাতির উল্লেখ আছে।

"পুণ্ড্রাশ্চ কেরলাশ্চৈব গোলাঙ্গুলাস্তথৈব চ।"

(মার্কণ্ডেয় ৫৭)

পূর্ব্বোক্ত বিবরণাদি দ্বারা ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে যে একটি পুণ্ড্র দেশ পূর্ব্বদিকে ও অপরটি ভারতবর্ষের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। দক্ষিণদিকস্থ পুণ্ড্রদেশ নির্ণয় করা আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। পূর্ব্বদিকে যে "পুণ্ড্র" রাজ্য অবস্থিত ছিল তাহার অবস্থান নির্ণয় করাই আমাদের এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞোপলক্ষে ভীমসেন পূর্ব্ব দিক বিজয় করিতে আসিয়া যে সমস্ত রাজগণকে বশীভূত করিয়াছিলেন তাহা মহাভারতের সভাপর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। সভাপর্ব্বে লিখিত আছে—

"অনন্তর ভীম কুমার রাজ্যে শ্রেণীমান ও কোশলাধিপতি বৃহদ্বলকে পরাজয় করিলেন। তৎপর অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়া অনতিতীব্র কর্ম্মদ্বারা *ধর্ম্মজ্ঞ মহাবল দীর্ঘযজ্ঞকে উদয়* করিলেন। তদনন্তর গোপালকক্ষ, উত্তর কোশল প্রদেশ ও মল্লাধিপতিকে (নেপালরাজ)

স্ববশে আনিলেন। তৎপর হিমালয়ের পার্শ্বদেশে বল-প্রকাশপূর্ব্বক অল্পকাল মধ্যে সমুদয় জলোদ্ভব প্রদেশ অধিকার করিলেন। হে মহারাজ, এইরূপে অনেকানেক দেশ ভীমসেনের অধিকৃত হইল।

তৎপরে ভীমসেন ভল্লাট (ভোটান?) ও শুক্তিমান্ পর্ব্বত পরাজয় ও নিজবাহুবলে কাশিরাজসহিত সুবাহুকে বশীভূত করিলেন। অনন্তর সুপার্শ্ব, যুদ্ধমান ও রাজপতি ক্রথকে বলপূর্ব্বক পরাজয় করিলেন তৎপর মৎস্য (দিনাজপুর ও রঙ্গপুরের কতকাংশ) ও মহাবল মলদদিগকে (মালদহবাসী ক্ষত্রিয়গণকে) এবং পশুভূমি সকল জয় করিতে লাগিলেন। তৎপরে তথা হইতে প্রতিগমন পূর্ব্বক মদধার, মহীধর ও সোমধেয় দিগকে জয় করিয়া উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। উত্তর দেশে উপস্থিত হইয়া মহাবীর ভীম বল-প্রকাশ পূর্ব্বক বৎস ভূমি (১) অধিকার করিলেন। তৎপর ভর্গের অধীশ্বর নিষাদাধিপতি ও মণিমান্ প্রভৃতি মহীপালদিগকে, পরাজয় করিতে লাগিলেন। অনন্তর অনতিতীব্র কর্ম্ম দ্বারা দক্ষিণমল্ল (মল্লভূমি বা মানভূম) ও ভোগবান্ পর্ব্বতকে পরাজয় করিলেন। তৎপর শান্তবাদ প্রয়োগ পূর্ব্বক শর্ম্মক ও বর্ম্মক (শূর্ম্মা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর উপত্যকাবাসী) দিগকে জয় করিতে লাগিলেন। পরে মহারাজ বৈদেহক ও জগতীপতি জনককে পরাজয় করিলেন এবং ছল-প্রকাশপূর্ব্বক শক ও বর্ব্বরদিগকে আত্মবশে আনিলেন। তৎপর ইন্দ্রপর্ব্বত-সন্নিধানে বিদেহদেশে বাস করিয়াই তিনি সপ্তপ্রকার কিরাতাধিপতি দিগকে পরাজয় করিলেন। অনন্তর স্বপক্ষ হইলেও সুহ্ম ও প্রসুহ্ম (রাঢ় ও তৎসন্নিহিত প্রদেশবাসী) দিগকে যুদ্ধে জয় করিয়া মগধদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন। তথায় দণ্ড, দণ্ডধার ও অন্যান্য মহীপালদিগকে (বেহারিগণকে) জয় করিয়া তাহাদিগকে সমভিব্যাহারে গিরিব্রজে (রাজগৃহ) উপস্থিত হইয়া জরাসন্ধতনয়কে সান্ত্বনা ও হস্তগত করিয়া তাঁহাদিগের সহিত কর্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন। পরে চতুরঙ্গবলসহ মেদিনীমণ্ডল চালিত করতঃ কর্ণের সহিত (অঙ্গ অর্থাৎ ভাগলপুরাধিপতি) যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে কর্ণকে যুদ্ধে পরাজিত ও আপনার বশীভূত করিয়া পর্ব্বতবাসী রাজগণকে জয় করিলেন। অনন্তর মোদাগিরিতে (মুঙ্গের) উপস্থিত হইয়া নিজ বাহুবলে সেই স্থানের রাজাকে সংগ্রামে সংহার করিলেন। তৎপর মহাবল, মহাবীর পুণ্ড্রাধিপতি বাসুদেব ও কৌশিকীকচ্ছ (পূর্ণিয়া) বাসী মনৌজা রাজা এই দুই পরাক্রান্ত মহাবীরকে পরাজয় করিয়া বঙ্গরাজের প্রতি ধাবমান হইলেন। তৎপরে সমুদ্রসেন, চন্দ্রসেন, তাম্রলিপ্ত (তমলুক) কর্ব্বটাধিপতি (২)

(১) "অস্তি বৎস্য ইতি খ্যাতো দেশো দর্পোপশান্তরে।
স্বর্গস্য নির্ম্মিতো ধাত্রা প্রতিমল্ল ইব ক্ষিতৌ।" (কথাসরিৎ সাগর ৯।৪)

(২) কর্ব্বট দেশ বা কেওট (কৈবর্ত্ত) জাতিদিগের বাসভূমি বর্ত্তমান মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলা বলিয়া অনুমান হয়।

প্রভৃতি বঙ্গদেশাধীশ্বরদিগকে ও সুহ্ম (১) দিগের অধীশ্বর এবং মহাসাগরকূলবাসী ম্লেচ্ছগণকে জয় করিলেন।

এইরূপে মহাবীর ভীম অনেকানেক দেশ অধিকার ও তথা হইতে কর সংগ্রহ করিয়া মহারাজ লৌহিত্যের (২) নিকট উপনীত হইলেন। সাগরকূলবাসী ম্লেচ্ছরাজগণ ভীমকে বিবিধ রত্ন, চন্দন, অগুরু, বস্ত্র, মণি, মৌক্তিক, কম্বল, কাঞ্চন, রজত, বিদ্রুম প্রভৃতি মহামূল্য দ্রব্যজাত প্রদান করিয়াছিল। ভীম এই সমস্ত সামগ্রী গ্রহণ পূর্ব্বক ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে প্রদান করিলেন।"

উপরোক্ত ভীম-দিক্‌বিজয়ে আমরা পূর্ব্ব দেশীয় "পুণ্ড্র" দেশের উল্লেখ পাইতেছি। এক্ষণে এই "পুণ্ড্র" দেশের সীমা নির্দ্ধারণ করা যাউক।

করতোয়া-মাহাত্ম্য হইতে প্রাপ্ত হইতেছি যে করতোয়া নদী "পুণ্ড্র" দেশে প্রবাহিতা যথা—

'করতোয়ে সদানীরে সরিৎশ্রেষ্ঠে সুবিশ্রুতে।
পৌণ্ড্রান্ প্লাবয়সে নিত্যং পাপং হর করোদ্ভবে॥"

অর্থাৎ হে করতোয়ে! তুমি হরকরগলিত জল হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছ। তুমি দেশ-বিশ্রুত এবং সরিৎ-শ্রেষ্ঠ। তোমার জল কখনও আবিলতা প্রাপ্ত হয় না। তুমি পৌণ্ড্র-দিগকে প্লাবন করিতেছ, তুমি আমাদের পাপ হরণ কর।

করতোয়া-মাহাত্ম্যে আরও পাওয়া যাইতেছে যে পৌণ্ড্রক্ষেত্রে "পৌষনারায়ণী-যোগে" বিখ্যাত স্নান হইয়া থাকে। যথা—

"স্কন্দগোবিন্দয়োর্ম্মধ্যে সোমবারে কুহূতিথৌ।
প্রাতরুত্থায় যঃ স্নায়াৎ কুলকোটিং সমুদ্ধরেৎ॥"

অপিচ—

"চাপার্কে মূলসংযুক্তে যদি সোমবারে কুহঃ।" ইত্যাদি

আজিও বগুড়া সহরের তিন ক্রোশ উত্তরে মহাস্থান নামক স্থানে "পৌষনারায়ণী" স্নান হইয়া থাকে। সুতরাং বগুড়া জেলা অন্ততঃ ইহার অধিকাংশ যে প্রাচীন পৌণ্ড্ররাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল তাহা নিঃসন্দেহে প্রকাশ করা যাইতে পারে। ভীম-দিক্‌বিজয়ে আমরা উত্তরে লৌহিত্য রাজ্য বা রঙ্গপুরের কতকাংশ, মৎস্য রাজ্য বা রঙ্গপুর দিনাজপুরের কতকাংশ এবং কিরাতরাজ্য বা কুচবেহার, জলপাইগুড়ি প্রভৃতির উল্লেখ পাইয়াছি। পূর্ব্বে বঙ্গ রাজ্যের উল্লেখ আছে। এই বঙ্গরাজ্য সম্ভবতঃ করতোয়ার পূর্ব্বভাগে অবস্থিত ছিল

(১) সুহ্মাঃ রাঢ়াঃ ইতি নীলকণ্ঠ।
(২) বর্ত্তমান রঙ্গপুরের কতকাংশ যাহা ব্রহ্মপুত্র বা লৌহিত্য নদীর পার্শ্ববর্ত্তী দেশ বলিয়া বোধ হয়।

অপেক্ষাকৃত আধুনিক "শক্তিসঙ্গম তন্ত্রে" "করতোয়া" নদীকে কামরূপের পশ্চিম সীমা (১) এবং বঙ্গরাজ্যকে সমুদ্র হইতে ব্রহ্মপুত্র নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত (২) বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। দক্ষিণে কর্ব্বট বা মেদিনীপুর প্রভৃতি, তাম্রলিপ্ত বা তমলুক রাজ্য এবং প্রসুহ্ম বা দক্ষিণরাঢ় বা বগড়ীর কতকাংশের উল্লেখ আছে। পশ্চিমে সুহ্ম বা উত্তর রাঢ়, মলদরাজ্য বা মালদহ এবং কৌশিকিকচ্ছ বা পূর্ণিয়া প্রভৃতি রাজ্যের উল্লেখ আছে। সুতরাং এই চতুঃসীমার অভ্যন্তরস্থ প্রদেশই সম্ভবতঃ প্রাচীন পৌণ্ড্রাজ্য।

পৌরাণিক যুগের এই পৌণ্ড্ররাজ্য শূর, পাল ও সেন রাজগণের সময় "পৌণ্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্তি" নামে অভিহিত হইয়াছে। মহারাজ মদনপাল দেবের তাম্রশাসন হইতে জানা যায় তাঁহার প্রিয়মহিষী চিত্রমতিকা মহাভারতপাঠ দিয়াছিলেন। মদনপাল উক্ত মহাভারত পাঠের দক্ষিণাস্বরূপ পণ্ডিতভূষণ বটেশ্বর স্বামীকে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অন্তর্গত (দিনাজপুরের অন্তর্গত দেওকোট পরগণার অধীন) কোষ্ঠগিরিনামক গ্রাম দান করিয়াছিলেন। (৩) সুতরাং তৎকালে দিনাজপুরের দক্ষিণভাগের কতকাংশ যে পুণ্ড্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে। এইরূপে প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজ্যের সীমার সময় সময় হ্রাস বৃদ্ধি হইবার অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মহাভারত বনপর্ব্বের ১১৩ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরের তীর্থযাত্রা বিবরণে লিখিত আছে যে কৌশিকী (কুশী) তীর্থের কিছুদূরে পঞ্চশত নদীযুক্ত গঙ্গাসাগর-সঙ্গম এবং তথা হইতে কিছুদূরে সাগরতীরে কলিঙ্গ দেশ। এতদ্দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে তীরভূমি তৎকালে উত্তররাঢ়ের কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং সম্ভবতঃ প্রসুহ্ম বা বকদ্বীপের (বগড়ী বা বর্ত্তমান দক্ষিণরাঢ়) অধিকাংশ তৎকালে বঙ্গোপসাগরের অনন্ত জলরাশির মধ্যে লুক্কায়িত ছিল।

পূর্ব্বোক্ত প্রমাণাদি হইতে পরিষ্কার দেখা যাইতেছে যে প্রাচীন পৌণ্ড্ররাজ্যের পূর্ব্বে করতোয়া নদীর অপর তীরে কামরূপ রাজ্য, উত্তরে লৌহিত্য প্রদেশ (রঙ্গপুর জেলার কতকাংশ) এবং মৎস্যদেশ (দিনাজপুর ও রঙ্গপুরের কতকাংশ) এবং কিরাতরাজ্য (জলপাইগুড়ি ও কুচবেহার প্রভৃতি), পশ্চিমে পুনর্ভবার পশ্চিমতীরবর্ত্তী মলদ (মালদহ) রাজ্য ও সুহ্ম (উত্তর রাঢ়) রাজ্য, দক্ষিণে কর্ব্বট (মেদিনীপুর জেলা প্রভৃতি) রাজ্য ও তাম্রলিপ্ত (তমলুক) রাজ্য ও সমুদ্রতীরস্থ ম্লেচ্ছদেশ প্রভৃতি।

সুতরাং দেখা যাইতেছে মহাভারতীয় যুগে বর্ত্তমান বগুড়া, রাজসাহী, পাবনা জেলা এবং

(১) "উত্তরস্যাং কঞ্জগিরিঃ করতোয়াতু পশ্চিমে।" (শক্তি সঙ্গমতন্ত্র)

(২) রত্নাকরং সমারভ্য ব্রহ্মপুত্রান্তগঃ শিবে।
বঙ্গদেশো ময়া প্রোক্তঃ সর্ব্বসিদ্ধি প্রদর্শকঃ।" (শক্তি সঙ্গম তন্ত্র। ৭ম পটল)

(৩) "শ্রী পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তৌ কোটীবর্ষ বিষয়ে ...কোষ্ঠগিরি
...পণ্ডিত শ্রীভূষণ ভট্টপুত্র শ্রীবটেশ্বর স্বামিশর্ম্মণে
পট্টমহাদেবী চিত্রমতিকয়া বেদব্যাসপ্রোক্তপ্রপঠিত-
মহাভারত সমুৎসর্গিত দক্ষিণাত্বেন...প্রদত্তোঽস্মাভিঃ।"

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।
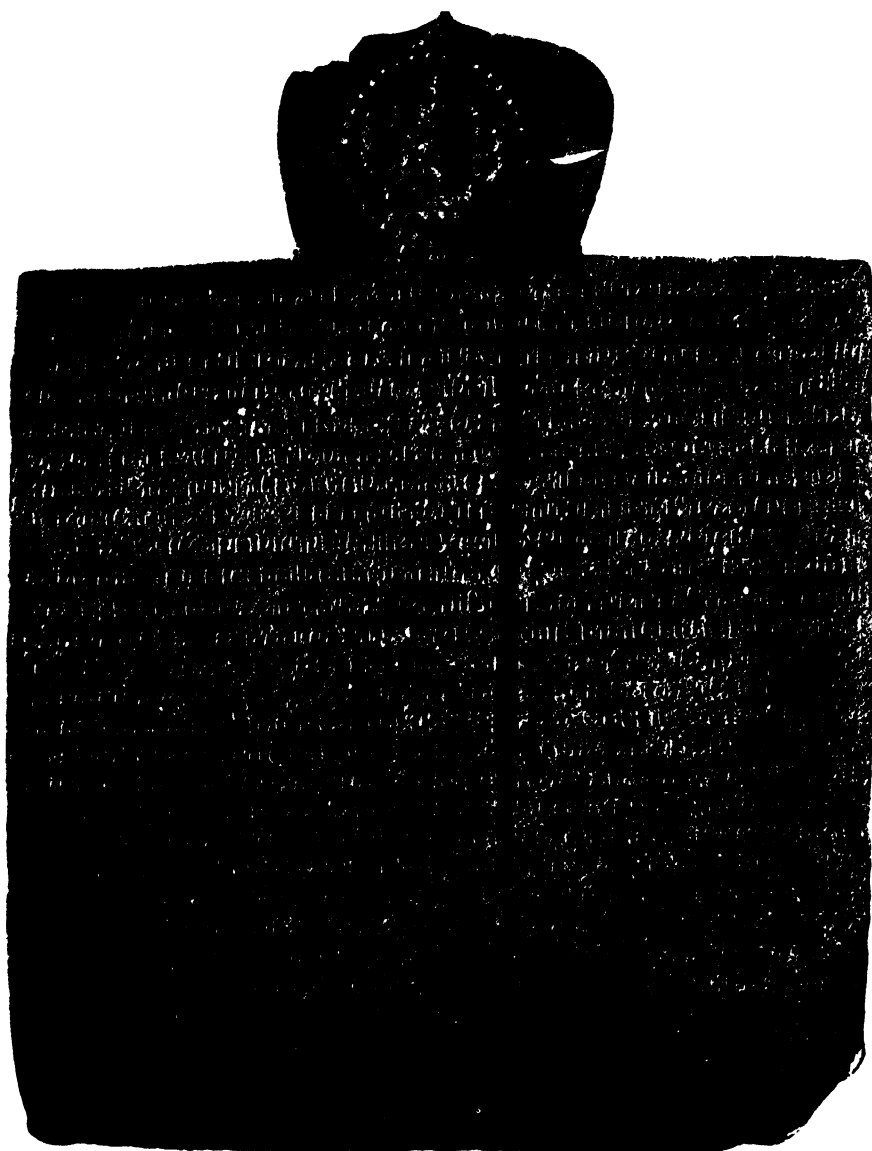
২৩ নং চিত্র।

মাধাইনগরে আবিষ্কৃত লক্ষ্মণসেন দেবের তাম্রশাসন।

প্রথম পৃষ্ঠা।

(১৩১৬, ৩য় সংখ্যায় উক্ত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।)

২৪ নং চিত্র।

মাধাইনগরে আবিষ্কৃত লক্ষ্মণসেন দেবের তাম্রশাসন।

দ্বিতীয় পৃষ্ঠা।

(১৩১৬, ৩য় সংখ্যায় উক্ত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।)

দিনাজপুরের ও রঙ্গপুরের কতকাংশ লইয়া পৌণ্ড্ররাজ্য সংগঠিত ছিল। তবে পরবর্ত্তীকালে সময় সময় পূর্ব্বোক্ত সীমার যে সামান্য ব্যতিক্রম সংঘটিত হইত না এরূপ বলা যাইতে পারে না।

এই পৌণ্ড্ররাজ্য মহাভারতের সময় প্রবল পরাক্রান্ত পৌণ্ড্রক বাসুদেবের অধীনে একটি শক্তিশালী স্বাধীন রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইলেও চিরকাল এই স্বাধীনতা অক্ষুন্ন ছিল না। কাশ্মীররাজ জয়াদিত্য যে সময় ছদ্মবেশে পৌণ্ড্ররাজ্যে প্রবেশ করেন তখন পৌণ্ড্রাধীশ্বর জয়ন্তনামা প্রথম আদিশূর একজন ক্ষুদ্রসামন্ত নৃপতি বলিয়াই পরিগণিত ছিলেন। চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েনসঙ্গের ভারতভ্রমণের সময়ও এই রাজ্যেশ্বর একজন সামান্য সামন্ত নৃপতি ছিলেন। বারেন্দ্র-ঘটক কারিকার মতে শূরবংশীয় বারেন্দ্র শূরের নামানুসারে পৌণ্ড্র-দেশ বারেন্দ্র আখ্যা লাভ করে। এরূপ হইলেও পরবর্ত্তী পাল ও সেন নৃপতিগণের তাম্র-শাসনে "পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি" এইরূপ নাম পরিদৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ মহারাজ বল্লাল সেন কর্ত্তৃক বঙ্গদেশ রাঢ়, বারেন্দ্রাদি বিভাগের পর হইতে পৌণ্ড্রদেশ বারেন্দ্র ভূমি নামে সাধারণের নিকট পরিচিত হইয়া উঠে, এবং তদবধি পৌণ্ড্রদেশ বারেন্দ্রভূমি নামে বিখ্যাত হইয়াছে।(১)

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন।

মাধাই নগরে আবিষ্কৃত লক্ষ্মণ দেবের তাম্রশাসন।

প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে পাবনার সরকারী উকিল শ্রীযুক্ত প্রসন্ন নারায়ণ চৌধুরী মহাশয় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সম্পাদিত "ঐতিহাসিক চিত্র" নামক একখানি ত্রৈমাসিক পত্রে এই তাম্রশাসন খানির বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রসন্ন বাবুর বিবরণ হইতে জানা যায় যে, বর্ত্তমান সময় হইতে ৩০।৩৫ বৎসর পূর্ব্বে পাবনা জেলার নিমগাছী জঙ্গলের সীমাস্থিত মাধাই নগর নামক একটি গ্রামে রঘুনাথ নামধেয় একজন বুণিয়া নিজের জোতের জঙ্গল কাটিবার সময় এই তাম্রশাসন খানি আবিষ্কার করিয়াছিল। প্রবাদ আছে যে, এই নিমগাছী

---

(১) ভবিষ্যৎ ব্রহ্মখণ্ড বা ব্রহ্মাণ্ড খণ্ড নামে একখানি সংস্কৃত ভৌগোলিক গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। উইলসন্ সাহেব তাঁহার বিষ্ণুপুরাণের অনুবাদে এই গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে ভারতের পূর্ব্বাংশ পুণ্ড্রদেশ সপ্তখণ্ডে বিভক্ত। যথা—গৌড়, বারেন্দ্র, নিবৃতি, সুহ্মের নিকট বনসমাচ্ছন্ন নারিখণ্ড, বরাহভূমি বর্দ্ধমান এবং বিন্ধ্যপাদস্থিত বিন্ধ্যপার্শ্ব। এই গ্রন্থখানি নিতান্ত আধুনিক সময়ে রচিত বলিয়া বোধ হয়। এই গ্রন্থের বর্ণনা কিছুতেই প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই গ্রন্থ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"আমাদের প্রিয় বন্ধু পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ভবিষ্য পুরাণখানি সন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন, (ভবিষ্য পুরাণ ভবিষ্যৎ পুরাণ নহে, ব্রহ্মাখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডখণ্ড নহে; এগুলি ছোট ছোট সাহেবী ভুল) উহার এক কাপি সংস্কৃত কলেজে আছে। পুঁথিখানি খণ্ডিত, আসাম মণিপুর হইতে আরম্ভ করিয়া কাশী পর্য্যন্ত সমস্ত দেশের বিশেষ বিবরণ উহাতে দেওয়া আছে, কিন্তু গ্রন্থখানি পড়িয়া ভক্তি হয় না। গ্রন্থখানিতে বিদ্যাসুন্দরের গল্প আছে। মানসিংহ কর্ত্তৃক যশোরের আক্রমণ বর্ণিত আছে। যবনাধিকারের চারিশত বৎসর পরে চম্পা-

জঙ্গলে কোন কালে বিরাট রাজার আবাস ছিল এবং এখনও তথায় বিস্তৃত ধ্বংসাবশেষ নয়ন গোচর হইয়া থাকে। নিমগাছীর বর্ত্তমান ভূম্যধিকারী জঙ্গল পরিষ্কার করাইবার জন্য বুণিয়াদিগকে আনাইয়া বাস করাইতেছেন। রঘুনাথ বুণিয়া এই তাম্রশাসনের শীর্ষদেশস্থিত রাজমুদ্রা দশভুজা মূর্ত্তিজ্ঞানে পূজা করিত। ১৮৯৯ সালে সিরাজগঞ্জের উকীল শ্রীযুক্ত দুর্গানাথ তালুকদার রঘুনাথ বুণিয়ার নিকট হইতে তাম্রশাসন খানি লইয়া পাঠোদ্ধারের জন্য কবিরাজ গোপীচন্দ্র সেন মহাশয়কে প্রদান করেন। কবিরাজ মহাশয় এই তাম্রশাসনের উদ্ধৃত পাঠ পুস্তিকা-কারে প্রকাশ করেন। পাবনার তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট সি, এ, র‍্যাডিচে মহোদয় তাম্রশাসনের কথা শুনিয়া উহা সদরে আনয়ন করেন ও পাঠোদ্ধারের জন্য সরকারী উকীল শ্রীযুক্ত প্রসন্ন নারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের হস্তে অর্পণ করেন। প্রসন্ন বাবু স্বোদ্ধৃত পাঠ পূর্ব্বোল্লিখিত "ঐতিহাসিক চিত্রে" প্রকাশ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ গোপীচন্দ্র সেন মহাশয় ও প্রসন্ন বাবু কর্ত্তৃক পঠিত তাম্রশাসনের একত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রসন্ন বাবুর প্রবন্ধ পাঠ করিলে, স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তিনি কবিরাজ গোপীচন্দ্র সেন মহাশয় কর্ত্তৃক পঠিত তাম্রশাসনেরই পাঠোদ্ধার করিয়াছিলেন। অপর কোন তাম্রশাসন তাঁহার নিকটে পাঠোদ্ধা-রের জন্য আসে নাই। ১৩১৫ সনের প্রারম্ভে রঙ্গপুর শাখার বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে

মগেরঃও নেপালী রাজার যে যুদ্ধ হয়, তাহার বর্ণনা আছে। বিশেষ, গ্রন্থকারের বঙ্গদেশ মধ্যে আসাম, চট্টল এবং মণিপুর পর্য্যন্ত অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। * * * গৌড়দেশের প্রধান নগর সমূহের মধ্যে মৌর-সিধাবাদ (মুরশিদাবাদ নামের সংস্কৃত ফরম, মুরশিদাবাদ নাম ১৭০৪ সালে হয়, তাহার আগে উহাকে মুকশুধাবাদ বলিত বলিয়া ষ্টুয়ার্টের হিষ্টরি অব বেঙ্গলে উক্ত আছে); সুতরাং গ্রন্থখানি ২০০ বৎসরের মধ্যে লিখিত বলিয়া বোধ হয়। গৌড় দেশে গৌড় নগরের উল্লেখ নাই। পাণ্ডুয়ারও উল্লেখ নাই।"

পুঁড়া বা পোঁড়ো নামক এক প্রকার অনার্য্যজাতি মালদহ প্রভৃতি অঞ্চলে পরিদৃষ্ট হয়। এতদ্দ্বারা অনেকে অনুমান করেন যে মালদহ জেলার অন্তর্গত "পাণ্ডুয়া" নামক স্থানই প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন। কিন্তু বিশেষ বিবে-চনা করিয়া দেখিলে ঐরূপ অনুমান করিবার কোন হেতু দেখা যায় না। বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বলিরাজ কুমার পুণ্ড্রের নামানুসারে "পৌণ্ড্র" দেশের নাম করণ হওয়ার পর দেশস্থ নিম্নশ্রেণীর অনার্য্যগণও জাতিগত বিশেষ কোন নামের অভাবে নিজদিগকে "পুণ্ড্র" বা পুঁড়া নামে অভিহিত করিতে থাকে।* মুসলমান অধিকার কালে এখানকার ব্রাহ্মণাদি উচ্চ শ্রেণীর জাতিগণ পূর্ব্ববঙ্গ প্রভৃতি অঞ্চলে প্রস্থান করিয়া স্ব স্ব জাতিধর্ম্ম রক্ষা করেন কিন্তু স্থানীয় নিম্নশ্রেণীস্থ কৃষিজীবী পুণ্ড্র বা পুঁড়াগণ জাম জমার মমতা পরিত্যাগ করতঃ ভিন্ন স্থানে যাইতে না পারিয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করতঃ তদবধি মুসলমান নামে পরিচিত হওয়া অসম্ভব নহে। যে সকল পুঁড়াগণ হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে অসম্মত হইয়াছিল তাহারা সম্ভবতঃ মালদহ প্রভৃতি অঞ্চলে পলায়ন করিয়াছিল। মুসলমানগণ বক্তিয়ার খিলিজির অধীনে প্রথমতঃ নবদ্বীপ প্রভৃতি অধিকারের † পর দেওকোট দুর্গই তাহাদের প্রধান আড্ডা হইয়া উঠে। এজন্য দেওকোট ও মহাস্থান প্রভৃতির নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে অধিক সংখ্যক মুসল-মান পরিদৃষ্ট হয়। বগুড়া জেলার অধিবাসিগণ মধ্যে শতকরা ৮৫.৫ জন মুসলমান পরিদৃষ্ট হয়—সম্ভবতঃ পুঁড়া-জাতীয় নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণই ইহাদের অধিকাংশের পূর্ব্বপুরুষ।

* প্রমাণ? মালদহ প্রদেশের পুণ্ড্রগণ অনার্য্যরূপে ব্যবহৃত হইলেও প্রকৃতপক্ষে অনার্য্য-বংশসম্ভূত কি না তাহা এখনও নির্ণীত হয় নাই। শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

† বিবিধ যুক্তি প্রমাণের অবতারণা করিয়া শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই ঐতিহাসিক ভ্রমের নিরসন করিয়া দিয়াছেন। শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

যখন রঙ্গপুরে গিয়াছিলাম, তখন শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস মহাশয়ের "মাধাই নগর ও নিমগাছীর তাম্রশাসন" নামক একটি প্রবন্ধ দেখিয়াছিলাম উক্ত প্রবন্ধ দেখিয়া, আমার অনুমান হইয়াছিল যে, কালীকান্ত বিশ্বাস মহাশয়ের মতে কবিরাজ গোপীচন্দ্র সেন ও প্রসন্ন বাবু ভিন্ন ভিন্ন তাম্র-শাসনের পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। সময়াভাব বশতঃ এই প্রবন্ধের ইংরাজী প্রুফ্ যাহা বঙ্গীয় এসিয়াটীক্-সোসাইটী হইতে পাইয়াছি, তাহা শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম। সুরেন্দ্র বাবু কালীকান্ত বাবুকে অনুবাদের ভারার্পণ করেন এবং কালীকান্ত বাবু অনুবাদের সহিত একটি মন্তব্য লিখিয়া পাঠাইয়া দেন। উক্ত অনুবাদ শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের মনঃপূত না হওয়ায়, প্রবন্ধটি নূতনাকারে লিখিতে বাধ্য হইলাম। মন্তব্যে কালীকান্ত বাবু জানাইয়াছেন যে, প্রসন্ন বাবু ও কবিরাজ মহাশয়ের তাম্রশাসন পৃথক্ জিনিস। এই একত্ব বা দ্বিত্ব সম্বন্ধে সত্য ঘটনাই সাধারণের সমক্ষে প্রকাশিত হওয়া উচিত ভাবিয়া, শ্রদ্ধাস্পদ মৈত্রেয় মহাশয়ের মন্তব্যের সহিত বিশ্বাস মহাশয়ের মন্তব্য যোজিত করিলাম। প্রসন্ন বাবুর প্রবন্ধ ও অপরাপর দলিল দেখিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে যে কবিরাজ গোপীচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক পঠিত তাম্রশাসনই পরে প্রসন্ন বাবুর হস্তগত হইয়াছিল। ইহার বিরুদ্ধে অপর কি প্রমাণ আছে, তাহা আমি জ্ঞাত নহি। নিজ মত সমর্থনের জন্য এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, বয়ীয়ান্ প্রত্নতত্ত্ববিৎ কবিরাজ মহাশয়ের স্বজাতি, সুতরাং সেন রাজগণের বৈদ্যত্বের পক্ষপাতী, শ্রীযুক্ত উমেশ চন্দ্র দাস গুপ্ত মহাশয়কেও স্বীকার করিতে হইয়াছে যে,এক মাধাইনগরের তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার দুইবার প্রকাশিত হইয়াছে। একবার শ্রীযুক্ত গোপীচন্দ্র সেন মহাশয়ের পুস্তিকায় ও দ্বিতীয়বার "ঐতিহাসিক চিত্রে" প্রকাশিত শ্রীযুক্ত প্রসন্ন নারায়ণ রায়চৌধুরী মহাশয়ের প্রবন্ধে।*

কবিরাজ মহাশয়ের পুস্তিকার শেষভাগে লিখিত আছে যে, তিনি উহা র‍্যাড্‌চে সাহেবের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। প্রসন্নবাবুর প্রবন্ধে প্রকাশ যে, উক্ত তাম্রশাসন লণ্ডনের বা কলিকাতার এসিয়াটীক্ সোসাইটীতে প্রেরিত হইবে।

ইংরাজী ১৯০৭ সনের প্রারম্ভে আমার শিক্ষক স্বর্গীয় ডাক্তার ব্লকের "বৈশালী" নামক প্রবন্ধ পাঠকালে দেখিতে পাই যে, উক্ত প্রবন্ধের শেষভাগে স্বর্গীয় গঙ্গামোহন লস্কর কর্ত্তৃক ডাক্তার ব্লকের নিকট আনীত একখানি তাম্রশাসনের মুদ্রার চিত্র ও প্রথমাংশের উদ্ধৃত পাঠ আছে। গঙ্গামোহন বাবু এই তাম্রশাসনখানি এসিয়াটীক্ সোসাইটীর কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মৃত ডাক্তার ব্লকের প্রবন্ধে প্রকাশ যে এসিয়াটীক্ সোসাইটীর ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি ও ত্রিপুরার ভূতপূর্ব্ব পলিটিকেল্ এজেণ্ট শ্রীযুক্ত সি, ডবলিউ, ম্যাকমিন্ (C. W. McMinn Esq. I. C. S.) উক্ত তাম্রশাসন এসিয়াটীক্ সোসাইটীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাম্রশাসনখানির বিশেষত্ব এই যে উহাতে সংযুক্ত

* বল্লালমোহমুদ্গার বা জাতিতত্ত্ব বারিধি ২য় ভাগ পৃঃ ৪৭৮—৪৯০।

রাজ-মুদ্রা মূল তাম্রশাসন অপেক্ষা বহু প্রাচীন। তাম্রশাসনখানি ৮০০।৯০০ বর্ষের হইবে। কিন্তু উহার মুদ্রায় পঞ্চদশ শতাব্দী পূর্ব্বের অক্ষরে অর্থাৎ প্রাচীন গুপ্ত সম্রাটগণের রাজত্বকালে প্রচলিত অক্ষরের নিদর্শন দেখা যায়। বহু অনুসন্ধানের পর পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ৺ গঙ্গামোহন লস্কর মহাশয়ের পিতার নিকট হইতে একখানি তাম্র-শাসন আনয়ন করেন। কিন্তু ৺ গঙ্গামোহনের পিতা ত্রিপুরার তাম্রশাসনখানি না পাঠাইয়া লক্ষ্মণসেনের এই তাম্রশাসন খানি পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তৎকালে ৺ গঙ্গামোহনের পিতা হরিমোহন লস্কর মহাশয় পূজনীয় শাস্ত্রী মহাশয়কে জানাইয়াছিলেন যে, তাঁহার বিধবা পুত্রবধূর নিকটে দুইখানি তাম্রশাসন আছে। তন্মধ্যে একখানি এসিয়াটীক্ সোসাইটীর সম্পত্তি ও অপর খানির মালিক ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের জনৈক সাহেব। এই তাম্রশাসন খানি যে ত্রিপুরার তাম্রশাসন নহে, তাহা নিশ্চয়। কারণ স্বর্গীয় ডাক্তার ব্লক ত্রিপুরার তাম্রশাসনের মুদ্রার প্রতিকৃতি ও প্রথমাংশের উদ্ধৃত পাঠ প্রকাশিত করিয়াছেন এবং তাহা-দিগের সহিত এই তাম্রশাসনের কোনই সাদৃশ্য নাই। * আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস যে গঙ্গামোহন বাবুর বিধবা পত্নীর নিকটে যে তাম্রশাসনখানি আছে, তাহাই শ্রীযুক্ত ম্যাক্মিন্ প্রদত্ত তাম্রশাসন। ভবিষ্যতে ত্রিপুরার তাম্রশাসনখানি সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

পরে এই তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার করিবার সময় প্রসন্নবাবুর প্রবন্ধ আমার নয়নগোচর হয়। তাম্রশাসন ও প্রসন্নবাবুর উদ্ধৃত পাঠ মিলাইয়া দেখি যে, উভয়ে পংক্তিতে পংক্তিতে অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়া যায়। গত বৎসর ডেরাডুন হইতে শ্রদ্ধেয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহা-শয়কে পত্র লিখিয়া জানিতে পারি যে, পাবনার কালেক্টর মহোদয় উক্ত তাম্রশাসনখানি কলিকাতার এসিয়াটীক্ সোসাইটীতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। এসিয়াটীক সোসাইটীর সাধারণ সহকারী সম্পাদক মুহুম্বর জে, এইচ্, ইলয়ট আমাকে জানাইয়াছেন যে, পাবনা হইতে কোন তাম্রশাসন তাঁহার হস্তে আইসে নাই। তিনি আরও বলেন যে, তৎকালে এসিয়াটীক্ সোসাইটীর ভাষাতত্ত্ব বিভাগে স্বর্গীয় ডাক্তার ব্লক অবৈতনিক সম্পাদক ও মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অবৈতনিক সহকারী সম্পাদক (Honorary Philological Secretary and Honorary joint Philological Secretary.) ছিলেন। এতদুভয়ের মধ্যে কেহ তাম্রশাসন খানি আসিবামাত্র এসিয়াটীক্ সোসাইটীর কার্য্যালয়ে না পাঠাইয়া গঙ্গামোহন বাবুকে পাঠোদ্ধারের জন্য দিয়া থাকিবেন। সম্ভবতঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ই এই তাম্রশাসন পাইয়াছিলেন। কারণ উমেশচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় এই তাম্রশাসনখানি শাস্ত্রী মহাশয়ের বাটীতে দেখিয়াছিলেন। †

---

* Annual Report of the Archæological survey of India 1903-4 p. 120-121.

† বজ্রাদমোহ মুদ্গর—পৃঃ ৯৭।

তাম্রশাসনখানি ২২ ইঞ্চি দীর্ঘ ও ১১॥ ইঞ্চি প্রস্থ। ইহা একখানি তাম্রফলকের উভয় পৃষ্ঠে উৎকীর্ণ আছে। তাম্রফলকের শীর্ষদেশে পদ্মাসনে উপবিষ্ট ও ফলকের সহিত কীলক দ্বারা সম্বদ্ধ একটি দশভুজমূর্ত্তি আছে। বাখরগঞ্জজেলার ইদিলপুর গ্রামে আবিষ্কৃত কেশবসেন দেবের তাম্রশাসনে এই মুদ্রার নাম আছে "সদাশিব মুদ্রয়া মুদ্রয়িত্বা"। আনুলিয়ার তাম্র শাসনের অনুবাদক মহানির্ব্বাণতন্ত্র হইতে সদাশিবের ধ্যান তুলিয়া দিয়াছেন :—

ব্যাঘ্রচর্ম্ম-পরিধানং নাগযজ্ঞোপবীতিনম্।
বিভূতিলিপ্ত-সর্ব্বাঙ্গং নাগালঙ্কার-ভূষিতম্॥
ধূম্রপীতারুণশ্বেতকৃষ্ণৈঃ পঞ্চভিরাননৈঃ।
যুক্তং ত্রিনয়নং বিভ্রজ্জটাজূটধরং বিভুম্॥
গঙ্গাধরং দশভুজং শশিশোভিত-মস্তকম্।
কপালং পাবকং পাশং পিনাকং পরশুং করৈঃ॥
বামৈর্দধানং দক্ষৈশ্চ শূলং বজ্রাঙ্কুশং শরম্।
বরঞ্চ বিভ্রতং সর্ব্বৈ র্দেবৈ র্মুনিবরৈঃ স্তুতম্॥
পরমানন্দসন্দোহোল্লসৎ-কুটিল-লোচনম।
হিমকুন্দেন্দু-সঙ্কাশং বৃষাসন-বিরাজিতম্॥
পরিতঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বৈরপ্সরোভিরহর্নিশম্।
গীয়মানমুমাকান্তমেকাশ্রয়ণং প্রিয়ম্॥ *

ক্ষোদিত লিপির অক্ষরগুলি অতি সুন্দর ও অতি যত্নের সহিত উৎকীর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু বহুকাল ভূগর্ভে প্রোথিত থাকায় স্থানে স্থানে একেকালীন লোপ পাইয়াছে; সুতরাং সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার অসম্ভব। অক্ষরগুলি খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রচলিত উত্তর ভারতীয় বর্ণমালার পূর্ব্বসীমান্ত শাখার অক্ষর। বিজয়সেন দেবের দেওপাড়ার ক্ষোদিতলিপি লক্ষ্মণ সেন দেবের তর্পণদীঘি ও আনুলিয়ার তাম্রশাসন, ইদিলপুরের কেশবসেন দেবের তাম্রশাসন ও মদনপাড়ের বিশ্বরূপসেন দেবের তাম্রশাসনের অক্ষরও এইরূপ। ইহার ভাষা সংস্কৃত ও ইহাতে সর্ব্বসমেত ৫৮টি পংক্তি আছে। প্রথম পৃষ্ঠের ১—২৪ পংক্তিতে ১৩টি কি ১৪টি শ্লোক আছে। ২৫—৪৯ পংক্তি গদ্যে লিখিত। শেষ পংক্তি কয়টিতে দত্তভূমি প্রতিহরণের অভিশাপাদির কথা আছে।

এই তাম্রশাসনখানির দ্বারায় পরমেশ্বর পরম নারসিংহ পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ লক্ষ্মণসেন দেব, দামোদর দেব শর্ম্মার প্রপৌত্র, শ্রীরাম দেব শর্ম্মার পৌত্র, কুমার দেবশর্ম্মার পুত্র, কৌশিকগোত্রীয় অথর্ব্ববেদের পৈপ্পলাদ-শাখাধ্যায়ী গোবিন্দদেব শর্ম্মা নামধেয় জনৈক ব্রাহ্মণকে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্ত্যন্তঃপাতী দাপনিয়াপাটক নামধেয় একখানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন।

* ঐতিহাসিক চিত্র ১ম বর্ষ ২য় খণ্ড—পৃঃ ২৭৮—২৭৯।

দাপনিয়া পাটকের চতুঃসীমা অর্থাৎ চৌহদ্দী :—পশ্চিমে গুঞ্জিস্থিয়া পাটক, পূর্ব্বে চরসপদা-পাটক, দক্ষিণে গয়নগর ও উত্তরে গুঞ্জবাপনিয়া এবং দাপনিয়া পাটক গ্রামের বাৎসরিক আয় ১৬৮ "পুরাণ" (রৌপ্যমুদ্রা) ছিল। প্রথম দুই শ্লোকে বংশের আদি পুরুষ চন্দ্রের প্রশংসাবাদ আছে। চন্দ্রবংশ হইতে পুরাণ-প্রথিত বীরসেনের জন্ম হয়। বীরসেনের বংশে কর্ণাট ক্ষত্রিয়দিগের শিরোমণি সামন্তসেন জন্ম গ্রহণ করেন। সামন্তসেনের পুত্র হেমন্তসেন ও তৎপুত্র বিজয় সেন। বিজয় সেনের পুত্র বল্লালসেন চালুক্য বংশোদ্ভবা রামদেবীর পাণি-গ্রহণ করেন। শেষের চারিটি শ্লোক সম্পূর্ণরূপে পাঠ করিবার কোন উপায় নাই ; সুতরাং লক্ষ্মণসেন দেবের বিশেষণ সমূহ জানা গেল না। তবে এই মাত্র বোধ হয় যে, বল্লালসেনের জীবদ্দশায় লক্ষ্মণসেন কলিঙ্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন ; কারণ পঞ্চম শ্লোক হইতে দেখা যায় যে কৌমারকালে লক্ষ্মণসেন কলিঙ্গাঙ্গনাগণের সহিত কেলি করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত লক্ষ্মণসেন দেবের তিনখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার মধ্যে তর্পণদীঘি ও আনুলিয়ার তাম্রশাসন এসিয়াটীক্ সোসাইটীর পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে*। তৃতীয়খানি পণ্ডিত প্রবর ৺রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় তদীয় "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব" নামক গ্রন্থের শেষভাগে প্রকাশ করেন। মাধাই নগরের তাম্রশাসনের শ্লোকাবলীর সহিত উপরিউক্ত তাম্রশাসনত্রয়ের শ্লোক সমূহের কোন সাদৃশ্য নাই। দেও-পাড়ার ক্ষোদিত লিপির ষোড়শ শ্লোকের সহিত আলোচ্য তাম্রশাসনের ষষ্ঠ শ্লোকের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। মাধাইনগরের তাম্রশাসন হইতে চারিটি নূতন ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে :—

(১) সেনরাজগণ দাক্ষিণাত্যবাসী ও সম্ভবতঃ অনার্য্যবংশসম্ভূত কিন্তু ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভূত বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহারা বঙ্গদেশীয় কায়স্থ বা বৈদ্য ছিলেন না। দাক্ষিণাত্যরাজ রাজেন্দ্র চোড়ের দিগ্বিজয়কালে তাঁহার কোন সেনানী বোধ হয় বঙ্গদেশে বাস করিয়াছিলেন, সেনরাজগণ তাঁহার ঐ বংশজাত।

(২) মহারাজ বল্লালসেন দাক্ষিণাত্যের প্রখ্যাত নামা চালুক্যবংশে রামদেবী নাম্নী কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে, সেনরাজগণ স্বাধীন হইবার পরেও সুদূর দাক্ষিণাত্যে বিবাহ করিতেন। হইতে পারে যে, এদেশীয় ক্ষত্রিয়গণ কন্যাদানে অসম্মত হইলে, তাঁহারা দাক্ষিণাত্যে বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এ পর্য্যন্ত নিশ্চয় যে, সাময়িক ইতিহাসে অধিক দূরবর্ত্তী রাজগণের মধ্যে বিবাহ অতীব বিরল।

(৩) মহারাজ লক্ষ্মণসেন দেব কলিঙ্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন ; সুতরাং তিনি নিশ্চয়ই উড়িষ্যা হস্তগত করিয়াছিলেন। তিনি কাশীরাজকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণসেন কর্ত্তৃক কাশী ও ত্রিবেণী বিজয়ের কথা কেশবসেন ও বিশ্বরূপসেনের তাম্রশাসনেও পাওয়া যায় :—

* Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1896 Pt. I p. 20-23.

বেলায়াং দক্ষিণাব্ধের্ম্মুষলধর-গদাপাণি সংবাসবেদ্যাং
ক্ষেত্রে বিশ্বেশ্বরস্য স্ফুরদসিবরুণাশ্লেষগঙ্গোর্ম্মিভাজি।
তীরোৎসঙ্গে ত্রিবেণ্যাঃ কমলভবমখারম্ভ-নির্ব্যাজপূতে,
যেনোচ্চৈর্যজ্ঞযূপৈঃ সহ সমর-জয়স্তম্ভ-মালাপ্যধায়ি॥

(৪) মাধাইনগরের তাম্রশাসনের ৩২ পংক্তি হইতে জানিতে পারা যায় যে, লক্ষ্মণসেন দেব কামরূপ বা আসাম জয় করিয়াছিলেন। দেওপাড়ার ক্ষোদিত লিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, বিজয়সেন দেবও কামরূপ জয় করিয়াছিলেন। সুতরাং ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, বিজয়সেন দেবের রাজত্বের শেষভাগে বা বল্লালসেনের রাজত্বকালে কামরূপ সেনরাজগণের হস্তচ্যুত হইয়াছিল।

কিছুকাল অতীত হইল, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব মহাশয় প্রমাণ করিয়াছেন যে, বল্লালসেন ১০৯১ শকে অর্থাৎ ১১৬৯ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। বল্লালসেন রচিত "দানসাগর" ও "অদ্ভুতসাগর" নামক গ্রন্থদ্বয়ে এই প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। নগেন্দ্র বাবুর পুস্তকালয়ে আসামে প্রাপ্ত "দানসাগরের" একখানি পুঁথিতে ১০৯১ শকে বল্লালসেন জীবিত থাকা সম্বন্ধে তিনটি শ্লোক আছে। স্বর্গীয় ডাক্তার কিলহর্ণ উত্তর ভারতীয় ক্ষোদিত লিপি তালিকায় নগেন্দ্র বাবুর মত গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু বুদ্ধগয়ার লক্ষ্মণসম্বৎযুক্ত যে দুই খানি ক্ষোদিত লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা এ পর্য্যন্ত বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। উক্ত ক্ষোদিত লিপিদ্বয়ের শেষ দুই পংক্তির পাঠ :—

(১) শ্রীমল্লক্ষ্মণ সেনস্যাতীত রাজ্যে সং ৫১ ভাদ্র দিনে ২৯। *

(২) শ্রীমল্লক্ষ্মণসেন দেবপাদানামতীত রাজ্যে সং ৭৪ বৈশাখ বদি ১২ গুরৌ। †

নগেন্দ্র বসুর মতানুসারে লক্ষ্মণসেন পূর্ব্বোক্ত খোদিত লিপিদ্বয় উৎকীর্ণ হইবার সময় জীবিত ছিলেন। কিন্তু তিনি একটি কথা বোধ হয় লক্ষ্য করেন নাই। সাধারণতঃ খোদিত লিপি সমূহে নিম্নলিখিত বাক্যাবলী প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

"পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ……দেবস্য বিজয় রাজ্যে "কিংবা প্রবর্দ্ধমান বিজয় রাজ্যে।" কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ক্ষোদিত লিপিদ্বয়ে এরূপ বাক্যের পরিবর্ত্তে "অতীত রাজ্যে" ব্যবহৃত হইয়াছে। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকাগারে "যোগ রত্নমালার" যে পুঁথি আছে, তাহার চুণকে ইহার অনুরূপ বাক্যের প্রয়োগ দেখা যায় :—

"পরমেশ্বরেত্যাদি রাজাবলী পূর্ব্ববৎ শ্রীমদ্ গোবিন্দপাল দেবানাম্ বিনষ্টরাজ্যে সং ৩৯ ভাদ্রদিনে ১৪। ‡

* Cunningham's Mahabodhi p. pl.

† Indian Antiquary Vol. x p.

‡ Catalogue of Manuscripts University Library, Cambridge. Buddhist Sans. Mss. by C. Bendall. M. A. p. III & 190

এই ক্ষোদিত লিপিদ্বয় সম্বন্ধে আমি লণ্ডনের এসিয়াটীক্ সোসাইটীর পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছি, সুতরাং এস্থলে আলোচনার বিশেষ আবশ্যক নাই।

পাঠ ১ম পৃষ্ঠা।

ওঁ নমো নারায়ণায় ॥

(১)

যস্যাঙ্কে শরদম্বুদোরসি তড়িল্লেখেব গৌরী প্রিয়া

দেহার্দ্ধেন হরিংসমাশ্রি

(২) তমভূদ্‌যস্যাতিচিত্রং বপুঃ।

দীপ্তার্কদ্যুতিলোচনত্রয়রুচা ঘোরং দধানো মুখং

দেবত্রাসনিরস্তদানব *

(৩) গজঃ পুষ্ণাতু পঞ্চাননঃ ॥ (১)

স্বর্গঙ্গাজলপুণ্ডরীকমমৃতপ্রাঘারধারাগৃহং

শৃঙ্গারক্রমপুষ্পমীশ্বরশি

(৪) খালঙ্কারমুক্তামণিঃ।

ক্ষীরাম্ভোনিধিজীবিত (২) কুমুদিনীবৃন্দৈকবৈহাসকো

জীয়াদ্মন্মথরাজপৌষ্টি

(৫) কমহাশান্তিদ্বিজশ্চন্দ্রমাঃ ॥ (২)

ত্রিভুবনজয়সন্তৃতাবকৃপ্তৈঃ ক্রতুভিরবাধিতসংভ্রনোহমরাণাং।

অজনিষত

(৬) তদন্বয়ে ধরিত্রীবলয়বিশৃঙ্খলকীর্ত্তয়ো নরেন্দ্রাঃ ॥ (৩)

পৌরাণীভিঃ কথাভিঃ প্রথিতগুণগণে বীরসেনস্য

(৭) বংশে

কর্ণাটক্ষত্রিয়াণামজনি কুলশিরোদাম সামন্তসেনঃ।

কৃত্বা নির্ব্বীরমুর্ব্বীতলমধিকতরাস্তৃপ্যতা না

(৮) কনস্যাং

নির্ম্মিক্তো যেন যুধ্যাত্রিপুরুধিরকণাকীর্ণধারঃ কৃপাণঃ ॥ (৪)

বীরানামধিদৈবতং রিপুচমূমারা

(৯) জমল্লব্রত

গুম্ফাধিস্বয়নীয়শৌর্য্যমহিমা হেমন্তসেনোঽভবৎ।

ক্ষীরোদাধরবাসসো বসুমতীদেব্যা

---

* শ্রদ্ধের অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের মতে "দেবত্রাসঃনিরস্তদানবঃ" পাঠ হইবে।

(১০) যদীয়ং যশো

রত্নস্তেব সুমেরুমৌলিমিলিতং ক্ষৌমশ্রিয়ং পুষ্যতি ॥ (৫)

অজনি বিজয়সেনস্তেজসাং রাশির

(১১) স্যাং

সমর বিস্মরাণাং ভূভৃতামেকশেষঃ।

ইহ জগতি বিষেহে যেন বংশস্য পূর্ব্বঃ

পুরুষ ইতি সুধাংশো

(১২) কেবলং রাজশব্দঃ ॥ (৭)

ভূচক্রং কিয়দেতদাবৃতমভূদাস্বামনস্যাজ্ঘ্রিণা

নাগানাং কিয়দাস্যদর্পমুর

(১৩) সালপ্যাস্থি গূঢ়াজ্ঘ্রয়ঃ (?)

একাহাদ্যদনুক্রমক্ষতি কিয়ন্মাত্রস্তদপাম্বরং

যস্যোতীব যশো স্থিয়া ত্রিভুব

(১৪) নব্যাপ্যাপি নো তৃপ্যতি ॥ (৭)

অস্মাদশেষভুবনোৎসবকারণেন্দুর্ব্বল্লালসেনজগতীপতিরুজ্জগাম। যঃ

(১৫) কেবলং ন খলু সর্ব্বনরেশ্বরাণামেকঃ সমগ্রবিবুধামপি চক্রবর্ত্তী ॥ (৮)

ধরাধরান্তঃপুরমৌলিরত্নচা

(১৬) লুক্যভূপালকুলেন্দুলেখা।

তস্য প্রিয়াভূব্বহুমানভূমিয়্ স্বীপৃথিব্যোরপি রামদেবী ॥ (৯)

... ...

(১৭) বসুদেবদেবকসুতাদেতাস্তরাদ্যামব

শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনমূর্ত্তিরজনি স্যাপালনারায়ণঃ ॥

(১৮) যস্যয় জন্ম নিঃসহমিলাম্বিষানুবন্ধকলাত্

কৃষ্টৈনাধি...ধিক...কমি... ॥ (১০)

(১৯) স্যাদ্ গৌড়েশ্বর শ্রী হটঃঃণ (?) কর্ম্ম যস্য কৌমারকেলিঃ

কলিঙ্গেনাঙ্গনাভি......

(২০) বে যস্য পূর্ব্বঃ। যেনাসৌ কাশিরাজঃ সমরভুবি জিতো যস্ত

......ধারাভীর...পা...ষাতি...

(২১) শ্চরণজরজসা নির্ম্মমে কার্ম্মণানি ॥ (১১)

আকৌমারং সমরকৃতি .. ..

(২২) মিব দিশামীশিতাস্তে বিমুক্তাঃ। হ...বপুর্ব্বিকলয্য (?)
তস্য তিষ্ঠৌ প্রবিষ্টাঃ... ...

(২৩) য় হি ক্ষত্রিয়াণাং কৃপাণঃ ॥ (১২)
যন্ত্রারামক্রমদলরুচা শৈবাল... ... ...

(২৪) পুরো দক্ষিতা ভূঃ। প্রাণান্ মুক্ষস্ত্যবনিপতয়ো ... ...
... ... ॥ (১৩)

(২৫) ...নির্গতে খলু ধার্য্যগ্রামপরিসরসমবাসিত শ্রীমহারাজাধিরাজ ...

(২৬) পরমভট্টারকমহারাজাধিরাজশ্রীবল্লালসেনদেবপাদানুধ্যাত
শ্রী ... ...

(২৭) ... ...

(২৮) ... ...

(২৯) ... ...

২য় পৃষ্ঠ।

(৩০) বিক্রমস্য বীরচক্রবর্ত্তি সার্ব্বভৌম ... ... সোমবংশ প্রদীপ
রাজপ্রতাপনারায়ণপরম

(৩১) দীক্ষিতপরমব্রহ্মক্ষত্রিয়সুমেরু ... ...
ক্রীড়াবধূতমশেষকেলিবিকলীকৃতক

(৩২) লক্ষ বিক্রমবশীকৃতকামরূ (প) বনীমণ্ডলৈকচক্রবর্ত্তি
গৌড়েশ্বরপরমে

(৩৩) শ্বরপরমনারসিংহপরমভট্টারকমহারাজাধিরাজ
শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনদেবপাদা বিজয়িনঃ সমু

(৩৪) পাগতাশেষরাজরাজন্তকরাজ্ঞীরাণকরাজপুত্ররাজামাত্য
মহাপুরোহিতমহাধর্ম্মাধ্যক্ষমহাসান্ধি

(৩৫) বিগ্রহিকমহাসেনাপতিমহামুদ্রাধিকৃত-অন্তরঙ্গ
বৃহদুপরিক মহাক্ষপটালিকমহাপ্রতীহার

(৩৬) মহাভোগিকমহাপিলুপতিমহাগণস্ক দৌঃসাধিক
চৌরোদ্ধরনিকনৌবলহস্ত্যশ্বগোমহিষাজা

(৩৭) বিকাদিব্যাপৃতকগৌল্মিকদণ্ডপাশিকদণ্ডনায়ক বিষয়
পত্যাদীননাংশ্চ সকলরাজপাদোপজী

(৩৮) বিনোহধ্যক্ষ-প্রচারোক্তানিহাকীর্ত্তিতান্ চট্টভট্টজাতীয়ান্
জনপদান্ ক্ষেত্রকরান্ ব্রাহ্মণান্ ব্রা

(৩৯) ক্ষণোত্তরান্ যথার্হং মানয়ন্তি বোধয়ন্তি সমাদিশন্তি চ
মতমস্ত ভবতাম্। যথা শ্রীপৌণ্ড্রবর্দ্ধনভূ

(৪০) ক্ত্যন্তঃপাতিবরেন্দ্র্যাং কান্তাপুরাবৃত্তৌ রাবণসরসি স্থিতানে
পূর্ব্বে চড়ম্পসাপাটকপশ্চিমভূঃ সীমা

(৪১) দক্ষিণে গয়নগর উত্তরভূঃসীমা পশ্চিমে গুণ্ডীস্থিরাপাটক
পূর্ব্বভূঃ সীমা উত্তরে গুণ্ডীদাপণিয়াদ

(৪২) ক্ষিণভূঃসীমা ইত্থং চতুঃসীমাবচ্ছিন্নগোয়বগোচারাদাস্ত
চ দেবব্রাহ্মণপাল্য ভবন্তিঃ এক

(৪৩) নবতিখাড়িকাধিকভূখাড়ীশতৈকাত্মকসংবৎসরেণ
কপর্দ্দকাষ্টষষ্টিপুরাণাধিকশতমূল্যাদিকো দাপণিয়া

(৪৪) পাটকঃ। সসাটবিটপঃ সজলস্থলঃ
সগর্ত্তোষরঃ সগুবাকনারিকেলসংস দ

(৪৫) (শাপরাধ পরি) হৃ ঃ সর্ব্বপীড়োঽচট্টভট্টপ্রবেশঃ (অ)
কিঞ্চিত্ প্রগ্রাহ্যতৃণযুতিগোচরপর্য্যন্তঃ দা

(৪৬) (মোদর) দেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায় শ্রীবামদেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায়
কুমারদেবশর্ম্মণঃ পুত্রায় কৌশিক

(৪৭) সগোত্রায় * * • প্রবরায় অথর্ব্ববেদ
পৈপ্পলাদশাখাধ্যায়িনে নান্তাশাবিক

(৪৮) শ্রীগোবিন্দদেবশর্ম্মণে বিধিবদুদকপূর্ব্বকং ভগবন্তং
শ্রীমন্নারায়ণভট্টারকমুদ্দিশ্য

(৪৯) মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ পুণ্যযশোঽভিবৃদ্ধয়ে সপ্তবিংশশ্রাবণ
দিবসে ... পূর্ব্বকমূলাভিষেকঃ

(৫০) ... ঐন্দ্র্যা মহাশান্তি ... ... ত্গাত ...
... নিকাদি ... উচ্চ্যাচন্দ্রর্কক্ষিত

(৫১) সমকালং যা (বত্ ভূমিচ্ছিদ্র) ন্যায়েন প্রদত্তোঽস্মাভিঃ
তদ্ ভবদ্ভিঃ সর্ব্বৈরেবানুমন্ত

(৫২) ব্যং ভাবিভিরপি নৃপতিভিরপহরণে নরকপাতভয়াত্
পালনে ধর্ম্মগৌরবাত্ পালনীয়ং। ভবন্তি

(৫৩) চাত্র ধর্ম্মানুশংসিনঃ শ্লোকাঃ ভূমিং যঃ প্রতিগৃহ্ণাতি যশ্চ
ভূমিং প্রযচ্ছতি উভৌ তৌ পুণ্যকর্ম্মা

(৫৪) (ণৌ নিয়তং স্বর্গগামিনৌ॥ বহুভির্ব্বসুধা দত্তা)
রাজভিঃ সগরাদিভিঃ যস্য যস্য যদা ভূমি

(৫৫) স্বদত্তস্যাত্তদা ফলং ॥ (আস্ফোটয়ন্তি পিতরো বল্গয়ন্তি পিতামহাঃ)

ভূমিদোঽস্মত্‌ কুলে জাতস্ স ন

(৫৬) স্ত্রাতা ভবিষ্যতি (॥) ... ...

(৫৭) ... ...

(৫৮) ... ...

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

(মন্তব্য)

শ্রদ্ধাস্পদ রাখাল বাবুর প্রকাশিত মাধাই নগরের তাম্রশাসন খানির বিশ্লেষণ পূজনীয় অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত "ঐতিহাসিক চিত্র" নামক ত্রৈমাসিক পত্রে সম্যকরূপে করিয়া ১৮৯৯ সনে সেন রাজগণ যে কর্ণাট দেশীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন তাহার প্রমাণ সহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্র বাবু লক্ষ্মণসেনের মাধবসেন কেশব সেন ও বিশ্বরূপ সেন নামে তিন পুত্র ছিল ধরিয়া চন্দ্রদ্বীপের রাজারা বিশ্বরূপ সেন বংশধর কল্পনা করিয়া সেন রাজাগণকে কায়স্থ বলিয়াছেন। তাঁহার মতে চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা দনুজ মর্দ্দন দেব বা দনৌজা মাধব বিশ্বরূপ সেনের পুত্র। আবার কাহারও মতে সদা সেনকে লইয়া লক্ষ্মণ সেনের চারি পুত্র। চন্দ্রদ্বীপের রাজারা সদা সেনের পুত্র (বিশ্বকোষ ১৪৫ পৃঃ)। সে সব কথা খুলিয়া বলিতে গেলে এখন পুরাতন কথার পুনরাবৃত্তি করিতে হয় তাহা নিষ্প্রয়োজন। কবিরাজ গোপীচন্দ্র সেন মহাশয় যে তাম্রশাসন খানি বাবু দুর্গানাথ তালুকদার মহাশয়ের নিকট প্রাপ্ত হইয়া পাঠোদ্ধার করিয়া পুস্তিকাকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন, সে তাম্রশাসন খানি প্রসন্ন বাবুর প্রকাশিত মাধাই নগরের তাম্রশাসন হইতে পৃথক জিনিষ। সে তাম্রশাসন খানি এখন আর খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। কবিরাজ মহাশয়ের তাম্রশাসনের ভূমি-গ্রহীতার নাম মাধব দেবশর্ম্মা। এই মাধব দেবশর্ম্মার "পাল্য ভূবস্ত" শাসন হইতে গ্রামের নাম মাধাই নগর হইয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। প্রসন্নবাবু কবিরাজ মহাশয়ের পাঠোদ্ধার সম্বন্ধে "ঐতিহাসিক চিত্রে" এক প্রবন্ধ লেখেন তাহাতে কবিরাজ মহাশয়ের পাঠোদ্ধারকে "পাঠ কল্পনা" "সেনরাজগণের বৈদ্যত্বের অকাট্য প্রমাণ পাইয়াছেন" ইত্যাদি বিদ্রূপাত্মক সমালোচনা করিয়াছিলেন। ফলকথা সে তাম্রশাসন খানির আর পাঠোদ্ধার হইল না এবং তাহার ঐতিহাসিক তত্ত্বও আর প্রকাশিত হইল না।

আমরা কবিরাজ মহাশয়ের পাঠোদ্ধার ধরিয়া "নিমগাছী তাম্রশাসন" নাম দিয়া এক প্রবন্ধে রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদে এক আলোচনার অবতারণা করিয়াছিলাম। শ্রদ্ধাস্পদ রাখাল বাবু ১৯০৮ সনের জুন মাসে রঙ্গপুরসভার বার্ষিক অধিবেশনে আগমন করিয়া আমাদের

নিমগাছী তাম্রশাসন প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই তাম্রশাসন খানির জ্ঞাতব্য বিষয় গুলি পাঠ করিয়া এখানি কুমার গুপ্তের তাম্রশাসন বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন। রঙ্গপুর সভার সম্পাদক মহাশয়ের নিকট এ বিষয়ের একটি প্রবন্ধ লিখিয়া দিবেন বলিয়াছিলেন। অধুনা রাখাল বাবু সোসাইটীর পত্রিকায় তাঁহার প্রতিশ্রুত প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। এখন দেখা যাইতেছে যে তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

আজ কাল লক্ষ্মণ সংবৎ মিথিলায় প্রচলিত আছে। হিন্দু রাজগণ স্বীয় রাজ্যাঙ্কানুসারে তাম্র শাসনের তারিখ দিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। লক্ষ্মণ সংবৎ লক্ষ্মণসেনের মৃত্যুর পর প্রচলিত হইয়াছিল বলিয়া বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। বঙ্গদেশ সেন রাজত্বকালে আজকার মত একটি দেশ ছিল না। সে সময়ে বঙ্গদেশ নানা ভাগে বিভক্ত ছিল। লক্ষ্মণ সেনের মৃত্যুর পর বঙ্গদেশে রাজ নামের উপযুক্ত পাত্র কেহ ছিল না। তাঁহার বংশধরগণ পূর্ব্ববঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া এক শতাব্দী কাল পর্যান্ত ঐ প্রদেশের শাসন দণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ তাম্র শাসনাদিতে ও জন প্রবাদে বর্ত্তমান আছে। সে সময়ের লোকে লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বের অবসানের পর হিন্দু রাজত্বের অবসানের তারিখ নির্দ্দিষ্ট করিয়া লং সং গণনা করিতেছিলেন। বৌদ্ধ গয়ার তাম্রশাসন তাহারই প্রমাণ। সেই জন্যই লক্ষ্মণ সেনাতীত রাজ্যের ৫১ বৎসর গত হইল বলিয়া শাসনে তারিখ দেওয়া হইয়াছে। কেশব ও বিশ্বরূপ সেন লক্ষ্মণ সেনের পুত্র ছিলেন। ইহাদের দুই ভাইয়ের দুইখানা তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। ইহার এক খানিতেও অতীত রাজ্য বলিয়া তারিখ দেওয়া হয় নাই। রাজাদের রাজত্ব কালে যদি "বিজয় রাজ্য" বলিয়া বর্ষ গণনা হইয়া থাকে তাহা হইলে তাঁহাদের রাজ্যাবসানে "অতীত রাজ্য" বলিয়া লোকে বর্ষ গণনা করিবে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ করিবার কারণ নাই। বিজয় ও অতীত শব্দ রাজ্যের বিশেষণ মাত্র। "বিজয়" শব্দ দ্বারা বর্ত্তমান কাল প্রকটিত হইয়াছে। রাজ্যভ্রষ্ট গোবিন্দপাল বিনষ্ট-রাজ্য হইয়াছিলেন। লক্ষ্মণ সেনের সম্বন্ধে "অতীত রাজ্যে" লিখিত থাকায় স্পষ্টই প্রমাণ হয় তিনি গোবিন্দপালের ন্যায় বক্তিয়ার খিলিজির সপ্তদশ অশ্বারোহী কর্ত্তৃক বিতাড়িত হন নাই।

মেজর রিভার্টি মহোদয় মেনহাজ উদ্দীনের নাসেরী গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ করিয়া অক্ষয়-কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন। মেজর বাহাদুর আরবী ও পার্শী ভাষায় অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। রিভার্টি বাহাদুরের মতে বঙ্গ বিজয়ের বহু পূর্ব্বে বক্তিয়ার খিলজী পর-লোক গমন করেন। মেজর বাহাদুর পারস্য ভাষায় ইজাফৎ ও বিন শব্দ ধরিয়া প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন যে বক্তিয়ার খিলিজির পুত্র মহম্মদ বক্তিয়ার খিলিজি বঙ্গ জয় করেন। এই উক্তির হরিমিশ্র-কারিকার শ্লোকদ্বয়ের সহিত সামঞ্জস্য আছে ইহা আমরা বলিতে সক্ষম।

"বল্লালতনয়ো রাজা লক্ষ্মণোঽভূৎ মহাশয়ঃ।
তৎপুত্রঃ কেশবো রাজা গৌড়রাজ্যং বিহায় চ॥

মন্তিং চাপ্যকরোৎবঙ্গে যবনস্য ভয়াৎ ততঃ।
ন শক্নুবন্তি তে বিপ্রাস্তত্র স্থাতুং যদা পুনঃ॥"

[মিশ্র কারিকা]

যবন ভয়ে রাজা কেশব সেন গৌড় রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। এখন মেনহাজ উদ্দীনের কথা অলীক বলিয়া বোধ হইতেছে। আমরা মেজর সাহেবের উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি কি ভয়ানক একটি ভুল কাল-প্রবাহে ইতিহাসে স্থান পাইয়াছে :—

Now "Cashim or Kashim" had nothing whatever to do with Sindh or its conquests He was dead before his son Mohamad was appointed by his uncle to lead the Arab into Sindh, and so the father who was in his grave at the time of the conquest, has had credit up to this moment in our so called histories of India for what his son performed, in the same manner that Bakt-yar-uddin, the Khalj, has had the credit for what his son, Ikht-yar-uddin, performed in Lakhanwati (App C. page xviii—Ravertys Takabat Nasary—the rise of the Kasarahi of Irafat for *bin* son of &c &c)

বঙ্গ বিজয়-গৌরব পুত্রের স্থলে পিতার শিরে অর্পিত হইয়াছে। মৃত ব্যক্তি তাহার পরবর্ত্তী ঘটনায় বিজয়-মালা পরিধান করায় সপ্তদশ অশ্বারোহী ভয়ে সেন-কুল-কুলাঙ্গার বঙ্গ-দেশ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এই অলীক ইতিহাস আমরা পাঠ করিতেছি। রেভার্টী সাহেবের মত ঐতিহাসিকেরা গ্রহণ করেন নাই। বক্তিয়ারের মৃত্যুর অনেক পরে লক্ষ্মণ সেনের মৃত্যু হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ এখন আর বর্ত্তমান নাই।

রাজেন্দ্র চোলের বঙ্গাক্রমণের কাল ১০১২- ১৩ খৃঃঅব্দ। এই আক্রমণের কথা রাজা রাজেন্দ্র চোল তিরুমলয়ের গিরিলিপিতে রাজা গোবিন্দপালকে পরাজয় করিয়া লিখিয়া রাখিয়াছেন। সেন রাজগণের মধ্যে বিজয় সেনের নাম প্রদ্যুম্নেশ্বর শিবমন্দিরে পাওয়া যায়। বিজয় সেনের পূর্ব্ববর্ত্তী বীর সেনের নাম পর্য্যন্ত এই শিলা লিপিতে পাওয়া গিয়াছে। তাঁহারা যে রাজেন্দ্র চোলের আক্রমণের সহিত বঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। ক্যানিংহাম সাহেব প্রমাণ করিয়াছেন তাঁহারা মগধ দেশ হইতে বঙ্গের আধিপত্য লাভ করেন। কবিরাজ মহাশয় যে মাধব ব্রাহ্মণের ভূমি-দানপত্রের পাঠোদ্ধার করিয়াছেন তদনুসারে সেন রাজগণের বংশাবলী নিম্নলিখিত রূপ পাওয়া যায়:——

শ্রীধর সেন—মন্মথ সেন—প্রদ্যুম্ন সেন—ধৃতি সেন—বীর সেন—সামন্ত সেন—হেমন্ত সেন—বল্লাল সেন—লক্ষ্মণ সেন।

দানসাগরের তারিখানুসারে বল্লাল সেন ১১৬৯ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করিয়াছিলেন বলিতে হইবে। রাজেন্দ্র চোলের দ্বারা যদি তাঁহারা বঙ্গরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকেন তাহা হইলে সেন রাজগণের পূর্ব্বপুরুষগণ রাজ শব্দ লাভ করিতেন। তাঁহাদের রাজ-পদবী না থাকায় সে অনুমান ঠিক বলিয়া বোধ হয় না। (গোদাগাড়ীর তাম্রশাসন দ্রষ্টব্য)। বিজয়

সেনের শিলালিপি রাজসাহীর গোদাগাড়ী থানার বরিণ * নামক গ্রামে পাওয়া গিয়াছিল। ইহার অনতি দূরে রাজনগর গ্রামে একটি জঙ্গলের মধ্যে এক বৃহৎ ভগ্নস্তূপ আছে। এই স্থানে সেন রাজগণের আদি রাজধানী ছিল বলিয়া লোকের বিশ্বাস। রাজেন্দ্র চোল যে সময়ে বঙ্গ আক্রমণ করেন সেই সময়ে রাঢ় দেশে মহীপাল, বারেন্দ্র প্রদেশে গোবিন্দ পাল ও পূর্ব্ববঙ্গে রাজা হরিদেব বর্ম্মা রাজত্ব করিতেছিলেন তিরুমলয়ের গিরিলিপি অনুসারে গোবিন্দপাল বঙ্গদেশ হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন। কাশী † প্রভৃতি স্থানে গোবিন্দ পাল দেবের যে সকল শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে তদনুসারে গোবিন্দ পাল ১১৭৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন‡ বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। গোবিন্দ পালের § সময়ের সহিত তিরুমলয় গিরিলিপির কাল তুলনা করিলে রাজেন্দ্র চোলের গিরিলিপির বিজয় বার্ত্তায় কোনও আস্থা স্থাপন করিতে প্রবৃত্তি হয় না এবং সেই সঙ্গে সেন রাজগণের রাজেন্দ্র চোলের সহিত বঙ্গাগমন ব্যাপার অলীক বলিয়া বোধ হয়। যদিও এক নামের ভিন্ন ভিন্ন নরপতির ভিন্ন ভিন্ন ভূখণ্ডের শাসন দণ্ড পরিচালনা করা অসম্ভব নয় তবুও আজ পর্য্যন্ত স্থির হয় নাই যে দুইজন গোবিন্দপাল বঙ্গ দেশে ছিল। "নুদিয়া" যে, কোনও সময়ে সেন রাজগণের রাজধানী ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। নদিয়ার নাম কৃষ্ণনগরাধিপতিদের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিত সমাজ বলিয়া বঙ্গে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। নবদ্বীপে যে, কোন দিন সেন রাজগণের গঙ্গাবাস ছিল তাহারও কোনও প্রমাণ আজ পর্য্যন্ত কোনও ঐতিহাসিক উপস্থিত করেন নাই। মেনহাজ উদ্দীন লোক মুখে শুনিয়া অনেক দিনের পর বঙ্গ বিজয়ের অলীক কাহিনী রচনা করিয়াছেন। বিহার হইতে নদিয়া বা নবদ্বীপে আইসা সে কালে বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। এই সব কারণে লক্ষ্মণসেনের পলায়ন-কলঙ্ক অপনীত হইয়াছে।

এই তাম্র শাসনে "সোমবংশ প্রদীপ রাজ প্রতাপ নারায়ণ পরম দীক্ষিত পরম ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়" ইত্যাদি বিশেষণে লক্ষ্মণ সেন আপন বংশের পরিচয় দিয়াছেন। চন্দ্রবংশের ক্ষত্রিয়গণের কীর্ত্তি-কলাপ মহাভারতে লিখিত হইয়াছে। ব্রহ্ম শব্দ ক্ষত্রিয়ের বিশেষণ হওয়ায় গোলযোগ উপস্থিত করিয়াছে। মহারাষ্ট্র দেশে পুনা নগরের নিকট এক শ্রেণীর লোক বাস করেন, তাঁহাদের সাধারণ নাম ঠাকুর। ইঁহারা আপনাদিগকে ব্রহ্ম ক্ষত্রিয় নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। পৌরাণিক কালে দেখা যায় ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয় কন্যার পাণি গ্রহণ করিতেন। সেই ব্রাহ্মণ-পরিণীতা ক্ষত্রিয় কুমারীর গর্ভ-সম্ভূত কুমারেরা আপনাদিগকে ব্রহ্মক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতেন। পরশুরামও এই বলিয়া আপনার পরিচয় মহাদেবের নিকট দিয়াছিলেন :—

"ভৃগুবংশসমুৎপন্নং বিদ্ধি মাং ব্রাহ্মণং প্রভো।
জামদগ্নিসুতং রামং রেণুকায়াঃ প্রিয়ঙ্করং॥

* এই গ্রামের বর্ত্তমান নাম পদুম সহর, বরিণ দেশের নাম, গ্রামের নাম নহে।

† কাশীতে এরূপ কোন খোদিত লিপি পাওয়া যায় নাই।

‡ গোবিন্দ পাল ১১৯৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন, ইনি তিরুমলয়ের গোবিন্দ পাল নহেন।

§ তিরুমলৈ খোদিত লিপিতে গোবিন্দপালের নাম নাই। গোবিন্দ চন্দ্রের নাম আছে।

ব্রহ্মক্ষত্রং সদা শ্রেয়ং ইতি নিশ্চিত্য শঙ্কর।
আরাধিতোসি তপসা ধনুর্ব্বিদ্যার্থসিদ্ধয়ে ॥

[রেণুকা মাহাত্ম্য—উত্তরার্দ্ধ ১৫ অঃ।

কবিরাজ মহাশয় যে তাম্রশাসন খানির পাঠোদ্ধার করিয়া ইংরাজী ও বঙ্গভাষায় অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই তাম্রশাসনের প্রথম ষোড়শ পংক্তি পদ্যাকারে লিখিত এবং অবশিষ্টাংশ গুলি গদ্য। এই তাম্রশাসনে মহারাজ লক্ষ্মণসেন তরাস প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রাম আপন ঋত্বিক কার্য্যের জন্য মাধব দেব-শর্ম্মাকে দান করিয়াছেন। এই মাধবের পিতার নাম সর্ব্বেশ্বর শর্ম্মা। ইহাতে বেশ বুঝা যায় যে, প্রসন্ন বাবুর তাম্রশাসন ও কবিরাজ মহাশয়ের তাম্রশাসন দুইখানি পৃথক্। কবিরাজ মহাশয়ের পাঠ অবশ্য অভ্রান্ত নহে। অদ্য পর্য্যন্ত অপর কেহই কবিরাজ মহাশয়ের তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার করেন নাই। কাজেই কবিরাজ মহাশয়ের পাঠই প্রচলিত পাঠ হইয়াছে। গোদাগাড়ীর তাম্রশাসনের দুই একটি প্রশস্তির সহিত মাধাই নগরের তাম্রশাসনের প্রশস্তির সাদৃশ্য দেখিয়া বোধ হয় উভয় প্রশস্তিই উমাপতি ধরের লেখা। কবি জয়দেবের গীত গোবিন্দের একটি শ্লোকানুসারে জানিতে পারা যায় যে, উমাপতি ধর, জয়দেব, আচার্য্য গোবর্দ্ধন এবং শ্রুতিধর ধোয়ী লক্ষ্মণ সেনের সভাসদ ছিলেন।

সেন-রাজগণ পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তিতে ভূমিদান করিয়াছেন। এই পৌণ্ড্রবর্দ্ধন লইয়া ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতভেদ আছে। কেহ বলেন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন আধুনিক "হজরত পাণ্ডুয়া।" সাহিত্য-গুরু বঙ্গের বঙ্কিমচন্দ্র এই কথা "প্রচারে" সর্ব্বপ্রথম প্রচার করেন। মহামতি ক্যানিংহাম সাহেব বগুড়া জেলার মহাস্থানকে প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগর বলিয়া প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। পূজনীয় অক্ষয়বাবু "ঐতিহাসিক চিত্রে" পাবনাকে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বলিয়া প্রমাণ করিয়াছিলেন, এখন তাঁহার "গৌড়কাহিনী"তে মালদহ জেলার পাণ্ডুয়াকেই পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বলিতেছেন। এই তাম্রশাসনে "দাপনিয়া পাটক" গ্রাম খানি দান করিয়াছেন। এই দাপনিয়া পাবনা নগরীর পাঁচ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। এখনও এই গ্রামে অনেক ব্রাহ্মণের বাস আছে। "কান্তপুর" গ্রাম পদ্মাগর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে। সমগ্র 'বারেন্দ্র-ভূমি' এককালে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তি বলিয়া পরিচিত ছিল। মোগল সাম্রাজ্যের 'সরকার' ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের "ডিভিসন" ও সেনরাজগণের "ভুক্তি" একার্থবাচক। যবনাধিকারের পর লক্ষ্মণ-পুত্র কেশব সেন যে ভূমিদান করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্ববঙ্গের বিক্রমপুরে অবস্থিত। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় মহারাজ লক্ষ্মণ সেন জীবিতকাল পর্য্যন্ত উত্তরবঙ্গের শাসন-দণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন। কেশব সেন যবন-ভয়ে পলায়ন করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণ সেনের এ অলীক কল্পনা-প্রসূত পলায়ন-কলঙ্ক কি বাঙ্গালার ইতিহাস হইতে মেধাবীর লেখনীর আঘাতে তিরোহিত হইবে না?—

শ্রীকালীকান্ত বিশ্বাস।

গৌরীপুরে আহূত উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের

তৃতীয় অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ।

যিনি এই রাজধানীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে আমাদের সাক্ষাতেই বিরাজমানা সেই আদ্যাশক্তি মহামায়া আমাদের কল্যাণ করুন। যাঁহার কৃপাকণায় মূক বাচাল হইয়া থাকে, পঙ্গু গিরিলঙ্ঘন করিতে পারে, সেই পরম-দেবতা আমাদিগকে আরব্ধ কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদনের শক্তি প্রদান করুন।

যখন মাননীয় শ্রীযুক্ত রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর আমন্ত্রণ-পত্র প্রেরণে আমাকে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন, তখন মনে ভাবিয়াছিলাম যে, সম্মিলনে উপস্থিত হইয়া সাহিত্য-বিষয়ে নানা উপদেশ লাভ করিব; বিশেষতঃ নানা কারণে গতবার সম্মিলনের আমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারি নাই, তাই বড়ই উৎসাহ সহকারে 'আসিব' বলিয়া স্বীকার করিয়া উত্তর দিয়াছিলাম। ইহার পর তিনি যখন দ্বিতীয়পত্রে একটি প্রবন্ধ লিখিবার ভার দিলেন, তখন উৎসাহটা কথঞ্চিৎ মন্দীভূত হইল; তথাপি রাজাদেশ বলিয়া সেই বিষয়েও স্বীকৃতি বিজ্ঞাপিত করিলাম। কিন্তু যখন ৬ই মাঘ বুধবার অর্থাৎ যে দিন গৌহাটি হইতে গৌরীপুর অভিমুখে যাত্রা করিবার কথা, তৎপূর্ব্বদিন একখানি টেলিগ্রাম পাইলাম যে, আমাকে এই সম্মিলনের অধিনায়কত্ব করিতে হইবে, তখন প্রকৃতই স্তম্ভিত ও অভিভূত হইয়া পড়িলাম *। আমার অযোগ্যতা নানা প্রকারের—এই যে, আপনাদের সমক্ষে যে ভাবে প্রবন্ধটি পাঠ করিতেছি, ইহাতেই এক প্রকার অযোগ্যতার চিহ্ন স্পষ্টতঃ দেখিতে পাইতেছেন। সে বরং সামান্য কথা। কিন্তু একটা সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণে যেরূপ ভাব ও ভাষার সমাবেশ হওয়া বাঞ্ছনীয়, তাহার অধিকারী আমি নই। আবার ঈদৃশস্থলে পাঠ করিবার নিমিত্ত একটি প্রবন্ধ রচনার্থ সরঞ্জাম সংগ্রহ করিতে যতটুকু সময়ের আবশ্যক, তাহা পাওয়া ত দূরের কথা, কয়েকটিমাত্র কথাও যে গোছাইয়া বলিতে পারি, সেই সময়ও পাওয়া গেল না। প্রকৃতই একটিমাত্র দিনের মধ্যে ইহা কোনরূপে লিখিয়া সমাপন করিতে হইয়াছে। আমারই দুর্ভাগ্যের বিষয়! শ্রীযুক্ত রাজা বাহাদুর যে সাধ করিয়া এই অযোগ্যের উপর এরূপ গুরুভার অর্পণ করিয়াছেন, তাহা মনে হয় না। হস্তিনাপুরাধিপতি যেমন ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণাদির অভাবে মদ্রবীর শল্যবর্ম্মাকে সেনাপতির কার্য্যে নিযুক্ত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, গৌরীপুরাধিপতিও মাদৃশ ব্যক্তিকে তাদৃশ হেতুতেই বোধ হয়, এই কার্য্যে বৃত করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ফলতঃ যাহাতে সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

* শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায় মহোদয় এই সম্মিলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়া অনিবার্য্য কারণে উপস্থিত হইতে না পারায় এই প্রকার ব্যবস্থা করিতে হয়।

সম্মেলনের প্রথমাধিবেশনে বৃত হইয়াছিলেন, যে পদে পণ্ডিতরাজ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় দ্বিতীয় অধিবেশনকালে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, তৎস্থলে আমার ন্যায় শক্তি-সামর্থ্যহীনের নিয়োগ আমার পক্ষে অতীব সম্মানের কথা সন্দেহ নাই, কিন্তু তুলনায় উপহাস ভাজন হওয়ার আশঙ্কাটাই যে অধিকতর, তাহা বোধ হয় বলা বাহুল্যমাত্র।

সহৃদয় সভ্য মহোদয়গণ,—আপনাদের প্রায় সকলেই হিন্দু-সন্তান; একটি শিলাখণ্ড কিংবা মৃৎপ্রতিমা সম্মুখে বসাইয়া যেমন আপনারা ইষ্টদেবের ধ্যানে চিত্ত সমাহিত করিয়া থাকেন, আশা করি, তেমনই মৃৎ-শিলোপম এই অযোগ্যকে সাক্ষাতে রাখিয়া আপনাদের অভীপ্সিত কার্য্য সম্পাদন করিয়া যাইবেন।

এইবার উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন গোয়ালপাড়া, গৌরীপুরে হওয়াতে ইহার কার্য্যক্ষেত্রের বিস্তৃতি সমধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইল। গোয়ালপাড়া বঙ্গদেশ ও আসামের সন্ধিস্থলে অবস্থিত। তীর্থরাজ প্রয়াগে যেমন গঙ্গা ও যমুনা পরস্পর ওতপ্রোতভাবে মিলিত হইয়া প্রবহমানা হইয়াছে, গোয়ালপাড়াতেও বঙ্গ-ভাষা ও আসামীয়-ভাষা সংমিশ্রিত ভাবে অধিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছে। প্রয়াগের পুণ্য-সঙ্গমে যেমন কচিৎ শ্বেত গঙ্গাপ্রবাহ কচিৎ কৃষ্ণা যমুনা-লহরীর মিলনের অপূর্ব্ব-দৃশ্য নিরীক্ষণে দর্শকের মনে মহাকবি কালিদাসের সেই :—

কচিৎ প্রভালেপিভিরিন্দ্রনীলৈ-
র্মুক্তাময়ী যষ্টিরিবানুবিদ্ধা।

ইত্যাদির ললিত মধুর বর্ণনা স্মৃতি-পথে উদিত হয়, তেমনি গোয়ালপাড়ার কোনও স্থলে আসামীয় ভাষা কোনও স্থলে বঙ্গভাষার এইরূপ এক অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ পরিলক্ষিত হইয়া ভাষাতত্ত্বানুসন্ধিৎসুর মনে কৌতূহলোদ্দীপন করিয়া থাকে। সম্মিলনের আমন্ত্রণকারী রাজা বাহাদুরও সেই নিমিত্ত "আসাম ও বঙ্গীয় সাহিত্যিকগণের সম্মিলন ও পরস্পর ভাষার উন্নতি সাধন কল্পে" গৌরীপুরে আমাদিগকে আহ্বান করিয়া সবিশেষ সমীচীনতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

বিশেষতঃ যেমন রাজসূয় যজ্ঞের পূর্ব্বে একবার ভগদত্তের প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর বিজয়ার্থ মহারথী অর্জ্জুন সসৈন্য অভিযান করিয়াছিলেন, তেমনই এই সম্মিলন যজ্ঞের অব্যবহিত পূর্ব্বেই সাহিত্যিকবর্গ-সমন্বিত মহারথী শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহোদয় এবং সুযোগ্য উত্তর-বঙ্গ-সম্মিলন সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের বর্ত্তমান প্রতিনিধি গৌহাটিতে গমনপূর্ব্বক ইহার জয়সাধন করিয়া সম্মিলনের কার্য্যক্ষেত্র সমধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত করিয়াছেন। তখন প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর হইতে কোনও বন্দী রাজসূয়স্থলে আনীত হইয়াছিল কিনা জানি না, কিন্তু এস্থলে আমন্ত্রিত মহাত্মাগণের নিকট বর্ত্তমান প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্যের—আসামের—কাহিনী বলিবার জন্যই বোধ হয় তথা হইতে একজনকে ধরিয়া এখানে আনিয়া দণ্ডায়মান করা হইয়াছে। ফলতঃ এই নববিজিত এবং সম্মিলনে

সংযোজিত দেশের বিষয়ে সভাস্থ অনেকেই প্রকৃত তথ্য অবগত না থাকিতে পারেন। তাই তৎসম্বন্ধে কিছু আলোচনা আবশ্যক মনে করিতেছি।

এখন যাহাকে আসাম বলে তাহা এবং পূর্ব্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের এক বিশিষ্ট অংশ লইয়া প্রাচীন 'কামরূপ' দেশ অবস্থিত ছিল। কালিকাপুরাণ কিংবা যোগিনীতন্ত্রে ইহার সীমার উল্লেখ আছে। উক্ত তন্ত্রের একাদশ পটলে আছে—

"নেপালস্য কাঞ্চনাদ্রিং ব্রহ্মপুত্রস্য সঙ্গমম্।
করতোয়াং সমাশ্রিত্য যাবদ্দিক্করবাসিনীম্॥
উত্তরস্যাং কঞ্জগিরিঃ করতোয়াতু পশ্চিমে।
তীর্থশ্রেষ্ঠা দিক্ষুনদী পূর্ব্বস্যাং গিরিকন্যকে॥
দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্রস্য লাক্ষায়াঃ সঙ্গমাবধি।
কামরূপ ইতি খ্যাতঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু নিশ্চিতঃ॥"

ইহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে বর্ত্তমানে "পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম" গবর্ণমেন্টের যতদূর অধিকার, তাহার অধিকাংশ এবং কোচবিহার প্রাচীন কামরূপের অন্তবর্ত্তী ছিল। এই রাজ্যের রাজধানী প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর—অতএব মহাভারতের যুগে রাজধানীর নামেই রাজ্যের পরিচয় ছিল। পুরাণতন্ত্রের কথা ছাড়িয়া দিলে, কালিদাসের ৪র্থ সর্গে রঘুবংশে সর্ব্বপ্রথম কামরূপ ও প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর যে একই রাজ্যের নাম, তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। তৎপর বাণভট্টকৃত হর্ষচরিতের ৭ম উচ্ছ্বাসে দেখিতে পাই কুমার ভাস্করবর্ম্মা হর্ষদেবের নিকট দূত পাঠাইয়া সেই নরকাসুরের সময়ের শ্বেতচ্ছত্র তাঁহাকে উপহার দিতেছেন। চীনদেশীয় পরিব্রাজক হোয়েন্থসাঙ্ ইঁহারই নাম উল্লেখ করিয়া এই কামরূপের সভ্যতার বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তারপর বলবর্ম্মা, ইন্দ্রপাল, রত্নপাল প্রভৃতির তাম্রশাসনগুলি কৃষকের লাঙ্গলাহত হইয়া বহু শতাব্দীর পর ভূগর্ভ হইতে সমুত্থান পূর্ব্বক শাসন-প্রদাতা রাজগণের বদান্যতার ও নরক ভগদত্তের বংশে তাঁহাদের উৎপত্তির কথা এবং তৎকালীন সভ্যতার কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিতেছে। যাঁহারা তাম্রফলক গুলির সম্যক্ আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা লিপিভঙ্গি প্রভৃতির দ্বারা ঐ গুলিকে আনুমানিক খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর বলিয়া মনে করেন। যাহা হউক, সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর এই ত্রিযুগ ব্যাপী যাহার ইতিবৃত্ত সেই নরকাসুরের সময় হইতে খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত কামরূপে ধারাবাহিক একটা সভ্যতা চলিয়া আসিতেছিল। আবার কালিকাপুরাণে (৪৭ অধ্যায়ে) দেখিতে পাই ভগবান্ বরাহের পুত্র নরক বাণের সহিত সৌহার্দ্দ স্থাপন করিয়া সঙ্গদোষে "অসুর" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। ইহাতে প্রতীয়মান হইতেছে যে "শোণিতপুর" নরকের রাজ্যের কাছাকাছিই ছিল। বর্ত্তমান তেজপুরই সেই শোণিতপুর। আসামী ভাষায় শোণিত অর্থে "তেজ" শব্দ সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়; আসামপ্রত্নতত্ত্বজ্ঞ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় বলেন যে, এই সেদিন মাত্র—ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক আসাম অধিকারের (১৮২৬ খৃঃ) পর কোনও ডেপুটি কমিশনর

সাহেব এই নামটি আসামীয় গোচের হইবার জন্যই 'শোণিতের' পরিবর্ত্তে 'তেজ' করিয়াছেন! ইহা অসম্ভব নহে; কাছাড় জেলা ব্রিটিশ অধিকারে আইসার (১৮০২ খৃঃ) পরেও কিয়দ্দিন "হিড়িম্ব" নামে অভিহিত হইত—তাদৃশ কোন কারণেই বোধ হয় ইহারও নামটি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

আবার কালিকাপুরাণে (৩৯ অধ্যায়ে) দেখা যায় নরক বিদর্ভরাজপুত্রীর পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন। আসামের উত্তর পূর্ব্ব প্রান্তে কুণ্ডিন নামে একটি নদী আছে—ইহার তীরে যে সকল ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়, স্থানীয় পুরুষপরম্পরা প্রবাদ এই যে ঐ গুলি রাজা ভীষ্মকের রাজধানী কুণ্ডিন নগরেরই ধ্বংসাবশেষ—নদীরও নাম নগরের নামেই নাকি কুণ্ডিন হইয়াছে। মহাভারত ও হরিবংশে বিদর্ভ ও তদ্রাজধানী কুণ্ডিনের সংস্থান স্পষ্টই বিন্ধ্যাদ্রির দক্ষিণে নির্দ্দেশিত আছে। তবে নরকের শ্বশুরালয় এত দূরে না হইয়া সন্নিকৃষ্ট কুণ্ডিন বিদর্ভে ছিল কি না তাহা সুধীগণের কিঞ্চিৎ বিভাব্য। ইতিপূর্ব্বে 'হিড়িম্বের' উল্লেখ হইয়াছে; ইহার প্রাচীন সংস্থানও এই ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় ছিল, যদিও সম্প্রতি ইহার খানিকটা কাছাড় জেলা নামে আখ্যাত হইয়া সুরমোপত্যকায় অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

এই সকল হইতে প্রতীয়মান হইবে, যে আসামকে উত্তরবঙ্গ সম্মিলন স্বাধীনভাবেই স্বীয় কার্য্য গণ্ডীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতেছেন, ইহা এক বহু পুরাতন স্থান। যে সকল প্রাচীন ভূপতি এই প্রদেশে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন তাঁহারা কেবল পরাক্রান্ত নহেন, বিলক্ষণ কীর্ত্তিমানও ছিলেন। ইঁহাদের সেই কীর্ত্তির চিহ্ন কোথায় গেল? তাহা কি আর বলিয়া দিতে হইবে? তবে সেই বিলোপের দুইটি কারণ;—প্রথম ও প্রধান স্বাভাবিক, দ্বিতীয় কৃত্রিম। সময় গতিতে ক্ষয় ও ভূকম্পাদিতে লয়ই স্বাভাবিক কারণ। কৃত্রিম কারণ বড়ই শোচনীয়; আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে যখন প্রস্তুত হইতেছিল, তখন ভূমি খনন দ্বারা গৌহাটী সহরের কাছে এবং আরও নানা স্থানে অনেক প্রস্তরমূর্ত্তি প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছিল—সেই গুলি যে কোথায় গেল, কি হইল তাহা বিধাতাই জানেন। তারপর তেজপুরে যে একটি প্রস্তর নির্ম্মিত প্রাসাদ বাণরাজার বাড়ী বলিয়া নির্দ্দেশিত হইত উহার ভগ্নাবশেষের মধ্যে কয়েক খণ্ড মাত্র প্রস্তর ইদানীং দেখিতে পাওয়া যায়। অবশিষ্ট গুলি নাকি সহরটিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখাইবার নিমিত্ত জনৈক ডেপুটি কমিশনার ভূগর্ভে সমাহিত করিয়া তাহার উপরে আফিস আদালতের গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

সেই প্রাসাদের একটি মাত্র অর্দ্ধভগ্ন স্তম্ভের প্রতিকৃতি এশিয়াটিক সোসাইটির জার্ণালে (জানুয়ারি ১৯০৯) মুদ্রিত হইয়াছে—অপরগুলি যে তাদৃশ বা তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছিল না কে বলিতে পারে?

যাহা হউক সদাশয় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এই প্রাচীন ভগ্নাবশেষ গুলির পরিরক্ষার্থ সম্প্রতি অনেক যত্ন করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন- -হিড়ম্ব-রাজকীর্ত্তি ডিমাপুরের স্তম্ভাবলী গড়গাঁও রঙ্গপুর (শিবসাগরস্থ) প্রভৃতি স্থানের আহোম রাজকীর্ত্তি সমূহের সংস্কার করে

গবর্ণমেণ্ট যাহা করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহা অতীব প্রশংসাযোগ্য। যেখানে যে প্রাচীন বা আধুনিক কীর্ত্তি নিদর্শন আছে, গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিয়োজিত রাজপুরুষেরা তাহার তালিকাদি সংগ্রহ করিয়া আমাদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। শ্রীযুত গেইট্‌ সাহেবের "Report on the Progress of Historical Researches in Assam" নামক ১৮৯৭ সালে মুদ্রিত প্রবন্ধে, তিনি প্রায় চারি বৎসর কাল পরিভ্রমণ ও গবেষণা দ্বারা যে সকল বিষয়ের সন্ধান জানিতে পারিয়াছিলেন, তাহাদের তালিকা এবং কোনও কোনও স্থলে সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রদান করিয়াছেন। তাম্রশাসনাদিরও বিবরণ তাঁহারই সাহায্যে এশিয়াটিক সোসাইটির জার্ণালে প্রকাশিত হইয়াছে। আসাম প্রদেশে আহোম রাজগণের সময় হইতে যে ধারাবাহিক বুরুঞ্জি বা ইতিহাস আহোমদের ভাষায় কি অসমীয় ভাষায় লিখিত হইয়াছিল, ঐগুলি হইতে বিবরণ সংগ্রহ করিয়া মহাত্মা গেইট্‌ সাহেব "আসামের ইতিহাস" লিখিয়া আসামবাসীদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন।

এই গেল গবর্ণমেণ্টের বা সাহেবদের কর্ত্তব্য পালনের প্রশংসনীয় কাহিনী। কিন্তু আমরা কি করিয়াছি ? বলিতে গেলে এ যাবৎ কিছুই করা হয় নাই। অথচ এই স্থানে আমাদের এক বিস্তীর্ণ কার্য্যক্ষেত্র বর্ত্তমান রহিয়াছে। বঙ্গদেশবাসিগণ আসাম সম্বন্ধে কত ভ্রান্ত ধারণা পরিপোষণ করেন, অথচ আসাম তাঁহাদের অতীব সন্নিকৃষ্ট, পূর্ব্বে বহুদিন—এবং সম্প্রতি কিয়দ্দিন যাবৎ পুনশ্চ তাঁহারা আসামের সঙ্গে একই প্রদেশভুক্ত। সুদূর হিমালয়ের পথে মাসাধিক কাল পর্য্যটন পূর্ব্বক বদরিকাশ্রমের কাহিনী প্রচারিত করা হইয়াছে ; কিন্তু দিব্রুগড় হইতে পাঁচ ছয় দিনে যে স্থানে পৌছা যায় সেই পরশুরাম ক্ষেত্রের কাহিনী এ যাবৎ বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হইল না। কনিষ্ক ও কাশ্মীরের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে বহু অনুশীলন করা হইয়াছে—কিন্তু আহোম আকবর রাজা রুদ্রসিংহের নাম কেহ জানেন কি না সন্দেহ। অমৃতসরের নামকরণ বিবরণ অনায়াসে বলিয়া দিতে পারি কিন্তু শিবসাগরের কথা কিছুই বলিতে পারিনা। "উদাসীন সত্যশ্রবা" এ সকল বিষয়ে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তকে আলোচনা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বহু চেষ্টাতেও আজ উহার একখণ্ড কুত্রাপি খুঁজিয়া পাওয়া গেল না—বঙ্গবাসিগণের আসাম বিবরণ সংগ্রহে এত সমাদর !

সাহেবেরা এই সকল বিষয়ে গবেষণা করিয়াছেন, এবং পুস্তকাদি লিখিয়াছেন, এই হেতু-বাদে আমাদের ঔদাসীন্য অবলম্বন সমর্থন করা যাইতে পারে না। তাঁহাদের গবেষণায় অনেক ভুলভ্রান্তি আছে ; তাঁহাদের লেখা ইংরাজীতে, ইহাতে আমাদের লাভ কি ? বিশেষতঃ জাতীয় সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত না হইলে এই সকল বিবরণী স্থায়ী হইতে পারে না। অতএব আমাদের এক্ষেত্রে যথেষ্ট কর্ত্তব্য বর্ত্তমান রহিয়াছে। গতবর্ষে গৌহাটিতে বঙ্গসাহিত্যানুশীলনী সভা স্থাপিত হইয়া এই সকল বিষয় কিছু কিছু আলোচিত হইতেছে বটে ; কিন্তু মুষ্টিমেয় লোকের দ্বারা গঠিত একটি ক্ষুদ্র সভার দ্বারা আশানুরূপ কাজ হইবার সম্ভাবনা অল্প।

এই বৎসর উত্তর-বঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন এই আসামের এক দেশে হইতেছে ;

এতদুপলক্ষে সম্মিলনের প্রথম সভাপতি শ্রীযুক্ত মৈত্রেয় মহোদয় এবং সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় প্রমুখ উত্তরবঙ্গের সাহিত্যিকগণ পুরাণোক্ত সমগ্র কামরূপের কেন্দ্র স্থান ৺কামাখ্যাধিষ্ঠিত নীলাচলে এবং আসামের বর্ত্তমান রাজধানী গৌহাটী সহরে গমনপূর্ব্বক ইহার অবস্থা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া গিয়াছেন; এক্ষণে আশা করা যায় যে, আসামের প্রাচীন তত্ত্ব বিষয়ে যথোচিত আলোচনা হইবে। মনে রাখিবেন যে, উত্তরবঙ্গ ও আসাম প্রাচীনকাল হইতে পরস্পর সম্বদ্ধ—এই আসাম-প্রদেশ পূর্ব্বে যখন বঙ্গদেশের লেপ্টেনেন্ট গবর্ণরের অধীন ছিল, তখন উত্তরবঙ্গ ও আসাম একই স্কুলইন্‌পেক্টারের অধীন ছিল। অতএব উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলন কর্ত্তৃক আসামকে আপন কর্ম্মক্ষেত্রের অন্তর্নিবিষ্ট করা সমুচিত কার্য্যই হইয়াছে। পুরাতত্ত্ব নহে, অন্যান্য নানা বিষয়েও আসাম-প্রদেশ বঙ্গীয় সাহিত্যিকগণের আলোচনার বিষয়ীভূত হওয়া উচিত। আসামে যত প্রকারের জাতি ও রীতি নীতি দেখিতে পাওয়া যায়, যত প্রকারের বিভিন্ন ভাষা ও ভূষা প্রচলিত, যত প্রকারের উদ্ভিজ্জ ও খনিজ দ্রব্য আছে, বোধ হয় ভারতবর্ষের অপর কোনও প্রদেশে এত আছে কিনা সন্দেহ।

এই সকল বিষয় কোনও রূপ গবেষণা করিতে হইলে, আসামে যত মালমসলা পাওয়া যায় অন্যত্র তাহা সুদুর্লভ। বিখ্যাত-পণ্ডিত মিঃ সি, বি, ক্লার্ক কেবল উদ্ভিদ্বিদ্যার অনুশীলনের সৌকর্য্যার্থ বৃদ্ধ বয়সে আসামে আসিয়া স্কুলইন্‌স্পেক্টার হইয়াছিলেন, আর আমরা আসামে কোনও কিছু শিখিবার বা জানিবার আছে কিনা তাহারই তত্ত্ব রাখি না।

এই আসামী ও বাঙ্গালীর সংমিশ্রণ স্থানে আহূত সাহিত্য-সম্মিলনে অসমীয় ও বঙ্গভাষা উভয়েরই সম্বন্ধে আলোচনা করা একান্ত আবশ্যক। অসমীয় ভাষা বঙ্গভাষার উপভাষা (dialect) মাত্র কিনা, এ বিষয়ে এক বিরাট আন্দোলন এই প্রদেশে হইয়া গিয়াছে। আহোম রাজগণের সময় রাজভাষা (court language) যে অসমীয় ভাষাই ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। এই অসমীয়া আহোমদের আপন জাতীয় ভাষা নহে। ইহারা ব্রহ্মদেশীয় নিজভাষা এস্থানে আগমনের অল্পপরেই পরিত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডের নর্ম্মাণগণের ন্যায় বিজিত জাতির ভাষাই গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথমে তাহাদের আপন ভাষাতেই ইতিহাস গ্রন্থ (বুরঞ্জি) লিখিত হইত, কিন্তু পশ্চাৎ তাহাও অসমীয়া ভাষায় লিখিত হইয়াছিল।

আসাম ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীন হইবার প্রায় দশ বৎসর পরে, অসমীয়া ভাষাকে বাঙ্গালার উপভাষা মনে করিয়াই বোধ হয়, গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ে ও আদালতে বঙ্গ-ভাষারই ব্যবহার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। ইহার কিঞ্চিৎ অধিক ১৫ বৎসর পরে আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন নামক আসামের জনৈক প্রতিভাশালী কৃতিসন্তান এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকটন করেন। ইতিপূর্ব্বেই মিশনরী মহাত্মাগণ অসমীয়া ভাষায় তাঁহাদের পুস্তিকাদি লিখিয়া জনসাধারণের মধ্যে সুসমাচার প্রচার করিতেছিলেন এবং তাঁহারাই

সর্ব্বপ্রথম "অরুণোদয়" পত্রিকা শিবসাগর হইতে প্রকাশিত করিয়া অসমীয় ভাষায় বিজ্ঞানাদির প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু আনন্দরাম ফুকনের পিতা হলিরাম ফুকন আসামের একখানি ইতিহাস বাঙ্গালাভাষায় রচনা করিয়া বঙ্গদেশে মুদ্রিত করিয়াছিলেন এবং আনন্দরাম ফুকন স্বয়ং আইন সম্বন্ধীয় একখানি পুস্তক ইংরেজী হইতে বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রায় অর্দ্ধ শতবর্ষ পূর্ব্বে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত করেন। এইরূপ গ্রন্থ প্রচার বঙ্গভাষায় বোধ করি, উহাই সর্ব্বপ্রথম;—বঙ্গীয়-সাহিত্য-জগতেও আনন্দরাম অতএব একজন স্মরণীয় পুরুষ।

যাহা হউক মিশনরিগণের প্ররোচনায় এবং অসমীয় ভদ্রলোকদের প্রার্থনায় সার জর্জ ক্যাম্বেল ১৭৭৩ অব্দে অর্থাৎ আসাম ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীনে আসিবার ৪৫ বৎসর পরে পাঠশালায় অসমীয় ভাষার প্রবর্ত্তন করেন এবং তখনই ইহা আদালতের ভাষা বলিয়া পরিগণিত হয়। উচ্চতর শিক্ষা অর্থাৎ মধ্যশ্রেণীর বিদ্যালয়ে এবং এণ্ট্রেন্স স্কুলে বঙ্গভাষাই প্রচলিত থাকিল। কিন্তু ১৮৯৮ সাল হইতে ক্রমশঃ ঐ গুলিতেও অসমীয় ভাষা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে; এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ ও এফ্, এর জাতীয় ভাষা (vernacular) বলিয়াও অসমীয় ভাষার সমাদর হইয়াছে, এবং কিয়দ্দিন হইল, হাইকোর্টের ফরমগুলিও অসমীয় ভাষায় অনূদিত হইবার অনুজ্ঞা হওয়াতে বঙ্গভাষার সঙ্গে আসামবাসিগণের সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে।

অসমীয় ভাষা বঙ্গভাষার সঙ্গে কোন্ কোন্ বিষয়ে অভিন্ন ও কোন্ কোন্ বিষয়ে স্বতন্ত্র তাহা প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রবন্ধান্তরে লিখিত হইয়াছে, তাহা এই সভায় পঠিত হইবে।

এক্ষণে অসমীয়া ভাষা বঙ্গভাষার উপভাষা কিনা, এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে, ডাক্তার গ্রিয়ার্সন তদীয় Linguistic Survey of India গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—

"Whether Assamese is a dialect or a language is really a mere question of words which is capable of being argued *ad infinitum* for the two terms are incapable of mutually exclusive definition. Like 'hill' and 'mountain' they are convenient methods of expression, but no one can say at what exact point a hill ceases to be a hill and becomes a mountain. It must be confessed that if we take grammar alone as the basis of comparison it would be extremely difficult to oppose any statement to the effect that Assamese was nothing but a dialect of Bengali. The dialect spoken in Chittagong, which is universally classed as a form of the latter language, differs far more widely from the grammar of the standard dialect of Calcutta than does the Assamese. If grammar is to be taken as test and if on applying that test we find that Assamese is a language distinct from Bengali, then we should be compelled with much greater reason to say the same of the Chittagong *patois.*" Vol. V. Part I 393-94. এইরূপ বলার পরেও গ্রিয়ার্সন্ সাহেব অসমীয় ভাষা স্বতন্ত্র ভাষারূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য বলিয়া যে যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আসামের ইতিহাসে গেইট্ সাহেব তাহাই কিঞ্চিৎ জোরের সহিত বলিয়াছেন, উহা

এস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে ;—"It may be pointed out that the possession or otherwise of a separate literature is generally regarded as one of the best tests to apply, and that if this be taken as a criterion, Assamese is certainly entitled to rank as a separate language. Assamese is believed to have attained its present state of development independently of and earlier than Bengali; and it is the speech of a distinct nationality which has always strenously resisted the efforts which have been made to foist Bengali on it. (p. 328-329.)

গেইট্ সাহেবের ইতিহাসের এই অংশের সমালোচনা উপলক্ষে মৎকর্ত্তৃক যাহা লিখিত হইয়াছিল, তাহা একটু দীর্ঘ হইলেও এস্থলে উদ্ধৃত করা প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিতেছি।

"Since the Assamese gentlemen of education and position, almost without exception, are very keen on having their mother-tongue recognized as an independent language none should have any objection to Assamese having a distinct place of its own. But the argument of Mr. Gait is open to criticism. The first Assamese books were written by Sankara Deva, Madhava Deva, Ananta Kandali and others, who flourished during Naranarayan's time, *i. e.*, by the middle of the 16th century. But the poems of Chandidas were composed about a century and a half earlier (circ. 1400 A. D.) and Krittibas also wrote his Ramayan about a century earlier. * (circ. 1450 A.D.) So, the Assamese literature cannot claim precedence in time. Whether its development was "independently of Bengali" or not, is a point which it is very difficult to discuss. But when we consider even on Mr. Gait's authority, that the wave of the religious movements of Sri Chaitanya reached Assam and led to the foundation of the Mahapurushiya sect, the wave of the renaissance of the vernacular literature to propogate that religion of love and devotion in Bengal must have also done much to stir up the literary activity among the inhabitants of Kamarupa. The unification of these two dialects, Assamese and Bengali, would not, in my humble opinion, lead to any other results than beneficial to the people of Assam who seem to have done very little since Naranarayan's time for the development of their language. The opportunity was a fair one, which has now gone away: there was a special facility, too, for this as the script was the same for both the languages; and as to the existing books in the dialect they would form part of the great body of the Bengali literature, as will be evident from the fact that Babu Dineschandra Sen, author of a

* প্রায় হাজার বৎসরের প্রাচীন শূন্য পুরাণের কথাটা ভ্রমতঃ এস্থলে উল্লিখিত হয় নাই।

history of the Bengali literature, has actually included the Ramayana written by Ananta Kandali in his subject-matter as he was kept in the dark as to the locality to which the author belonged. It is fortunate for our Assamese brethren that their desire to have the recognition of their mother-tongue as a court language, has been so easily fulfilled: the Irish-men and the Welsh people whose mother languages are of Celtic origin—and so, quite distinct from the Teutonic English—have not got the same privilege as yet." Mr. Gait's History of Assam: A study. p. 21.

আমাদের আসামবাসী বন্ধুগণ অবশ্য দেশবৎসলতা দ্বারা পরিচালিত এবং মাতৃভাষার প্রতি স্নেহপরায়ণ হইয়াই আপনাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না। অতি দূরদর্শী হইয়া আপাতস্বার্থ কেহ বিসর্জন দিতে পারে না; এবং সকলেই নিজের বিষয়ে পক্ষপাতী হয়, ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক। তাঁহারা এখন অসমীয় ভাষা ছাড়িয়া বঙ্গভাষা গ্রহণ করুন, সে কথাও বলিতেছি না। কিন্তু এই ভাষা স্বাতন্ত্র্য নিবন্ধন বঙ্গ ও আসামবাসীর পরস্পর বিবাহাদি সূত্রে সম্বদ্ধ হইয়া এক হইয়া যাওয়ার পক্ষেও যে বিঘ্ন হইল ইহাই প্রধানতঃ আক্ষেপের কথা।

এই প্রবন্ধে এই বিষয়টি উল্লেখ করিবার একটু কারণও আছে। আসামবাসী অনেকের ইচ্ছা গোয়ালপাড়া জেলায় অসমীয়া ভাষা প্রবর্ত্তিত হয়। তাঁহাদের প্রধানতঃ এই মত যে, (১) গোয়ালপাড়ার অধিকাংশ লোক অসমীয় ভাষাই ব্যবহার করে, (২) এই জেলার লোক প্রায়শঃ মহাপুরুষীয়া, অতএব অসমীয় ভাষা না শিখিলে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক শঙ্করদেব প্রভৃতির গ্রন্থ পাঠের অসুবিধা হইবে। তাঁহাদের এই হেতুদ্বয়ের প্রথমটি সেনসাস্ টেবেল্ দ্বারা সমর্থিত হয় না। ১৯০১ সালের সেন্সাসে গোয়ালপাড়ার ১০,০০০ জনমধ্যে ৬,৯২৬ জন বঙ্গভাষা, ২০৪৬ জন মাত্র অসমীয় ভাষা, ২৭৯ জন হিন্দিভাষা এবং অবশিষ্ট কাছাড়ী গারো রাভা ইত্যাদির ভাষা বলে। দ্বিতীয় হেতুবাদ সম্বন্ধে এই বলিতে পারি যে, শঙ্করদেবাদি রচিত পোথা প্রভৃতি পড়িয়া বুঝিবার নিমিত্ত অসমীয় ভাষার প্রবর্ত্তন অনাবশ্যক। শঙ্করদেবের কবিতার ভাষা কিরূপ ছিল তাহার নমুনা প্রবন্ধান্তরে প্রদর্শিত হইবে। বাঙ্গালা লেখাপড়া জানিলেই উহা অনায়াসে বোধগম্য হইয়া থাকে। অপিচ যখন প্রথম আসামী ভাষা কামরূপ জেলায় প্রবর্ত্তিত হয়, তখন ঐ জেলার বহু সংখ্যক লোক উহাতে আপত্তি করিয়াছিল। কামাখ্যা পাহাড়ের উপর যে উচ্চপ্রাইমারি বিদ্যালয়টি আছে, তাহাতে অদ্যাপি বাঙ্গালাই প্রচলিত। কামরূপের সাধারণ লোকে অনেকে আজিও কাশীরামদাসের মহাভারত ও কৃত্তিবাসের রামায়ণ পড়িয়া থাকে।

বঙ্গভাষা পূর্ব্বে আসামের পার্ব্বত্য জাতি-সমূহের মধ্যেও প্রচলিত ছিল; কাছাড়ের পার্ব্বত্য প্রদেশে, গারোপাহাড়ে, মণিপুরে ও লুসাই পাহাড়ে বঙ্গভাষাই চলিত। এখন তত্তজ্জাতির নিজ নিজ ভাষা—তাহাও প্রায়শঃ ইংরেজী অক্ষরে—অধ্যাপিত হয়। এইরূপ

ঘটাতে পাহাড়ী জাতীয় লোকগুলি যে হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বাঙ্গালী সমাজের সঙ্গে সংসৃষ্ট থাকিত তাহার পথ অবরুদ্ধ হইয়াছে। ইহাতে বাঙ্গালী সমাজের অপেক্ষা এই সকল জাতিরই অধিকতর ক্ষতি হইল।

আসামে বঙ্গভাষা প্রচলিত না হওয়াতে আসামের আরও একটি গুরুতর ক্ষতির কারণ ঘটিয়াছে। বঙ্গভাষার সহিত অসমীয় ভাষা মিশ্রিত হইয়া গেলে আসামের প্রাচীন সাহিত্য-গুলি বঙ্গভাষার সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হইত এবং আসামের যে সকল হস্তলিখিত বুরঞ্জী কি অন্যান্য পুথি আছে,তাহাও নিজের সম্পত্তি ভাবিয়া বঙ্গীয়সাহিত্যিকগণ কর্ত্তৃক অন্বেষিত,আবিষ্কৃত, আলোচিত ও প্রকাশিত হইত—যেমন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক নানাস্থানের পুঁথি গুলির উদ্ধার হইতেছে। এখন অসমীয় ভাষাকে স্বতন্ত্র মনে করিয়া তাঁহারা ইহার দিকে আর দৃক্‌পাতও করিবেন না। আসাম প্রদেশে অসমীয়গণের মধ্যে অদ্য পর্য্যন্তও এই সকল বিষয়ে স্বাধীনভাবে অনুসন্ধানাদি করিবার কোনও আয়োজন হইতেছে না—সত্বর হইবার কোনও চিহ্ন দেখা যায় না। পুঁথি গুলি প্রকাশিত হইলেও বিক্রয়াদি দ্বারা কোনও লাভ হইবার সম্ভাবনা কম। অসমীয়গণের মধ্যে এই সকল গ্রন্থের সমাদরকারী লোক সংখ্যা বস্তুতঃ বড়ই কম। সেন্‌সাসে দেখা যায়, মাত্র সাড়ে তের লক্ষ লোক অসমীয় ভাষা বলে; ইহাদের মধ্যে সাহিত্যের বিস্তৃতি আর কত হইবে? প্রায় পাঁচ কোটি লোক বঙ্গভাষা বলে; আসাম ও বাঙ্গালায় মিলন হইলে শঙ্করদেব প্রভৃতির প্রতিভার পরিচয় এই পাঁচ কোটি লোকেই পাইত তাহা না হওয়ায় আসামের লাভ কি ক্ষতি হইল, বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত।

অসমীয় ভাষা বঙ্গভাষা হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার একটা ফল এই হইয়াছে যে, অসমীয় গ্রন্থকার মহাশয়েরা তাঁহাদের ভাষাকে বঙ্গভাষা হইতে স্বতন্ত্র দেখাইবার নিমিত্তই বোধ হয়, যতদূর পারেন সাহিত্যে দেশজ কথার অবতারণা করিয়াছেন এবং করিতেছেন। অসমীয় প্রাচীন ভাষা এরূপ ছিলনা। সাহিত্যের ভাষা লৌকিক ভাষানুযায়ী হইলে অনবরত এবং অতি শীঘ্র শীঘ্র উহা পরিবর্ত্তনশীল হইয়া পড়ে তন্নিমিত্তে স্থায়ী সাহিত্যের সৃষ্টি হওয়ার পক্ষে অন্তরায় ঘটে। গভীর জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধাদি এইরূপ ভাষায় লিখিত হওয়া অনেক সময় প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়ে। অসমীয়া ভাষার গতি প্রভৃতি সম্বন্ধে এই সভার পঠিতব্য অপর প্রবন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচিত হইয়াছে। এস্থলে তাহার পুনরালোচনা করা বাহুল্য মনে করি।

অনেকের মত এই যে, ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী কর্ম্মচারীরা আসিয়া আসামে বঙ্গভাষা প্রবেশলাভ করিয়াছে। আহোমরাজগণের সময়ে এখানে বাঙ্গালা ছিল না। ইহা অবশ্যই ঠিক যে যদি আহোমরাজগণ স্বাধীনভাবে রাজত্ব না করিতেন, তবে প্রাচীন কামরূপীয় ভাষা বঙ্গভাষার সহিত মিশিয়া যাইত, হয়ত আজি অসমীয় ভাষার চিহ্নও দেখিতে পাইতাম না। আহোমরাজগণ এই ভাষাকে রক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষা তাঁহাদের সময়ে আসামে ছিল না, ইহা বলা যাইতে পারে না। ১৫৫৩ শকে অসমীয় রাজার পক্ষ হইতে গৌহাটির তদানীন্তন মোসলমান, ফৌজদার নবাব আলোয়ার খাঁর

নিকটে যে পত্র প্রেরিত হইয়াছিল, তাহা বঙ্গভাষায় লিখিত। ১৯০১ সালের ১লা আগষ্ট তারিখে আসামবন্তি নামক তেজপুর হইতে প্রকাশিত পত্রিকায় "ঐতিহাসিক চিঠি" শীর্ষক প্রবন্ধে ঐ পত্রখানি মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করা হইল। সভ্যমহোদয়গণ দেখিবেন প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে আসাম-প্রদেশে বঙ্গভাষা কিরূপ ভাবে লিখিত হইত।

স্বস্তি বিবিধ গুণগাম্ভীর্য্য পরমোদার শ্রীযুক্ত নবাব আলোয়ার খাঁ সদাশয়েষু।

সস্নেহ লিখনং কার্য্যঞ্চ—আগে এথা কুশল; তোমার কুশল সততে চাহি। পরং সমাচার পত্র এহি। এখন তোমার উকীল পত্র সহিত আসিয়া আমার স্থান পহুছিল। আমিও প্রীতিপ্রণয়পূর্ব্বক জ্ঞাত হইলাম। আর তুমি যে লিখিয়াছ, তোমার উত্তম পত্র আসিতে আমার কিঞ্চিৎ মনস্বিতা না রহে এ যে তোমার ভালাই দৌলত। অতএব আমিও পরম আহ্লাদরূপে জানিতে আছো তোমার আমার অন্বয়ভাব প্রীতি ঘটিলে মনমাফিক সন্তোষ কি কারণ না হইবেক। আর তোমার আমার অত্যন্তরূপ আনন্দযুক্ত হইলে উভয়পক্ষ লোকর নাবিবেশরূপ অবিযুতা অন্তশেত কিসক না রহবেক। একারণ তুমি লেখিবাক পোবা।

আর তুমি যে লেখিয়াছ, পূর্ব্বে সত্রাজিতের সময় সিঙ্গরি বালিপাড়া বরগাও এই সকলত আমার লোকজনে হাট খরিদ করিয়া আপন মাফিক নির্ম্মিত করিয়াছিল, এমত থান বুলিতে তোমার উচিত নোহে। সেই ওক্তেত পৎসাই লোকক ছোট পাহাড়ী ডফলা অনেক ঘাইল করিলেক। আমারো ফুকন ডাঙ্গরিয়া সকলে অনেক প্রকার করি বারম্বার পাহাড়ী লোককে কাটিলেক। তত্রাপি তাহার বদনাম আমাত হইল। এখনো যে তারক করিবাক চাহ এমন গোট তোমার উচিত না হয়। আর অপর তুমি যে বুলিয়াছ ২৩ জন মনুষ্য তোমার যে ঘাইল করিতে আছ, আমি তো তারেক নির্ণীত করিতে নাহি পারে। সম্প্রতি প্রীতিপক্ষত তোমার এমন প্রকার অপরিতোষ করিবার চিত্তেত উৎকর্ষ না বিশেষ। একটা হেঙ্গালর কারণ তুমি যে তিনি জন মনুষ্য লোহারে বান্ধিয়া তোমার দিনেক নিয়া আছ, এমন ধর্ম্ম করিবার তোমার উচিত বেবহার নোহে। কিন্তু বরলোকের জবানি হস্তিদন্তর সদৃশ যে লিখিছ ই গোট তোমার প্রীতি ব্যবহার হয়। কিন্তু বর লোকের বচন সামর্থতা কার্য্যকামর দ্বারাএ জানি। আর অধিক কি কহিম। আমার উকিল সনাতন ও শ্রীকান্ত শর্ম্মা প্রমুখে সমস্তে জানিবেক। ইতি শক ১৫৫৩।"

এই চিঠি হইতে ইহাও সূচিত হইতেছে যে, তদানীং কামরূপ পর্য্যন্ত মুসলমানের অধীনে ছিল এবং তখন রাজভাষা এখানে বাঙ্গালা ছিল। ইহার প্রায় শতাব্দী পূর্ব্বে যখন কামরূপ রাজানরনারায়ণের অধীন ছিল, তখনও এইস্থানে রাজভাষা বাঙ্গালা ছিল। তন্নিদর্শন স্বরূপ ১৯০১ সালের ২৭ জুন তারিখে 'আসামবন্তিতে' প্রকাশিত অপর একখানি চিঠি এস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে। ইহা রাজা নরনারায়ণ কর্ত্তৃক ১৪৭৭ শকাব্দে অহোম নৃপতি চুকাম্ফা স্বর্গদেবের (ওরফে খোড়া রাজার) নিকটে লিখিত :—স্বস্তি

সকল দিগ্‌দন্তী কর্ণতালান্দোলসমীরণপ্রচলিত হিমকরহারহাসকাশকৈলাস-পান্ডর যশোরাশি-বিরাজিত-ত্রিপিষ্টপ-ত্রিদশতরঙ্গিণীসলিল-নির্ম্মলপবিত্র-কলেবর ধীষণ প্রচণ্ড ধীরধৈর্য্য মর্য্যাদাপারাবার সকল দিক্‌কামিনী গীয়মান গুণসন্তান শ্রীশ্রীস্বর্গনারায়ণ মহারাজ প্রতাপেষু।

লেখনং কার্য্যঞ্চ। এথা আমার কুশল। তোমার কুশল নিরন্তরে বাঞ্ছা করি। অখন তোমার আমার সন্তোষ সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উভয়ানুকূল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে। তোমার আমার কর্ত্তব্যে সে বর্দ্ধতাক পাই পুষ্পিত ফলিত হইবেক। আমরা সেই উদ্যোগত আছি। তোমারো এগোট কর্ত্তব্য উচিত হয়, না কর তাক আপনে জান। অধিক কি লেখিম। সত্যানন্দ কর্ম্মী রামেশ্বর শর্ম্মা কালকেতু ও ধুমা সর্দ্দার উদ্ভণ্ড চাউনিয়া শ্যামরাই ইমরাক পাঠাইতেছি। তামরার মুখে: সকল সমাচার বুঝিয়া চিতাপ বিদায় দিবা।

অপর উকীল সঙ্গে ঘুড়ি ২ ধনু ১ চেঙ্গর মৎস ১ জোর বালিচ ১ জকাই ১ সারি ৫ থান এই সকল দিয়া গৈছে। আর সমাচার বুজি কহি পাঠাইবেক। তোমার অর্থে সন্দেশ সোমচেং ১ ছিট ৫ ঘাগরি ১০ কৃষ্ণ চামর ২০ শুক্লচামর ১০। ইতি শক ১৪৭৭ মাস আষাঢ়।"

ইহা হইতে শ্রোতৃবর্গ কিঞ্চিদধিক সাড়ে তিন শত বৎসর পূর্ব্বে কোচবিহার রাজধানীতে কিরূপ বাঙ্গালা ভাষা লিখা হইত তাহারও পরিচয় পাইলেন। এবং এই দুইখানি চিঠি দ্বারা সূচিত হইল যে আহোম রাজসভাতেও বাঙ্গালা লেখা পড়ার চর্চ্চা হইত—নচেৎ এই চিঠি পত্র লেখালিখি চলিত কিরূপে ?

এস্থলে অবান্তর হইলেও একটি কথা বলিতে হইল। আসাম বুরুঞ্জী আলোচনা করা বঙ্গবাসিগণেরও একটা কর্ত্তব্য—কেননা এইরূপ চিঠিপত্র তাহাতে অনেক পাওয়া যাইবে। ইহাদ্বারা বঙ্গদেশের ইতিহাস সম্পর্কীয় নানাকথাও জানা যাইবে এবং বঙ্গভাষার অবস্থা পূর্ব্বে কিরূপ ছিল তাহারও বিশেষ নিদর্শন পাওয়া যাইতে পারিবে।

অসমীয় ভাষাদি সম্পর্কে কথঞ্চিৎ আলোচনা করা হইল। এখন বঙ্গভাষার সম্পর্কে কিছু বলা আবশ্যক বিবেচিত হইতে পারে। এতদ্বিষয়ে এই সম্মিলনের পূর্ব্ব অধিবেশন দ্বয়ে যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছে এবং এই অধিবেশনেও অন্যান্য সাহিত্যিকগণ তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিবেন। সম্মিলনের উদ্দিষ্ট অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধেও আমার ঐ একই কথা। গোয়ালপাড়ার স্থানীয় ইতিবৃত্ত রাজাবাহাদুরই অনেকটা আপনাদের নিকট বিবৃত করিয়াছেন। সে সকল বিষয়ের আলোচনা এক প্রকার পিষ্টপেষণবৎ বাহুল্য মাত্র তৎসম্বন্ধে নূতন কিছু বলিবার জন্য চিন্তা করিবার সময়ও আমি পাই নাই। তবে একটি কথা। অসমীয় ভাষা বিষয়ক প্রবন্ধে সেই ভাষা সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা এস্থলেও বলিতে চাই—কেননা তাহা বঙ্গভাষা সম্বন্ধেও প্রযোজ্য মনে করি।

সমগ্র ভারতবর্ষে::কালে একভাষা হয় ইহা স্বদেশ হিতৈষী মাত্রেরই বোধ হয় চরম স্বপ্ন। সেইটি ঘটিতে শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া যাইতে পারে, তবে তজ্জন্য প্রত্যেক ভাষার লোক

সাধারণেরই এখন হইতে প্রস্তুত হওয়া উচিত। সম্প্রতি ইহা দেখা উচিত, যেন ভাষা এইরূপে গঠিত হয় যাহাতে অপর ভাষাভাষী লোকেরা শুনিলে বা পড়িলে বুঝিতে পারে। এই নিমিত্ত প্রতি ভাষারই উচিত সংস্কৃতের দিকে টানিয়া চলা; সংস্কৃত মূলক শব্দ ভাষায় ব্যবহৃত হইলে কেবল বিভক্তিপ্রত্যয়ের পার্থক্য অবগত হইলেই এক ভাষার লোক অন্য ভাষা অনায়াসে বা অল্পায়াসে বুঝিতে পারিবে। একলিপি-বিস্তার-পরিষদের বোধহয় তাহাই চরম উদ্দেশ্য। আজকাল বাঙ্গালা ভাষায় যাঁহারা উপভাষা বিশেষের শব্দাদি চালাইতে চান, তাঁহারা যেন এইটুকু স্মরণ রাখেন এই নিবেদন। এখন, বিশেষতঃ যখন সমগ্র বঙ্গভাষী একই প্রদেশবাসী নহেন, তখন একপক্ষের বেশী বাড়াবাড়ি হইলে, ঐক্যের বন্ধন স্বরূপ ভাষাও যে কালে পৃথক্ না হইয়া যাইবে তাহাই বা কে বলিতে পারে।

উপসংহারের পূর্ব্বে সাহিত্য-সম্মিলন সম্বন্ধে সাধারণ দুই একটি কথা বলিতে চাই। এতদ্বিষয়ে বোধকরি অনেকেই আমার মতাবলম্বী হইবেন না। তথাপি যখন আপনারা আমাকে বলিবার অধিকার দিয়াছেন তখন ব্যক্তিগত মতটাও বলিয়া ফেলা ভাল। সাহিত্য সম্মিলন আমার মতে সাহিত্যিক বর্গের একটা মজলিশের ন্যায়ই হওয়া উচিত। ইহাতে আড়ম্বর করিয়া সভাপতি নিয়োগ, অভ্যর্থনা সমিতি গঠন, অভ্যর্থনা সমিতির সম্ভাষণ, সভাপতির অভিভাষণ, প্রস্তাব উত্থাপন, তৎসমর্থন, প্রবন্ধ পাঠ ইত্যাদি এত ঘনঘটা করিবার প্রয়োজন কি? অবশ্য সাহিত্যিকগণের সম্মিলন হওয়া একান্ত আবশ্যক তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর মতের আদানপ্রদান একান্ত বাঞ্ছনীয়; কিন্তু আড়ম্বর করিয়া কিছু করিলেই স্বাধীনতার পরিবর্ত্তে কুণ্ঠার ভাব আসিয়া পড়ে। পরস্পর কথাবার্ত্তার সুযোগ এবং অবসরও থাকেনা। কেননা কার্য্যতালিকায় বহু কর্ম্মের সমাবেশ থাকে তাহা অতি অল্প সময়ের মধ্যে সারিতে হয়। তার পর সাহিত্য সম্মিলনীতে সাহিত্য সম্বন্ধেই আলোচনা হওয়া আবশ্যক। আজ কালি "সাহিত্য" শব্দটির অর্থ বড় বিস্তারিত হইয়া পড়িয়াছে। শিল্প বিজ্ঞান প্রভৃতি অবান্তর বিষয় ইহার অন্তর্নিবিষ্ট হইতেছে। তবে "সাহিত্য-সম্মিলন" শব্দের পরিবর্ত্তে "সারস্বত সম্মিলন" নাম দিলে, বোধহয় কাহারও কোনও আপত্তি থাকিবে না।

সভ্যমহোদয়গণ আমাদের বক্তব্যের কোনও প্রকারে উপসংহার করা হইল। আমার প্রতি যে সম্মান প্রদর্শিত হইয়াছে তজ্জন্য আমি কৃতজ্ঞতাভরে অবনত; আপনারা যে ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক আমার এই নিরস বাগ্ ব্যাপার শ্রবণ করিলেন তজ্জন্য, আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। আমার মনে এই ক্লেশ হইতেছে যে এই বিষয়ক ভার যোগ্যতর পাত্রে অর্পিত হইতে পারে নাই। যেখানে দেবদূতেরা পদক্ষেপ করিতে ইতস্ততঃ করেন সেইখানে ব্যক্তিবিশেষে সবেগে ধাবিত হইতে কুণ্ঠিত হয় না—যে ভার প্রবীণতর সাহিত্য সেবিগণ গ্রহণ করিতে অসামর্থ্য বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন, তাহা আমার পক্ষ গ্রহণ করাও সেই রূপ হইয়াছে। যাহা হউক "গতস্য শোচনা নাস্তি। পরিশেষে প্রার্থনা এই যে উদারাশয় আপনারা আমার দোষ রাশি পরিত্যাগ পূর্ব্বক যদি কিছু সার থাকে তাহাই গ্রহণ করিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিবেন।

আশাকরি আপনাদের অনুকম্পায় সভারকার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হইবে ভগবতী মহামায়া আমাদের সহায় হউন।

শ্রীপদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ এম, এ।

রঙ্গপুরের ভাওয়াইয়া গান।

চাঁদোনী রাইতোতে, বসিয়া ঠ্যালোতে, ১
কার সাতে ২ খেলা'ন টুভুয়া। ৩
তোমাকে চিনিছোঁ, তোমাকে জানিছোঁ,
তোম্‌রা হ'ন্ কোকিলার ছাওয়া। ৪
তোকে না চিনিয়া, মিছায়ে ৫ পুষিয়া,
ঠেকিল অবোধ ঢালকাউয়া। ৬
মেঘের বাওটাটি, ৭ লুকাইচে চাঁদটি,
এক্ এক্‌বার দেখা দেয় ভুয়া।
লুকায়া তোমরাও, করিচেন্ টু রাও, ৮
এলুকা কিচু নয়, ভুয়া।
আছেন্ যে নিদোঁতে ৯ সোয়ামী ঘরোতে
সে কায়ে ১০ কাঁপে মোর হিয়া।
দিনোতে খাটিয়া পড়িচেন্ ঘুমিয়া,
বৈতোচে ১১ শির শিরা ১২ হাওয়া।
টু টু করিয়া তুমি, কাঁপাইচেন্ পিথিমী, ১৩
জাগে বা নিদকোনা পিয়া।

১। ঠ্যালোতে—ডালেতে।
২। সাতে—সঙ্গে।
৩। টুভুয়া—লুকোচুরি।
৪। ছাওয়া—ছা, শাবক।
৫। মিছায়ে—অনর্থক।
৬। ঢালকাউয়া—দাঁড়কাক।
৭। বাওটাটি—সদর ও অন্দর মহলের পার্থক্য সাধনের জন্য যে বেড়া। এখানে গৌণার্থে আড়াল।
৮। রাও—শব্দ।
৯। নিদোঁতে—ঘুমেতে।
১০। সে কায়ে—সে জন্য।
১১। বৈতোচে—বহিতেছে।
১২। শিরশিরা—মৃদুমন্দ।
১৩। পিথিমী—পৃথিবী।

তা হ'লে তোমাকে, ফেলিবে বিপাকে,
করিবে কে তোমাক্ দয়া।
ভরিচে জোনাকে, ১৪ দেখা যায় সবাকে,
দেখিলে বধিবে সুয়া।
পাকা বাঁশের নাটী, ব্যাড়াতে আছে দুটী,
বুজাইবে ঐ নাটী দিয়া।
উড়িয়া যাইমেন্ কোটে১৫, পড়িবেন এই কোটে১৬
পলাইমেন্ কোন্ ভিতি ১৭ দিয়া।
জাগিলে ননদী বওয়া'বে লৌয়ের১৮ নদী,
পিটিতে বিদির বাড়ুন ১৯ দিয়া।
ঘুমাইচে সব বাড়ী, ক্যানে এ বাড়াবাড়ী,
ঘুমাইচে সকলে শুইয়া।
ঘুমাইচে সোয়ামী, একেলা জাগি আমি,
জাগাও ক্যান্ তুমি এ গায়া।
শিয়রে মোম্‌বাতী, জলিচে সারারাতি,
শুইয়া গণি ঘরের রুয়া।
কি হ'ল নাই চিন, ২০ চোকোতে নাই নিঁদ, ২১
এমন হ'ল কি রোগ হয়া।
ও কালা কোকিলা, কি গাইস্ একেলা,
গেলুরে মোর মাথা খায়া।
ধরিতে যদি পারোঁ, শুদ্ পিঞ্জরে ভরোঁ,
দুবাহু করিম্ আড়েয়া ২২।

১৪ জোনাকে—জ্যোৎস্নায়।
১৫ কোটে—কোথায়।
১৬ কোটে—দুর্গে।
১৭ ভিতি—দিক্।
১৮ লৌয়ের—রক্তের।
১৯ বিদির বাড়ুন—একজাতীয় গুল্ম বিশেষ ইহা দ্বারা সম্মার্জনীর কাজ হয়।
২০। চিন—চিহ্ন।
২১। নিদ—ঘুম।
২২। আড়েয়া—পক্ষিগণের বসিবার দাঁড়।

পাকা ডালিম দিম্, কত কি করিম্,
মুখোৎ ভাসাম্ ২৩ চুমা খায়া।
মুখোতে মুখ দিয়া, অমত্ত ২৪ ঢালিয়া,
দিম্‌রে বুকোতে নিয়া।
আদর পাবু কত, সুখোতে হবু রত,
বাপো মাওক যাবুরে ভুলিয়া।
শুনেক্‌রে শুনেক্ কুলি২৫, শিকাইম্২৬ কত বুলি
যাইতে পার্ব্বু না আর ধায়া।
কোলাতে রাখিম্, কোলাতে শোয়াইম্,
হইবে যে তোর ভারি পায়া ২৭।
রসিক দাসে কয়, ধরিলে ভাল হয়,
দোনোকে ২৮ তখন যাইবে পাওয়া।

শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন।

২৩। ভাসাম্—প্লাবিত করিব।
২৪। অমত্ত—অমৃত।
২৫। কুলি—কোকিল।
২৬। শিকাইম—শিখাইব।
২৭। ভারি পায়া—পায়া ভারি অর্থাৎ গরিমা বৃদ্ধি।
২৮। দোনকে—উভয়কে।

বগুড়া, উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের
সভাপতি
শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন

Engraved & Printed by
K. V. SEYNE & BROS.

১৩১৬ পঞ্চম বর্ষ।

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন

স্থান—সভার কার্য্যালয়, রঙ্গপুর ধর্ম্মসভা-গৃহ।

রবিবার ৩০ শ্রাবণ (১৩১৬), ১৫ আগষ্ট (১৯০৯)

সময় অপরাহ্ন ৬টা

উপস্থিত ব্যক্তিগণ—

শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন, সভাপতি।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণ-তীর্থ, সহকারী সভাপতি।

শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর বি, এল. গবর্ণমেণ্ট প্লীডার রঙ্গপুর।

পণ্ডিত ললিতমোহন গোস্বামী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণ-তীর্থ সহঃ পত্রিকা-সম্পাদক।

পণ্ডিত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার, সহঃ সম্পাদক।

সুরেশচন্দ্র লাহিড়ী, জমিদার ঐ।

কবিরাজ কন্দর্পেশ্বর গুপ্ত কবিরত্ন।

শ্রীযুক্ত রাধামরণ মজুমদার, জমিদার।

শ্রীযুক্ত গোবিন্দকেলী মুন্সী, জমিদার—নলডাঙ্গা।

,, জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়, গ্রন্থাদি-রক্ষক।

,, পণ্ডিত যাদবচন্দ্র কাব্যতীর্থ।

,, সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী, সম্পাদক।

ও অন্যান্য—

আলোচ্য বিষয়াদি—

১। গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ-গ্রহণ। ২। সভ্য নির্ব্বাচন। ৩। গ্রন্থোপহার-দাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। ৪। প্রবন্ধ--শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি, এল, (রাজসাহী) মহাশয়ের "বোধিসত্ব লোকনাথ ও বজ্রাসন বুদ্ধমূর্ত্তি"। ৫। এই সভার উদ্দেশ্যানুরূপ মহিমারঞ্জন-সারস্বত-ভবন নির্ম্মাণ প্রস্তাব ঘোষণা। ৬। বিবিধ।

নির্দ্ধারণ।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ যথারীতি গৃহীত ও স্বাক্ষরিত হইল।

২ নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

সভ্যের নাম	প্রস্তাবক	সমর্থক।
শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র দেব কার্যী, ব্রাহ্মণ-পাড়া, কুচবিহার।	শ্রীযুক্ত কুমার অনীন্দ্রনারায়ণ।	সহকারী সম্পাদক।
শ্রীযুক্ত রায় চৌধুরী মন্মোহন বকসী জমিদার, সদর সব-রেজিষ্ট্রার এবং এ, ডি, সি, মহারাজা কুচবিহার, কুচবিহার।	শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ	সম্পাদক।
শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সরকার পণ্ডিত কালীগঞ্জ, ভবানীগঞ্জ পোষ্ট, রঙ্গপুর।	ঐ	
শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল চৌধুরী জমিদার ইংরেজাবাদ মালদহ (২য় বার)	শ্রীযুক্ত রাধেশচন্দ্র শেঠ	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী।
শ্রীযুক্ত গোবিন্দকেলী মুন্সী জমিদার, নলডাঙ্গা, রঙ্গপুর।	শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র লাহিড়ী	সম্পাদক।
শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন ঘোষ ওভারসিয়ার, রঙ্গপুর।	শ্রীযুক্ত জগদীশ নাথ মুখোপাধ্যায়।	সম্পাদক।
শ্রীযুক্ত ভগীরথ চন্দ্র দাস মোক্তার গাইবান্ধা পোষ্ট, রঙ্গপুর।	শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র লাহিড়ী।	সহকারী সম্পাদক।

৩। নিম্নলিখিত গ্রন্থ ও চিত্রাদি সভার গ্রন্থাগারের জন্য উপহার প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল, তজ্জন্য উপহার-দাতৃগণকে ধন্যবাদ প্রদত্ত হইল।

গ্রন্থাদির নাম।	উপহার দাতার নাম।
রাজর্ষি মহিমারঞ্জন।	শ্রীশেখ ফজলল করিম।
সানুবাদ গয়ামাহাত্ম্যম্।	শ্রীগিরীন্দ্রমোহন মৈত্রেয়।
বোধিসত্ত্ব লোকনাথ মূর্ত্তি এবং বজ্রাসন-বুদ্ধ-মূর্ত্তির আলোক-চিত্র দুই খানি।	শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল চৌধুরী মালদহ।

এতদ্ব্যতীত সভার মুখ পত্রের বিনিময়ে কয়েক খানি মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রও গ্রন্থাগারে আসিয়াছে ও যথারীতি রক্ষিত হইয়াছে

৪। সভাপতি মহাশয়ের আদেশ ক্রমে শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের রচিত বোধিসত্ত্ব লোকনাথ ও বজ্রাসন-বুদ্ধমূর্ত্তি শীর্ষক প্রবন্ধ করিলেন।

প্রবন্ধ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত রূপ আলোচনা হইল ;—

শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর বলিলেন যে, ভিন্ন দেশের মূর্ত্তি-বিবৃতি প্রকাশ হইতে মধ্যে মধ্যে দেখা যায়, কিন্তু এতদ্দেশে বিজ্ঞান-সম্মত মূর্ত্তি-বিবৃতির প্রকাশ বিরল। মূর্ত্তি-বিবৃতি প্রকাশ হওয়া বিশেষ আবশ্যক, শ্রীযুক্ত মৈত্রেয় মহাশয় এ বিষয়ে পথ প্রদর্শন করিয়া, ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন, সন্দেহ নাই।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী সম্পাদক মহাশয় বলিলেন যে এই সভার পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কুণ্ডু মহাশয় প্রথম বগুড়া সেরপুরের প্রস্তর মূর্ত্তির কয়েকখানি আলোক-চিত্র সংগ্রহ করিয়া, এই সভায় উপহার দেন। তৎপরে তিনি নিজে আরও কয়েকখানি চিত্র সংগ্রহ করেন। বগুড়া-সম্মিলনে অনেকগুলি প্রস্তর-মূর্ত্তি প্রদর্শিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাদের চিত্র সংগ্রহ করার অবসর ও সুযোগ হয় নাই। উত্তরবঙ্গের সর্ব্বস্থানেই বহুবিধ প্রস্তরমূর্ত্তি অযত্নে পড়িয়া রহিয়াছে, কুচবিহারের নিকটে এক গোঁসানীমারীতেই এত মূর্ত্তি পড়িয়া আছে যে, একত্র করিলে একটা প্রকাণ্ড স্তূপে পরিণত হয়। উহার মধ্যে এত বড় বড় মূর্ত্তি রহিয়াছে যে, তাহাদিগকে সহজে স্থানান্তরিত করা সম্ভবপর নহে। প্রকাশ্যে এত মূর্ত্তি অযত্নে পড়িয়া আছে, না জানি, আরও কত সংখ্যাতীত মূর্ত্তি ভূগর্ভে ও জলগর্ভে লুক্কায়িত থাকিয়া, উত্তরবঙ্গের শিল্পকলার তদানীন্তন বিকাশের পরিচয় প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। এই সকল মূর্ত্তিকে আহরণ-পূর্ব্বক আমাদের প্রস্তাবিত সারস্বত-ভবনের কার্য্যকারিতা বৃদ্ধি করিতে হইবে। যখন আমরা এই সভা হইতে মূর্ত্তির চিত্র সংগ্রহ করি, তখন কলিকাতা-স্থিত বিশেষজ্ঞের নিকটে তাহাদের এক একটির নামকরণ-কার্য্য সম্পাদন করিয়া, আপন কর্ত্তব্যের শেষ ও সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম। আর তাঁহাদের মুখে মূর্ত্তিগুলি দুর্ল্লভ এবং অধিকাংশই বৌদ্ধ ধর্ম্ম-সংক্রান্ত জানিয়া, আমাদের শ্রম-সার্থক হইয়াছে, মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু আজ শ্রদ্ধেয় ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের প্রবন্ধ হইতে জানিলাম, মূর্ত্তির নামকরণই যথেষ্ট নহে। উহা হইতে আরও যথেষ্ট বিষয় জানিবার ও শিক্ষা করিবার আছে। উত্তরবঙ্গের, বিশেষতঃ, আমাদের সংগৃহীত যাবতীয় মূর্ত্তি বৌদ্ধদিগেরই সম্পত্তি নহে, হিন্দুগণও উহার অনেকগুলির উপরে দাবী করিতে পারেন। এই প্রকারের মূর্ত্তি-বিবৃতি হইতে উত্তরবঙ্গের প্রাচীন শিল্পকলা-বিকাশের ইতিহাস, সামাজিক ইতিহাস, ধর্ম্মের ইতিহাস আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিয়া, লেখক সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। আর এই ক্ষুদ্র সভা তাঁহাকে এই পথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করিয়া, গৌরব ও আত্ম-প্রসাদ লাভ করিতেছেন। এই সভার সংগৃহীত যাবতীয় মূর্ত্তির চিত্র লেখকের নিকট প্রেরিত হইয়াছে, তিনি তদবলম্বনে ধারাবাহিক-রূপে প্রবন্ধ লিখিয়া, সভায় পাঠ ও পত্রিকায় প্রকাশার্থ পাঠাইয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। এই মন্ত্র-বহুল ভারতে এক্ষণে অনেক বীজ-মন্ত্রাদি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আমরা যাহা হারাইয়াছি, বৈদেশিকগণ তাহা যত্নে কুড়াইয়া রাখিয়াছেন, তাই আজ ফরাসী অধ্যাপক ফুঁসের গ্রন্থ হইতে আমাদের অনেক নূতন মন্ত্রের নাম শুনিতে

হইল। এখনও কি আমরা নিজেদের অসম্পূর্ণতা উপলব্ধি করিয়া, চতুর্দ্দিক হইতে কুড়াইয়া আমাদের নিজের জিনিষ গুলি তুলিয়া রাখিব না? এখনও কি আমাদের সারস্বত ভবনের প্রতিষ্ঠা অনাবশ্যক বলিয়া অনুৎসাহ থাকিবে? লেখক এক এক করিয়া, আমাদের কতই পথ দেখাইয়া দিতেছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় উৎসাহী অন্য কোন লেখক তাঁহার পন্থানুবর্ত্তী হইয়া, উত্তরবঙ্গে পুরাতত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন না, ইহাতে তাঁহার দুঃখিত হইবার কথা বটে। আশা করি, পরিষদের উদ্যোগী সভাবৃন্দ এইরূপ মূর্ত্তির বিবরণ সঙ্কলন করিতে অগ্রসর হইয়া, দেশের গৌরব বৃদ্ধি করুন, যাঁহারা মূর্ত্তির বিবরণ সঙ্কলনে অক্ষম, তাঁহারা অন্ততঃ মূর্ত্তির চিত্র বা কোথায় কোন মূর্ত্তি কি ভাবে রহিয়াছে, তৎসংবাদ জ্ঞাপন করিয়া সভাকে সাহায্য করুন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমারকে আমি ঐতিহাসিক বলিয়াই জানিতাম, পরে রাজসাহীতে গমন করিয়া, "অভিজ্ঞান শকুন্তলার" অভিনয় দেখিয়া তাঁহাকে নাট্যাচার্য্য বলিয়া জানিতে পারিলাম। আচার্য্য অক্ষয়কুমারের নিকটে শিক্ষালাভ করিয়া, অভিনেতাগণ যেরূপ দক্ষতার সহিত স্ব স্ব অংশ অভিনয় করিয়াছিলেন, তদ্দর্শনে আমরা কখনও বা কাচ-স্বচ্ছ-বীচিশালিনী মালিনী-তীরে মহর্ষি কণ্বের পবিত্র আশ্রমোপকণ্ঠস্থ আজ্যগন্ধি-সমীর-কম্পিত উপবনে কখনও বা ভারতের প্রাচীন রাজধানী হস্তিনার ঘণ্টা-পথে, কখনও বা রাজাধিরাজ দুষ্মন্তের রাজ-প্রাসাদে, কখনও বা মন্দাকিনী-সলিল-স্নাত সনীল-সমীর-স্নিগ্ধ দেব-পথে বিরাজ করিতেছিলাম; আমরা মুগ্ধ হইয়া, অক্ষয়-কুমারকে অভিনন্দিত করিয়াছি। তখন বুঝিয়াছিলাম, অক্ষয়কুমার কেবল ইতিহাস লইয়াই নাই, কাব্য তরঙ্গের মধ্যেও তরণী চালনে সমর্থ। আবার যখন দেখিলাম, অষ্টাধ্যায় ভরুং পাণিনীর সূত্র কাশিকাবৃত্তি ভুজঙ্গরাজের ভাষ্য লইয়া, স্বর্গীয় উকিল প্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্যের সহিত অক্ষয়কুমার ব্যাপৃত, তখন বুঝিলাম, তিনি অগাধ, অসীম, অনধিগম্য শব্দ-সমুদ্রের অনন্ত তরঙ্গ-রাশিকেও গণনার মধ্যে আনিয়া—শব্দ-বিজ্ঞানের গণ্ডীর ভিতরে আনিয়া—আত্ম-প্রসাদ সহ জগতে জ্ঞান-বিস্তারে ব্যাপৃত। বগুড়ার সম্মিলনে এবং অদ্যকার পঠিত প্রবন্ধ হইতে দেখিতেছি যে, তিনি প্রস্তর-ফলকে উৎকীর্ণ দেব-প্রতিমাদির চিত্র সংগ্রহ করিয়া তাহা হইতে প্রাচীন ইতিহাস ও তাহাদের ভাবব্যঞ্জক অবয়ব হইতে শিল্পীর শিল্প-নৈপুণ্য বুঝাইতে সমর্থ।

একদিন বৌদ্ধরাজগণের অদম্য শাসনে হিন্দুদের প্রতিমা মঠ মণ্ডপ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিল, আবার সেই সেই স্থানে শাক্য-মূর্ত্তি ও বোধিসত্ত্বদিগের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, আবার সামঞ্জস্যের দিনে বুদ্ধমূর্ত্তির পার্শ্বে শিব-বিষ্ণু-গণেশ-প্রতিমা স্থান-প্রাপ্ত হইয়াছিল। অদ্যাপি তিব্বতে তাহার কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। হিন্দু-সাম্রাজ্যের সময়ে, পুনরায় হিন্দুদের দেবীর প্রতিমাও স্থাপিত ও অর্চ্চিত হইতে লাগিল। সেই সঙ্গে বুদ্ধমূর্ত্তিগুলিও হিন্দুমূর্ত্তি বলিয়া পরিগণিত হইল। তাই আমরা উত্তর-বঙ্গে বৃদ্ধারাজ্ঞী মীনাবতীর (ময়নামতীর) অর্চ্চনাকে বুদ্ধেশ্বরী (বুড়ী) পূজা বলিয়া ধরিয়া

লইলাম। উড়িষ্যাতেও এই দেবীর পূজা আছে, পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে আমি বৃদ্ধেশ্বরীর মন্দির ও পূজা দেখিয়াছি, সুতরাং ঐ পূজা অনার্য্য জাতির নিকট হইতে গৃহীত নয়; সম্ভবতঃ মহাযান বৌদ্ধদিগের নিকটে গৃহীত। সন্ন্যাসি-মূর্ত্তি-স্থাপন ও তাহার অর্চ্চনাও বোধিসত্ত্বের পূজা বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চক্ষু কেমন বৌদ্ধ-প্রভায় ও বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রিয়তায় সমুর্চ্ছিত ও বিচ্ছুরিত যে, তাঁহারা হিন্দুদিগের আচার-ব্যবহারে সর্ব্বত্র বৌদ্ধধর্ম্মের সম্পর্ক ও প্রভাব দেখিতে পান, তাই সপ্তাশ্ব-রথারূঢ় সবিতৃ-প্রতিমাকেও বুদ্ধ-প্রতিমা বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। বন্ধুবর অক্ষয়কুমার সোপপত্তি সিদ্ধান্তের অবতারণা ভিন্ন একান্ত সম্ভাবনা ও কল্পনার আশ্রয়ে, কোনরূপ মীমাংসা করিতে পরাঙ্মুখ। মগধ-শিল্পীর মূর্ত্তিতে ও গৌড়ীয় ভাস্করের উৎকীর্ণ শিলাময়ী মূর্ত্তিতে কতটুকু পার্থক্য আছে, তাহাও তিনি বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। শিল্পজ্ঞান না থাকিলে, শিল্পবিদ্যায় পাণ্ডিত্য না থাকিলে, কেহই এই ভাব-নৈপুণ্যটুকু বুঝাইতে পারেন না।

ঔপনিষদিক জ্ঞান, দার্শনিক জ্ঞান যেমন সর্ব্বসাধারণের আলোচনার বিষয় নহে, শাক্যসিংহ প্রদর্শিত তত্ত্বজ্ঞানও সেইরূপ বৌদ্ধ সাধারণের বুদ্ধির অতীত হইয়াছিল; তাই তাহাদিগের মধ্যে জ্ঞানিগণ সাধারণের নিমিত্ত প্রতিমা-পূজার আবশ্যকতা বুঝিয়াছিলেন। সেই জন্যই বোধ করি, মহাযান-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়, সেই জন্যই বোধ করি, হিন্দু-দেবদেবীর পূজার মত বৌদ্ধ-প্রতিমা ও ক্রমে বোধিসত্ত্বদিগের মূর্ত্তি পূজার ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। এই পূজা-প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে সেই সেই দেবতার মন্ত্র ও পূজা-পদ্ধতিরও সৃষ্টি হয়। ভোট-মাহলারা "মণিপদ্মে হুঁ" মন্ত্র জপ করেন, তাহা দার্জিলিং ভ্রমণকালে শুনিয়াছি। অন্থকার পঠিত প্রবন্ধে যে সকল মন্ত্রের উল্লেখ দেখিলাম, তত্তাবৎ বৌদ্ধমন্ত্রগুলি আমাদের তন্ত্রোক্ত বীজ-মন্ত্রের তুল্য। আবার যে বোধিসত্ত্ব লোকনাথকে লইয়া প্রবন্ধটি রচিত, সেই বোধিসত্ত্বের নামে লিঙ্গাকারে লোকনাথ মহাদেব পুরীধামে অবস্থিত। কামরূপ প্রদেশে হাজো-নামক পর্ব্বতে হয়গ্রীব বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; তন্ত্রে হয়গ্রীবের ধ্যান, প্রণাম, মন্ত্র আছে, পুরাণে হয়গ্রীবের আখ্যায়িকা রহিয়াছে। দশ মহাবিদ্যার মধ্যে "তারা" দ্বিতীয়া মহাবিদ্যা। বৌদ্ধ-পুস্তকে দেখিয়াছি, বশিষ্ঠ নামধেয় বৌদ্ধ-মতাবলম্বী কোন ভারতীয় ব্রাহ্মণ তিব্বতে যাইয়া বৌদ্ধমত ও তারা পূজা প্রচার করেন। যোগিনী-তন্ত্রের আখ্যায়িকার সহিত বর্ণতঃ না হইলেও, অর্থতঃ এ আখ্যায়িকার অনেক মিল আছে। ঐ তন্ত্রে লিখিত হইয়াছে তারা-মন্ত্রে দীক্ষিত, মহর্ষি বশিষ্ঠ কামাখ্যাক্ষেত্রে সিদ্ধিলাভ করিতে অক্ষম হইয়া, দেবীকে অভিসম্পাত পূর্ব্বক মহাচীনে প্রস্থান করেন। সেই স্থানে গিয়া, তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, নামের মিল, মন্ত্রের মিল, আখ্যায়িকার মিল দেখিয়া অনুমান করিতে পারি, বৌদ্ধগণ হিন্দুদিগের নিকট হইতেই এই সমস্ত গ্রহণ করিয়াছেন। উদ্দেশ্য, হিন্দুদিগের নিকটে দেবদেবীর

প্রলোভন দেখাইয়া তাহাদিগকে স্বমতে আকর্ষণ। বৈষ্ণবগণ যেমন শ্রীকৃষ্ণকে পরম দেবতা করিয়া, ব্রহ্মা, রুদ্র ও দুর্গাকে তাঁহার উপাসক ও উপাসিকা করিয়াছেন, শাক্ত-গণ যেমন ব্রহ্মা, রুদ্র ও ইন্দ্রকে সিংহাসন বহনে নিয়োজিত করিয়া, তাহার উপরে রাজ-রাজেশ্বরীর আসন কল্পনা করিয়াছেন; বৌদ্ধগণও তেমনি বুদ্ধদেবকে আরাধ্য দেবতা করিয়া লোকনাথ, হয়গ্রীব, তারা প্রভৃতিকে তাঁহার পারিপার্শ্বিক বোধিসত্ত্ব করিয়াছেন। মানুষের কখনও তিনটী চক্ষু হইতে পারে না, ত্রিলোচন করা হইয়াছে, অথচ মহা-দেবের ধ্যানোক্ত সমস্ত বিষয়ের সমাবেশ নাই; তারারও প্রহরণ প্রভৃতির সমাবেশ নাই, পারিপার্শ্বিক বলিয়াই বোধ হয়, তাঁহাদিগের এই ভাব-বিপর্য্যয় করা হইয়াছে। বুদ্ধদেব সমস্ত হিন্দুশাস্ত্রের উপরে যে, খড়্গ-হস্ত ছিলেন এরূপ বোধ হয় না, অন্যান্য মোক্ষশাস্ত্রে যেমন কাম্য-কর্ম্মের নিন্দা আছে, যজ্ঞীয় পশু হিংসারও নিন্দা আছে, বুদ্ধদেবও সেইরূপ জ্ঞানবিরোধী বলিয়া, মুক্তির প্রতিবন্ধক বলিয়া, কাম্য-কর্ম্মের ও সেই সঙ্গে পশু হিংসারও নিন্দা করিয়াছেন। ললিতবিস্তারে ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণের কথা আছে, যমালয় পর্য্যন্তের বর্ণনা আছে। এই গবেষণা-পূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়া অক্ষয়কুমার নিজে সন্তুষ্ট না হইলেও, আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি ও তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

৫। এই সভায় উদ্দেশ্যানুরূপ সভার ভূতপূর্ব্ব সভাপতি কাকিনাধিপতি স্বর্গীয় রাজা মহিমারঞ্জন রায়চৌধুরী মহোদয়ের স্মৃতিরক্ষার্থ প্রস্তাবিত "মহিমারঞ্জন সারস্বত ভবনের" প্রতিষ্ঠা কল্পে, সভ্যগণকে অর্থসংগ্রহ করিতে ও যাহার যাহা শক্তি দান করিবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে। এই সারস্বত মন্দির উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মি-লনের প্রস্তাবিত মন্দির রূপেই উত্তরবঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে সভা ইহাও ঘোষণা করিতেছেন।

৬। সভাপতি মহাশয় স্বয়ং প্রস্তাব করিলেন যে অতঃপর প্রবন্ধাদির আলোচনার অংশ কার্য্যবিবরণের সহিত মুদ্রিত না করিয়া প্রবন্ধের শেষেই প্রবন্ধ ও সমালোচনা-বিশেষে প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। তাঁহার এ প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিতে গৃহীত হইল।

অতঃপর রজনী প্রায় আট ঘটিকার সময় সভার কার্য্য শেষ হয়।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী। শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন।
সম্পাদক। সভাপতি।

পঞ্চম বর্ষ—তৃতীয় মাসিক অধিবেশন।

স্থান—সভার কার্য্যালয়, - রঙ্গপুর ধর্ম্মসভা-গৃহ।

২রা ভাদ্র (১৩১৬), ৬ সেপ্টেম্বর (১৯০৯) রবিবার, অপরাহ্ন ৫॥ টা।

উপস্থিতি।

শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন সভাপতি।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী। কাব্য-ব্যাকরণ-তীর্থ সহকারী-সভাপতি।
,, যোগেশচন্দ্র মজুমদার বি, এল।
,, কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি, এল।
,, ডাক্তার প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য এল, এম, এস।
,, চন্দ্রমোহন ঘোষ ওভারসিয়ার।
পণ্ডিত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার সহকারী সম্পাদক।
,, ললিতমোহন গোস্বামী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণ-তীর্থ।
ভুবনমোহন সেন গুপ্ত, সম্পাদক, বঙ্গ-জননী-পত্রিকা।

শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর বি, এল, গবর্ণমেণ্ট প্লীডার।
যোগেশচন্দ্র দাস গুপ্ত বি, এল।
দীননাথ বাগচী বি, এল।
যোগেশচন্দ্র সেন।
মদনগোপাল নিয়োগী।
সুরেশচন্দ্র লাহিড়ী জমিদার সহঃ সম্পাদক।
জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়, গ্রন্থরক্ষক।
সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, এম, আর, এ, এস, সম্পাদক।
ও অন্যান্য।

আলোচ্য বিষয়।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ গ্রহণ। ২। সভ্য নির্ব্বাচন। ৩। গ্রন্থোপহার-দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন। ৪। প্রবন্ধ—শ্রীযুক্ত রাধেশচন্দ্র শেঠ বি, এল, (মালদহ) মহাশয়ের "মলদ ও মালদহ।" ৫। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল চৌধুরী জমিদার মালদহ, মহাশয় কর্তৃক সংগৃহীত বজ্রাসন বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব লোকনাথ-মূর্ত্তির দুই খানি আলোক-চিত্র। ৬। বিবিধ।

নির্দ্ধারণ।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ যথারীতি গৃহীত ও স্বাক্ষরিত হইল।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইয়া, এই সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

সভ্যের নাম।	প্রস্তাবক।	সমর্থক।
১। কবিরাজ শ্রীযুক্ত রাখাল দাস ভট্টাচার্য্য ধাম শ্রেণী, উলিপুর পোঃ, রঙ্গপুর।	শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ।	সম্পাদক।
২। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দাস গুপ্ত বি, এল, উকিল, রঙ্গপুর।	শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়।	শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায়।

৩। রাজা মহিমারঞ্জন-স্মৃতি সমিতির সম্পাদককে তাঁহার প্রদত্ত চারি সংখ্যা "প্রস্তাবিত সারস্বত ভবনের উদ্দেশ্য-বিজ্ঞাপক-পুস্তিকা" গ্রন্থাগারের জন্য উপহার প্রদান জন্য ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

এতদ্ব্যতীত যে সকল মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকাদি সভার মুখপত্রের বিনিময়ে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহা ধন্যবাদ সহ গৃহীত ও সভার গ্রন্থাগারে রক্ষিত হইল।

৪। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের লিখিত এবং এই সভার পূর্ব্ব অধিবেশনে পঠিত "লোকনাথ মূর্ত্তি" শীর্ষক প্রবন্ধোক্ত বোধিসত্ব লোকনাথ ও বজ্রাসন বুদ্ধ-মূর্ত্তির দুই খানি আলোকচিত্র মালদহের জমিদার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল চৌধুরী মহাশয় তাঁহার সুযোগ্য পুত্রের সাহায্যে সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছেন, উহা পূর্ব্ব অধিবেশনে বিশেষ-ভাবে প্রদর্শিত হয় নাই বলিয়া, এই অধিবেশনে সভ্যগণকে প্রদর্শিত হইলে, সংগ্রাহকদ্বয়কে সভার কৃতজ্ঞতা বিজ্ঞাপিত করার ভার সম্পাদক মহাশয়ের উপরে অর্পিত হইল। সভার মুখপত্রের তৃতীয় ভাগ, ২য় সংখ্যায় প্রবন্ধ সহ চিত্র দুইখানি প্রকাশিত হইয়াছে।

৫। শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতি মহাশয়ের আদেশ ক্রমে শ্রীযুক্ত রাধেশচন্দ্র শেঠ মহাশয়ের "মলদ ও মালদহ" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন, আলোচনা সহ প্রবন্ধটি সভার মুখপত্রের পরবর্ত্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে, নির্দ্ধারিত হইল। সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে প্রবন্ধ-সম্বন্ধে উপস্থিত সভ্যগণের মধ্য হইতে নিম্নলিখিতরূপ আলোচনা হইল।

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দাস গুপ্ত বি, এল, মহাশয় বলিলেন যে, এই প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত প্রভাস-চন্দ্র সেন বি, এল, মহাশয়ের লিখিত "রাজা বিরাট ও মৎস্য দেশ" প্রবন্ধে প্রসঙ্গ ক্রমে উত্থাপিত মলদ ও মালদহ যে একস্থান-বোধক তাহারই প্রতিবাদরূপে লিখিত হইয়াছে। নাম-সাদৃশ্যের উপরে নির্ভর করিয়া সেন মহাশয় যে সিদ্ধান্তে উপনীত, তাহা শেঠ মহাশয়ের যুক্তি-যুক্ত প্রমাণাদির দ্বারা খণ্ডিত হইবার যোগ্য বটে। আমরা রাধেশ বাবুর সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিতে পারি। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলেন যে, প্রবন্ধে মালদহ যে মলদ নহে, ইহা সঠিক প্রমাণিত হয় নাই। কেন না, মলদের সীমা যখন নির্দ্দেশ করা হয় নাই, তখন উহার বিস্তৃতি মালদহ পর্য্যন্তও হইতে পারে।

শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর বলিলেন যে, মহানন্দার পূর্ব্ব পারে যে পুরাতন গ্রাম অবস্থিত, তাহাকেই মালদহ বলে। উহার পশ্চিম পারে প্রাচীন গৌড় অবস্থিত। এই গৌড়ের সহিত মলদের কোনও সম্পর্ক আছে কিনা, সন্ধান করা কর্ত্তব্য। পাণ্ডুয়া ও মালদহ এক সঙ্গেই নদীর এক দিকেই অবস্থিত। এই পাণ্ডুয়া পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের সহিত এক হইলে, মালদহের অস্তিত্ব তখন ছিল কি না সন্দেহ। মালদহকে প্রাচীন জনপদ বলিয়া বোধও হয় না। শেষোক্ত পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের সহিত যদি মলদের উল্লেখ কোনও স্থানে পাওয়া যায়, তবে মলদের অবস্থান-নির্ণয়ের বিশেষ সুবিধা হইতে পারে।

শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী মহাশয় বলিলেন যে, সুপ্রসিদ্ধ পর্য্যাটক মেগাস্থিনিস্ ভারত-ভ্রমণকালে মালদহকে "মেলিনডাই" বলিয়াছেন। সুতরাং উহা অপ্রসিদ্ধ বা অপ্রাচীন জনপদ হইতে পারে না। তিনি তাঁহার ভ্রমণ-বিবরণে প্রসিদ্ধ স্থানগুলিরই উল্লেখ করিয়াছেন। প্রবন্ধোক্ত দুই অঙ্গরাজ্য সম্বন্ধে বিশিষ্ট প্রমাণ কিছু পাওয়া যায় না। শক্তিসঙ্গম-তন্ত্রে এই রাজ্যের উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃতি, বৈদ্যনাথ হইতে ভুবনেশ্বর পর্য্যন্ত দেওয়া আছে, কিন্তু পূর্ব্ব পশ্চিমের বিস্তৃতির বিষয় উল্লিখিত হয় নাই। বিশেষতঃ মলদ যে দেশবাচী তৎপক্ষে দৃঢ়তার সহিত কোনও কথা বলা যায় না। উহা জাতি-বাচকও হইতে পারে। পৌরাণিক স্থানসকলের অবস্থান-নিরূপণ সহজ নহে, সুতরাং কোন সিদ্ধান্ত যে ঠিক, তাহা নির্ণয় করা যায় না। এ বিষয়ের যত অধিক আলোচনা হয়, ততই মঙ্গল। কোনও সিদ্ধান্তে সহসা উপনীত হওয়া সমীচীন নহে। মহাভারতোক্ত দিগ্বিজয়-বর্ণনা পাঠ করিলে জানা যায় যে, পঞ্চ পাণ্ডব যথাক্রমে এক দেশের পর এক দেশ জয় করেন নাই। আর যদি করিয়াও থাকেন, তবে বর্ণনাকালীন পৌর্ব্বাপর্য্য ঠিক রক্ষিত হয় নাই। আবার এমনও দেখা যায়, একই স্থানে সকলেই বিজয়-লিপ্সু হইয়া গমন করিয়াছিলেন ; সুতরাং সেই বর্ণনায় পৌরাণিক স্থানের অবস্থিতি-নির্ণয়ে বিশেষ কোনও সাহায্য পাইবার আশা কম।

শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার মহাশয় বলিলেন যে, এই প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে মহাভারত ও রামায়ণের রচনা-কালের পৌর্ব্বাপর্য্যের বিষয় উত্থাপিত হইয়াছে। বনপর্ব্বে ভীমসেনের উক্তি দ্বারা তাঁহার প্রতিপাদিত রামায়ণের পরবর্ত্তিতার বিপরীত যুক্তিও দেখান যাইতে পারে। নিম্নে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত হইতেছে ;—

ভীম উবাচ,——ভ্রাতা মম গুণশ্লাঘ্যো বুদ্ধিসত্ত্ববলান্বিতঃ।
রামায়ণেঽতিবিখ্যাতঃ শ্রীমান্ বানরপুঙ্গবঃ ॥১১॥
রামপত্নীকৃতে যেন শতযোজনবিস্তৃতঃ।
সাগরপ্লবগেন্দ্রেণ ক্রমেণৈকেন লঙ্ঘিতঃ ॥১২॥
স মে ভ্রাতা মহাবীর্য্যস্তুল্যোঽহং তস্য তেজসা।
বলে পরাক্রমে যুদ্ধে শক্তোঽহং তব নিগ্রহে ॥১৩॥
ইত্যাদি।

সভাপতি মহাশয় সর্ব্বশেষে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, বন্ধুবর অক্ষয়কুমার প্রিয় শিষ্য শ্রীমান্ রাজেন্দ্রলাল বগুড়ার বিবরণ যেরূপ লিখিতেছেন, মালদহের শ্রীমান্ রাধেশচন্দ্র তদ্রূপ মালদহের তথ্য সংকলনে ব্রতী রহিয়াছেন, শ্রীমান্ রাধেশচন্দ্রের প্রবন্ধে সর্ব্বপ্রকার রসের সমাবেশ দেখিতে পাই। বগুড়ায় তাঁহার মালদহের শিল্প-বিষয়ক প্রবন্ধেও যে হাস্যরসের সমাবেশ দেখিয়াছি, তাহাতে পরম প্রীত হইয়াছি। উভয়ের যেরূপ ঐকান্তিক ভাব দেখিতেছি, তাহাতে উত্তরবঙ্গের মধ্যে এই দুইটি প্রাচীন স্থানের বহু অজ্ঞাত তথ্য কালে উদ্ঘাটিত হইবে, সন্দেহ নাই।

এই প্রবন্ধ ও তাহার আলোচনা শুনিয়া, আমার আনন্দ আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে, বিশেষতঃ রাধেশচন্দ্র স্বীয় বাসস্থানকে নামের সৌসাদৃশ্য গত সুবিধার মধ্য দিয়াও প্রাচীন জনপদ কল্পনার স্পৃহা-রাহিত্যে আমাকে অধিকতর মুগ্ধ করিয়াছেন।

মহাভারত পুরাণোক্ত স্থান সকলের অবস্থান-নিরূপণ এই সুদীর্ঘকাল ও বহু পরিবর্ত্তনের পরে সহজ-সাধ্য নহে এ বিষয়ে শ্রীমান্ ভবানীপ্রসন্ন যাহা বলিয়াছেন তাহার সহিত আমি একমত।

মহাভারতের দিগ্বিজয়-বর্ণনে পাণ্ডবগণের কাশীরাজকে জয়ের পূর্ব্বে হিমবন্ত-পার্শ্ববর্ত্তী জলোদ্ভব দেশ জয়ের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। এই কাশীরাজ কাশি-দেশপতি কিনা তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে। কাশীরাজের অনেকবার উল্লেখ আছে, কিন্তু কুত্রাপি নাম নাই। যেরূপ চেদীরাজ শিশুপালের নাম উল্লেখ আছে, তদ্রূপ কাশীরাজের নাম কিছু উল্লেখ না থাকায় উহা কাশীপতিকে বুঝাইতেছে কিনা সঠিক বলা যায় না।

বর্ত্তমান কাশীপুরীরই অবস্থান নির্ণয়ে মতভেদ আছে, সুতরাং তৎসন্নিহিত মলদের অবস্থান কিরূপে স্থির করা যাইতে পারে। অপিচ ভীমসেন বিদেহ জয় করিয়া মগধ দেশ জয় করিয়াছিলেন আবার সেই মগধরাজ জরাসন্ধের পুত্রকে সহদেব গিয়া পরাস্ত করেন। এতদ্দ্বারা পাণ্ডবগণের দিগ্বিজয়ে দিক ও স্থানের কোনও নির্দ্দেশ ছিলনা, ইহা বুঝা যাইতেছে।

রাজা বঙ্গের নামে যেরূপ বঙ্গদেশ বিখ্যাত তদ্রূপ বঙ্গের অপর সহোদর অঙ্গের নামে অঙ্গদেশ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল, ইহা রামায়ণ ও মহাভারতোক্ত ইতিবৃত্ত। অঙ্গীয় মলদ বা অঙ্গ মলদ বলাতে পৃথক্ আর একটি মলদের সত্তা অনুমান করা অসঙ্গত নহে। রাজা কর্ণের আবিষ্কৃত বিস্তৃত অঙ্গ রাজ্যের মধ্যে যে মলদ-নামক জনপদ ছিল, তাহা অঙ্গীয় মলদ আখ্যায় আখ্যাত হইয়া থাকিবে। ক্রমে উহার ক্ষুদ্রত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সামান্য একখানি গ্রামে পরিণত হইয়া, বর্ত্তমান মালদহ আখ্যা পাইয়া থাকিবে। তবে যদি লেখক এই মালদহ নাম কখন হইতে প্রচলিত হইয়াছে, তাহার একটি সময় নির্দ্দেশ করিতে পারিতেন, তবে উহার আধুনিকত্ব সূচিত এবং মলদ হইতে যে তাহা সম্পূর্ণ ভিন্ন, তাহা প্রতিপন্ন হইত; অন্যথায় প্রদর্শিত যুক্তি অবলম্বনে মালদহ ও মলদ যে অভিন্ন, এ সিদ্ধান্ত খণ্ডিত হইতে পারে না। কৌশিকী-কচ্ছ দেশের নিকটে যদি পৌণ্ড্রদেশ থাকিতে পারে, এবং সেই পৌণ্ড্রের নিকটে বঙ্গদেশ, ও তন্নিকটে গৌড়ের অবস্থান নির্ণয় করা যায়, তাহা হইলেই মলদের স্থানাবরোধকতা তিরোহিত হয়। যাহা হউক লেখকের পৌরাণিক স্থান নির্ণয় সম্বন্ধে সাধু ইচ্ছাকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারি না।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী
সম্পাদক।

শ্রীভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী
সভাপতি।

পঞ্চম বর্ষ—চতুর্থ অধিবেশন।

স্থান—সভার কার্য্যালয়, রঙ্গপুর ধর্ম্মসভা-গৃহ।

রবিবার, ১৭ আশ্বিন, (১৩১৬), ৩ অক্টোবর (১৯০৯) সময় ৫॥ টা।

উপস্থিতি।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণ তীর্থ সভাপতি।
,, ,, ললিতমোহন গোস্বামী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণ-তীর্থ।
,, কবিরাজ শরচ্চন্দ্র লাহিড়ী আয়ুর্ব্বেদ-বিশারদ।
,, হেমচন্দ্র সেন পেশকার জজকোর্ট।
,, কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি, এল,
,, মথুরানাথ দে মোক্তার
,, পণ্ডিত যাদবচন্দ্র কাব্যতীর্থ
,, জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় গ্রন্থরক্ষক।
,, হেমকান্ত মজুমদার ঐ সহকারী

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার এম, এ, বি, এল, পত্রিকা-সম্পাদক।
শ্রীচন্দ্র সেন
ডাক্তার প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য এল, এম, এস,
,, মদনগোপাল নিয়োগী
,, সুরেশচন্দ্র লাহিড়ী জমিদার সহকারী সম্পাদক।
,, অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার সহকারী সম্পাদক।
,, কবিরাজ কন্দর্পেশ্বর গুপ্ত কবিরত্ন।
,, সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী সম্পাদক
ও অন্যান্য ভদ্র মহোদয়গণ।

আলোচ্য বিষয়।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ-গ্রহণ ২। সভ্য-নির্ব্বাচন। ৩। গ্রন্থোপহার-দাতৃগণকে ধন্যবাদ-জ্ঞাপন। ৪। প্রবন্ধ ক) শ্রীযুক্ত কবিরাজ শরচ্চন্দ্র লাহিড়ী আয়ুর্ব্বেদ-বিশারদ মহাশয়ের "আয়ুর্ব্বেদে ম্যালেরিয়া" (খ) শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন বি, এল, মহাশয়ের "পৌণ্ড্রদেশ নির্ণয়"। ৫। আসাম গৌরীপুররাজ কর্তৃক আগামী শীতকালে আহূত উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের তৃতীয় অধিবেশনের সভাপতি-নির্ব্বাচন এবং দিনাবধারণ সম্বন্ধে মূল সভার পত্র পাঠ ও কর্ত্তব্য নির্ণয়। ৬। বিবিধ।

নির্দ্ধারণ।

১। বিগত তৃতীয় মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ যথারীতি পঠিত, গৃহীত ও স্বাক্ষরিত হইল।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

নির্ব্বাচিত সভ্যের নাম।	প্রস্তাবক।	সমর্থক।
১। শ্রীকালীকুমার ভট্টাচার্য্য ম্যানেজার মুস্তফীর ষ্টেট্ কুচবিহার।	শ্রীপূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ	শ্রীজগদীশচন্দ্র মুস্তফী

আলোচ্য বিষয়।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ-গ্রহণ। ২। সভ্য-নির্ব্বাচন। ৩। গ্রন্থোপহার-দাতৃগণকে ধন্যবাদ-জ্ঞাপন—৪। প্রবন্ধ (ক) শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস মহাশয়ের "রঙ্গপুরের শিল্পেতিহাস" (খ) শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন বি, এল মহাশয়ের গত অধিবেশনে অপঠিত "পৌণ্ড্র দেশ নির্ণয়"। ৫। প্রদর্শন পর্য্যায়ে মন্থনার জমিদার বাড়ীর ভগ্ন চণ্ডীমণ্ডপের সূক্ষ্ম কারুকার্য্য বিশিষ্ট ইষ্টক এবং শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন-সেহানবীশ মহাশয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত "সত্য নারায়ণ-মঙ্গল" নামক প্রাচীন পুঁথি। ৬। উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের তৃতীয় অধিবেশনের সভাপতি নির্ব্বাচন সংবাদ। ৭। বিবিধ।

নির্দ্ধারণ।

১। বিগত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ যথারীতি পঠিত ও স্বাক্ষরিত হইল।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইয়া এই সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

সভ্যের নাম	প্রস্তাবক	সমর্থক
১। শ্রীনলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় সহকারী বুকিং ক্লার্ক লালমণিরহাট, রঙ্গপুর।	শ্রীপূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ	শ্রীপঞ্চানন সরকার।
২। শ্রীজুমার উদ্দীন আহম্মদ আলকঝাড়ী গোঁসানীমাড়ী পোঃ কুচবিহার।	শ্রীপূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ	শ্রীপঞ্চানন সরকার।
৩। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সরকার বি, এল, উকীল পাবনা।	শ্রীসুরেশচন্দ্র সরকার	সম্পাদক
৪। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামনাথ বিদ্যাভূষণ মহাদেবপুর, তালন্দ পোঃ, রাজসাহী।	শ্রীশ্রীরাম মৈত্রেয়	সম্পাদক।
৫। শ্রীহৃষীকেশ রায় জমিদার উদয় গ্রাম, কুমারগঞ্জ পোঃ, দিনাজপুর।	সম্পাদক	শ্রীপঞ্চানন সরকার।
৬। শ্রীপ্রমথনাথ মৈত্র ক্ষেটগ্রাম, মান্দা পোষ্ট, রাজসাহী।	সম্পাদক	শ্রীশ্রীরাম মৈত্র।
৭। সুধীন্দ্রনাথ সেন ৩১নং প্রসন্নকুমার ঠাকুর ষ্ট্রীট কলিকাতা।	সম্পাদক	শ্রীপঞ্চানন সরকার।
৮। শ্রীসর্ব্বেশ্বর মণ্ডল ছোট গোপালপুর পোষ্ট, ফুলকুমার, রঙ্গপুর।	শ্রীপঞ্চানন সরকার	সম্পাদক।
৯। শ্রীসূর্য্যনারায়ণ পাটোয়ারী কাটালি, মীরগঞ্জহাট পোঃ, রঙ্গপুর।	ঐ	ঐ

৩। নিম্নলিখিত গ্রন্থ সভার গ্রন্থাগারের জন্য উপহৃত হইয়াছিল তজ্জন্য উপহার-প্রদাতৃগণকে সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ বিজ্ঞাপিত হইল।

গ্রন্থের নাম	উপহার দাতার নাম
The Devalaya Its Aims And Objects	উহার সম্পাদক।
শ্রীমদ্ভগবদগীতার পদ্যানুবাদ (স্বরচিত)	শ্রীউপেন্দ্রনাথ সরকার।
সানুবাদ আর্য্যাহ্নিকাচার কৌমুদী (স্বরচিত)	শ্রীপণ্ডিত বিপিনচন্দ্র কাব্যরত্ন।
বৌদ্ধ ধর্ম্মাঙ্কুর-সভার সপ্তদশ বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ ১৯০৮ ইং	সম্পাদক।
নবদ্বীপ-পরিক্রমা ১ম খণ্ড ৪ সংখ্যা	সম্পাদক মূল পার্ষদ।
সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা (১৩১৬) ৪ সংখ্যা	ঐ

৪। সভাপতি মহাশয়ের আদেশ-ক্রমে বিগত অধিবেশনে সময়াভাবে অপঠিত শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন বি, এল, মহাশয়ের "পৌণ্ড্রদেশ-নির্ণয়" প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম, এ, বি, এল, মহাশয় পাঠ করিলেন। এই প্রবন্ধ সভার মুখ-পত্রে প্রকাশোপযোগী হইবে কিনা, নির্ণয়ের জন্য গ্রন্থ ও পত্রিকা-প্রকাশ সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি, এল, মহাশয়ের নিকটে, প্রেরণের ব্যবস্থা করা হইল।

প্রবন্ধালোচনা।

শ্রীযুক্ত বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম, বি, এল, মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস-কুণ্ডু মহাশয় পৌণ্ড্রদেশের অবস্থানাদির বিষয় যাহা পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছেন। তদপেক্ষা নূতন কোনও তথ্যের সমাবেশ এ প্রবন্ধে করা হয় নাই।

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার এম, এ, বি, এল, মহাশয় বলিলেন যে, হিমালয় হইতে বাহির হইয়া, করতোয়া-নদী রঙ্গপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, জলপাইগুড়ী, পাবনা প্রভৃতি জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে; সুতরাং করতোয়া-প্লাবিত-দেশই পৌণ্ড্রদেশ বলিলে ঠিক কোন্ স্থানকে বুঝাইতেছে, তাহা সঠিক বলা যায় না। এরূপে বগুড়াই যে পৌণ্ড্রদেশান্তর্গত অন্যান্য স্থানগুলি নহে, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায় না। অধুনা পৌরাণিক দেশের অবস্থান-নির্ণয়-সম্বন্ধে প্রবন্ধকার যে ন্যায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা সমীচীনই হইয়াছে। এরূপ-ভাবে চেষ্টা করা ব্যতীত আর গত্যন্তর কি আছে।

শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় বলিলেন যে, পৌণ্ড্রদেশের অবস্থানাদি-নির্ণয় লইয়া, ঐতিহাসিকগণের মধ্যে যে তুমুল মতদ্বৈধ উপস্থিত হইয়াছে, শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন মহাশয় তাহারই একটা সামঞ্জস্যের প্রয়াস, তাঁহার এই প্রবন্ধে পাইয়াছেন। ইহা কতকগুলি মতের বিচারার্থ একত্র সমাবেশ মাত্র; কোনও স্থিরতর সিদ্ধান্ত নহে। পৌরাণিক স্থান-নির্ণয়ের জটিল সমস্যার সমাধান যে কোনও কালে হইবে, তাহা বোধ হয় না। আর বহু যুগযুগান্তরে

৭ পরিবর্ত্তনের পর সমাধান হওয়াও দুরূহ। তাই বলিয়া নিশ্চেষ্ট থাকা অপেক্ষা, আলোচনা করিতে থাকা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। রচয়িতা বহু শ্রম-সাধ্য প্রবন্ধের রচনার জন্য সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদের পাত্র।

পরিশেষে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, প্রসঙ্গ-ক্রমে রচয়িতা ৫৫০০ বৎসর পূর্ব্বে বৈদিক-যুগের কাল-নির্ণয় করিয়াছেন। শাস্ত্রাদিতে এই প্রকারের যুগ-বিভাগ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। আর শক্তি-সঙ্গম-তন্ত্রের আধুনিকত্বের প্রমাণ উপন্যাস করা উচিত ছিল মূল প্রবন্ধ সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য এই যে,—"পৌরাণিক দেশ ও কাল-নির্ণয় বড়ই কঠিন কার্য্য। এ সম্বন্ধে পৃথক্ পৃথক্ সময়ে পৃথকভাবে প্রবন্ধাদি লিখিত হইলে, সত্য নির্ণীত হওয়া আরও কঠিন হইয়া উঠিবে। যাঁহারা এ সকল বিষয়ে সর্ব্বদা অনুসন্ধান করিতেছেন, তাঁহাদের সমবেত আলোচনার ফল এক সঙ্গে বাহির হইলে, অপেক্ষাকৃত সত্যের নিকটবর্ত্তী হওয়া সম্ভবপর। প্রবন্ধ-রচয়িতাকে এই প্রণালী অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিয়া, তাঁহার উদ্যমকে প্রশংসা-পূর্ব্বক ধন্যবাদ দিলেন।

শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস মহাশয়ের রঙ্গপুরের শিল্পেতিহাস-প্রবন্ধ সময়াভাবে অদ্য পঠিত না হইয়া, আগামী অধিবেশনে পঠিত হইবে, নির্দ্ধারিত হইল।

৫। অনিবার্য্যকারণে এই সভার গ্রন্থাদি-রক্ষক শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুপস্থিতিহেতু তাঁহার সংগৃহীত কারুকার্য্য-বিশিষ্ট ইষ্টক এবং শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দু-মোহন সেহানবীশ মহাশয়ের সংগৃহীত পুঁথি খানি সময়ে হস্তগত না হওয়াতে, প্রদর্শিত হইতে পারিল না। আগামীতে উহা প্রদর্শিত হইবে।

৬। দিঘাপতিয়ার সুযোগ্য রাজ-কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম, এ, মহাশয় উত্তর-বঙ্গের বিভিন্ন জেলার মতানুসারে আগামী তৃতীয়-সম্মিলনের সভাপতিত্ব-গ্রহণে সম্মিলন-সম্পাদক-কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া সম্মতি-জ্ঞাপন করিয়াছেন; এই সংবাদ সভায় বিজ্ঞাপিত হইল। গৌরীপুর-রাজ রাজোচিত আড়ম্বরের সহিত উত্তর-বঙ্গীয়-সাহিত্যিকগণের অভ্যর্থনার উদ্যোগ করিতেছেন, এজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদত্ত হইল।

অদ্য দিবসীয় অধিবেশন প্রারম্ভে রঙ্গপুর একতানবাদন-সমিতির সভ্যগণ সুরলয়ে সুমিষ্ট একতানবাদন দ্বারা সভ্যগণের চিত্তরঞ্জন করিয়াছিলেন, তজ্জন্য অভিনন্দিত হইলেন।

সভাপতি মহাশয়ের আদেশ-ক্রমে রজনী প্রায় ৮ ঘটিকার সময় সভার কার্য্য শেষ হয়।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী
সম্পাদক।

শ্রীললিতমোহন গোস্বামী
কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণ-তীর্থ
সভাপতি।

পঞ্চম বর্ষ—৬ষ্ঠ অধিবেশন।

২৭ অগ্রহায়ণ, (১৩১৬), ১২ ডিসেম্বর (১৯০৯), রবিবার।

উপস্থিতি।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ললিতমোহন গোস্বামী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণ-তীর্থ সভাপতি।

শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ লাহিড়ী উকিল।
" কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি, এল।
" গণেন্দ্রনাথ পণ্ডিত।
" পঞ্চানন সরকার এম, এ, বি, এল. পত্রিকা-সম্পাদক।
" বেণীমাধব মুখোপাধ্যায় জমিদার।
" হেমকান্ত মজুমদার সহঃ গ্রন্থ-রক্ষক।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেন।
" দীননাথ বাগ্চী বি এল।
" জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় গ্রন্থ-রক্ষক।
" অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার সহকারী-সম্পাদক।
" সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী সম্পাদক
ও অন্যান্য।

আলোচ্য বিষয়।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ-গ্রহণ। ২। সভ্য-নির্ব্বাচন। ৩। গ্রন্থোপহার-দাতৃগণকে ধন্যবাদ-জ্ঞাপন। ৪। প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন মৈত্রেয় মহাশয়ের "কবিজীবন মৈত্রেয়।" ৫। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বক্সী মহাশয়ের দ্বাদশটি প্রাচীন তাম ও রৌপ্য মুদ্রা। ৬। বিবিধ।

এই সভার সভাপতি ও তাঁহার সহকারিগণের অনুপস্থিতিতে শ্রীজগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি, এল. মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্ব্ব-সম্মতিতে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ললিতমোহন গোস্বামী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণ-তীর্থ মহাশয় সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন।

১। পঞ্চম মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ যথারীতি গৃহীত ও স্বাক্ষরিত হইল।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

সভ্যের নাম।	প্রস্তাবক।	সমর্থক।
১। শ্রীমুকুন্দচন্দ্র দাস পুটীমারী, দীনহাটা পোষ্ট, কুচবিহার।	শ্রীপূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ।	পঞ্চানন সরকার এম,এ,বি,এল।
২। শ্রীমহীন্দ্রনারায়ণ দাস গ্রাম পুটিমারী, দীনহাটা পোঃ, কুচবিহার।	ঐ	ঐ
৩। শ্রীহরিমোহন সাউদ গ্রাম খড়খড়িয়া, দীনহাটা, কুচবিহার।	ঐ	ঐ

৪। শ্রীহরিশ্চন্দ্র মণ্ডল দীনহাটা পোষ্ট, কুচবিহার।	ঐ	ঐ
৫। শ্রীকুমুদকান্ত অধিকারী দীনহাটা পোষ্ট, কুচবিহার।	ঐ	ঐ
৬। শশিভূষণ ঠাকুর রাজ-গুরু পোষ্ট বরিয়া-পাকুরিয়া, রাজসাহী।	শ্রীপ্রমথনাথ মৈত্র।	শ্রীগণেন্দ্রনাথ পণ্ডিত।

৩। ধন্যবাদ পুরঃসর নিম্নোক্ত উপহৃত গ্রন্থের প্রাপ্তি স্বীকৃত হইল।

গ্রন্থের নাম।	উপহার দাতার নাম।
ভারত উল্লাস।	শ্রীজীবনকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী।

শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ মহাশয়ের নিম্নলিখিত আবিষ্কার-বার্ত্তা তাঁহার পত্র হইতে সম্পাদক মহাশয় সভায় বিজ্ঞাপিত করিলেন।

শ্রীনাথী মহাভারতকে কেহ কেহ পরাগলী মহাভারতের প্রকার ভেদ বলিয়া সন্দেহ করেন। সম্প্রতি দীনহাটা কুচবিহারে ঐ মহাভারতের দ্রোণ-পর্ব্ব তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহাতে গ্রন্থকারের যে আত্ম-পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তৎপাঠে জানা যায় যে, কামরূপের কোন প্রাচীন ব্রাহ্মণবংশে দ্বিজ শ্রীনাথের জন্ম। ইনি কুচবিহারাধিপতি মহারাজা প্রাণ-নারায়ণের সম-সাময়িক এবং উক্ত নরপালের আদেশে মহাভারত রচনা করেন। মহারাজা প্রাণ-নারায়ণ ১০৮৭ বঙ্গাব্দে কোচবিহারের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি নিজেও বহু-শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। দ্বিজ শ্রীনাথ রচিত ভূমিকাটি। যথা,—

জয় জয় মহারাজা প্রাণ-নারায়ণ।
জঙ্গম জগদীশ যাক বলে সর্ব্বজন॥

অতঃপর রাজার অশেষ গুণাবলী কীর্ত্তন করিয়া কবি লিখিতেছেন ;—

প্রাণ নারায়ণ-দেব আজ্ঞা পরমাণে।
দ্রোণ-পর্ব্ব কথা বিরচিত স্ববন্ধনে॥
ব্যাসদেব দৈববাণী আছয় প্রচুর।
ভাষা বন্ধ হইলে তাএ অধিকে মধুর॥
এ কারণে বিদগ্ধ জনের প্রিয়কর।
শ্রীনাথ ব্রাহ্মণে পদ ভণে মনোহর॥

পরে ক্ষমা প্রার্থনাদি করিয়া বংশ পরিচয়াদি দিতেছেন ;—

মল্ল মহীপালের কনিষ্ঠ সহোদর।
শুক্লধ্বজ নামে দেব ভোগে পুরন্দর॥
তাহার পদক মহামাত্য ভবানন্দ।
কামরূপ দ্বিজকুল কুমুদিনী চন্দ্র॥

নামত পণ্ডিত রায় তাহার তনয়।
রঘুদেব নৃপতির পাত্র মহাশয়॥
তাহার কনিষ্ঠ রামেশ্বর শুদ্ধমতি।
শ্রীনাথ হৈলেন জ্যেষ্ঠ তাহার সন্ততি॥
পয়ার করিতে প্রাণ ভূপে আজ্ঞা দিল।
দ্রোণ পর্ব্ব ভারতের পদ বিরচিল॥

এই গ্রন্থাবিষ্কার দ্বারা সেহানবীশ মহাশয় উত্তরবঙ্গে আর একখানি অভিনব মহাভারতের সত্তাসহ গ্রন্থকারের পরিচয়াদি সংগ্রহ করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। সম্ভবতঃ তিনি এই গ্রন্থখানি সভায় উপহার প্রদান করিবেন। অতঃপর তাঁহার সংগৃহীত এবং পূর্ব্ব অধিবেশনে বিজ্ঞাপিত তালপত্রে লিখিত "সত্যনারায়ণ মঙ্গল" নামক একখানি গ্রন্থ শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রদর্শন করিলেন গ্রন্থশেষে এরূপ লিখিত আছে,—

গিরিজা তনয় ভাবি রচিল পাচালি।
কহিল নয়নানন্দ হরি হরি বলি॥

শক ১৬৬৮ সন ১১৫৩ তাং শ্রীনীলকমল শম্মণা॥ ৮ই ভাদ্র ৪॥ লিখিতা পুস্তি সত্য নারায়ণ মঙ্গল সম্পূর্ণ ৪॥

গ্রন্থরক্ষক মহাশয় বলিলেন যে, উল্লিখিত শক যখন শ্লোক শেষ হওয়ার পরেই লিখিত হইয়াছে, তখন তাহাকে গ্রন্থ রচনার সময় ধরা যাইতে পারে। লিপিকারের লিপির তারিখ, নামের পরে প্রায় পুঁথিতেই দেখিতে পাওয়া যায়। এস্থলে তাহার ব্যতিক্রম দেখা যাইতেছে। কবি উত্তরবঙ্গের লোক নহেন, গঙ্গাতীরবর্ত্তী ভূভাগে তাঁহার জন্মস্থান, ইহা পুঁথির একটি শ্লোক-পাঠে অবগত হওয়া যাইতেছে। শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দু মোহন সেহানবীশ মহাশয়কে ধন্যবাদ-পুরঃসর এই উপহার সাদরে গৃহীত হইল।

পূর্ব্ব অধিবেশনে বিজ্ঞাপিত রঙ্গপুর পরগণে মন্থনার প্রাচীন চণ্ডীমণ্ডপের কারুকার্য্যময় ইষ্টক কয়েকখানি অতঃপর প্রদর্শিত হইল। এই সুপ্রাচীন চণ্ডী মণ্ডপটি ইষ্টকে খোদিত কারুকার্য্য-শোভিত ছিল। বিগত ১৩০৪ সালের ভীষণ ভূকম্পনে অর্দ্ধ-ভগ্নাবস্থা প্রাপ্ত হয়। তৎপরে তাহাকে এখন ভূমিসাৎ করা হইয়াছে। বগুড়া-রেললাইন প্রস্তুত-কালীন অনেক ইংরেজ স্থপতি অর্দ্ধভগ্ন মন্দিরটি পরিদর্শন করিয়া চমৎকৃত হইয়া উহাকে রক্ষা করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছিলেন। এরূপ সূক্ষ্ম কারুকার্য্যময় ইষ্টক-যুক্ত হর্ম্ম্য এ অঞ্চলে অতিশয় বিরল। কারুকার্য্যের নিদর্শন স্বরূপ কয়েকখণ্ড ইষ্টক, সভার প্রদর্শনী গৃহের জন্য রক্ষিত এবং সংগ্রাহক শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদত্ত হইল।

শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় রাজসাহী ইনাতপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বক্সী মহাশয়ের প্রেরিত বাবনটি বিভিন্ন প্রকারের রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রা সভায় উপস্থাপিত করিলেন।

এই মুদ্রাগুলির মধ্যে কয়েকটি আলোয়ার ষ্টেট্‌ প্রভৃতির আধুনিক কালের। কয়েকটি প্রাচীন, তাহার পাঠ ও সময় নিরূপণ পূর্ব্বক আগামী অধিবেশনে উপস্থাপিত করার ভার শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উপরে অর্পিত হইল।

শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস মহাশয়ের ২১শে নভেম্বর (১৯০৯) তারিখের পত্র সভায় পঠিত হইল। তিনি বহু শ্রম স্বীকার ও অর্থব্যয় করিয়া উত্তরবঙ্গের সাঁতোল, পাঁচুড়িয়া, ছাতক, নিমগাছী, মাধাইনগর, বিরাটনগর, তরাল, মরিচপুরাণ, হাঁড়িয়াল, নবগ্রাম হামকুড়া, খন্দ-বাড়িয়া প্রভৃতি প্রাচীন স্থানসমূহ পুরাতত্ত্বানুসন্ধানের নিমিত্ত ভ্রমণ করিয়াছেন। তাঁহার এই ভ্রমণ-কাহিনী সত্বর লিপিবদ্ধ করিয়া সভায় উপস্থাপিত করিবেন। যিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উত্তরবঙ্গের পুরাতত্ত্বানুসন্ধানে অবকাশ-কাল-নিয়োগ ও অর্থব্যয় করিতেছেন, তাঁহাকে এ সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ প্রদানের প্রস্তাব সর্ব্ব সম্মতিতে গৃহীত হইল।

অতঃপর বিশ্বাস মহাশয়ের "রঙ্গপুরের শিল্পেতিহাস" প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখো-পাধ্যায় মহাশয়ের দ্বারা অর্দ্ধাংশ পঠিত হইল। অবশিষ্টাংশ আগামীতে পঠিত হইবে।

প্রবন্ধের পঠিতাংশ সম্বন্ধে আলোচনা,—

শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথ পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন যে প্রবন্ধে ডুড়াকুঠী নিলফামারী মহকুমায় লিখিত হইয়াছে প্রকৃত পক্ষে তাহা রঙ্গপুর সদরের এলাকাভুক্ত কালীগঞ্জ থানার অধীনে রত্নাই নদীর তীরে অবস্থিত। এই নদীর জল খুবই স্বাস্থ্যকর।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেন মহাশয় বলিলেন যে প্রবন্ধোক্ত সন্ন্যাসীকাটা গ্রামটি কুড়িগ্রাম মহকুমার অধীন পরগণে পাঙ্গার অন্তর্গত।

সম্পূর্ণ প্রবন্ধ পাঠের অপেক্ষায় বিশেষ আলোচনা স্থগিত রহিল।

এরূপ অবস্থায় রজনী প্রায় ৮ ঘটিকার সময় সভার কার্য্য শেষ হইল।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী। শ্রীশরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
সম্পাদক। সভাপতি।

পঞ্চম বর্ষ—সপ্তম মাসিক অধিবেশন

স্থান—রঙ্গপুর ধর্ম্মসভা-গৃহ (কার্য্যালয়)

রবিবার, ২৫পৌষ (১৩১৬), ৯ জানুয়ারী (১৯১০) অপরাহ্ন ৫ ঘটিকা।

উপস্থিতি।

শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এল্‌ বাহাদুর, সভাপতি।

শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ললিতমোহন কাব্যব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ সহঃ পত্রিকা-সম্পাদক।

" আশুতোষ মজুমদার বি, এল্‌ " " অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার সহঃ সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত দীননাথ বাগ্‌চী বি, এল

,, হেমচন্দ্র সেন।

,, কালিদাস চক্রবর্ত্তী সবরেজিষ্ট্রার

,, চন্দ্রমোহন ঘোষ ওভারসিয়ার

,, কাশীনাথ চক্রবর্ত্তী বি, এল্

,, প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য এম্. এম্, এস্

,, নগেন্দ্রনাথ সেন বি,এ সহঃ সম্পাদক

,, হরগোপাল দাস কুণ্ডু সহঃ পত্রিকা-সম্পাদক

শ্রীযুক্ত রাধারমণ মজুমদার জমিদার।

,, রাসবিহারী ঘোষ মোক্তার।

,, কবিরাজ কন্দর্পেশ্বর গুপ্ত কবিরত্ন।

,, কালীকৃষ্ণ গোস্বামী বিদ্যারত্ন এম্,এ,বি,এল।

,, প্রাণকৃষ্ণ লাহিড়ী উকীল।

,, যোগেশচন্দ্র মজুমদার বি, এল্।

,, অতুলচন্দ্র গুপ্ত এম্, এ, বি, এল্।

উপেন্দ্রচন্দ্র কুণ্ডু (ছাত্র সভ্য)

,, সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী এম্, আর, এ, এস্ সম্পাদক।

আলোচ্য বিষয়।

১। আগামী ৯।১০ মাঘ মঙ্গলের অবকাশে গৌরীপুররাজ কর্ত্তৃক আহূত উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের জন্য প্রতিনিধি-নির্ব্বাচন। ২। কার্য্যবিবরণ-গ্রহণ এবং প্রেরোপহার-দাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনাদি মাসিক নির্দ্দিষ্ট কার্য্য। ৩। শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক পূর্ব্ব অধিবেশনে প্রদর্শিত মুদ্রার উদ্ধৃত পাঠ বিজ্ঞাপন। ৪। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ মহাশয়ের সংগৃহীত রঙ্গপুর পরগণে বামনডাঙ্গার স্বনামধন্যা পবিত্রা দেবী চৌধুরাণীর সময়ের একটি শিবমন্দির সংলগ্ন ইষ্টক লিপির আদর্শ। ৫। শোক প্রকাশ—এই সভার সভ্য জগদ্বন্ধু চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মৃত্যুতে। ৬। প্রবন্ধ—শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার এম্, এ, বি, এল্ মহাশয়ের "সত্যপীর"। ৭। বিবিধ।

নির্দ্ধারণ।

শ্রীযুক্ত রাধারমণ মজুমদার মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত দীননাথ বাগ্‌চী মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্ব্বসম্মতিতে শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এল্ বাহাদুর সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন।

১। উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের তৃতীয় অধিবেশনে গৌরীপুরে উপস্থিত হওয়ার জন্য নিম্নলিখিত প্রতিনিধিগণ নির্ব্বাচিত হইলেন;—

শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন।

,, রায় শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এল্ বাহাদুর।

,, মণীন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী জমিদার কুণ্ডী, চেয়ারম্যান লোকাল বোর্ড ও অনারারী ম্যাজি:

,, যতীন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী জমিদার কল্ডেপুর।

,, যতীন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী জমিদার রাধাবল্লভ।

শ্রীযুক্ত চৌধুরী আমানতুল্যা আহাম্মদ জমিদার অনরারী ম্যাজিঃ
সদস্য কুচবিহার কাউন্সিল।

,, পূর্ণচন্দ্র নন্দী জমিদার ধাপ।
,, আশুতোষ মজুমদার বি, এল, রঙ্গপুর।
,, দীননাথ বাগ্‌চী বি, এল, রঙ্গপুর।
,, কালীকৃষ্ণ গোস্বামী এম্, এ, বি, এল্ বিদ্যারত্ন ঐ
,, অতুলচন্দ্র গুপ্ত এম্, এ, বি, এল্ ঐ
,, পঞ্চানন সরকার এম্, এ, বি, এল্ ঐ
,, বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম, এ, বি এল্ ঐ
,, কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি, এল্।
,, কালীদাস চক্রবর্ত্তী সবরেজিষ্ট্রার দিনাজপুর।
,, যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম, এ, বি, এল্ ঐ
,, বরদাকান্ত রায় বিদ্যারত্ন বি, এল। ঐ
,, পণ্ডিত বিপিনচন্দ্র কাব্যরত্ন বগুড়া।
,, প্রভাসচন্দ্র সেন বি, এল্ ঐ
,, লোকনাথ দত্ত ম্যানেজার বামনডাঙ্গা বড়তরফ রঙ্গপুর।
,, চন্দ্রমোহন ঘোষ ওভারসিয়ার রঙ্গপুর।
,, মৌলবী মহাম্মদ আবদুল হালিম পারস্যাধ্যাপক কুচবিহা
,, প্রাণকৃষ্ণ লাহিড়ী উকীল রঙ্গপুর।
,, রাসবিহারী ঘোষ মোক্তার।
,, গণেন্দ্রনাথ পণ্ডিত মাহীগঞ্জ রঙ্গপুর।
,, ডাক্তার প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য এল, এম, এস।
,, কবিরাজ কন্দর্পেশ্বর গুপ্ত কবিরত্ন।
,, যোগেশচন্দ্র লাহিড়ী ডাক্তার।
,, কিশোরীমোহন হালদার ডাক্তার।
,, মহেন্দ্রনাথ অধিকারী কানুনগো কুচবিহার।
,, পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ নাওডাঙ্গা, রঙ্গপুর।
,, পণ্ডিত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার সহকারী সম্পাদক
,, নগেন্দ্রনাথ সেন বি, এ। ঐ
,, বসন্তকুমার লাহিড়ী বেলপুকুর, রঙ্গপুর।
,, রজনীচন্দ্র সান্যাল ঐ
,, শ্রীরাম মৈত্রেয় রাজসাহী

পঞ্চম বর্ষের কার্য্যবিবরণী।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি, এল, রাজসাহী।
,, জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় গ্রন্থাদি-রক্ষক।
,, হরগোপাল দাসকুণ্ডু সহকারী পত্রিকা-সম্পাদক।
,, রাধেশচন্দ্র শেঠ বি, এল, মালদহ।
,, রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী ঐ
,, কুমার জগদীন্দ্র দেব রায়কত জলপাইগুড়ী।
,, প্রবোধচন্দ্র সরকার বি, এল্ পাবনা।
,, উপেন্দ্রচন্দ্র কুণ্ডু (ছাত্রসভ্য)
,, সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী এম্, আর, এ, এস্ সম্পাদক।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

সভ্যের নাম।	প্রস্তাবক।	সমর্থক।
শ্রীনফরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পঞ্চগ্রাম, কুমারগঞ্জ পোষ্ট, দিনাজপুর।	শ্রীজগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়	শ্রীপ্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য
শ্রীজগদ্দুর্লভ চট্টোপাধ্যায় ঐ	ঐ	ঐ
শ্রীপূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঐ	ঐ	ঐ
শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভগবানচন্দ্র শিরোরত্ন উদয়গ্রাম, কুমারগঞ্জ, দিনাজপুর।	ঐ	ঐ
শ্রীযদুনাথ মুখোপাধ্যায় ঐ	ঐ	ঐ
শ্রীশিবদয়াল চট্টোপাধ্যায় ঐ ঐ	ঐ	ঐ
শ্রীযোগেশচন্দ্র মজুমদার হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার রঙ্গপুর।	ঐ	ঐ
শ্রীশ্রীশচন্দ্র দাস গুপ্ত জজ আদালত রঙ্গপুর	ঐ	ঐ
শ্রীযতীন্দ্র কুমার রায় চৌধুরী জমিদার ফতেপুর কালীগঞ্জ পোষ্ট।	ঐ	ঐ
শ্রীরামকুমার দাস ঐ দেওয়ান মাহিগঞ্জ পোষ্ট, রঙ্গপুর।	ঐ	ঐ
শ্রীগোলাপচন্দ্র দাস রঙ্গপুর	ঐ	ঐ

সভ্যের নাম।	প্রস্তাবক	সমর্থক।
শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী শিক্ষক গৌরীপুর পোষ্ট, আসাম।	শ্রীপূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ	সম্পাদক
শ্রীবিষ্ণুপ্রসাদ শর্ম্মা দলই কামাখ্যাপাহাড়, গৌহাটী, আসাম	ঐ	ঐ

ধন্যবাদ পুরঃসর নিম্নলিখিত উপহৃত গ্রন্থ সভার গ্রন্থাগারে গৃহীত হইল :—

গ্রন্থের নাম।	উপহার দাতার নাম।
পুষ্পমালার্পণম্ ; রুচিস্তোত্রম্ অচ্যুতসারঃ ; দায় কৌমুদী।	শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রমানাথ গোস্বামী বিদ্যালঙ্কার
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণম্ ; গীতাবলী (শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামী বিরচিতা)	শ্রীপূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ।
ভাষা ও আদিরস এবং পরবশতা (স্বরচিত)	শ্রীশশধর রায় এম, এ, বি, এল্।
গীতালহরী ১ম ভাগ ১ম খণ্ড ও ২য় ভাগ ১ম খণ্ড (স্বরচিত)	শ্রীগিরীশনারায়ণ মুন্সী জমিদার।
বিচ্ছেদ বিলাস কাব্য	শ্রীগিরীন্দ্রমোহন মৈত্রেয়।
সঙ্গীত প্রবাহ	শ্রীহরগোপাল দাস কুণ্ডু।
অশোক	শ্রীশ্রীশগোবিন্দ সেন।

এই সভার সভ্য শ্রীযুক্ত নবসুন্দর দাস মহাশয় তাঁহার স্বর্গগতা পত্নীর স্মরণ কল্পে একটি রৌপ্যপদক সভার হস্তে প্রদান করিতে স্বীকার করিয়া যোগ্যরূপে ব্যবহারার্থ অনুরোধ করিয়াছেন। সম্পাদক মহাশয় সানন্দে এ সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিয়া পদক প্রদাতাকে ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক কিরূপে এই পদক ব্যবহৃত হইবে, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য সভাকে অনুরোধ করেন। তদনুসারে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির উপরে পদক দানের ব্যবস্থার ভার প্রদত্ত হইল।

শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথ পণ্ডিত মহাশয় শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস মহাশয়ের "রঙ্গপুরের শিল্পেতিহাস" প্রবন্ধের অবশিষ্টাংশ পাঠ করিলেন।

চিত্র নং ২৩।

আসাম, গৌরীপুর, উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি

অনারেবল রাজা শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর।

৯। ১০ মাঘ, ১৩১৬ বঙ্গাব্দ।

Engraved & Printed by K. V. Seyne & Bros.

রঙ্গপুর

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

বৈদিক সাহিত্য।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব) *

(উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের তৃতীয় অধিবেশনে গৌরীপুরে পঠিত)

ভারতবর্ষের সাহিত্যে একটা বিশেষত্ব আছে। অপর সকল দেশের সাহিত্য অপেক্ষা, ভারতীয় সাহিত্য একটা গুরুতর কারণে চিরদিনই বিশেষত্বের মহামহিমময় ও গৌরব-মণ্ডিত স্বর্ণ-সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া রহিয়াছে। সেই গুরুতর কারণটি কি? এতদ্দেশের বৈদিক সাহিত্যই এই বিশেষত্বের একমাত্র হেতু। এ দেশের বেদগ্রন্থ কেবল যে অতিপ্রাচীন বলিয়াই সম্মানের পাত্র তাহা নহে। যে সময়ে সমগ্র পৃথিবী আদিম অসভ্যতার ঘন-তামস-আবরণে দৃঢ় আবৃত ছিল, যে সময়ে পৃথিবীর অন্যান্য প্রদেশের মানববর্গ পশুত্বের সীমা হইতে মনুষ্যত্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানোজ্জ্বল পদবীতে কেবলমাত্র উন্নীত হইতে আরম্ভ করিতেছিল, সেই সময় হইতেই ভারতের ঋগ্বেদগ্রন্থ আপন মহিমায় সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এই প্রাচীনত্বের মুদ্রাই যে কেবল এই গৌরবের হেতু, তাহা নহে। ঋগ্বেদের আরো গুরুতর বিশেষত্ব আছে।

অল্প দিন হইল, পাশ্চাত্যদেশের পণ্ডিতবর্গ ভারতবর্ষের এই বিপুল, বিশাল ঋগ্বেদ গ্রন্থের বহুদিন ব্যাপক পরিশ্রম ও অধ্যবসায় দ্বারা, বহু আলোচনা করিয়াছেন এবং অদ্যাপিও সে আলোচনার নিবৃত্তি হয় নাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ ঋগ্বেদ সম্বন্ধে যে সকল সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন, আমরা অদ্য এই বিদ্বজ্জন-মণ্ডিত পরিষদে সেই সকল সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিতে মনঃস্থ করিয়াছি। বিগতবর্ষে রাজসাহীতে যে সাহিত্য-সম্মিলন হইয়াছিল, সেই সম্মিলনে আমরা এ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা উত্থাপিত করিয়াছিলাম। আমাদের সেই সকল কথা সেই সম্মিলনে আদরের সহিত গৃহীত এবং 'নব্য ভারত" পত্রে প্রকাশিত করা হইয়াছিল। এই প্রকার আলোচনায় একটা গুরুতর লাভের বিশেষ সম্ভাবনা আছে বলিয়াই, আমরা সম্মিলিত সাহিত্যিক ধুরন্ধরবর্গের সম্মুখে বৎসরের পর বৎসর, এই কথা লইয়া

* প্রথম প্রস্তাব, গতবর্ষে রাজসাহীর সম্মিলনে পঠিত হইয়াছে।

উপস্থিত হইতেছি। পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের সিদ্ধান্ত এবং ভারতবর্ষের সিদ্ধান্ত একেবারে বিরুদ্ধ পথে অগ্রসর হইয়াছে। ঋগ্বেদ সম্বন্ধে বহুকাল হইতে ভারতবর্ষে যে সকল ধারণা প্রচারিত ও প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে, তাহার সহিত পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের প্রচারিত সিদ্ধান্তের কোনই মিল দেখিতে পাওয়া যায় না। বরং, উভয়ের প্রণালীগত বিরোধই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এখন কথা এই যে, কোন্ সিদ্ধান্ত ঠিক্? আমরা কি ঋগ্বেদ-সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মতেরই অনুসরণ করিব, না আমাদের দেশীয় চির-প্রচলিত মতেই আস্থা স্থাপন করিব? ইহার একটা মীমাংসা আবশ্যক। এই সাহিত্যিক সম্মিলনের ন্যায়, সেই মীমাংসার পক্ষে উপযুক্ত ক্ষেত্র আর মিলিবে না। কেন না, এই সম্মিলনীতে বঙ্গদেশের বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, চিন্তাশীল, অনুসন্ধিৎসু সাহিত্য রথি-গণ একত্র মিলিত হইয়াছেন। আমরা তাঁহাদিগের নিকটেই, অতি আগ্রহে ও বিনয়ে, ঋগ্বেদ-সম্বন্ধে সেই মীমাংসার ভার প্রদান করিতেছি। কিন্তু কেন এই মীমাংসা এত আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে?

ঋগ্বেদ ভারতবর্ষের মূল ধর্ম্মগ্রন্থ। ভারতবর্ষের হিন্দুবর্গের দৈনন্দিন ও নিত্যনৈমিত্তিক যাবতীয় ধর্ম্মক্রিয়া-সকল এই ঋগ্বেদেরই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া অদ্যাপি গৃহে গৃহে সম্পাদিত হইয়া থাকে। সুতরাং এই মহাধর্ম্মগ্রন্থ সম্বন্ধে মীমাংসাই, হিন্দুজাতির প্রত্যেক ধর্ম্মক্রিয়ার একমাত্র হেতু। এই কারণেই আমরা ঋগ্বেদ-সম্বন্ধে আলোচনার বিশেষ গুরুত্ব অনুভব করিতেছি।

আপনারা জানেন যে পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ ঋগ্বেদ-সম্বন্ধে বহু সময় ও শ্রম ও দৃঢ় অধ্যবসায় ব্যয় করিয়া যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা এইরূপ :—

'ঋগ্বেদ আদিমকালের মানব-সমাজের প্রাথমিক গ্রন্থ। ইহাতে সেই আদিম মানব-সমাজের অতি আদিম ধর্ম্ম-বিশ্বাসের অঙ্কুরমাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। জড় প্রকৃতির জড়ীয় কার্য্য-পরম্পরা দর্শনে বিস্মিত, ভীত ও চকিত হইয়া, সেই আদিম মানববর্গের হৃদয়ে যে ভীতি-বিহ্বল বিস্ময়-গাথা উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাই বাক্যে প্রকাশিত হইয়া, বিবিধ মধুর পদ্যচ্ছন্দে ঋগ্বেদে গ্রথিত হইয়াছে। পূর্ব্ব-গগনের রুদ্ধ-দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া, সুঘটিত অবয়ব-সম্পদে সমুজ্জ্বলা বালিকা উষা, যখন সুললিত আস্যে লোহিত হাস্য-চ্ছটা বিকীর্ণ করিতে করিতে, লোক-লোচনের সম্মুখে আত্ম-সৌন্দর্য্যের বিকাশ করিয়াছিল, তখন সেই মনোহর ও অদ্ভুত দৃশ্যে বিমুগ্ধ-চিত্ত মানব-মণ্ডলীর সরল-হৃদয়ে যে ভীতি-মিশ্রিত বিস্ময়ের উদ্রেক হইয়াছিল, তাহাই উষার প্রতি প্রযুক্ত "সূক্ত"-রূপে ঋগ্বেদে নিবদ্ধ হইয়াছে। আদিম অর্দ্ধ-সভ্য যুগে আদিম ঋষিবর্গ, ভারতের জড়ীয় প্রকৃতির এবংবিধ নিয়ত পরিবর্ত্তন-শীল, বিবিধ বিস্ময়কর ও ভীষণ মধুর কার্য্য-পরম্পরা-দর্শনে মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহারা সরল-প্রাণে, সরল-বিশ্বাসে, ঐ সকল জড়ীয় কার্য্য-পরম্পরাকেই স্বতন্ত্র, স্বতন্ত্র "দেবতা" জ্ঞান করিতে লাগিলেন এবং বৈদিকগাথা উচ্চারণ করিতে করিতে, হৃদয়ের কৃতজ্ঞতায় উহাদের সম্মুখে প্রণত হইলেন !!

সূর্য্যের উদগ্র কর-ধারা, বর্ষার বিদ্যুৎ ও ঘন-গর্জ্জন, প্রবল ঝটিকার সময়ে বায়ুর উন্মাদ তাণ্ডব-নৃত্য—সকলই অসীম শক্তিশালী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেবতার স্থান গ্রহণ করিল। এবং তাঁহারা ইহাদিগের উদ্দেশ্যে যে সকল সরল-ললিত কবিতা উচ্চারণ করিলেন, তাহাই ঋগ্বেদের সূক্ত!! দুই বা ততোধিক শুষ্ক কাষ্ঠের ঘর্ষণে অকস্মাৎ অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল! বৈদিক ঋষি এই অদ্ভুত দৃশ্য দর্শনে চমকিয়া উঠিলেন এবং উহাকেই স্তব স্তুতি করিতে আরম্ভ করিলেন!!'

পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ অনেকেই ঋগ্বেদ-সম্বন্ধে এই প্রকার ধারণাই পোষণ করেন। এক অদ্বিতীয়, পূর্ণ পরমেশ্বরের ধারণা; প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্য পরম্পরার মধ্যগত একত্ব; একই মূলশক্তি যে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বিবিধ ক্রিয়ার আকারে আত্ম-বিকাশ করিয়া থাকে—এই সকল সমুন্নত বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক রহস্য বৈদিক ঋষিগণের চিত্তে তখনও উদিত হয় নাই। প্রকৃতির এই সকল গম্ভীর, সুন্দর, ভীষণ দৃশ্য-পটের অন্তরালে যে এক অনন্ত-পূর্ণ মহা সৌন্দর্য্যের "উৎস" অবস্থিত রহিয়াছে, এবং সেই মহান্ উৎস হইতেই যে, চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত বারিবিন্দুবৎ, এই সকল ভিন্ন ভিন্ন বহু সংখ্যক দৃশ্যগুলি বহির্গত হইতেছে, সেই মৌলিক একত্বের সংবাদ—সেই এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুর ধারণা—তখনও বৈদিক ঋষি বুঝিতে পারিয়াছিলেন না। ঋগ্বেদে এই একত্বের কোন কথা নাই, এই সকল সমুন্নত দার্শনিক তত্ত্বের কোন নির্দ্দেশ নাই। ঋগ্বেদ বহুত্ব-বাদে পরিপূর্ণ। আর যদি বা কোথাও এক আধটুকু থাকে,—তাহা অতি অস্পষ্ট, ভাসা-ভাসা, কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন, এবং স্ববিরোধী আভাস মাত্র!! কার্য্য-কারণ-বাদ, সৃষ্টিরহস্য, অদ্বৈতবাদ, নৈতিকজীবন-গঠনোপযোগী নীতিবিদ্যা—এ সকল তৎকালে বিদিত ছিল না বলিলেই চলে! ঋগ্বেদ-সম্বন্ধে পাশ্চাত্য জগতে এই প্রকার নিম্ন-ধারণাই পরিপোষিত হইয়া আসিতেছে।

কিন্তু ইহাই কি প্রকৃত কথা? ইহাই কি প্রকৃত সিদ্ধান্ত? সত্যই কি ঋগ্বেদ—অৰ্দ্ধসভ্য, ভীতিবিহ্বল, বিস্ময়-বিমূঢ় মানবের, সরল প্রাণের সহজ-ধারণা-প্রসূত পদ্যাবলী মাত্র? পাশ্চাত্য দেশের সিদ্ধান্তের ন্যায়, ভারতবর্ষেও কি ঋগ্বেদ-সম্বন্ধে এই প্রকার নিম্ন ধারণাই পরিপোষিত হইত? আমরা এস্থলে ইহারই পরীক্ষা করিব।

প্রাচীনকালের বহু গ্রন্থে এরূপ বহু প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, ঋগ্বেদের উপরে ভারতীয় বিদ্বজ্জনগণের অসাধারণ অনুরাগ ও ভক্তি ছিল। জননী যেমন আপন নিরাশ্রয় শিশুটিকে সযত্নে আপন বক্ষে আবরণ করিয়া রাখেন, বৈদিককালের ঋষিগণ এবং তৎপরবর্ত্তী পণ্ডিতগণ—ততোধিক মমতা, যত্ন ও আদরের সহিত বেদগ্রন্থের রক্ষা ও পালন করিতেন। ঋগ্বেদ যদি কেবলমাত্র জড়-প্রকৃতির দৃশ্যাবলীর প্রতি বিস্ময়-প্রকাশক স্তুতি-গাথা মাত্রই হয়, তাহা হইলে এ প্রকার অসামান্য আদর ও ভক্তির কোন কারণ আবিষ্কার করিতে পারা যায় না। যাহাতে ঋগ্বেদে ব্যবহৃত একটি বর্ণ, একটি অক্ষর, একটি শব্দও এদিক্ ওদিক্ না হয়,—যাহাতে সূক্ত হইতে একটি মাত্র বর্ণও কেহ স্থানচ্যুত করিতে না পারে বা সূক্তমধ্যে

নূতন ভাবে প্রবেশ করিয়া দিতে না পারে, এই নিমিত্ত তৎকালে অসাধারণ সতর্কতা অবলম্বিত হইত। পঠ-পাঠ, ক্রম-পাঠ, জটা-পাঠ প্রভৃতি প্রণালী অদ্যাপি তাহার নিদর্শন-রূপে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। কেন এ প্রকার সতর্কতা অবলম্বিত হইল? হিন্দুদিগের ব্যবস্থাশাস্ত্রে ও সংহিতা-গ্রন্থে এই কথা স্পষ্ট নির্দ্দেশিত হইয়াছে যে, যে গৃহে নিত্য বেদগ্রন্থ পঠিত না হয়, যে গ্রামে নিত্য বেদমন্ত্রের ধ্বনি না শুনা যায়, সেই গৃহ, সেই গ্রাম—শ্মশান-সদৃশ। যে ব্রাহ্মণ নিত্য বেদগ্রন্থ পাঠ না করেন, তিনি পুত্র পৌত্রাদি সহ পতিত হন। ধর্ম্ম-সংহিতা গুলিতে কেন এ প্রকার অদ্ভুত ব্যবস্থা প্রদত্ত হইল? বেদ যদি কেবলমাত্র ভৌতিক জড়ীয় বস্তুর গুণ-প্রকাশক গ্রন্থই হয়, তবে তাহার জন্য এ প্রকার বিধানের আবশ্যকতা কি? যাঁহারা জগতের অন্তস্তলদর্শী তত্বজ্ঞ, যাঁহারা ঘোরতর অদ্বৈতবাদ পোষণ করিতেন, এবং যাঁহারা ব্রহ্ম ব্যতীত অপর সকল পদার্থকে স্বপ্নতুল্য, ইন্দ্রজালবৎ বলিয়া অনাস্থা প্রদর্শন করিতেন-- ঈদৃশ মহাকূটতর্কপরায়ণ, দার্শনিক মনীষাসম্পন্ন, শঙ্করাচার্য্য-প্রমুখ পণ্ডিত বর্গও ঋগ্বেদের নামে অসাধারণ ভক্তি ও সম্ভ্রম প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। জড়বিজ্ঞানের মূল আবিষ্কর্ত্তা, সাংখ্য-প্রণেতা, মহাপুরুষ কপিল—তর্কমুখে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই, কিন্তু তিনি হৃদয়ের ভক্তির সহিত, বেদগ্রন্থের উপরে শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ইহারই বা কারণ কি? ইঁহারাও কি তবে নিতান্ত মূঢ়চিত্ত ছিলেন? অপরের কথা যাহাই হউক, দার্শনিক পণ্ডিতগণের পক্ষে, বেদগ্রন্থের প্রতি ঈদৃশ আচরণ কি নিতান্তই বিস্ময়কর নহে? অদ্যাপি হিন্দুর গৃহে যে সকল ধর্ম্মক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে—বিবাহে, শ্রাদ্ধে, সর্ব্বত্র—এগুলি সেই ঋগ্বেদেরই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক সম্পাদিত হইয়া থাকে। অদ্যাপি হিন্দুগণ প্রাতে ও সায়াহ্নে, প্রাত্যহিক উপাসনায়, ঋগ্বেদেরই গায়ত্রীমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পরমেশ্বরের স্তুতি ও উপাসনা করিয়া থাকেন। ইহারই বা কারণ কি? জড়ীয় বস্তুর প্রতি প্রযুক্ত কবিতা গুলি, হিন্দুগৃহে এতকাল পর্য্যন্ত এ প্রকার উচ্চ-আসন কোন্ গুণে পাইল? তাই বলিতে ছিলাম, ঋগ্বেদ জড়ীয় পদার্থের গুণ-প্রকাশক গ্রন্থ নহে। ইহাতে কিছু অসাধারণত্ব নিশ্চয়ই আছে।

পাশ্চত্য পণ্ডিতবর্গ ঋগ্বেদকে কেবল যে ভৌতিক জড়বস্তুর স্তুতি-প্রকাশক গ্রন্থ বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন, তাহা নহে। তাঁহারা আমাদিগকে বলিতেছেন যে, ভারতীয় উপনিষদ্ এবং বেদান্তদর্শনে যে উন্নত ব্রহ্মতত্ব দৃষ্ট হয়, উহা ক্রম-চিন্তার ফল। এই ব্রহ্মতত্ব ঋগ্বেদের সম্পত্তি নহে। ঋগ্বেদের জড়োপাসনা হইতে আরম্ভ করিয়া বহু কোটি বৎসর অতীত হইবার পর, কোন কোন ঋষির চিত্তে বহুপরে ব্রহ্মের একত্বের ধারণা প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছিল। ইহাই "সূত্র যুগ" নামে প্রখ্যাত। ঐতিহাসিক পরিণতির ইহাই নিয়ম। ক্রম-নিম্নস্তর হইতে ক্রমোন্নত স্তরে উন্নীত হওয়াই নিয়ম। এই নিয়মানুসারেই ঋগ্বেদের জড়বাদ ও বহুত্ববাদ, বহুকালপরে ভারতের বেদান্তদর্শনের ব্রহ্মবাদে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু ইহাও কি সত্য? পাশ্চাত্যদেশের এই ধারণা কি ভারতীয় ধারণার সঙ্গে মিলে?

আমরা দেখিয়াছি, ভারতবর্ষের প্রাচীন কাল হইতে ঋগ্বেদকে ভৌতিক জড়পদার্থের স্তুতিগ্রন্থমাত্র বলিয়া যেমন সিদ্ধান্ত করা হয় নাই, তদ্রূপ ব্রহ্মবাদ সম্বন্ধে ঐ প্রকার ক্রম-পরিণতির কথাও গৃহীত হয় নাই। ভারতবর্ষের চিরপ্রচলিত ধারণা ও সিদ্ধান্ত এই প্রকার যে, উপনিষদ্, দর্শন শাস্ত্র, স্মৃতিশাস্ত্র এবং পুরাণশাস্ত্র—পরকালবর্ত্তী এই সকল শাস্ত্রের প্রত্যেকেই—ঋগ্বেদেরই উপদেশ ও সিদ্ধান্তকেই গ্রহণ করিয়াছে। ঋগ্বেদের মত ও সিদ্ধান্তেরই বিস্তৃতি ও ব্যাখ্যামাত্র করিয়াছে; নূতন কিছু আবিষ্কার করে নাই। পরবর্ত্তী গ্রন্থগুলি ক্রমোন্নত চিন্তার ফল হইলে, নিশ্চয়ই ঐ সকল গ্রন্থে এমন সকল কথা থাকিবে, যাহা ঋগ্বেদের সময়ে আবিষ্কৃত ছিল না এবং যাহা ঋগ্বেদের বিরোধী। কেন না ঐতিহাসিক ক্রম-পরিণতির নিয়মই এই যে, পূর্ব্ববর্ত্তী কালের সিদ্ধান্ত ও মত অপেক্ষা বহুভাবে উন্নততর মত ও সিদ্ধান্ত,—পরবর্ত্তী কালে, ক্রম চিন্তার ফলে, মানবের মনে উদিত হইয়া থাকে এবং পর-বর্ত্তী কালের সেই সকল সিদ্ধান্ত আদিম কালের নিম্ন সিদ্ধান্তের প্রায়ই বিরোধী হইয়া থাকে। কেন না, উন্নত হইতে গেলেই, পূর্ব্বমতের বিরোধী না হইয়া পারে না। কিন্তু ভারতের বিশ্বাস এই যে, দর্শন ও স্মৃতি প্রভৃতি পরবর্ত্তী গ্রন্থে এমন কোন কথা নাই, যাহা বেদের বিরোধী। এদেশে কোন কালেই বেদ-বিরোধী মত আদর লাভ করিতে পারে নাই। যে স্থলে বেদে ও অপর শাস্ত্রে আপাততঃ বিরোধ লক্ষিত হয়, তাদৃশ স্থলে বৈদিক মতেরই প্রাধান্য দিয়া, সেই মতেরই অনুগতরূপে, অপর শাস্ত্রের মতকে সমন্বয় করিয়া লইতে হয়। ভারতবর্ষীয় শাস্ত্রকারগণের ইহাই একমাত্র সিদ্ধান্ত। সুতরাং উপনিষদ্ ও বেদান্তদর্শনাদির কথিত ব্রহ্মতত্ত্ব, নূতন কিছু আবিষ্কার নহে, বেদের বিরোধীও কোন কথা নহে। বেদান্তের ব্রহ্মতত্ত্ব ঋগ্বেদেরই সম্পত্তি, উহা ঋগ্বেদ হইতেই গৃহীত। ঋগ্বেদে যে ব্রহ্মতত্ত্ব সংক্ষেপে কথিত, উপনিষদে ও বেদান্তে তাহাই বিস্তৃতভাবে পরিপুষ্ট ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে মাত্র। ইহাই ভারতবর্ষের সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তও, পাশ্চাত্য সিদ্ধান্তের অনুকূল সিদ্ধান্ত নহে। সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, ঋগ্বেদ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দেশ যে সকল মীমাংসায় উপনীত হইয়াছে, ভারতবর্ষ সে প্রকার সিদ্ধান্ত করেন নাই। ভারতবর্ষের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের। এখন আমরা ইহাই জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে, আমরা ঋগ্বেদ সম্বন্ধে কোন্ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিব? আমরা কি ঋগ্বেদকে জড়ীয় বস্তুর স্তুতি-গাথা-প্রদর্শক গ্রন্থ বলিয়া হতাদর করিব, না ঋগ্বেদকে ব্রহ্মপ্রতিপাদক ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়াই আদরে গ্রহণ করিব? এই মীমাংসার জন্যই আমরা অদ্য এই সমবেত সাহিত্যিক ধুরন্ধরগণের সম্মুখে আমাদের বক্তব্য লইয়া বিনীত-ভাবে উপস্থিত হইয়াছি।

গত বৎসর, রাজসাহীর সাহিত্য-সম্মিলনের পুণ্যক্ষেত্রে আমরা ইহাই প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম যে, উপনিষদে ও বেদান্তদর্শনে—ইন্দ্র, সবিতা, দ্যৌঃ, অগ্নি, প্রভৃতি "দেবতা"গণের সম্বন্ধে উত্তম সিদ্ধান্ত আছে। আমরা ঐ সকল গ্রন্থোক্ত সিদ্ধান্তের প্রকৃতি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া এই সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলাম যে, উপনিষদে ও বেদান্তদর্শনে

যেখানেই ইন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, মরুৎ প্রভৃতি দেবতার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সেই স্থলে ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে যে,—ইন্দ্রাদি দেবতারা 'কার্য্য' মাত্র, এবং কার্য্যবর্গের মধ্যে অনুস্যূত 'কারণ-সত্তা' বা 'ব্রহ্মসত্তাই' ঐ সকল স্থলের একমাত্র লক্ষ্য। কার্য্যবর্গ যে কারণ-সত্তা হইতে 'স্বতন্ত্র' কোন বস্তু নহে—ইহাই বেদান্তকথিত অদ্বৈতবাদের প্রকৃতি।

ভারতীয় উপনিষদ্ গ্রন্থগুলি এবং সুপ্রসিদ্ধ বেদান্তদর্শনের যে সকল ভাষ্য শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার "অদ্বৈত-বাদ" কিরূপ, তাহা সুস্পষ্টরূপে বিবৃত হইয়াছে। ভারতীয় অদ্বৈত-বাদের প্রকৃতি এই যে,—কারণ-সত্তা হইতে কার্য্যবর্গের স্বতন্ত্র সত্তা নাই। কার্য্যবর্গের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট কারণের সত্তা দ্বারাই, কার্য্যবর্গের সত্তা। সুতরাং কারণ-সত্তাই একমাত্র বস্তু। অদ্বৈতবাদের ব্যাখ্যাতা শঙ্করাচার্য্য বেদান্তদর্শনে বলিয়াছেন—

"বিকারেষ্বনুগতং জগৎ-কারণং ব্রহ্ম নির্দ্দিষ্টম্। তদিদং সর্ব্বমিত্যুচ্যতে। যথা 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মে'তি। কার্য্যঞ্চ কারণাদব্যতিরিক্তমিতি বক্ষ্যামঃ" (বেদান্ত ভাষ্য ১।১।২৫)।

কার্য্যবর্গের মধ্যে অনুগত বা অনুস্যূত কারণ-সত্তা বা ব্রহ্মসত্তাই একমাত্র লক্ষ্য। ব্রহ্ম-সত্তাই সকল কার্য্যের মধ্যে অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছেন এবং কার্য্যবর্গের 'স্বতন্ত্র' কোন সত্তা নাই। কারণ-সত্তাতেই কার্য্যবর্গের সত্তা। মৃত্তিকার সত্তাই ঘট-শরাবাদিতে অনুপ্রবিষ্ট থাকে; মৃত্তিকার সত্তাতেই ঘট-শরাবাদির সত্তা। মৃত্তিকার সত্তা-ব্যতীত, ঘট-শরাবাদির নিজের কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই। সুতরাং কারণ-সত্তাই একমাত্র বস্তু। ভারতীয় অদ্বৈত-বাদের ইহাই প্রকৃতি। বেদান্তদর্শনে ইহাই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। উপনিষদ্গুলিতেও যেখানেই দেবতাবর্গের উল্লেখ আছে, সেই স্থলেই দেবতাবর্গের মধ্যে অনুস্যূত 'প্রাণশক্তি' বা কারণ-সত্তার কথা বলা হইয়াছে। সুতরাং ইন্দ্র, সূর্য্যাদি দেবতাবর্গ কোন জড়বস্তু নহে। উহাদের স্বতন্ত্র কোন সত্তা নাই। কারণ-সত্তা দ্বারাই উহাদের সত্তা। কারণ-সত্তা ব্রহ্মসত্তা ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। সুতরাং ইন্দ্র, সূর্য্যাদি দেবতাবর্গ,—ব্রহ্ম-সত্তা ব্যতীত স্বতন্ত্র কোন বস্তু হইতে পারে না। আমরা গতবর্ষে বেদান্ত ও উপনিষদে উল্লিখিত ইন্দ্র, সূর্য্যাদি দেবতার কথা উল্লেখ করিয়া, এই সিদ্ধান্তই বিস্তৃতভাবে প্রদর্শন করিয়াছিলাম। উপনিষদ্ ও বেদান্ত উভয়েই,—ইন্দ্র সূর্য্যাদি দেবতার তত্ত্বকে ঋগ্বেদ হইতেই লইয়াছেন এবং ঋগ্বেদের সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই জন্যই, বেদান্তের সিদ্ধান্ত দ্বারা আমরা ঋগ্বেদেরও দেবতা-সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত কিরূপ, তাহা বুঝিতে পারি। কেননা, পরবর্ত্তী কোন গ্রন্থই বৈদিক সিদ্ধান্তের বিরোধী সিদ্ধান্ত করেন নাই।

আমরা অদ্য এই সম্মিলন-ক্ষেত্রে, ঋগ্বেদে উল্লিখিত ইন্দ্র, সূর্য্যাদি 'দেবতাবর্গ' যে জড় বস্তু নহে; উহারা যে ব্রহ্মসত্তামাত্র,—এ সম্বন্ধে স্বয়ং ঋগ্বেদের মধ্যে কিরূপ কথা আছে, তাহারই দুই চারিটি কথা আপনাদিগের নিকটে উপস্থিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। ইন্দ্র, সূর্য্যাদি দেবতাবর্গ যে জড়, ভৌতিক বস্তু নহে,—তৎসম্বন্ধে গতবর্ষে রাজসাহীতে, উপনিষদ্ ও বেদান্তদর্শনের সিদ্ধান্ত, আমরা দেখাইয়াছি। অদ্য এই গৌরীপুরে, সাহিত্য-সম্মিলনীতে,

তৎসম্বন্ধে ঋগ্বেদের নিজের সিদ্ধান্ত কিরূপ তাহাই শুনাইব। আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ যে ঋগ্বেদের উল্লিখিত দেবতাবর্গকে জড়বস্তু বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সেই সিদ্ধান্ত নির্ব্বিরোধে গৃহীত হইবার যোগ্য কি না?

কার্য্যবর্গের মধ্যে কারণ-সত্তার অনুসন্ধান এবং সেই কারণ-সত্তার স্তুতি—ইহাই ঋগ্বেদের স্থির লক্ষ্য। ঋগ্বেদ কোন জড় ভৌতিক বস্তুর স্তুতি করেন নাই। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত ঋগ্বেদ কেবল সেই কারণ-সত্তারই অনুসন্ধান করিয়াছেন এবং সেই সত্তারই স্তুতি করিয়াছেন। যাঁহারা গভীরভাবে ঋগ্বেদের দেবতাবর্গের প্রকৃতি বিচার করিবেন, তাঁহারা এতদ্ব্যতীত অন্য কোন সিদ্ধান্তে উপনীত না হইয়া পারিবেন না। ঋগ্বেদের দেবতাবর্গ কেবলমাত্র কোন স্থূল পদার্থ নহে। স্থূল বস্তুর অভ্যন্তরে একটি গূঢ় সূক্ষ্ম পরমবস্তু আছে। ঋগ্বেদ সর্ব্বত্র নানাভাবে, নানারূপে, সেই গূঢ় পরম বস্তুরই বারংবার উল্লেখ ও স্তুতি করিয়াছেন।

একই পরম-সত্তা নানা নামে ঋগ্বেদে আহূত হইয়াছেন।—

"একং 'সৎ' বিপ্রা বহুধা বদন্তি
অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ।"—

একই 'সত্তাকে' তত্ত্বদর্শিগণ অগ্নিনামে, যমনামে, বায়ুনামে, ইন্দ্রনামে আহ্বান করিয়া থাকেন।

"মহৎ দেবানামসুরত্বমেকম্।"—

দেবতাদিগের মহৎ মৌলিক বল একই। দেবতাদিগের মূল-সত্তা এক ব্যতীত দ্বিতীয় নহে। ইহাই ঋগ্বেদের সিদ্ধান্ত। কার্য্যবর্গের মধ্যে এক মূলসত্তা বিরাজিত, একই মূল-সত্তা অনুস্যূত, অনুপ্রবিষ্ট। ঋগ্বেদ সেই মূল-সত্তারই স্তুতি-গীতিতে পরিপূর্ণ।

আমরা এই সম্বন্ধে এ স্থলে ঋগ্বেদ হইতে কয়েকটি মাত্র প্রমাণ উপস্থাপিত করিয়া দেখাইতেছি।—

১। আমরা ঋগ্বেদে যে স্থলেই অগ্ন্যাদি দেবতার উল্লেখ দেখিতে পাই, সেই স্থলেই এইরূপ উক্তি দেখিতে পাওয়া যায় যে, অগ্নি, বরুণ, সূর্য্য প্রভৃতি দেবতা, একটি 'গূঢ়' পদ ও 'গূঢ়' নাম ধারণ করেন। অগ্ন্যাদি বস্তু যদি কেবলমাত্র ভৌতিক জড় বস্তুই হইত, তাহা হইলে, কেন ঋগ্বেদ অগ্ন্যাদি দেবতার মধ্যগত এই গূঢ় পদ ও গূঢ় নামের উল্লেখ করিতে যাইবেন? আমরা যদৃচ্ছাক্রমে এস্থলে কয়েকটি দৃষ্টান্ত আপনাদের নিকটে উল্লেখ করিতেছি।

চতুর্থ মণ্ডলের পঞ্চম সূক্তে একটি কথা আমরা দেখিতে পাই। "অগ্নি আমাকে একটি গভীর 'গূঢ় পদ' বলিয়া দিয়াছেন। যাহারা পাপপরায়ণ, যাহারা অসত্য বিষয় ও বস্তু লইয়াই নিয়ত ব্যাপৃত থাকে, তাহারা অগ্নির এই গূঢ় পদটিকে জানিতে পারে না"—প্রথমতঃ আমরা এইরূপ উক্তি দেখিতে পাই। তৎপরে নবম মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে, "একটি ক্ষীরপ্রসবিনী গাভী অগ্নির সেবা করিয়া থাকে। এই অগ্নি দেবগণের সমষ্টি-স্বরূপ। এই অগ্নি পরম-গূঢ়

অবিনাশী পদে (ঋতস্য পদে) দীপ্তি পাইতেছেন"। অষ্টম মন্ত্রে আছে—"গাভীর মধ্যে যেমন গূঢ়ভাবে দুগ্ধ থাকে, দোহন করিলে বাহির হয়; অগ্নির মধ্যেও তদ্রূপ গূঢ় দুগ্ধ গূঢ়-ভাবে অবস্থান করিতেছে; আমার এই বাক্যের পর, আর কি বক্তব্য থাকিতে পারে?" আপনারা দয়া করিয়া ভাবিয়া দেখুন যে, এ প্রকার উক্তিগুলির তাৎপর্য্য কি? কেন এরূপ করিয়া অগ্নির মধ্যস্থ "গূঢ়-পদের" কথা বলা হইয়াছে? এই গূঢ় পদটি কি ব্রহ্ম-সত্তা নহে? যাঁহারা অগ্নির গূঢ় তত্ত্ব জানেন, কেবল তাঁহারাই এই পরম গূঢ় পদের বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে পারেন। কিন্তু যাহারা সংসারের অসত্য বস্তু লইয়া—ধনজন লইয়া—সর্ব্বদা ব্যস্ত, তাহারা অগ্নি-মধ্যস্থ এই নিগূঢ় পদটির কোনই সংবাদ রাখেনা।

দেবতাবর্গের মধ্যবর্ত্তী গূঢ় পদের উল্লেখ, ঋগ্বেদের কেবল একটি মাত্র স্থানেই যে আছে, তাহা নহে। ঋগ্বেদের প্রায় সর্ব্বত্রই ইহা দৃষ্ট হয়। সপ্তম মণ্ডলের একটি মন্ত্রে বরুণ দেবতার সম্বন্ধে এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়।

"বিদ্বান্ পদস্য গুহ্যান্ অবোচৎ,
যুগায় বিপ্র উপরায় শিক্ষন্।" (৭।৮৭।৪)

যাহারা যোগ্য শিষ্য, তাহাদিগকেই বরুণ, একটি পরম-নিগূঢ় পদের সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন। নবম মণ্ডলে সোম-দেবতা সম্বন্ধেও এই গূঢ় পদের কথা উল্লিখিত দৃষ্ট হয়,—

"যুনা হি সন্তা প্রথমং বিজজ্ঞতু
গুহাহিতং জনিমনেমমুদ্যতম।" (৯।৬৮।৫)

সোম দুই প্রকার। একটি স্থূল; অপরটি অতীব নিগূঢ়। এই দুই প্রকার সোমই একত্র অভিব্যক্ত হইয়াছিলেন।

প্রথম মণ্ডলের ৭২ সূক্তে একটি মন্ত্রে আমরা দেখিতে পাই,—"দেবতারাও, অগ্নির এই গূঢ় পদটিকে প্রথমে জানিতে সমর্থ হন নাই। ইহারা অতি কষ্টে এবং বহুশ্রম স্বীকারের পর, ধ্যান-যোগে অগ্নির এই গূঢ় স্বরূপটিকে জানিতে পারিয়াছিলেন।" হে সমবেতবিদ্বন্মণ্ডলী! আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখুন, অগ্ন্যাদির এই পরম-গূঢ় পদটি—কার্য্যবর্গে অনুস্যূত 'কারণ-সত্তা' বা ব্রহ্ম-সত্তা ব্যতীত অন্য কিছুই হইতে পারে না। কার্য্যবর্গের মধ্যে অনুসন্ধান ও ভাবনা করিতে করিতে, এই 'কারণ-সত্তা' সাধকের অনুভব-গোচরে আইসে। ঋগ্বেদ 'গূঢ় পদের' দ্বারা আমাদিগকে সেই তত্ত্বই বলিয়া দিয়াছেন।

এই গূঢ় পদ সম্বন্ধে আমরা আরও দুই চারিটি স্থল উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি।

"য ঈং চিকেত গুহা ভবন্তং আ যঃ সসাদ ধারামৃতস্য" (১।৬৭।৪)

যাঁহারা অমৃতের ধারা-স্বরূপ এবং নিগূঢ় অগ্নিকে জানিতে পারেন, অগ্নি তাঁহাদিগকেই কেবল ধনের কথা বলিয়া দেন।

"চিকিত্বান্, অগ্নিং পদে পরমে তস্থিবাংসম্" (১।৭২।৪)

অগ্নি—একটি গূঢ় 'পরম-পদে' অবস্থান করেন।

ইন্দ্রদেবতারও আমরা ঋগ্বেদে একটি গূঢ় পদের কথা দেখিতে পাই—

"গুহাহিতং গুহ্যং গূঢ়ম্" (৩।৩৯ ৬)

ইন্দ্র - অতি গূঢ় এবং ইন্দ্র গুহ্য এবং গূঢ় স্থানে অবস্থান করেন।

"অবাচচক্ষংপদমস্য সস্বরুগ্রম্" (৫।৩০।২)

আমি ইন্দ্রের সেই উগ্র ও নিগূঢ় পদটিকে জানিতে পারিয়াছি।

বরুণ-সম্বন্ধেও গূঢ়পদের উল্লেখ এই ভাবে দৃষ্ট হয়—

"ত্রিরন্তরাণি বরুণস্য ধ্রুবং পদঃ" (৭।৪১।৯)।

আকাশ, অন্তরীক্ষ ও ভূলোক ব্যতীতও, বরুণের অপর একটি "ধ্রুব পদ" আছে। এই পদের বিষয়ে বরুণ—সকলের নিকটে উপদেশ করেন না, কেবল অতি যোগ্য ও সমীপবর্ত্তী শিষ্যকেই এই গূঢ়পদের তত্ত্ব তিনি বলিয়া দেন (৭।৮৭।৪)।

সূর্য্যদেবতা সম্বন্ধেও প্রকারান্তরে এই তত্ত্বই বুঝিতে পারি।—

"অথৈকং চক্রং যদ্ গুহা, তদধ্যাতয় ইদ্বিতঃ" (১০।৮৫ ১৬)।

সূর্য্যের এই স্থূল চক্র ব্যতীত, একটি চক্র আছে। সকল লোকেই এই গূঢ় চক্রের সংবাদ রাখে না—রাখিতে পারে না। যাঁহারা ধ্যান-পরায়ণ, কেবল তাঁহারাই এই গূঢ় চক্রের কথা জানিতে পারেন।

দেবতাদিগের এই 'গূঢ়-পদ' ব্যতীত, সকল দেবতারই যে আবার একটি গূঢ় 'নাম' আছে, সে কথাও ঋগ্বেদ আমাদিগকে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছেন। আমরা অধিক স্থল উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিব না। একটি মাত্র স্থল উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি।

"দেবো দেবানাং গুহ্যানি নাম আবিষ্কৃণোতি" (৯।৯৫।২)

দেবতাদিগের সকলেরই যে এক একটি পরম-গোপনীয় নাম আছে, সোমদেবই তাহা আবিষ্কার করিয়াছেন। আরো একটি স্থল দেখুন—

"বিদ্মা তে নাম পরমং গুহা যৎ,
বিদ্মা তমুৎসং যত আজগন্থ" (১০।৪৫ ২)

হে অগ্নি! আমরা তোমার পরম-গোপনীয় যে একটি নাম আছে,তাহা জানিতে পারিয়াছি। এবং তুমি যে 'উৎস' হইতে আসিয়াছ, সেই উৎসটিকেও জানিতে পারিয়াছি।

সকল দেবতারই যে একটি গূঢ় নাম আছে,—ইহা ঋগ্বেদের সর্ব্বত্রই অতীব সুস্পষ্ট।

আমারা উপরে বলিয়া আসিয়াছি যে, পাশ্চাত্যদেশের পণ্ডিতবর্গ ঋগ্বেদের দেবতাবর্গকে স্থূল জড় পদার্থ বলিয়াই স্থির করিয়াছেন। যদি দেবতাবর্গ কেবল স্থূল জড় পদার্থই হন, তাহা হইলে ঋগ্বেদের উল্লিখিত দেবতাবর্গের মধ্যস্থিত এই গূঢ় নামের কথা নিতান্তই অর্থশূন্য হইয়া পড়ে কি না, আপনাদিগকে সেইটি বিবেচনা করিয়া দেখিতে আমরা সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি।

তাই বলিতেছিলাম যে, ঋগ্বেদের দেবতাবর্গ স্থূল জড়বস্তু নহেন। ঋগ্বেদ অদ্বৈতবাদের বিশাল ভিত্তিস্বরূপ। ইহা অদ্বৈতবাদের মহান্ গ্রন্থ। বেদান্ত ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য আমাদিগকে যে শিক্ষা দিয়াছেন যে, কার্য্যবর্গের কারণ-সত্তা ব্যতীত 'স্বতন্ত্র' কোন সত্তা নাই,—ইহা ঋগ্বেদেরই শিক্ষা ও উপদেশ। অগ্নি, সূর্য্য, ইন্দ্রাদি দেবতাবর্গে অনুস্যূত কারণ-সত্তা বা ব্রহ্ম-সত্তাই ঋগ্বেদের লক্ষ্য। অগ্ন্যাদি দেবতার মধ্যবর্ত্তী গূঢ় পদের উল্লেখ করিয়া এবং অগ্ন্যাদি দেবতার গূঢ় নামের কথা উল্লেখ করিয়া ঋগ্বেদ, সেই লক্ষ্যই দৃঢ়ীভূত করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও ঋগ্বেদে আরও গুরুতর প্রমাণ আছে।

২। ঋগ্বেদে যেখানেই কোন দেবতার উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই খানেই সঙ্গে সঙ্গে আমরা "ঋত" শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাই। এই "ঋত" শব্দের অর্থ—সত্য, অবিনাশি সত্তা। এই "ঋত" শব্দ কারণ সত্তাকে লক্ষ্য করিয়াই প্রযুক্ত হইয়াছে *। এক ঋত বা কারণ-সত্তা যে সকল দেবতার মূলে, সকল দেবতাই যে ঋত হইতে জাত, ঋত দ্বারা পুষ্ট এবং ঋতই উঁহাদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট, ঋগ্বেদে এ কথা সর্ব্বত্রই অতি স্পষ্টরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। ঋগ্বেদের সর্ব্বত্রই এইরূপ কথা নিবদ্ধ আছে যে,—সূর্য্য ইন্দ্র, উষা, মরুৎপ্রভৃতি সকল দেবতাই ঋত হইতে জাত, ঋতকে স্পর্শ করিয়া অবস্থিত, ঋতই দেবতাবর্গের নাভিস্বরূপ, দেবতারা ঋত-বিশিষ্ট এবং ঋত দ্বারা পরিপুষ্ট। কেন একথা বলা হইয়াছে? সকল দেবতার মধ্যে—সকল কার্য্যবর্গের মধ্যে—যে ঋত বা কারণ-সত্তা অনুপবিষ্ট রহিয়াছেন; সেই সত্তাকে অবলম্বন করিয়াই যে কার্য্যবর্গ (দেবতাবর্গ) অবস্থান করিতেছেন,—ইহাই এই ঋত-শব্দপ্রয়োগের একমাত্র উদ্দেশ্য।

আমরা সকল মণ্ডল হইতেই এই 'ঋত' শব্দ প্রয়োগের দুই একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি। আপনারা দেখিবেন, এই ঋত শব্দটি কার্য্য-বর্গে অনুস্যূত 'কারণ-সত্তা'কেই বুঝাইতেছে।—

দ্যাবা-পৃথিবী—ঋতের যোনিতে বাস করেন (১০।৬২।৮)।

সোম—ঋত হইতে জাত, ঋত দ্বারা বর্দ্ধিত এবং নিজেও ঋতস্বরূপ (৯।১০৮।৮)।

মরুদ্গণ ঋত হইতে জাত (৩।৫৪।১৩), ঋত দ্বারা পুষ্ট এবং ঋতবিশিষ্ট (৭।৬৬।১৩)।

অগ্নি—গূঢ়-ভাবে ঋতের পদে অবস্থিত আছেন (৪।৫।৯)।

বৃহস্পতি—ঋতের রথে আরোহিত আছেন (২।২৩।৩)।

সূর্য্য—ঋত দ্বারা আচ্ছাদিত এবং স্বয়ং ধ্রুব ঋত স্বরূপ (৫।৬২।১১)।

উষা—ঋত দ্বারাই প্রকাশিত হইয়াছে (৭।৭৫।১)

* শঙ্করাচার্য্য ঐতরেয় আরণ্যকের একস্থলে, "ঋত" শব্দের অর্থ "প্রাণশক্তি" (কারণ-সত্তা) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "ঋতং সত্য-মূর্ত্তামূর্ত্তাখ্যং প্রাণঃ—২।৩।১৮। "দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্ত্তঞ্চ অমূর্ত্তঞ্চ"। —বৃহদারণ্যক। "সত্যং—প্রাণাদি কারণং, অসদনৃতং বিকার জাতং।"

মিত্র ও বরুণ—ঋতের রক্ষক (৭।৬৪।২) এবং ঋতবিশিষ্ট (৭।৬১।২) এবং ঋত দ্বারা বর্দ্ধিত ও ঋতকে স্পর্শ করিয়া অবস্থিত (১।২।৮)।

দ্যাবা-পৃথিবী—ঋতের গৃহে অবস্থান করেন (৭।৫৩।২)।

বরুণ—ঋত-পেশাঃ, অর্থাৎ বরুণের অঙ্গ ঋতদ্বারাই গঠিত (৫।৬৬।১)।

সোমের—গর্ভে ঋত নিহিত আছেন (৯।৬৮।৫)।

সূর্য্য—ঋতকেই বিস্তারিত করিয়াছেন এবং নদী সকল ঋতকেই বহন করে (১।১০৫।১২)।

আমরা আর অধিক উদ্ধৃত করিব না। ঋগ্বেদের সর্ব্বত্রই এইরূপ উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। শঙ্করাচার্য্য, ঐতরেয় আরণ্যকে বলিয়াছেন যে, "যেমন রসদ্বারা স্পৃষ্ট হইলে লৌহ সুবর্ণ হইয়া যায়, তদ্রূপ 'ঋত'কে স্পর্শ করিলে যাহা অসত্য, তাহাও সত্য হইয়া যায়" (২।৩)।

এই "ঋত" শব্দ দ্বারা গ্রথিত একটি মন্ত্র অত্যন্ত প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। ইহা "হংসবতী ঋক্" নামে প্রখ্যাত। ইহা চতুর্থ মণ্ডলের ৪০ সূক্তের পঞ্চম মন্ত্র। এই প্রসিদ্ধ মন্ত্রে অতিশয় সুস্পষ্টরূপে এই মহাতত্ত্ব উদ্‌ঘোষিত হইয়াছে যে, এক ঋত বা অবিনাশী সত্তা সকল পদার্থের মধ্যে অনুস্যূত রহিয়াছেন। এই ঋত—আকাশে, অন্তরীক্ষে, পৃথিবীতে, জলে, সমুদ্রে, অগ্নিতে, সূর্য্যে, মনুষ্যে অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছেন। সূর্য্য, অগ্নি, আকাশাদি দেবতা সেই "ঋত-সত্তারই বিকাশ মাত্র। সায়নাচার্য্য এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, আদিত্য-মণ্ডলের মধ্যে যে পুরুষ-সত্তা অনুস্যূত রহিয়াছেন, সেই সত্তাই জীব হৃদয়ে অনুস্যূত। ঋত বা নির্বিশেষ ব্রহ্ম-সত্তাই ইহা। একই ঋত-সত্তা বা ব্রহ্ম-সত্তা—অসংখ্য, অনন্ত পদার্থের মধ্যে অনুস্যূত রহিয়াছেন।

তাহা হইলেই ঋগ্বেদ আমাদিগকে বলিয়া দিতেছেন যে, ঋত—সত্তাই সকল বস্তুর মূলে, সকল ক্রিয়ার মূলে, সকল দেবতার মূলে বর্ত্তমান। ঋগ্বেদের দেবতাবর্গ যদি জড় ভৌতিক বস্তুই হয়, তাহা হইলে ঋগ্বেদে ব্যবহৃত এই ঋত শব্দ প্রয়োগের কোন অর্থই থাকে না। দেবতারা ঋত হইতে জাত, ঋত দ্বারা পুষ্ট এবং ঋতকে স্পর্শ করিয়া অবস্থিত এবং ঋত দ্বারাই বৃদ্ধি-প্রাপ্ত—ঋগ্বেদ এইরূপ কথা বলাতে, ইহাই অনিবার্য্যরূপে সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, কার্য্যবর্গের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট কারণ-সত্তাই ঋগ্বেদের একমাত্র লক্ষ্য। কারণসত্তা ব্যতীত কার্য্যবর্গের কাহারই স্বতন্ত্র সত্তা নাই,—ইহাই ঋগ্বেদের মহান্ উপদেশ। ঋগ্বেদ জড় পদার্থের গুণকীর্ত্তনকারী গ্রন্থ নহে। কার্য্যবর্গকে অবলম্বন করিয়া, মূলকারণ-সত্তার অনুসন্ধানই ঋগ্বেদের একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু এতদ্ব্যতীত আরও গুরুতর প্রমাণ এ সম্বন্ধে ঋগ্বেদে আছে।

৩। ঋগ্বেদে সর্ব্বত্রই, প্রত্যেক দেবতার একটি 'স্থূল' রূপ এবং একটি 'সূক্ষ্ম' রূপের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। দেবতাবর্গ যদি কেবলমাত্র স্থূল জড়পদার্থই হইতেন, তাহা হইলে আমরা ঋগ্বেদে প্রত্যেক দেবতারই আর একটি 'সূক্ষ্ম' রূপের উল্লেখ কখনই দেখিতে পাইতাম না। কি প্রকারে দেবতাবর্গের সূক্ষ্মরূপ উল্লিখিত হইয়াছে, আমরা এস্থলে সংক্ষেপে

তাহা প্রদর্শন করিব। আপনারা ইহা হইতে দেখিতে পাইবেন যে, দেবতাবর্গের মধ্যে অনুস্যূত সূক্ষ্ম কারণ-সত্তা বা ব্রহ্মসত্তার তত্ত্বই ঋগ্বেদ অতি স্পষ্টভাষায় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। এ প্রকার সুস্পষ্ট উক্তি সত্ত্বেও কেন যে পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ ঋগ্বেদকে জড়ীয় বস্তুর স্তুতি-গীতিপূর্ণ গ্রন্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার কোনই কারণ আবিষ্কার করিতে পারা যায় না। যাহা হউক্, আমরা এখন দেবতাবর্গের সূক্ষ্মরূপের কথা কি প্রকারে ঋগ্বেদে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাই দেখাইতে অগ্রসর হইতেছি।

দশম মণ্ডলে 'সোমের' বর্ণনা করিতে গিয়া, ঋগ্বেদ এইরূপ উক্তি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।—

"সাধারণ মনুষ্য সোমলতাকে পেষণ করিয়া, তাহা হইতে রস বাহির করতঃ পান করিয়া থাকে এবং উহারা সোমকে চিনিতে পারিয়াছে বলিয়াই মনে করে। কিন্তু প্রকৃত তত্ত্ব তাহা নহে। সোমের প্রকৃত যাহা স্বরূপ, তাহাকে উহারা জানিতে পারে নাই। স্তোতাগণ জানেন যে, প্রকৃত সোমকে কেহ পান করিতে পারে না, উহা পানের যোগ্য নহে।" আবার ষষ্ঠ মণ্ডলে সোমের প্রকৃত স্বরূপ এই ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।—"এই সোম, উষা সুন্দরীকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সোমই, সূর্য্যের অভ্যন্তরে জ্যোতিঃ নিহিত করিয়াছেন। আকাশ, অন্তরীক্ষ ও ভূলোক—এই তিন লোকের মধ্যে, আকাশে গূঢ়ভাবে যে অমৃত (অবিনাশী সত্তা) অবস্থান করিতেছে, সোমই সেই অমৃতকে লাভ করিয়াছেন।—অর্থাৎ সৌর-জগতের অভিব্যক্তিতে সোমই উহার প্রধান উপাদান।"

তাহা হইলেই আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, সোমের স্থূল রূপ ব্যতীত, অতীব সুস্পষ্ট ভাষায় ঋগ্বেদ, সোমের অপর একটি প্রকৃত স্বরূপের কথা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যেই নবম-মণ্ডলে সোম-সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে—"ধ্রুবস্য সতঃ উভয়তঃ রশ্ময়ঃ" (৯।৮৬।৬)। ধ্রুব সোমের জ্যোতিঃ উভয় স্থানে বিকীর্ণ হইতেছে। এতদ্ দ্বারাও সোমের কার্য্যাত্মক অবস্থা ব্যতীত, উহার একটি কারণাত্মক অবস্থার কথাই বলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

অগ্নি-সম্বন্ধেও আমরা ঋগ্বেদে অবিকল এইরূপ বর্ণনা দেখিতে পাই। শ্মশানাগ্নিকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে যে,—

"ক্রব্যাদমগ্নিং প্রহিণোমি দূরং
যমরাজ্যং গচ্ছতু রিপ্রবাহঃ।
ইহৈবায়মপরো জাতবেদাঃ;
দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্॥"

এস্থলে দুই প্রকার অগ্নি রহিয়াছেন। অগ্নির যেটি স্থূলাংশ, তাহাই এই মৃতদেহের মাংস ভক্ষণ করিতেছে—ধ্বংস বা দগ্ধ করিতেছে। অশুদ্ধাংশ বহনকারী এই অগ্নিকে আমি চাই না। এতদ্ ব্যতীত, এই স্থূল অগ্নির মধ্যেই অপর একটি যজ্ঞার্হ অগ্নি বিদ্যমান আছেন। এই অগ্নিই সকল বিষয় অবগত আছেন (বিদ্বান্, জাতবেদাঃ)। ইনিই দেবতাদিগের নিকটে যজ্ঞীয় হবিঃ বহন করিয়া থাকেন।

আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখুন, এ স্থলে অতীব স্পষ্টভাষায়, স্থূল অগ্নির মধ্যবর্ত্তী অপর একটি সূক্ষ্ম অগ্নির তত্ত্ব নির্দ্দেশিত হইয়াছে। বৈদিক অগ্নি যদি কেবলমাত্র স্থূল জড় অগ্নিই হইত, তাহা হইলে কখনই অগ্নির অপর একটি সূক্ষ্মরূপের কথা উল্লিখিত হইত না। এই জন্যই অন্যত্র অগ্নিকে "নিগূঢ় জ্ঞানস্বরূপ" বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। আবার, এই জন্যই ইহাও অন্য একস্থলে কথিত হইয়াছে যে—

"যোঽস্য পারে রজসঃ শুক্রোঽগ্নিরজায়ত।"

এই লোকের অতীত স্থানে একটি পরম শুদ্ধ অগ্নি আবির্ভূত হইয়া রহিয়াছেন। এ স্থলেও, অগ্নির স্থূলরূপ ব্যতীত, জড় প্রকৃতির অতীত অপর একটি অগ্নির সূক্ষ্মরূপের কথা নির্দ্দেশিত হইয়াছে। ইহাই অগ্নির প্রকৃত স্বরূপ। স্থূল অগ্নির মধ্যে এই সূক্ষ্ম অগ্নিই ঋগ্বেদের উপাস্য বস্তু। এই জন্যই ঋগ্বেদের বহু স্থলে অগ্নিকে "দ্বিজন্মা" বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। "দ্বিজন্মা" বিশেষণ দ্বারা অগ্নির কার্য্যাত্মক স্থূল অবস্থা এবং কারণাত্মক সূক্ষ্ম অবস্থা—এই উভয় অবস্থাই সূচিত হইয়াছে। পঞ্চম মণ্ডলে বৈদিক ঋষি এই জন্যই স্পষ্ট বলিয়াছেন, যে,—"আমি অগ্নির 'গুপ্ত স্থানকে' দর্শন করিয়াছি,—জ্ঞানিগণ অগ্নির এই গুপ্তস্থানের কথা আমাকে বলিয়া দিয়াছেন"।

সকল দেবতারই এই দুইরূপের কথা ঋগ্বেদে আছে। বায়ু দেবতার কথা শুনুন্।—

"দ্বাবিমৌ বাতৌ বাত আসিন্ধোরাপরাবতঃ।
দক্ষং তে অন্য আবাতু, পরান্যো বাতু যদ্রপঃ॥"

দুই প্রকারের বায়ু প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। একটি বায়ু সমুদ্র হইতে বহিয়া আসিয়াছে, ইহাই তোমায় দৈহিক সামর্থ্য প্রদান করুক্। কিন্তু ইহা ছাড়াও, এস্থলে অপর এক বায়ু আসিতেছে। এই বায়ু কার্য্যবর্গের অতীত দূর স্থান হইতে (পরাবতঃ) বহিয়া আসিতেছে। এই বায়ু তোমার হৃদয়স্থ পাপরাশিকে দূরীভূত করুন্।

ব্রহ্মসত্তা ব্যতীত, স্থূল বায়ু কদাপি পাপধ্বংস ক'রতে পারে না। সুতরাং এস্থলেও স্থূল বায়ুর মধ্যস্থ ব্রহ্মসত্তা বা কারণ-সত্তার কথাই সুস্পষ্ট বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই জন্যই সপ্তম মণ্ডলে 'মরুৎ'কে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে—"হে মরুৎ! কেবল বিদ্বান্ ব্যক্তিগণই তোমার গূঢ় স্বরূপটিকে জানেন; তোমার জন্ম নাই"।

সূর্য্যেরও এই ভাবে দুই প্রকার স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। আমরা তাহাও এস্থলে উল্লেখ করিতেছি। সূর্য্য সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে,—"সূর্য্যের স্থূল চক্র ব্যতীত, অপর একটি সূক্ষ্ম চক্র আছে। কিন্তু এই সূক্ষ্ম চক্রের তত্ত্ব সকলে জানেনা; কেবলমাত্র ধ্যানশীল, মনন-পরায়ণ তত্ত্বদর্শিগণই সূর্য্যের এই সূক্ষ্ম চক্রের তত্ত্ব অবগত আছেন"।

অন্য স্থলে সূর্য্য-সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে—

"যে সূর্য্যের কিরণ এই পৃথিবীর অন্ধকার দূর করে, তাহা 'উৎ' সূর্য্য। আর যে সূর্য্যের কিরণ আকাশের ঊর্দ্ধদিকে বিকীর্ণ হয় এবং যে সূর্য্য দেবতার মধ্যে দেবতা,

তাহা 'উৎ+ তর' সূর্য্য। কিন্তু এতদ্ ব্যতীতও এক 'উৎ+তম' সূর্য্য আছেন। এই উত্তম সূর্য্য উদিতও হন না, অস্তও যান না"।

ঋগ্বেদ এস্থলে অত্যন্ত পরিষ্কাররূপে সূর্য্যের কার্য্যাত্মক স্থূল অবস্থা, কারণাত্মক সূক্ষ্ম-অবস্থা এবং কার্য্য-কারণের অতীত অবস্থার কথা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

লোকে না বুঝিয়া বলে যে, ঋগ্বেদ জড়ীয় বস্তুর উপাসনার গ্রন্থমাত্র !!!

ইন্দ্রেরও দুই প্রকার রূপের কথা—স্থূল ও সূক্ষ্ম স্বরূপের তত্ত্ব—বলিয়া দেওয়া হইয়াছে।—

"যৎ শক্রাসি পরাবতি, যদর্ব্বাবতি বৃত্রহন্।" (৮৯৭।৪)

হে ইন্দ্র ! তুমি দুই স্থানে বাস করিয়া থাক। একটি তোমার স্থূল স্থান (অর্ব্বাবৎ) আছে। কিন্তু এই স্থূল স্থান ব্যতীত তোমার অপর একটি সূক্ষ্ম স্থান (পরাবৎ) আছে।

ইন্দ্র সম্বন্ধে ইহা অপেক্ষাও স্পষ্টতর উক্তি আছে। তাহাও এস্থলে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

"মহত্তন্নাম গুহ্যং পুরুস্পৃক্ যেন ভূতং জনয়ো যেন ভব্যম্।

প্রত্নং জাতং জ্যোতির্যদস্য প্রিয়ং প্রিয়াঃ সমবিশন্ত পঞ্চ ॥"

হে ইন্দ্র ! তুমি উভয় প্রকার নামই ধারণ কর। স্থূল নাম ব্যতীতও, হে ইন্দ্র ! তোমার একটি মহৎ নিগূঢ় নাম আছে, তদ্দ্বারা তুমি সকল বস্তুকে স্পর্শ করিয়া রহিয়াছ এবং তদ্দ্বারাই ভূত ও ভবিষ্যৎকালে সকল পদার্থকে উৎপন্ন করিয়া থাক। যে সকল জ্যোতির্ম্ময় পুরাতন প্রিয়বস্তু আছে, তৎসমস্ত উহারি দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে এবং উহারি দ্বারা পঞ্চজনপদের মনুষ্য উপকার লাভ করিয়া থাকে।

আমরা এই উক্তি দ্বারা ইন্দ্রের মধ্যবর্ত্তী কারণ-সত্তার কথাই পাইতেছি।

আর আমরা অধিক উদ্ধৃত করিব না। প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি পাইয়াছে। উদ্ধৃত অংশগুলি হইতেই ইহা অনিবার্য্যরূপে প্রমাণিত হইবে যে, ঋগ্বেদে দেবতাবর্গ যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছেন, তাহাতে ঋগ্বেদের দেবতাবর্গ যে স্থূল জড় পদার্থ মাত্র,—এই সিদ্ধান্ত কদাপি সত্য হইতে পারে না। বৈদিক ঋষি কার্য্য-কারণের প্রকৃত তত্ত্ব উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। নতুবা, আমরা দেবতাবর্গের এ প্রকার বর্ণনা দেখিতে পাইতাম না। বৈদিক ঋষি বিলক্ষণ জানিতেন যে, কারণ-সত্তা ছাড়া, কার্য্যবর্গের স্বতন্ত্র, স্বাধীন সত্তা থাকিতে পারে না। সুতরাং দেবতাবর্গের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট কারণ-সত্তা বা ব্রহ্মসত্তা দ্বারাই দেবতাদিগের সত্তা। দেবতাদিগের নিজের কোন স্বাধীন সত্তা নাই। এই তত্ত্ব জানিতেন বলিয়াই বৈদিক ঋষি, নানাভাবে, দেবতাদিগের মধ্যস্থ গূঢ় পদ, গূঢ় নাম এবং দেবতাদিগের স্থূলরূপের মধ্যবর্ত্তী সূক্ষ্মরূপের কথা বারংবার বলিয়া দিতে ভুলেন নাই।

আমরা যে সকল প্রমাণের উল্লেখ করিলাম, তদ্ব্যতীতও ঋগ্বেদে আরো অনেক সুন্দর সুন্দর ও গুরুতর প্রমাণ আছে। কিন্তু এই প্রবন্ধের কলেবর অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া অত্র আমরা অন্যান্য প্রমাণের উল্লেখ আর করিলাম না। যে প্রমাণগুলির উল্লেখ করা হইল, তদ্দ্বারা ইহা নিশ্চয়ই প্রমাণিত হইবে বলিয়া আশা করা যায় যে, পাশ্চাত্য দেশে

ঋগ্বেদ-সম্বন্ধে যে প্রকার ধারণা ও সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, সেই সিদ্ধান্ত প্রকৃত কিনা, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান আছে। ঋগ্বেদ জড় বস্তুর উপাসনার গ্রন্থ নহে। ইহা অদ্বৈতবাদের গ্রন্থ। ইহা কারণ-সত্তা বা ব্রহ্ম-সত্তার স্তুতি-গীতির গ্রন্থ। ভারতীয় এই প্রাচীন সিদ্ধান্তই প্রকৃত সিদ্ধান্ত। যদি আমরা এই প্রবন্ধে ভারতীয় সিদ্ধান্তের অনুকূলে যুক্তি প্রদর্শন করিতে পারিয়া থাকি, তাহা হইলেই শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

বেদই হিন্দুজাতির একমাত্র ধর্ম্মগ্রন্থ। বেদই হিন্দুজাতির মেরুদণ্ড স্বরূপ। যদিও আজ কাল বৈদিক চর্চ্চা প্রায় উঠিয়া যাইতেছে, তথাপি, হিন্দুদিগের প্রত্যেক ধর্ম্ম ক্রিয়াই অদ্যাপি বৈদিকমন্ত্র দ্বারাই সম্পাদিত হইয়া থাকে। সেই বেদগ্রন্থ যদি জড়োপাসনার গ্রন্থমাত্র হয়, তাহা হইলে হিন্দুর হিন্দুত্ব কোথায় থাকে? এই জন্যই, বেদ-সম্বন্ধে যাহা প্রকৃত সিদ্ধান্ত, তদ্বিষয়ে কেবলমাত্র সমবেত পণ্ডিতমণ্ডলীর মনোযোগ আকর্ষণ করিবার নিমিত্তই, অদ্য আমরা বৈদিক সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা লইয়া আপনাদের নিকটে উপস্থিত হইয়াছি বৈদিক সাহিত্যই এদেশের অন্যান্য সকল সাহিত্যের মূল প্রস্রবণ। সুতরাং এই মূল সাহিত্যের সম্বন্ধে আলোচনা না করিলে অপরাপর সাহিত্যের ভিত্তি শিথিল হইবারই সম্ভাবনা। এই নিমিত্ত আমরা, এই সাহিত্য-সম্মিলন-ক্ষেত্রে, সকল সাহিত্যের মূল বৈদিক-সাহিত্যের প্রকৃতি বিচার করিয়া দেখিবার জন্য, কয়েকটি কথা লইয়া উপস্থিত হইয়াছি। বিধাতার ইচ্ছা থাকিলে, এই বৈদিক-সাহিত্য সম্বন্ধে অপরাপর প্রমাণ ও তত্ত্ব সম্বন্ধে, আগামী বর্ষের সম্মিলনীতে আলোচনা করিব, ইচ্ছা রহিল। আমরা এই বর্ত্তমান প্রবন্ধে, পাশ্চাত্য সিদ্ধান্তের সত্যতা-সম্বন্ধে যে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট উপাদান ঋগ্বেদের মধ্যেই নিহিত আছে, সেই দিকে পণ্ডিতমণ্ডলীর কেবলমাত্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। বৈদিক সাহিত্যের অপরাপর গুরুত্ব সম্বন্ধে কোন কথা বলি নাই। বিধাতার কৃপা থাকিলে, বারান্তরে সে চেষ্টা করিব। ওঁ তৎসৎ।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য

বিদ্যারত্ন, এম্—এ।

জগবন্ধু বন্দনা।

উত্তরবঙ্গের রঙ্গপুর কোচবিহার অঞ্চলে জাগের গান, যুগীর গান, কুশানগান, মধুমালা প্রভৃতি যে সকল বিভিন্ন সঙ্গীত সম্প্রদায় পরিদৃষ্ট হয়, তাহাদের প্রায় সকল শ্রেণীর গায়কদের মধ্যেই পালারম্ভের পূর্ব্বে দেবদেবীর বন্দনাগীত গাহিবার রীতি প্রচলিত আছে। নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটিও সেই প্রকারের একটি বন্দনা-সঙ্গীত। ইহা কোন প্রাচীন পুঁথি বা মুদ্রিত গ্রন্থ বিশেষ হইতে সংগৃহীত হয় নাই, অনেক বর্ষীয়ান গায়কের মুখে শুনিয়া লিখিয়া লওয়া হইয়াছে। যে কলকণ্ঠ পিকবরের অমৃত নিঃস্যন্দনী মধুর ঝঙ্কারে বঙ্গের আবালবৃদ্ধ বনিতা বিমোহিত, প্রবাদ, এই ক্ষুদ্র কবিতাটি সেই অমর কবি কৃত্তিবাস ওঝারই লেখনী-নিঃসৃত। কবিতার শেষে তাঁহার নামযুক্ত ভণিতাও আছে। কবিতাটির রচনা যেরূপ সরল, প্রাঞ্জল ও প্রসাদ গুণ-বিশিষ্ট তাহাতে ইহা কৃত্তিবাসের রচনা বলিয়া স্বীকার করিতে কোনরূপ দ্বিধা বোধ হয় না। কবিতাটির স্থানে স্থানে দুই একটি দুর্ব্বোধ্য শব্দের সমাবেশ আছে, প্রকৃত পক্ষে তাহা রঙ্গপুরের গ্রাম্য শব্দ নহে। উহা নিরক্ষর গায়কদের উচ্চারণ-বৈষম্য-জনিত পাঠ-বিকৃতির ফল বলিয়াই অনুমিত হয়।

করযোড়ে প্রণিপাত বন্দ প্রভু জগন্নাথ
বলরাম সুভদ্রা সহিত।
প্রভুর রূপের ছটা জিনিয়া মেঘের ঘটা
কোটী চন্দ্র বদনে উদিত॥
অমল কমল দল কিবা আঁখি ছল ছল
কপালে মাণিক করে আলা।
দ্রোণ মালা? কটভুরী? কিবা সে শোভিছে হরি
বসন বন মালা॥
অবতার নীলাচলে অক্ষয় বটের তলে
বিরাজিত কমলার পতি।
সেই স্থানে দামোদর অবস্থিতি নিরন্তর
সম্মুখে গরুড় করে স্তুতি॥
পঞ্চ ক্রোশ নীলগিরি তাহাতে বিচিত্র পুরী
নীলগিরি নীল কলেবর।
নির্ম্মায়ে অমর নর যক্ষ রক্ষ বিদ্যাধর
বৈসে সেই পুরীর ভিতর॥

তিন দ্বারে পরিমাণ স্বর্গদ্বারে হনুমান
সিংহ দ্বারে সিংহ রক্ষা করে।
তাহাতে অনেক তীর্থ শুন ভাগবত গীত
অক্ষয় বটের জন্ম কথা।
বৃক্ষরূপী ভগবান, পাতালে যাহার স্থান
প্রলয়ে ভাসিল যার পাতা॥
সেই পত্রে শয়ন হরি পৃথিবী উদরে ধরি
নাভি মূলে জন্মিল বিধাতা।
সৃষ্টি করি ভগবান তাহা বই নাহি আন
সকল তীর্থের মূল কথা॥
গঙ্গা আদি তীর্থ যত মৈলে বৈশে শত শত
বিষ্ণু নামে বৈশে আত্রদলে।
জয় কাশী বাজে তাড়া বেদ পড়ে জোড়া জোড়া
যাত্রিক আইসে সিংহ দ্বারে॥
সংসারের যত লোক ত্যজি বন্ধুগণের শোক
পথেতে পাইল বড় দুঃখ।

মুনি কোটা দ্বারে আসি　হাতে স্বর্গ হেন বাসি
　　প্রভুর দেখিয়া চান্দ মুখ॥
জগন্নাথ দেখি তায়　ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরে যায়
　　কিবা সে মাধুরী অনুপমা।
অন্ন ব্যঞ্জন পিটা　সুধা হইতে অতি মিটা
　　পশিচকা(১) করয়ে বারা রমা॥
সন্ন্যাসি নাগর ঘটা　কান্দে কাব দিবা সোটা
　　বাজারে মাগিয়া অন্ন খায়।
কুকুরের মুখ হইতে　যদি পড়ে পৃথিবীতে
　　সেই প্রসাদ ব্রহ্মায় নিতে ধায়॥
মোহনভোগ জিলাপীভাজা বুন্দিয়া মিষ্টান্নের রাজা
　　ক্ষীর খণ্ড নারিকেল বিশেষ।
চিনি শর্করা ছানা,　লাড্ডু আর মনোহরা
　　গঙ্গাজলি নারিকেল বিশেষ॥

সেই জনার পুণ্য তনু　তাহা দেখি পলায় যম
　　গ্রহ আদি তরাসে পলায়।
তিনজন চড়ি রথে　বিজয় করিল পথে
　　কিবা সে ইন্দ্রের সমাধুবা।
গোপাল হাটের দাড়া বেদ পড়ে জোড়া জোড়া
　　দ্বারিরূপে নাচে বিদ্যাধরী॥
নীলচক্রে দেয় ধ্বজা　সেই সে স্বর্গের রাজা
　　তার পদে কার প্রাণপাত।
মুক্তি শিলা পরশিলে　জন্ম আর না হয় দৈবে
　　অনায়াসে পাবে জগন্নাথ॥
সেই প্রভু জগবন্ধু　তরাইবেন ভবসিন্ধু
　　সুর নর সাধুর মনের আশ।
ইন্দ্রদ্যুম্ন মহাশয়　সে আনিল দারুময়
　　রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥

শ্রীপূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ।

—*—

গ্রাম্যগীতি-সংগ্রহ

পূজ্যপাদ পণ্ডিতরাজ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় "রঙ্গপুরের জাগের গান" শীর্ষক একটি গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ সহ উক্ত গানের কিয়দংশ মাত্র সংগ্রহ করিয়া রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন। জাগের গান এক বিরাট ব্যাপার। এই গানের সমুদায় অংশ গুলি একত্র সংগৃহীত হইলে, একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ হইতে পারে। জাগের গান শ্রীকৃষ্ণের আদি রসাত্মক লীলাকীর্ত্তনা লইয়া রচিত। সমুদায় গানগুলি দুই ভাগে বিভক্ত। কতকগুলি অত্যন্ত অশ্লীলতা-কলুষ-পঙ্কিল, উহা সাধারণ্যে প্রকাশ যোগ্য নহে, সাধারণতঃ সেগুলি "মোটা জাগ" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অপরগুলি "কানাই ধামালী বা লীলা জাগ" নামে কথিত হয়। এগুলিও সম্পূর্ণ অশ্লীলতা দোষ-বর্জ্জিত না হইলেও কিয়ৎ পরিমাণে সংযত ভাষায় রচিত। এই কানাই ধামালী বা লীলা জাগ আবার অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পালায় বিভক্ত। এক একটি পালায় শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ বিশেষ লীলার বর্ণনা আছে। বলাবাহুল্য, তৎসমুদায়ই আমাদের নিরক্ষর গ্রাম্য কবির স্বকপোল-কল্পিত. একটিও পুরাণা-

১। পাক।

বলষনে রচিত নহে। সম্প্রতি আমি "কৃষ্ণের বংশী স্থজন" নামক পালাটি জনৈক জাগ গায়কের নিকট শুনিয়া লিখিয়া লইয়াছি, উহা রঙ্গপুর-শাখা-সাহিত্য-পরিষদকে উপহৃত হইল। এই অংশটি উত্তর-প্রত্যুত্তর ছলে লিখিত। সাধারণতঃ এদেশে একটি বালককে শ্রীকৃষ্ণ, একটিকে রাধা ও একজন প্রৌঢ় ব্যক্তিকে বুড়ি বড়াই সাজাইয়া তাহাদের দ্বারা ঐ সকল অংশ অভিনয় করান হয়। মৎসংগৃহীত এই অংশটিতে তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে। পূজনীয় পণ্ডিত-রাজ মহোদয় তাঁহার সংগৃহীত পালাগুলি রতিরামের রচিত বলিয়া স্বীয় প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন। এ অংশটিও সেই রতিরামেরই রচনা কি না ঠিক বলিতে পারি না কারণ যাহার নিকট হইতে উহা সংগৃহীত হইয়াছে সে, জিজ্ঞাসিত হইয়াও তৎসম্বন্ধে কোন সঠিক তথ্য আমাকে প্রদান করিতে পারে নাই। রচনা-বৈষম্য দর্শনে আমার মনে হয়, বিভিন্ন সময়ে আবির্ভূত একাধিক কবি কর্তৃক এই জাগের পালাগুলি রচিত হইয়াছিল।

রঙ্গপুরের জাগের গান।

(কৃষ্ণের বংশী স্থজন)

রাধা। কালিয়া কৃষ্ণ জন্মিল কাল যমুনারি পানি।
উপজিল (১) কালিয়া কৃষ্ণ ছাড়ুম্ বেচি কিনি॥
হাট ঘাট ত্যজিনু বড়াই মথুরা নগর।
ছাওয়াল কানাইর গুয়া (২) খাইয়া কি হইল ঝগর (৩)॥
একদিন দরশন হইল ফুল-বৃন্দাবনে।
সেইদিন হইতে ছাওয়াল কানাই আইসে ঘনে ঘনে॥
আগ দুয়ারে আইসে কানাই পাছ দুয়ারে চায়।
সরুয়া টোকরাই (৪) খানি দুই হাতে বাজায়॥
সরুয়া টোকরাই খানি যেন স্বরগের তারা।
মদনে মারিল বাণ গেইল কদম তলা॥
কানাই গেল কদমতলা রাধে রইল ঘরে।
ঘরে আসি চন্দ্রাননী ভাবিত অন্তরে॥
চম্পা কলা নয় কানাই মিঠে মিঠে খাও।
সোন্দা জল (৫) নয়হে কানাই সোজা ধারে খাও॥
নেতের বস্ত্র নয় হে কানাই পিন্দিয়া ওসার চাও (৬)॥
যেটে জাও পামরী রাধে সেইটে কৃষ্ণর নাম।
মরিয়া যাও পামরী রাধে টুটুক রাধার নাম॥

১। উপজিল—জন্মিল।
২। গুয়া—গুবাক, সুপারি।
৩। ঝগর—বিপদ
৪। সরুয়া টোকরাই—শম্বুকাবরণ নির্ম্মিত বাদ্য-যন্ত্র বিশেষ।
৫। সোন্দাজল—মিষ্টজল।
৬। ওসার চাও—লজ্জা নিবারণ করি।

বড়াই। কাণে কাণে কওহে কথা শুনেক চন্দ্রাননী।
তোর কারণে নন্দের ছাইলা ছাড়ুচে অন্ন পানি ॥
রাধা। নন্দের ছাইলা সুন্দর কানাই সে ভাগিনা হয়,
ধাক্কা দিয়া বাইর করোঁ বুড়িক মিছা কথা কয় ॥
আস নয় পড়শী নয় সোদর (৭) ভাগিনা।
কাইল বিয়ানে (৮) আসবে কানাই আমার আঙ্গিনা ॥
কাল শিলায় কাল বাটায় নাই খাও পিশিয়া (৯)।
ঘরে ছিল কাল বিলাই (১০) ফেলাইছোঁ মারিয়া ॥
কাল মেঘ কোকিলের রাও (১১) নাই সয় গো তরে।
ঘরে ছিল কাল গাভী বেচাছোঁ সত্বরে ॥
বড়াই। কালা কেন নিন্দ রাধে কালাক কেন নিন্দ।
কালা হেন কাজলের ফোটা কপালে কেন পিন্দ (১২) ॥
কালা নয়হে ও নাতিনী কালা নয় শ্যাম।
অঞ্চলে লিখিয়া রাখ কালার নিজ নাম ॥
ঐ ছাইলা করিলে দয়া পাপ বিমোচন ॥
রাধা। খাইলাম তোমার গুয়া বড়াই নিলাম তোমার পান।
কয়েন যাইয়া ছাওয়াল কানাইক্ বাঁশীত দেউক সান ॥
চট্ দিয়া (১৩) যায় রঙ্গের বড়াই কানাইর আগত (১৪) কয়।
তোক বোল ছাওয়াল কানাই মোর সে বচন ধর ॥
যদি চাস রাধিকার নাগাইল (১৫) বাঁশীর সৃজন কর ॥
এ বোল শুনিয়া ছাওয়াল কানাই না থাকিল রয়া (১৬)।
সোনার নয় বুড়ি কড়ি নিল অঞ্চলে বাঁধিয়া ॥
সুবর্ণ মুট কাটারী নিল হস্তে করিয়া।
বৃন্দা বলিয়া কানাই শীঘ্র গেল ধাইয়া ॥
এ আরায় ও আরায় (১৭) বাঁশ বেড়ায় তো দেখিয়া।
তবু তো বাঁশীর বাঁশ না পাইল খুঁজিয়া ॥

৭। সোদর—সহোদর।
৮। বিয়ানে—প্রাতঃকালে।
৯। পিশিয়া—পেশন করিয়া, বাঁটিয়া।
১০। বিলাই—বিড়াল।
১১। রাও—শব্দ।
১২। পিন্দ—পর।
১৩। চটদিয়া—ত্বরা করিয়া, সত্বরতাসহকারে।
১৪। আগত—সম্মুখে।
১৫। নাগাইল—সঙ্গ।
১৬। রয়া—প্রতীক্ষা করিয়া।
১৭। এ আরায় ও আরায়—অরণ্যে অরণ্যে, এ বনে সে বনে।

তরাই ও তরুল (১৮) বাঁশ ছেও (১৯) দিয়া দিল।
গোড়াতে ছেওয়াল (২০) বাঁশের আগল (২১) টলিল॥
হরি হরি বলিয়া বাঁশ ভূমিত পড়িল॥
গোড়া খানি কাটিল বাঁশের গুরুয়া (২২) বলিয়া।
আগ খানি কাটিল বাঁশের আগালী বলিয়া॥
মধ্যখানি নিল বাঁশের বাঁশীর মাফিক (২৩) চাইয়া (২৪)॥
কতকদূর হইতে কানাই কতকদূর যায়।
আর কতকদূর যায়া সে কামারের (২৫) বাড়ী পায়॥
তোক বোল ভাই কামার রয়া তাম্বুল খাও।
রাধা নামে কানাইর বাঁশী আমাকে ফোড়ে (২৬) দেও॥
আকাশে পাতালে হাতিনার(২৭)দুই গোঁজ(২৮)গাড়িল।(২৯)
চামের দোয়াল (৩০) দিয়া ভিরিয়া (৩১) বান্দিল॥
বীর হনুমান মারলে টান গর্জ্জিয়া উঠিল॥
আকর শালের (৩২) মাঝে বাঁশী ফোঁড়া আরম্ভিল॥
প্রথমেতে ফোঁড়ান ফোঁড় (৩৩) যেন আকাশের চান।
চন্দ্র সূর্য্য লাগান বাঁশীত মাণিক কাঞ্চন॥
তারপরে ফোঁড়ান ফোঁড় যেন স্বরগের তারা।
তারপরে ফোঁড়ান ফোঁড় বোলে রাধা রাধা॥
এক ফোঁড় দুই ফোঁড় তিন ফোঁড় দিও।
সাতখানি বাঁশীর ফোঁড় গণিয়া ফোঁড়াইও॥
বাঁশী ফোঁড়ে কামার ভাইয়া দিল কানাইর হাতে।
বাঁশী পাইয়া ছাওয়াল কানাই আনন্দিত চিতে॥
বাঁশী পাইয়া ছাওয়াল কানাইর আনন্দিত মন।
কদম তলায় ছাওয়াল কানাই করিল গমন॥
কদম তলায় যাইয়া নিল প্রথম যৌবন॥

১৮। তরাই ও তরুল—এক জাতীয় বাঁশ গাছ।
১৯। ছেও—ছেদন।
২০। ছেওয়াল—ছেদন করিল।
২১। আগাল—অগ্রভাগ।
২২। গুরুয়া—গোড়া।
২৩। মাফিক—উপযুক্ত।
২৪। চাইয়া—দেখিয়া।
২৫। কামার—লোহকার।
২৬। ফোঁড়ে—ছিদ্র করিয়া।
২৭। হাতিনার—হাপরের।
২৮। গোঁজ—খুটী।
২৯। গাড়িল—পুঁতিল।
৩০। দোয়াল—চর্ম্ম নির্ম্মিত রজ্জু বিশেষ।
৩১। ভিরিয়া—কষিয়া, শক্ত করিয়া।
৩২। আকর শালের—লৌহকারের কারখানা।
৩৩। ফোঁড়—ছিদ্র।

নিরাকারে সখিগণ প্রভু যত্নরায়।
কদম তলায় থাকিয়া কানাই আর-বাঁশী (৩৪) বাজায়॥
কদম তলায় থাকি কানাই বাঁশীত দিল সান।
বুক ধরফর চন্দ্রাননীর আউলাল (৩৫) পরাণ॥
বুক ধরফর চন্দ্রাননীর ধরণ না যায় হিয়া।
কোন জাগায় নিলাজী (৩৬) ডাকে রাধা নাম লইয়া॥
যখন তখন বসি গুরুজনার কাছে।
নাম ধরিয়া ডাকে বাঁশী আমি মরি লাজে॥
একেতো বাঁশের বাঁশী বিন্দু গোটা গোটা।
হাতের টিপে মুখের সুরে দিলে দারুণ খোঁটা॥
একেতো বাঁশের বাঁশী মাত্র খানি ফোঁড়।
কেমনে জানিল বাঁশী রাধা নামটি মোর॥
আহা রে অভাগার বাঁশী কি বোল বলিস মোরে।
বারাও বারাও করে মন পরাণ বিদরে॥
বাঁশীর সুরে শ্রীরাধিকার ঘরে না রয় হিয়া।
কোন ছলে ছাওয়াল কানাইক দেখিব একবার গিয়া॥
কাঁচা না মান্দারের খড়ি (৩৭) টোকায় ঝাঁপ দিয়া।
ভরণ কলসীর জল ফেলিল ঢালিয়া॥
ধুমার ছলে চন্দ্রাননী বিরাল (৩৮) কান্দিয়া॥
জল আনিতে যায় রাধিকা ভাবে মনে মন।
সঙ্গের সঙ্গিনী নিল সখি চারি জন॥

সোনারায়ের পাঁচালী।

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম ছাত্রসভ্য শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় ৪র্থ ভাগ, ২য় সংখ্যা রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় একটি সোনারায়ের পাঁচালী প্রকাশ করিয়াছেন। এটি তাহারই রূপান্তর মাত্র। তবে তাঁহার সংগৃহীত পাঁচালীর সহিত ভাষা, ভাব কি উপাখ্যানাংশে ইহার কিছু মাত্র মিল নাই। ইহা ভিন্ন কবির রচনা বলিয়া

৩৪। আরবাঁশী—মুখে ফুঁ দিয়া বাজাইবার বংশ নির্ম্মিত বাঁশী বিশেষ।
৩৫। আউলাল—বিচলিত হইল।
৩৬। নিলাজী—লজ্জাহীনা।
৩৭। মান্দার খড়ি—মন্দার গাছের জ্বালানী কাঠ। ইহা ভাল জ্বলে না কেবল ধুম হয়।
৩৮। বিরাল—বাহির হইল।

নিঃসংশয়িতরূপে সিদ্ধান্ত করা যায়। সোনারায় ব্যাঘ্রের দেবতা। এদেশের রাখাল বালকগণ ব্যাঘ্রভীতি নিবারণোদ্দেশ্যে ব্যাঘ্রদেবতা সোনারায়ের অর্চ্চনার জন্য দ্বারে দ্বারে এই বিচিত্র উপাখ্যান গাহিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়া থাকে। পূজার বিবরণ সহ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রচলিত বিভিন্ন কবিগণের রচিত পাঁচালী সংগ্রহ করিয়া ক্রমশঃ পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশের বাসনা রহিল।

ঠাকুর সোনা রায়ের রূপারায়ের ভাই।
বাগের (১) পৃষ্ঠে চড়িয়া মইসের দুগ্ধ খাই॥
যে হাটে গোয়ালার মাইয়া (২) দধি নিয়া যায়।
আটকুড়া (৩) বলিয়া দধি কিনিয়া না খায়॥
যে নদীত গোয়ালার মাইয়া ছান করিতে যায়।
আটকুড়া বলিয়া জল ধেনুতে না খায়॥
যে গাছের তলেতে নন্দ বসিয়া দাঁড়ায়।
আটকুড়া বলিয়া পাখী ভাসা (৪) না করয়॥
এক পাখী ডাকিয়া আর পাখীরে বলে।
আটকুড়া নন্দ আজি বস্‌ল গাছের তলে॥
এক পাখী ডাকিয়া বোলে আর পাখী ভাই।
ছাড়য়ে গাছের মায়া অন্য দেশে যাই॥
পাখীর মুখেতে নন্দ এতেক শুনিল।
বিষাদ ভাবিয়া নন্দ কান্দিতে লাগিল॥
নন্দরাণী বোলে প্রভু কান্দ কি কারণ॥
ধর্ম্মের সেবা করিতে লাগে কতক্ষণ॥
মুই যদি গোয়ালার মেয়ে এনাম ধরাও।
ধরমের সেবা করি পুত্রবর নেঁও॥
কুবুদ্ধি গোয়ালের মেয়ে সুবুদ্ধি করিল।
ধরমের সেবা কর্‌তে চিত্ত স্থির হইল॥
রজনী প্রভাত হইল প্রত্যুষ বিয়ান।
পুরের আঙ্গিনায় কন্যা দিল ছড়া ছান (৫)॥
খইলা খার (৬) লইয়া নারী ছান করিতে গেল।
জাহ্নবী যমুনার জলে ছান আরম্ভিল॥

১। বাগের—ব্যাঘ্রের।
২। মাইয়া—স্ত্রী।
৩। আটকুড়া—অপুত্রক।
৪। ভাসা—বাসা।
৫। ছড়াছান—গোবর জল।
৬। খইলাখার—খইল ও ক্ষার।

হাঁটু পাণিত (৭) নামি কন্যা হাঁটু কৈলে শুধ (৮)
হিয়া জলে নামিয়া দিল পঞ্চ ডুব ॥
কুঘাটে নামিয়া কন্যা সুঘাটে উঠিল।
ভিজা বস্ত্র থুইয়া বস্ত্র ককোন পড়িল ॥
ভিজা বস্ত্র ফেলিয়া শুকান পরিয়া।
অখণ্ড কলার পাত আনিল কাটিয়া ॥
আল চাউল গুড় চিনি তার উপর দিয়া।
একত্র মাথার কেশ দুই অদ্ধ করিয়া ॥
ধরমের সেবা করে দুই হাঁটু পাড়িয়া।
দে দে ধরম ঠাকুর দে ধর্ম্ম বর ॥
যদি তুই ধরম ঠাকুর না দিস পুত্র বর।
স্ত্রী বধ হইব কাটারী করি ভর ॥
নানা পুষ্প দিয়া পূজে নাহি লেখা জোকা।
গোয়ালিনীর সেবাতে ধর্ম্ম দিলেন দেখা ॥
এগো এগো গোয়ালিনী তোকে দেই বর।
তোকে বর দিয়া জাঁও মুই কৈলাস শিখর ॥
উর্দ্ধ মুখ হইয়া নারী নিশ্বাস ছাড়িল।
শ্বেত মাচি হইয়া কৃষ্ণ গর্ভে প্রবেশিল ॥
একমাস হইল গর্ভ জানি বা না জানি।
দ্বিতীয় মাসের সময় আনাগুণা (৯) শুনি ॥
তৃতীয় মাসের সময় রক্তে ছান্দে গোলা।
চতুর্থ মাসের সময় হাড়ে মাংসে জোড়া ॥
পঞ্চম মাসের সময় পঞ্চ পুষ্প ফুটে।
ষষ্ঠ মাসের সময় উলটিয়া বৈশে ॥
সপ্তম মাসের সময় সাধের ভোজ খায়।
অষ্টম মাসের সময় মন পবন জিয়ায় ॥
নবম মাসের সময় নবগুণ স্থিতি।
দশ মাস দশদিনে কাতর প্রসূতি ॥

৭। হাঁটু পাণিত—এক হাঁটু জলে।
৮। শুধ—শুদ্ধ।
৯। আনাগুণা—অন্যের মুখে শুনা, পরম্পরা শুনা।

দশ মাস দশ দিন দিন পূর্ণ হইল।
সোনারায় রূপারায় উভয় উপজিল (১০)॥
সোনারায় রূপারায় আমরা দুইটি ভাই।
দুই ভায়ের পরামর্শে গ্রামের পূজা খাই॥
হরি হরি বলিয়া গাও হরি সে আত্মমূল।
জন্মিয়া নন্দের ঘরে রাখিলা গোকুল॥
গোকুলেতে থাক তুমি গোকুলের কানাই।
তুমি বিনে রামকৃষ্ণ ত্রিভুবনে নাই॥
কেহ বলে চল চল কেহ যায় ভাল।
সহিতে না পারি আমি বাঘের জঞ্জাল॥
আজিকার রাত্রি শুনিছি ধুর ধুর।
বেড়া ভাঙ্গি নিয়া গেল গৃহস্থের কুকুর॥
কুকুরের শোকে গিরি (১১) জুড়িছেন হাল।
যুক্তি (১২) ছিঁড়ি গরু পলায় ভাঙ্গিল জোঙ্গাল॥
ভাঙ্গা জোঙ্গাল ধরি গিরি বাড়ী চলি যায়।
মধ্য পথে লাগাইল (১৩) পায়া বাঘে আপচায় (১৪)॥
বাঘের থাপরে গিরির অঙ্গে বসিল নখ।
খের (১৪) কাটিতে নিয়া গেল এক গৃহস্থের বউক॥
সাত পাঁচ গৃহস্থের বেটা যুক্তি করিয়া।
সোনারায়ের নিমিত্তে বেড়ায় মাগিয়া (১৫)॥
জঙ্গলের জীবজন্তু চড়াল ভিতাভিতি।
আপনি ধরিল প্রভু সন্ন্যাস মুরতি॥
সন্ন্যাসীর বেশে ঠাকুর ফিরে ঘরে ঘরে।
অর্দ্ধ পথে লাগাইল পাইল দুর্জ্জয় মগলে॥
মোগলের সেনা সে সন্ন্যাসীক পুছে কথা।
উত্তর না দিল ঠাকুর নাড়া দিল মাথা॥
ধাকাতে ধাকাতে নিল আগেতে করিয়া।
সাধু নয় অসাধু চোর দুর্জ্জন ভাবিয়া॥

১০। উপজিল—জন্মিল।
১১। গিরি—গৃহস্থ।
১২। যুক্তি—জোঁয়াল সহ লাঙ্গলের সংযোগ রজ্জু।
১৩। লাগাইল—দেখা।
১৪। আপচায়—আক্রমণ করে।
১৫। খের—খড়।
১৬। মাগিয়া—ভিক্ষা করিয়া।

কতক দূর হইতে সাধু কতক দূর যায়।
কতকদূর যাইতে সে মগলের বাড়ী পায়॥
দিবা অবসান হইয়া নিশাভাগ হইল।
মধ্য রাত্রে সাধুর পায়ে জোড়া কুন্দা (১৭) দিল॥
কুন্দাতে থাকিয়া ঠাকুর ছাড়িল হুঙ্কার।
ত্রিশ কোটি বাঘ আসি হইল আগুসার॥
উঠ উঠ ওহে প্রভু স্থির কর মন।
বাঘজাতি আমাদিগে ডাক্‌ছেন কি'কারণ॥
আইস আইস বাঘগণ আমার হুকুম লও।
মগলের সেনাপতিক মারিয়া যে যাও॥
বড় মগলক মারেক তুই ধরি চাতো হাত।
ছোট মগল মারেক তুই আছাড়ি পর্ব্বত॥
হাতি শালের হাতি মারেক ঘোড়া শালের ঘুড়ি।
বাছিয়া বাছিয়া মারেক পালিত প্রহরী॥
মগল সৈন্য মারিতে রাত্রি প্রভাত হইল।
জোড় কুন্দা ভাঙ্গি প্রভু পলাইয়া গেল॥
যমুনা পার হইয়া ঠাকুর বাঘের নিল লেখা।
সকল বাঘ আছে মোর নাই বেড়াদিপা॥
বেড়াদিপা বাঘ আসি জোড় কর করি।
ঠাকুরক প্রণাম করে জোড় হাঁটু পাড়ি॥
সন্ন্যাসী বোলেন বাঘ ঐ থানেতে বৈস্।
মাথার ছাল কেম্‌নে গেইছে স্বরূপ কৈরে কইস্॥
বাঘ বোলে সন্ধ্যা কালে আইলের গুত (১৮) ধরি।
এ কাল পেটের জ্বালা সহিতে না পারি।
বহু কষ্টে বহু শ্রমে জীব হত্যা করি।
এক জীবকে ধরিয়া কৈরাছি বড় বল।
চালের রুয়া লাগিয়া মাথার গেইছে ছাল॥
সন্ন্যাসী কয় বনের বাঘা ঐ থানেতে বৈস্।
দাঁত ভাঙ্গিছে কি রকমে স্বরূপ কৈরে কইস্

১৭। কুন্দা—কাষ্ঠ নির্ম্মিত বেড়ি বিশেষ।   ১৮। গুত—আড়াল।

বাঘা বলে প্রভু আমি পেটের দায়ে মরি।
কাল সম পেটের জ্বালা সহিতে না পারি॥
মানুষের হাড় যেমন তেমন গরুর হাড় ডাট্ (১৯)।
গরু খাইতে ভাঙ্গিয়াছে কামের ছয় দাঁত॥
এই মতে সোনারায় প্রকাশিত হইল॥
বালকে জানি সবে পাঁচালী গাইল॥
ধন্য ঠাকুর সোনারায় গিরস্তক দে তুই বর।
ধনে বালিশে (২০) বারুক গিরি পুরুক ভাণ্ডার॥
গোয়াইলেতে বারুক গরু ভাণ্ডারে বারুক ধন॥
দেওয়ানে দরবারে গিরি পাউক ফুলপান॥
সোনারায়ের দক্ষিণা লাগে ভরণ কুলাধান।
সোনার নয় বুড়ি কড়ি গুয়া (২২) পঞ্চ খান॥

শ্রীপূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ

শ্রীশ্রীউমামহেশ্বর

বা

বাভ্রবী কায়া।

বগুড়ায় বিগত সাহিত্য-সম্মিলনের সময়ে অনেক পাষাণময়ী মূর্ত্তি আহৃত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে একখানি ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ডে খোদিত একটি উমামহেশ্বর-মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম। উত্তরবঙ্গের অনেক স্থানে এই উমামহেশ্বর-মূর্ত্তি এখনও বিদ্যমান আছে। বিগত মাঘ মাসে একটী উমামহেশ্বর-মূর্ত্তি, আদমদীঘি থানার ৩ মাইল দূরে দেহরা হাটখোলায় এক বৃক্ষ-মূলে দেখিয়াছিলাম। ঐ মূর্ত্তিটি সংপ্রতি বগুড়া লাইব্রেরীতে স্থান পাইয়াছে। আমি যতগুলি

১৯। ডাট—শক্ত। ২০। বালিশে—অনে। ২১। ভরণ কুলা—পূর্ণ কুল।২২। গুয়া—গুবাক।

মন্তব্য।—কিরূপে শ্রীমূর্ত্তির আলোচনা হইতে নানা ঐতিহাসিক তথ্য লাভ করিতে হইবে, তাহাই অনুসন্ধানের বিষয়,—ধর্ম্মতত্ত্ব প্রসঙ্গক্রমে আলোচিত হইতে পারে। কাব্যরত্ন মহাশয় মৎস্য পুরাণকে অমর কোষের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিবার প্রমাণ উল্লেখ করিলে ভাল হইত। আমার প্রবন্ধে যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহার সকল কথা বুঝিয়া আলোচনা করিলে ভাল হয়। ত্রিকাণ্ডশেষে লেখা আছে "অলৌকিকত্বাদময়" ইত্যাদি—অমরের সময়ে যাহা লৌকিক সাহিত্যে প্রচলিত ছিল না, তাহা প্রচলিত হওয়ায়, তত্তাবতের উল্লেখ করাই ত্রিকাণ্ডশেষ রচনার উদ্দেশ্য। তাহাতে "বাভ্রবী দুর্গা" বলিয়া কথিতা; অমরে তাহা নাই। এবং চণ্ডীতে দুর্গা "বাভ্রবি" নামে সম্বোধিতা। তাহারই উল্লেখ করিয়াছিলাম। ইহার সহিত ঐতিহাসিক তথ্যের সংস্রব আছে। বাভ্রবী মূর্ত্তি শিবের বা দুর্গার, তাহা অন্য কথা;—ঐ মূর্ত্তি কোন্ সময়ের তাহাই অনুসন্ধেয়।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

উমামহেশ্বর-মূর্ত্তি দেখিয়াছি, সে গুলির কোনটির কোথায়ও কোনরূপ অক্ষর দেখিতে পাই নাই। উক্ত একখানি উমামহেশ্বর-মূর্ত্তি রায়কালীতে আছে এবং অপর একখান উমামহেশ্বর-মূর্ত্তি রায়কালীর নিকটবর্ত্তী কালিকাপুর গ্রামের মাঠে এক বৃক্ষমূলে বিদ্যমান আছে। অনুসন্ধান করিলে উক্ত প্রদেশের অনেক গ্রামেই এই মূর্ত্তি ২।৪ খানা পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় মালদহে একটি উমামহেশ্বর-মূর্ত্তির পাদদেশে "বাভ্রবী কায়া" লিখিত দেখিয়া উহার তথ্য নির্ণয়ার্থে সযত্ন হইয়া, রঙ্গপুর-শাখা-সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় এই বিষয়ের একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত মৈত্রেয় মহাশয় তন্ত্রসার হইতে যে দুইটি ধ্যান সংগ্রহ করিয়া ঐ মূর্ত্তির যাথার্থ্য নিষ্কাষণে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা দ্বারা ঐ বাভ্রবী কায়ার অর্থ, শিব-মূর্ত্তি, ইহা স্পষ্টতর প্রতীয়মান হয়। বভ্রুর্মহাদেবঃ তস্য ইয়ং বাভ্রবী; অর্থাৎ বভ্রুসম্বন্ধিনী কায়া মূর্ত্তিঃ। বভ্রুশব্দ নানার্থে প্রযুক্ত হয়। চণ্ডী টীকাকৃৎ বিরূপাক্ষ বাভ্রবী শব্দের বৈষ্ণবী অর্থ লিখিয়াছেন। এবং গোপাল চক্রবর্ত্তী "বাভ্রবি বৈষ্ণবি যদ্বা মাহেশ্বরি যদ্বা মহতি"। "বভ্রু বৈশ্বানরে শূলপাণৌ চ গরুড়ধ্বজে। বিশালে নকুলে পুংসি পিঙ্গলেঽভিধেয়বৎ"॥ ইতি মেদিনী। "বভ্রু শব্দেন রজোগুণ উচ্যতে" ইতি বিদ্যাবিনোদঃ। ইত্যাদি আভিধানিক প্রমাণ দ্বারা সর্ব্বশক্তিময়ী দুর্গার বিষ্ণুশক্তিত্ব, শিবশক্তিত্ব, মহত্ব এবং রজোগুণাত্মকত্ব দেখাইয়াছেন। এক কথায় দুর্গাকে ব্রাহ্মী বৈষ্ণবী ও শৈবী শক্তিরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিরূপাক্ষ "বভ্রুর্মুন্যন্তরে বিষ্ণৌ নকুলে পিঙ্গলে ত্রিষু।" এই নামমালা-পরিগৃহীত বভ্রুশব্দের বিষ্ণু অর্থ গ্রহণ করিয়া বাভ্রবী, বৈষ্ণবী, অর্থ লিখিয়াছেন মাত্র। আভিধানিক অপর প্রমাণ গ্রহণ করিয়া বভ্রু শব্দের মাহেশ্বরীরূপ অর্থে শক্তি গ্রহণ করিতে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন। বিশেষরূপ বিচার করিয়া দেখিলে বিরূপাক্ষের বৈষ্ণবী অর্থ সুচারু বলিয়া প্রতিভাত হয়। কারণ পরবর্ত্তী তামসী শব্দের মাহেশ্বরী অর্থ করা হইয়াছে। শাস্ত্রে মহেশ্বর তমোমূর্ত্তি বলিয়া খ্যাত জন্য তাঁহার শক্তিকে তামসী বলা যায়। অথবা বভ্রু শব্দের বিদ্যাবিনোদোক্ত রজোগুণ অর্থ গ্রহণ করিয়া রজোমূর্ত্তি ব্রহ্মার শক্তি ব্রহ্মাণীরূপ অর্থ গ্রহণ করা যায়। তাহা হইলেও পরবর্ত্তী তামসী শব্দ দ্বারা মাহেশ্বরী অর্থের কোন হানি হয় না। বরং তামসী অর্থাৎ তমোগুণাত্মিকা বিশেষণের পূর্ব্বে বাভ্রবী অর্থাৎ রজোগুণাত্মিকা এই অর্থ সমীচীন। নামলিঙ্গানুশাসন-কুশল অমর সিংহ স্বরচিত অমর কোষে "বিপুলে বিষ্ণৌ নকুলে বভ্রুর্না পিঙ্গলে ত্রিষু" লিখিয়া বাভ্রবী বৈষ্ণবী এইরূপ অর্থেরই পোষণ করিয়াছেন। অতএব চণ্ডীর বাভ্রবী শব্দের সহিত প্রবন্ধ-লিখিত মূর্ত্তির একত্ব নির্ণয় করার চেষ্টার প্রয়োজন কি? কাজেই অপর পথ অবলম্বন করা কর্ত্তব্য বিবেচনায় শাস্ত্রীয় অপর প্রমাণ দ্বারা "বাভ্রবী কায়ার" উমামহেশ্বর রূপ অর্থ প্রকাশে প্রয়াস পাইতেছি। আরও এক কথা এই যে যদি মূর্ত্তি-নির্ম্মাতা বাভ্রবী শব্দটি কেবল মাত্র দুর্গা বা পার্ব্বতী অর্থে ব্যবহার করিতেন, তাহা হইলে কখনই প্রচলিত শব্দ পরিত্যাগ করিয়া অপ্রচলিত * বাভ্রবী শব্দের ব্যবহার করিতেন না। বাভ্রবী শব্দের তাৎপর্য্যার্থ অনুসন্ধান

* একদা "বাভ্রবী" শব্দ প্রচলিত ছিল না, এখনও অপ্রচলিত। কিন্তু যখন উহা ব্যবহৃত হইয়াছিল

করিলে, নির্ম্মিত মূর্ত্তি উমামহেশ্বর ইহা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। "বভ্রু, মহাদেব তৎ সম্বন্ধিনা কায়া" এই নিষ্কৃষ্টার্থ মহাদেব অর্থের উপস্থাপক। অবান্তর বৈষ্ণবী প্রভৃতি অর্থে বাভ্রবী শব্দ প্রযুক্ত হইলেও প্রবন্ধ লিখিত পুংমূর্ত্তির ললাট, নেত্র, মস্তকে জটা এবং হস্তে ত্রিশূলই তাহার নিরাসক। অপর এই উমামহেশ্বর-মূর্ত্তির পাদপীঠে খোদিত উমামহেশ্বরের বাহন বলিয়া প্রসিদ্ধ বৃষ ও সিংহ দেখিলেই সমুদায় সংশয় অপনীত হয়। অল্পদিন হইল উত্তরবঙ্গ রেলওয়ের জামালগঞ্জ ষ্টেশনের অনতি দূরবর্ত্তী দাদরা গ্রামের দক্ষিণে এক মাঠে অপর একটি উমা-মহেশ্বর-মূর্ত্তি দেখিয়াছি। তাহার পাদপীঠে দেবনাগরাক্ষরে "শ্রীপার্ব্বতীশঙ্করৌ" সুস্পষ্ট রূপে লিখিত আছে। মূর্ত্তিটির অনেক স্থানে ক্ষত হইলেও গ্রামবাসিগণ উহার পূজা করে বলিয়া আমি তাহা গ্রহণ করিতে পারি নাই।* যাহা হউক বাভ্রবী কায়া যে শ্রীপার্ব্বতী শঙ্কর বা উমামহেশ্বর-মূর্ত্তি তাহাতে সন্দেহ নাই। এই মূর্ত্তির পূজা পৌরাণিক যুগে প্রচলিত ছিল। তান্ত্রিক যুগে ঐ মূর্ত্তির উপাসনা অন্য আকারে প্রচলিত, এই জন্য তন্ত্রসারকার তাঁহার স্বগ্রন্থে উহা অন্যরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। তবে আমরা তন্ত্রে যে অর্দ্ধনারীশ্বর-মূর্ত্তি দেখিতে পাই তাহা অর্দ্ধ হর ও অর্দ্ধ গৌরীমূর্ত্তি। মৎস্য পুরাণে উমামহেশ্বর-মূর্ত্তি নির্ম্মাণের যে নিয়ম লিখিত হইয়াছে তাহা দ্বারা বাভ্রবী কায়া যে উমামহেশ্বর-মূর্ত্তি তাহা জানা যায়।

মৎস্য পুরাণে ২৬০ অঃ এই পার্ব্বতী শঙ্কর বা বাভ্রবী কায়াকে, উমামহেশ্বর নামে আখ্যাত করিয়াছেন। আমরা যে সমুদয় উমামহেশ্বর-মূর্ত্তি দেখিয়াছি, ঐ গুলি পৌরাণিক যুগে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পূজিত হইত। সাধারণের অবগতির জন্য মৎস্য পুরাণের সেই বচন গুলি উদ্ধৃত করিতেছি ;—

উমামহেশ্বরস্যাপি লক্ষণং শৃণুত দ্বিজাঃ।
সংস্থানন্তু তয়োর্ব্বক্ষ্যে লীলাললিতবিভ্রমং ॥
চতুর্ভুজং দ্বিবাহুং বা জটাভারেন্দুভূষিতং।
লোচনত্রয়সংযুক্তমূমৈকস্কন্ধপাণিনং ॥
দক্ষিণেনোৎপলং শূলং বামং কুচভরং করং।
দ্বীপিচর্ম্মপরিধানং নানারত্নোপশোভিতং ॥
সুপ্রতিষ্ঠং সুবেশঞ্চ তথার্দ্ধেন্দুকৃতাশনং।
বামেতু সংস্থিতা দেবী তস্যোরৌ বাহুগূহিতা ॥

তখন যে অপ্রচলিত শব্দরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল, এরূপ অনুমানের কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। কোন্ সময়ে এই শব্দ প্রচলিত ছিল, তাহার সন্ধান পাইলেই, রচনা কাল নির্ণীত হইতে পারে। ত্রিকাণ্ডশেষ সংকলিত হইবার সময়ে প্রচলিত ছিল। তৎপূর্ব্বে কোনও গ্রন্থে "বাভ্রবী" শব্দ আছে কিনা, তাহাই অনুসন্ধানের বিষয়। আমি চণ্ডীতে এই শব্দ থাকা দেখাইয়াছি। আর কোথায় আছে?

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

* এই মূর্ত্তির বর্ণনা বা চিত্র দিলে ভাল হইত।

শিরোভূষণসংযুক্তৈরলকৈর্লসিতাননা।
সবালিকা কর্ণবতী ললাটতিলকোজ্জ্বলা॥
মণিকুণ্ডলসংযুক্তা কর্ণিকাভরণা ক্বচিৎ।
হারকেয়ূরবহুলা হরবক্ত্রাবলোকিনী॥
বামাংশং দেবদেবস্য স্পৃশন্তী লীলয়া ক্বচিৎ।
দক্ষিণন্তু বহিঃ কৃত্বা বাহুং দক্ষিণতোঽথবা॥
স্কন্ধে বা দক্ষিণে কুক্ষৌ স্পৃশত্যঙ্গুলিভিঃ ক্বচিৎ।
বামেচ দর্পণং দদ্যাদুৎপলং বা সুশোভনং॥
জয়াচ বিজয়া চৈব কার্ত্তিকেয়বিনায়কৌ।
পার্শ্বয়োর্দ্দর্শয়েত্তত্র তোরণে গণগুহ্যকান্॥
মালাবিদ্যাধরাংস্তদ্বদ্বীণাবানপ্সরোগণঃ।
এতদ্রূপমুমেশস্য কর্ত্তব্যং ভূতিমিচ্ছতা॥

এই সমুদায় প্রমাণ দ্বারা দ্বিভুজ ও চতুর্ভুজ উভয়বিধ উমামহেশ্বর-প্রতিমা নির্ম্মাণের বিধি পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। চতুর্ভুজ মূর্ত্তির নির্ম্মাণবিধিও "চতুর্ভুজং দ্বিবাহুং বা" শ্লোকাংশ দ্বারা স্পষ্টতঃ অবগত হওয়া যায়। চতুর্ভুজ মূর্ত্তির বামোর্দ্ধ হস্তে ত্রিশূল এবং বামাধঃ হস্ত পার্ব্বতীস্তনে স্থাপিত। দক্ষিণাধঃ হস্তাঙ্গুলি পার্ব্বতীচিবুক-সংলগ্ন ও দক্ষিণোর্দ্ধ হস্তে পাশ বা খট্বাঙ্গ অবস্থিত ইহাও পুরাণান্তরের * বচন দ্বারা জানা যায় ;—

বামোর্দ্ধে ত্রিশূলং দেব্যাঃ স্তনস্থাপরং করং।
দক্ষোর্দ্ধে করে নাগপাশং খট্বাঙ্গমেব বা॥
অপরেণ করাগ্রেণ প্রিয়ায়াশ্চিবুকং মুদা।
স্পৃশন্তং লীলয়া দেবীবক্ত্রালোকনতৎপরং॥

ইত্যাদি বচন দ্বারা চতুর্ভুজ উমামহেশ্বর-মূর্ত্তি-বিষয়ে যাহা অবগত হওয়া যায়, তাহাতে বাভ্রবী কায়া যে উমামহেশ্বর মূর্ত্তি তাহাতে সন্দেহ নাই, চতুর্ভুজ ও দ্বিভুজ উভয়বিধ মূর্ত্তির মধ্যে অন্য কোনও পার্থক্য নাই। দ্বিভুজ মহেশ্বরের দক্ষিণ হস্তে ত্রিশূল ও বামহস্ত দেবীর স্তনতটে অবস্থিত, চতুর্ভুজ মহেশ্বরের বামোর্দ্ধহস্তে ত্রিশূল ও বামাধঃহস্ত দেবীর স্তনোপরি সুবিন্যস্ত, এবং দক্ষিণাধঃহস্তাঙ্গুলি দেবীর চিবুক-সংলগ্ন ও অপর হস্ত খট্বাঙ্গ বা পাশ-শোভিত। ইহা ভিন্ন দ্বিভুজ ও চতুর্ভুজ মূর্ত্তির অবস্থানাদি একরূপ।

আমি যে সমুদয় উমা মহেশ্বরের মূর্ত্তি (বাভ্রবী কায়া) দেখিয়াছি, সে সমুদায় কৃষ্ণপ্রস্তরে খোদিত। তাহার পৃষ্ঠদেশ সমতল নহে, নিম্নে স্থিত প্রস্তর কীলক দেখিয়া বোধ হয় তদ্দ্বারা ঐ মূর্ত্তি কোনও আসনোপরি প্রোথিত থাকিত। প্রস্তর-ফলককে তিন অংশে বিভক্ত

* কোন্ পুরাণ, তাহার উল্লেখ নাই। মৈত্রেয়।

করিয়া তাহার মধ্যস্থিত অংশে মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছে। নিম্ন পাদপীঠাংশের উভয় পার্শ্বে, দুইটি নারীমূর্ত্তি; ঐ দুইটি জয়া ও বিজয়া, ইহা পূর্ব্বোক্ত বচনে জানা যায়। পাদপীঠের উপরে যে অংশে স্ত্রী মূর্ত্তি নির্ম্মিত আছে তাহার এক দিকে অর্থাৎ মহেশ্বরের পাদতলে বৃষ ও অপর দিকে উমার পাদতলে সিংহ; মধ্যস্থলে সুবৃহৎ পদ্মাসনোপরি চতুর্ভুজ পুরুষমূর্ত্তি তাহার বাম উরুদেশ সঙ্কুচিত ভাবে আসন-নিবিষ্ট; আসনের নিম্নভাগে দোদুল্যমান দক্ষিণ পদ পদ্মোপরি অবস্থিত। মহেশ্বরের বাম উরুদেশে একটি দ্বিভুজা নারীমূর্ত্তি উপবিষ্টা। তাহার বাম হস্তে দর্পণ, দক্ষিণ হস্ত, মহেশ্বরের বাম বাহুর তলদেশ হইতে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া মহেশ্বর দক্ষিণ অংসোপরি বিন্যস্ত রহিয়াছে। মহেশ্বরের বামোর্দ্ধ হস্তে সুবিশাল ত্রিশূল, উপরের দক্ষিণ হস্তে পাশ (এই হস্তে খট্বাঙ্গও দেখিয়াছি); নীচের দক্ষিণ হস্তাঙ্গুলি উমার চিবুক-সংলগ্ন। নীচের বাম বাহু দ্বারা আবেষ্টিতা উমার বাম স্তনোপরি বাম হস্ততল সুযত্ন-বিন্যস্ত। উভয় মূর্ত্তিই বিচিত্র কারুকার্য্যযুক্ত সূক্ষ্মবস্ত্র-পরিহিত বিবিধ রত্নালঙ্কারে সুসজ্জিত ও শিরোভূষণ-ভূষিত। মহেশ্বর স্মিতমুখ, উমা সব্রীড়মুখী, ইহাতে যে শিল্প কৌশল অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহা দেখিলে চিন্তাশীল ব্যক্তির মনে স্বতঃই অতীতের অনেক কথা উদিত হয়।

মূর্ত্তিদ্বয়ের মধ্যে কে প্রধান বা কে অপ্রধান তাহা নির্দ্দেশ করার কোনও প্রয়োজন নাই। যে-হেতু আমরা শাস্ত্রে যাহা দেখিতে পাই তাহাতে "শক্তিশক্তিমতোরভেদঃ" এই বাক্য দ্বারা উমা ও মহেশ্বরের স্বরূপতঃ কোনও ভেদ নাই, ইহা সুস্পষ্টরূপে জানিতে পারি। বহ্নি ও তাহার দাহিকা শক্তি পরস্পর যেমন সম্বন্ধ বিশিষ্ট, উমামহেশ্বর, রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি শ্রীমূর্ত্তিও পরস্পর সেইরূপ সম্বন্ধ সংক্রান্ত। নিত্যশুদ্ধ নিষ্ক্রিয় পুরুষ প্রকৃতিযোগে সক্রিয় হন। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, "শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুং" নচেৎ তিনি শববৎ নিষ্ক্রিয়। সাধক-প্রবর রামকৃষ্ণদেবও এই কথার প্রতিধ্বনি-ছলে "পুরুষ নিষ্ক্রিয় তাই শব হ'য়ে প'ড়ে রয়, প্রকৃতি তাহার যোগে করে সৃষ্টি স্থিতি লয়" বলিয়া এক কথায় প্রকৃতি-পুরুষের পরস্পর অভেদ সম্বন্ধ দেখাইয়াছেন। আমরা যে সমুদয় সগুণ মূর্ত্তির ধ্যান পূজাদি করিয়া থাকি সে সমুদয় মূর্ত্তিই শক্তিমতী। অতএব তাহাদের মধ্যে পরস্পরের প্রাধান্য অপ্রাধান্য নির্ণয় করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

তন্ত্রসারে উমামহেশ্বরের পৃথক্ কোনও ধ্যান নাই। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় স্বরচিত "বাভ্রবী কায়া" প্রবন্ধে যে দুইটি ধ্যান তন্ত্রসার হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন ঐ দুইটি ধ্যানই শিবের। উমামহেশ্বরের নহে। তন্ত্রসারকার শিবমন্ত্র কথন প্রস্তাবে "বন্ধুকাভং ও বন্দে সিন্দূরবর্ণং" ধ্যান দুইটী লিখিয়াছেন। ইহা দ্বারা বাভ্রবী কায়ার উমাকে প্রধান বলা যাইতে পারে না। বরং মহাদেবকেই প্রধান বলিয়া শক্তি উমাকে অনুসাঙ্গনী বলা যাইতে পারে। তন্ত্রসারে লিখিত অনেক পুংমূর্ত্তির ধ্যানই সশক্তিক রূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। বাহুল্য ভয়ে সে সমুদয় উদ্ধৃত করিলাম না।

বাভ্রবী কায়া বা উমামহেশ্বর-মূর্ত্তি, অমরসিংহের পূর্ব্বেও প্রচলিত ছিল, মৎস্য পুরাণ

প্রভৃতিতে উমামহেশ্বর-মূর্ত্তি নির্ম্মাণক্রম সুস্পষ্টরূপে লিখিত থাকায় ইহা জানা যায়। অমরসিংহ স্বরচিত অমর কোষে নানার্থবর্গে "বিপুলে বিষ্ণৌ নকুলে বভ্রুর্না পিঙ্গলে ত্রিষু" লিখিয়াছেন এই প্রবন্ধে পূর্ব্বেই তাহার আলোচনা করিয়াছি। অমরসিংহ স্বরচিত কোষগ্রন্থে যে সকল শব্দ গ্রহণ করেন নাই, এরূপ বহু শব্দই সংস্কৃত পুরাণাদি গ্রন্থে পাওয়া যায়।* শব্দ শাস্ত্র অনন্ত, প্রাচীন অনেক গ্রন্থের টীকাকার ইহা বলিয়াছেন। যথা—"অহঙ্ক ভাষাকারশ্চ কুশাগ্রীয়ধিয়া বুভৌ। নৈব শব্দাম্বুধেঃ পারং কিমন্যে জড়বুদ্ধয়ঃ।" নানার্থক শব্দের অর্থ নির্দ্ধারণে অসমর্থ হইলে, কিরূপে তাহা বুঝিতে হইবে, ইহা শব্দ শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে। "সংযোগো বিপ্রযোগশ্চ সাহচর্য্যং বিরোধিতা। অর্থঃ প্রকরণং লিঙ্গং শব্দস্যান্যস্য সন্নিধিঃ। সামর্থ্যমৌচিতী দেশঃ কালো ব্যক্তিঃ স্বরাদয়ঃ। শব্দার্থস্যানবচ্ছেদে বিশেষস্মৃতিহেতবঃ॥" সংযোগ, বিয়োগ, সাহচর্য্য, বিরোধিতা প্রয়োজন, প্রস্তাব, তুল্যবিভক্তিক শব্দের সান্নিধ্য, নিয়ত শক্তি, ঔচিত্য, নির্দ্দিষ্ট স্থান, নির্দ্দিষ্ট সময় ও পুংস্ত্বাদি শব্দার্থের নির্দ্ধারণে বিশেষ বোধকারক হইয়া থাকে। "বাভ্রবী কায়া" শব্দ বিষ্ণু বা শিব প্রভৃতির শক্তিরূপ অর্থে পর্য্যবসিত হইলেও উমামহেশ্বর-মূর্ত্তির পাদ-পীঠে লিখিত থাকায় উহা যে সশক্তিক মহাদেবকেই বুঝায় তাহা পূর্ব্বোক্ত প্রমাণগুলি পর্য্যা-লোচনা করিলে নিঃসন্দেহে জানা যায়।

মাননীয় শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের লিখিত "বাভ্রবী কায়া" প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিবার মানসে আমি এই প্রবন্ধের অবতারণা করিতেছি না। তাঁহার লিখিত প্রবন্ধের উপসংহারের উপদেশানুসারেই আমি এই প্রবন্ধের পুনরবতারণা করিয়াছি। তাঁহার উপদেশেই আমি এ কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছি। তিনি নিরুৎসাহী বাঙ্গালীর পৃষ্ঠে প্রবন্ধ লিখনচ্ছলে মাঝে মাঝে যেরূপ কশা প্রয়োগ করেন তাহাতে অনেকের চৈতন্য হয়। মূর্চ্ছা ভাঙ্গাইতে হইলে তীব্র আঘাতের প্রয়োজন, ইহা চিকিৎসা শাস্ত্রে দেখিতে পাই। সেই তীব্র আঘাতে যাহার মূর্চ্ছা অপনীত হয়, তাহাকে বহুক্ষণ ঐরূপ তীব্র উৎপাত করিয়া জাগাইয়া রাখিতে হয়, নতুবা পুনর্মূর্চ্ছিত হইলে, আর তাহার চৈতন্য লাভের সম্ভাবনা থাকে না।

শ্রীবিপিনচন্দ্র কাব্যরত্ন।

* এই শ্রেণীর শব্দের একটি তালিকা ও কোন্ পুরাণের কোন্ অংশে ব্যবহৃত তাহার পরিচয় প্রকাশিত হইলে তথ্যালোচনার সুবিধা হইতে পারে। শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

কবি জীবন মৈত্র।

বগুড়া জেলার ৩ ক্রোশ উত্তরে পুণ্যসলিলা করতোয়া-তীরে লাহিড়ীপাড়া নামক গ্রাম আজিও লুপ্তপ্রায় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজের অতীত গৌরব স্মৃতিপথে আনয়ন করিয়া থাকে। কালাবর্ত্তে সে সমৃদ্ধিশালী নগরের সমস্ত চিহ্ন অতীতে বিলীন হইয়াছে—আছে কেবল সেই ধ্বংসরাশি মধ্যে প্রোথিত রত্নরাজির ন্যায় মহাকবি জীবন মৈত্রের নাম! জীবন যে অমূল্য রত্ন বঙ্গীয় সাহিত্য সেবিগণকে উপহার দিয়া গিয়াছেন, তাহা সাহিত্য-জগতে অতুলনীয়! তিনি নশ্বর জীবন লইয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার রচিত 'মনসার ভাসান' তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। অনুমান অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্রাহ্মণ-বহুল লাহিড়ীপাড়া গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ মৈত্র-বংশে আমাদের আখ্যায়িকা-বর্ণিত জীবন মৈত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম অনন্ত রাম, পিতামহের নাম বংশীবদন মৈত্র। অনন্তরামের পাঁচ পুত্র ছিল, জীবন লিখিয়াছেন :—

সর্ব্বাগ্রজ দুর্গারাম তস্যানুজ আত্মারাম
সর্ব্বেশ্বর প্রাণকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ।
শ্রীকবিভূষণ নাম বাস লাহিড়ীপাড়া গ্রাম
জীবন মৈত্র চতুর্থের কনিষ্ঠ॥*

উপরোক্ত কবিতায় জীবনের "কবিভূষণ" উপাধির পরিচয় পাওয়া যায়। জীবনের অপর চারি ভ্রাতার নাম ব্যতীত গ্রন্থ মধ্যে আর কিছুই উল্লেখ নাই। কেবল এক স্থানে লিখিয়াছেন,—

আত্মারামের দুই পুত্র অনুপরাম অমর মৈত্র
আন্দিরাম অনুপ-নন্দন।

লাহিড়ীপাড়ার মৈত্র-বংশ একেবারেই লোপ পাইয়াছে। স্থানীয় প্রাচীন লোকদিগের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াও কোনও সঠিক তথ্য জানিতে পারি নাই। সুতরাং জীবনের জীবনী জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া সংগ্রহ করাও অসম্ভব হইয়াছে!

লাহিড়ীপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত সারদানাথ খাঁ বি, এল মহাশয় ১২৯১ সালে জীবনের রচিত মনসার ভাসানের কতকাংশ "বিষহরী পদ্মা পুরাণ" নাম দিয়া মুদ্রিত করিয়াছিলেন। যে কারণে জীবনের ধ্বংসোন্মুখ-প্রতিভা বর্ত্তমান সময়ে সাহিত্যিকগণের আলোচ্যের বিষয় হইয়াছে তাহার প্রথম পথ-প্রদর্শক শ্রদ্ধেয় সারদা বাবু! সারদা বাবু দৈবপ্রতিকূলাচারে গ্রন্থখানির সম্পূর্ণ উদ্ধার করিতে পারিয়াছিলেন না, কিন্তু তাঁহার প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়া আমরা আজ জীবনের অপূর্ব্ব কবিত্ব-শক্তির পরিচয় সাধারণে প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলাম।

---

* মূল পুঁথির বানান সংশোধন না করিয়া অবিকল উদ্ধৃত করা হইল।

কমলিনী দেবীকে জীবনের মাতা বলিয়া সারদা বাবু নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমরা জীবন মৈত্রের রচিত ৩।৪ খানা পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছিলাম তাহাতে কবি আপনার জননীর নাম স্বর্ণমালা লিখিয়াছেন।

স্বর্ণমালা সুত কবি বারিন্দ্র ব্রাহ্মণ।
শ্রীমৈত্র জীবন গান অনন্ত নন্দন॥

আমি সমস্ত পুঁথি খুঁজিয়া দেখিয়াছি কমলিনী দেবীর নাম উল্লেখ নাই। সারদা বাবু সম্ভবতঃ জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়াই ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন।

কবির জন্মস্থান, বাল্যকালের শিক্ষা, গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্দেশ্য প্রভৃতির কোন নিদর্শন গ্রন্থে উল্লেখ নাই। কেবল মনসার বর পাইয়া তিনি গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ইহাই জানা যায়।

জীবন ১১৫১ সালে বা ১৬৬৬ শকে (ইং ১৭৪৪ খৃঃ) যে মনসার ভাসান রচনা করিয়াছিলেন, একাধিকবার তাহার উল্লেখ আছে, যথা :—

(১) মহী পৃষ্ঠে শশি দিয়া　　　বাণ বিধু সমর্পিয়া
বুঝহ সনের পরিমাণ।

(২) অম্বুজের পৃষ্ঠে রস ঋতু রিপু জান।
এই শকে জীবন মৈত্র মধুর রস গান॥

(৩) নিরনিধি সুত পৃষ্ঠে রিপু আরোপিয়া।
বিরোচন সুতের সুত তাহাতে স্থাপিয়া॥
তার পৃষ্ঠে কোকনদ বন্ধু অধিষ্ঠান।
এহি শকে শ্রীমৈত্র জীবন রচে গান॥

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস মহাশয় * উল্লিখিত সময়-নিরূপক কবিতার প্রথমটির 'বিধু' স্থলে "বিদি" এবং দ্বিতীয়টির "ঋতু" স্থলে "কম" শব্দ পাইয়া "কাব্য সমাপনের তারিখ প্রহেলিকাময়" বলিয়াছেন। তৃতীয়টির অর্থ উদ্ধার সহজসাধ্য নহে। কতিপয় বন্ধুর সাহায্যে ১৬৫১ শক স্থির করিয়াছি। একই কাব্যের রচনা কাল দুই স্থানে দুই রকম থাকার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলাম না! রচনার প্রারম্ভ কাল ১৬২১ শক এবং পরিসমাপ্তি কাল ১৬৬৬ শক হওয়াও আশ্চর্য্য! কেননা একখানি কাব্য রচনায় সুদীর্ঘ পঞ্চদশবর্ষব্যাপী অধ্যবসায় স্থিরতর থাকাও অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। নকলকারকগণের কৃপায় প্রকৃত শব্দের † স্থানচ্যুতি ঘটিয়া থাকিলে তাহা ধরা অন্ততঃ আমার পক্ষে সাধ্যাতীত। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, জীবনের রচিত ৩।৪ খানা পুঁথি সংগ্রহ করিয়া দেখিয়াছি সুতরাং আমি প্রথম দুইটি হইতে যে,

* রঙ্গপুর শাখা প্রকাশিত সন ১৩১৫ সালের ২য় সংখ্যক সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা।

† তৃতীয়টির "রিপু" এবং "শক" শব্দ দ্বয়ের স্থলে যথাক্রমে "মহী" এবং "সন" শব্দ হইলে প্রথমটির সহিত অর্থের সামঞ্জস্য হয়।

সন বা শক নির্দ্দেশ করিয়াছি তাহাই ঠিক বলিয়া মনে করি। এই সমস্ত মারাত্মক ভ্রম যে তাৎকালিক লিপিকরগণের অসংযত লেখনী-নিঃসৃত, তাহা সন্দেহ করিবার কোনই কারণ নাই।

মনসার ভাসান এতদ্দেশে এখনও সুর-তাল সহযোগে গীত হইয়া থাকে। এক সময়ে মনসা দেবীর প্রভাব বঙ্গবাসীর উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল তা৹ার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। একশ্রেণীর নিরক্ষর লোকের মনসার গান জীবিকা-নির্ব্বাহের প্রধানতম উপায় ছিল এবং স্বধর্ম্মনিরত পল্লীবাসিগণ ভক্তিসহকারে সেই মধুময় সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইত।

আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের "কালী-কলমের" ব্যয় ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। নতুবা আমাদের জাতীয় ইতিহাসের পৃষ্ঠা এত সংক্ষিপ্ত হইত না। ঐতিহাসিকগণের অদম্য-গবেষণার ফলে যাহা কিছু উদ্ভাবিত হইয়াছে তাহাও বিভিন্ন লেখকের বিভিন্ন চিন্তা-জ্ঞাপক। জীবন মৈত্রের পুথির অবস্থা "সাত নকলে আসল খাস্তা" মত হইয়াছে। নিরক্ষর গায়কগণ সুরাদি আদায় ব্যপদেশে নিজের স্বাধীন ইচ্ছামত স্থানবিশেষের পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন এমন কি পরিবর্জ্জন পর্য্যন্ত করিয়াছে। এই সমস্ত অপগণ্ড নকলকারকগণের হস্তে পড়িয়া জীবনের কবিত্ব বিকৃতাকার ধারণ করিলেও আমরা তাহাদের নিকট ঋণী। তাহাদের ভ্রমবহুল লিপি ছিল বলিয়াই আজ আমরা ১৭৫ বৎসর পরে উত্তরবঙ্গের একটি স্বভাব-কবির প্রতিভা সাধারণে জ্ঞাপন করিতে সমর্থ হইয়াছি।

মহারাজা রামকান্ত ভুবনে বিখ্যাত।
তাহার জামাতা বটে রাজা রঘুনাথ॥
তাহার দম্পতি রাণী তারা ঠাকুরাণী।
আপনে পৃথিবীশ্বরী যাহার জননী॥
সে সতী পুণ্যবতী শ্রীরাণী ভবানী।
মহারাণী বলি যাকে ভুবনে বাখানি॥

যার পুত্র রামকৃষ্ণ রাজা রাজ্যেশ্বর।
অপার মহিমা যশ ভুবনে যাহার॥
উজ্জল তাহার রাজ্যেত বাস ভিক্ষা করি খাই।
কহে কবি জিবন মৈত্র নির্দ্দয় গোঁসাই॥

নাটোরাধিপতি মহারাজা রামকান্ত সন ১১৩৭ সাল হইতে ১১৫৩ সাল পর্য্যন্ত নাটোরে রাজত্ব করেন। মহারাজা রামকান্ত প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী ভবানীর স্বামী। রাজসাহী জেলার অন্তর্গত খাজুরা গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ কুলীনবংশোদ্ভব রঘুনাথ লাহিড়ীর সহিত রাজকুমারী তারাদেবীর শুভোদ্বাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। রঘুনাথ কোন দিনই নাটোরের সিংহাসন প্রাপ্ত হন নাই। তিনি অত্যল্পকাল মাত্র নাটোরের অধ্যক্ষরূপে বিরাজিত ছিলেন। প্রকৃতিসেবক জীবন সংসারী হইলেও রাজকীয় সংবাদাদিতে সম্ভবতঃ উদাসীন ছিলেন, তাই অধ্যক্ষ রঘুনাথকে "রাজা রঘুনাথ" নামে অভিহিত করিয়াছেন! জীবন যে মহারাজা রামকান্তের জীবিতকালে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।* কাব্যে

* মন্তব্য।—রাণী ভবানী বিধবা হইবার পর আপন জামাতা রঘুনাথকে রাজসাহীরাজ্য দান করিবার অভিপ্রায়ে নবাব সরকারে তাঁহার নামজারি করাইয়াছিলেন। রঘুনাথ অধিক দিন জীবিত ছিলেন না

মহারাজা রামকান্ত, মহারাণী ভবানী এবং মহারাজা রামকৃষ্ণের নাম উল্লেখ আছে। মহারাজা রামকৃষ্ণের বিবাহের সময় জীবন জীবিত ছিলেন তাহাও পশ্চাল্লিখিত একটি কবিতায় প্রতিপন্ন হইবে।

লাহিড়ীপাড়া গ্রাম অধুনা স্থলবসন্তপুর নিবাসী পাকড়াশী জমিদারগণের জমিদারীভুক্ত হইলেও তাহা বহুদিন হইতে নাটোর রাজশ্রীর অধীন ছিল। কবি জীবন সেই সময়ে নাটোর-রাজের প্রজা ছিলেন। সুতরাং যৎকালে বঙ্গদেশের রাজনৈতিক গগন ক্রমশঃ ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছিল—যে সময় মুসলমান সম্রাটের সৌভাগ্য-সূর্য্য নিয়তির অদৃশ্য-হস্তে চালিত হইয়া অস্তগমনোন্মুখ হইতেছিল এবং দুর্দ্ধর্ষ মারহাট্টাগণের প্রবল আক্রমণে দেশ বিধ্বস্ত এবং নাগরিকগণ সন্ত্রাসিত হইয়া উঠিয়াছিল, সেই ঘোর অরাজকতার সময়ে আমাদের কবি জীবন মৈত্র সুদূর বগুড়ার একটি নিভৃত প্রান্তে বসিয়া এই মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন।

এতদ্দেশে কোন পর্ব্বোপলক্ষে প্রজাদিগকে "বেগার" ধরার প্রথা পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতেছে। অতুল ঐশ্বর্য্যশালী ভূমাধিকারিগণের পক্ষে "বিনা খরচায়" এরূপ লাভবান-ব্যবসা স্বকার্য্য-সাধনের বিশেষ অনুকূল তাহা বলাই বাহুল্য। নাটোরের একচ্ছত্রের অধিপতি মহারাজা রামকৃষ্ণের প্রজাগণ এই অযাচিত রাজসম্মানে বঞ্চিত হইবেন, এরূপ ধারণা করাই অন্যায়! জীবন রাজা রামকৃষ্ণের বিবাহোপলক্ষে লিখিয়াছেন,—

রামকৃষ্ণ রায়ের বিভা তাত বেগারের ধূম।
লেখা ছাড়ি রলাম পড়ি চক্ষে চাপিল ঘুম॥

আমাদের কবি "বেগাররূপে" ধৃত হওয়াতে ভয়ে কাব্যরচনা স্থগিত এবং কৃত্রিম নিদ্রার ভাণ করিয়া শয্যার আশ্রয় লইয়াছিলেন। প্রকৃতি-উপাসক দরিদ্র ব্রাহ্মণ-সন্তানের এরূপ নিগ্রহ-ভয় জন্মিবার কোনই হেতু পাইলাম না! ভবিষ্যৎ রাজযোগী রামকৃষ্ণের ধর্ম্মরাজ্যে, তাঁহার বিবাহোপলক্ষে ব্রাহ্মণকে বেগার ধরা রূপ ধর্ম্মবগর্হিত কার্য্য অনুষ্ঠিত হইত, ইহা স্বপ্নাতীত!

জীবনের পিতা অনন্তরামের "চৌধুরী" আখ্যা ছিল। সম্ভবতঃ অনন্তরাম নবাব-দরবারে বা নাটোর সরকারে কোনও উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন অথবা ভূসম্পত্ত্যাদির মালিক ছিলেন বলিয়া 'চৌধুরী' খেতাবে অভিহিত হইয়াছেন। এই অনুমান-প্রতিপোষক কোনও নিদর্শন অদ্যাপিও পাওয়া যায় নাই। আমাদের দেশে প্রায়ই দেখা যায় মহামারীতে বা বংশধর

বিবাহের এক বৎসরের মধ্যেই তাঁহার দেহাবসান সংঘটিত হয়। সুতরাং "রাজা রঘুনাথ" এই বাক্যের সঙ্গে কবির রচনা-কালের পরিচয় জড়িত হইয়া রহিয়াছে। তাহা মহারাজ রামকান্তের জীবিত কালের কথা হইতে পারে না। কারণ কবি রাজা রামকৃষ্ণের রাজ্যে বাস করার কথাই লিখিয়াছেন। তখন রামকান্ত জীবিত ছিলেন না।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

অভাবে কত কত বংশ একবারে লোপ হইয়া গেলেও তাহাদের অধিকার-ভুক্ত জোত ব্রহ্মোত্তর অথবা বাস্তুভিটা, জমিদারী সেরেস্তায় "অমুক চক্রবর্ত্তীর ভিটা" "অমুক ভট্টাচার্য্যের জোত", "অমুকের ব্রহ্মোত্তর' ইত্যাদি ইত্যাদি নামে জন-প্রবাদের মত শত শত বর্ষ পূর্ব্ব হইতে আখ্যাত হইয়া আসিতেছে। আমরা বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছি যে, লাহড়ীপাড়া গ্রামের সুদূর-চতুঃপার্শ্বে অনন্তরামের বা তাঁহার বংশধরগণের কাহারও নামে কোন জোত ব্রহ্মোত্তর বা বাস্তুভিটা নাই। বিশেষ কোন দৈব-বিড়ম্বনায় বা রাজ-রোষে পতিত হইয়া অনন্তরাম হৃত-সর্ব্বস্ব হইয়া থাকিলেও, জীবন স্বীয় দুঃস্থ অবস্থার বর্ণনা-ব্যপদেশে পৈতৃক-সম্পত্তি-বিনাশের যে কোন একটা কারণ দর্শাইতেন। "এক দিন লিখিতে তাড়ির. তৈল ফুরাইল" বলিয়া এবং

"কাজে অতি বুড়া কলম তাথে মুড়া
দোয়াতে পচামসী" ॥

থাকায় জীবনকে এই মহাকাব্য-রচনা সময় সময় বন্ধ রাখিতে হইয়াছে। বাগ্দেবী এবং কমলার বৈরভাব চির-প্রসিদ্ধ। যেখানে বাগ্দেবীর কৃপা সেইখানেই নানা অন্তরায়! দারুণ অর্থকৃচ্ছ্রতা বশতঃ অনেক লেখক অনেক সময় আরব্ধ কার্য্য অসম্পূর্ণাবস্থায় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন—কবি কল্পনাবলে অসাধ্য সাধন করিতে পারেন—উদরান্ন-সংস্থান ব্যাপারটা ঐ কল্পনা-শক্তির অন্তর্বর্ত্তী হইলে আমরা এ সংসারে কবি বা লেখকের সংখ্যা আরও অনেক বেশী দেখিতাম! জীবনের হৃদয় যে ভাব-প্রবণ ছিল তাহা তাঁহার রচিত মহা-কাব্যেই সম্যক্ পরিস্ফুট। দৈন্য-নিপীড়িত জীবন সংসার-আবর্ত্তে হাবুডুবু খাইয়া অনেক সময় অনেক নিরাশাব্যঞ্জক কথার অবতারণা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু সুযোগ পাইলেই সেই স্বল্পসন্তুষ্ট সদানন্দ দরিদ্র ব্রাহ্মণ-কবি অনেক হাস্য-রস সমন্বিত রচনায় তাঁহার কাব্যাংশের কলেবর পুষ্ট করিয়াছেন। মহারাজা রামকান্তের পুণ্যময়-রাজত্বে তাঁহাকে উদরান্নের জন্য পরের দ্বারস্থ এবং মর্ম্মন্তুদ-যাতনায় অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া ভগবানকে নির্দ্দয় গোঁসাই বলিয়া অভিসম্পাত করিতে হইয়াছিল। উত্তর-কালে ভগবান্ তাঁহার অভিসম্পাতে ভীত হইয়াছিলেন কি না কাব্যে তাহার উল্লেখ নাই! জীবন স্বীয় দুঃখ-ক্লিষ্ট জীবনের আর একটি চিত্র রাখিয়া গিয়াছেন। যথা :—

" ————শ্রীমৈত্র জীবন কয়
কবির খরচ কিছু নাই।
ভব দিল পুরদারা সকল বুদ্ধি হইল হারা
পুথি বান্ধি হাটে চলি যাই।"

সারদা বাবু মহাকবি জীবনকে 'জীবন পাগলা' নামে অভিহিত করিয়াছেন। বিকৃত-মস্তিষ্ক কোনও ব্যক্তির পক্ষে আপন পরিবারের ভরণপোষণের জন্য এতটা ব্যস্ত হওয়া

সম্ভবপর কি না তাহা সহজেই অনুমেয়। জীবন দরিদ্র হইলেও সংসারী ছিলেন। "পুরদারার" লালন পালনে অসমর্থ হইয়া মনের বিরাগে সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন কিম্বা "সকল বুদ্ধি হারা" হইয়া গৃহের অর্গলরুদ্ধ করতঃ অদৃষ্টবাদীর মত শয্যার আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া কঠোর কর্ম্মক্ষেত্রে সমরায়োজন করিয়াছিলেন। তিনি কপর্দ্দক-বিহীন হইয়াও "পুথি বান্ধি হাটে" গিয়াছিলেন।

জীবনের সহধর্ম্মিণীর নাম ব্রজেশ্বরী। তাঁহার সাধনাক্ষেত্রে ব্রজেশ্বরী "সহধর্ম্মিণী" আখ্যার কত দূর সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিলেন তাহা জানিবার উপায় নাই।

বিরচিল গান ব্রজেশ্বরীর প্রাণেশ্বর ॥

ভণিতার শেষে দুই এক স্থানে এইরূপ সামান্য নামোল্লেখ ব্যতীত সমস্ত কাব্যে ব্রজেশ্বরী সম্বন্ধে আর কিছু পাওয়া যায় না। জীবনের জীবদ্দশাতেই ব্রজেশ্বরী স্বর্গবাসিনী হইয়াছিলেন কি না তাহাও জানা যায় না। গ্রন্থ রচনার সময় ব্রজেশ্বরী যে জীবিতা ছিলেন তাহা "তত্ত্ব দিল পুরদারা" ইত্যাদি কবিতায় প্রতিপন্ন হইয়াছে।

সারদা বাবুর প্রকাশিত পুস্তকে জীবনের রচনা অনুমান করিয়া গ্রন্থারম্ভের পূর্ব্বে নিম্ন লিখিত কয়েকটি কবিতা স্থান পাইয়াছে, যথা—সরস্বতী-বন্দনা, নারায়ণী-বন্দনা, ভগবতী-বন্দনা, বিষহরী-বন্দনা, গ্রন্থসূচনা সময়ে দুর্গাবন্দনা। আমরা যে পুথি সংগ্রহ করিয়াছি তাহার সর্ব্ব প্রথমেই তিনি ব্রহ্মণ্য-ধর্ম্মের উৎকর্ষতা প্রতিপাদন-কল্পে

বন্দে শ্রীরামর　করি জোড়কর
ব্রাহ্মণ যাহার নাম।

বলিয়া গ্রন্থের সূচনা করিয়াছেন। পরে

*　　*　　*

বন্দী কর পুটে　আসি বৈস ঘটে
পুরাও দাসের কাম!
মরাল বাহিনী　জয়শ্রী ব্রহ্মাণী
ত্রিনয়নী চতুর্ভুজা।
দাসেক দয়া করি　উর বিষহরি
তব পদে করি পূজা ॥

*　　*

তোমার চরণ　করিয়া স্মরণ
আসরে ধরিনু তাল।
নম বিষহরি　উর আসি বারি (বাড়া?)
তাল লহ আপনার ॥

বলিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশচ্ছলে মনসার চরণ-বন্দনা করিয়া গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তারপর;

শ্রীমৈত্র জীবন করে সুরচন
মনসার পাইয়া বর।
উর উর দেবী তুয়া পদ সেবি
নায়কেরে রক্ষা কর॥

বলিয়া, ভীত-চকিত অন্তরে অথচ সদর্পে তাঁহার কাব্যোদ্যানের দুই চারিটি কুসুম-স্তবক পাঠককে উপহার দিয়া গিয়াছেন। কবির ঐকান্তিক প্রার্থনা তাঁহার মানসদেবী মনসা পূর্ণ করিয়াছেন। 'মনসার ভাসান' তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে!

সারদা বাবুর প্রকাশিত পুস্তকের দেবখণ্ডে সরস্বতী-বন্দনা, নারায়ণী-বন্দনা, ভগবতী-বন্দনা, কদ্রু ও বিনতার সত্য, অরুণ ও গরুড়ের জন্ম, নারদাদি ঋষি-চতুষ্টয়ের জন্ম, দুর্ব্বাসা কর্ত্তৃক ইন্দ্রকে শাপ প্রদান, শিব দুর্গার মিলন, গৌরীর জন্ম, দেবগণ কর্ত্তৃক মদনকে শিবের নিকট প্রেরণ, মদনভস্ম, রতি-বিলাপ, নারদের হিমালয়ে গমন, দুর্গার শ্বেত মাছিরূপ ধারণ প্রভৃতি যে কয়েকটি বিষয় আছে, তাহা আমার সংগৃহীত পুথিতে নাই। কেবল বিষহরী বন্দনা, সৃষ্টিপ্রকরণের কতকাংশ, সমুদ্র-মন্থন, দেবগণের শিবস্তুতি, মহাদেবের হলাহল পান, মনসার জন্ম ও বিবাহ প্রভৃতি বিষয়ে উভয় পুস্তকে ঐক্য হয়। কদ্রু ও বিনতার সত্য, মদনভস্ম প্রভৃতি কবিতা মনসার গানের সহিত কোন সূত্রে গ্রথিত হইয়াছে বুঝিতে পারিলাম না! জীবনের সমগ্র গ্রন্থখানি পাঠ করিলে ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়, সারদা বাবু যে অংশ প্রকাশ করেন নাই, তাহার রচনা হইতে সারদা বাবুর প্রকাশিত অংশের রচনা-প্রণালী অনেকাংশে উৎকৃষ্ট! এই সব কারণে উপরোক্ত সরস্বতী-বন্দনাদি প্রক্ষিপ্ত-রচনা বলিয়া অনুমান করি।

১৩১৪ সনের ৬।৭ সংখ্যক "বাণী" পত্রিকায় বন্ধুবর শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কুণ্ডু মহাশয় কবি জীবন মৈত্রের জীবনী লিখিতে যাইয়া তদ্বিরচিত বিষহরী পদ্মাপুরাণ হইতে নিম্নলিখিত কবিতাটি উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

কানেতে কানাফা হইল হাড়েতে হাড়িফা।
নাভি হৈতে গর্ব্ব নাথ হৈল মহাতপা॥

এবং উক্ত কবিতায় উল্লিখিত কানাফা, হাড়িফা এবং গর্ব্বনাথ যথাক্রমে বৌদ্ধশাস্ত্রের "কানিপা হাড়িপা' ও 'গোরক্ষনাথ' স্থির করতঃ "দুই শত বৎসর পূর্ব্বে বগুড়া অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দু ধর্ম্মের সহিত মেলামেশা করিয়া তাহার অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছিল" এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। আমাদের সংগৃহীত হস্তলিখিত জীবন মৈত্রের গ্রন্থে উক্ত কবিতা পরিদৃষ্ট হয় না। উক্ত কবিতা জীবন মৈত্রের রচিত স্বীকার করিলেও, বাস্তবিক ২০০ বৎসর পূর্ব্বে বগুড়া জেলায় বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী স্বতন্ত্র কোন

সম্প্রদায় হিন্দুসমাজ হইতে স্বতন্ত্রভাবে বর্ত্তমান থাকিবার ঐতিহাসিক বা বিশ্বাস-যোগ্য কোন প্রমাণ নাই। উত্তরবঙ্গে পালবংশীয় রাজগণের বহু নিদর্শন ও স্মৃতিচিহ্ন বর্ত্তমান আছে। পালবংশীয় রাজগণের অনেকেই বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন এবং তাঁহাদের সময়ে এতদঞ্চলে বৌদ্ধপ্রভাব বিশেষরূপে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল বলিয়া অবগত হওয়া যায়। বল্লাল সেনের পিতা বিজয় সেন পৌণ্ড্রভূমি বা বারেন্দ্র প্রদেশ সর্ব্বপ্রথম জয় করেন এবং বল্লাল সেনের সময় সমগ্র বারেন্দ্র প্রদেশে * সেনবংশের আধিপত্য বিস্তৃত ও বদ্ধমূল হয়। খ্রীষ্টীয় একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে বল্লাল সেন রাজত্ব করেন এবং বক্তিয়ার খিলিজি ১২১৮ খৃঃ অব্দে সেনবংশীয় রাজগণের হস্ত হইতে এই প্রদেশ গ্রহণ করেন। সেনবংশীয় রাজগণের সময় হইতে এ প্রদেশে এমন কি সমগ্র বঙ্গদেশে বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিলুপ্ত হয় ও তৎপরিবর্ত্তে বৌদ্ধধর্ম্ম ও হিন্দুধর্ম্ম মিশ্রিত হইয়া তান্ত্রিক ধর্ম্মের প্রচলন হয়। সুতরাং আজ ৭০০।৮০০ বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্ম এতদ্দেশ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছিল এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।* বুদ্ধদেব যেমন স্বয়ং ভগবানের অবতার স্বরূপে হিন্দুশাস্ত্রে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন—বৌদ্ধ সাধু গোরক্ষনাথ, কানিপা, হাড়পা প্রভৃতিও সেইরূপ হিন্দুগ্রন্থে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে মাত্র। তদ্দ্বারা কোনও বৌদ্ধ সম্প্রদায় যে বাস্তবিক দুইশত বৎসর পূর্ব্বে এতদঞ্চলে বর্ত্তমান ছিল তাহা প্রমাণিত হয় না। বগুড়া জেলার অন্তর্গত যোগীর ভবনে শিবোপাসক সন্ন্যাসী আছে। উক্ত সন্ন্যাসীকে "কান ফাটা" সন্ন্যাসী বলে। উক্ত "কান ফাটা" শব্দ "কানিপা" শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া বোধ হয়। উক্ত সন্ন্যাসী এক্ষণে শিব-মন্দিরের অধ্যক্ষ। গোরক্ষনাথের পূজা এখনও বঙ্গদেশে গোপগণের মধ্যে প্রচলিত আছে। শীতকালে গোপগণ গৃহস্থের গো-বৎসাদির মঙ্গল কামনা করিয়া একটি বৃষ ও তদুপরি গোরক্ষনাথের মূর্ত্তি সহ পল্লীগ্রামের প্রতি গৃহস্থ বাড়ীতে ভিক্ষা করিয়া থাকে। সাধারণ লোকের বিশ্বাস উক্ত গোরক্ষনাথ-বিগ্রহ গোবৎসাদির মঙ্গল-বিধায়ক দেবতা। বৌদ্ধ শাস্ত্রোক্ত "গোরক্ষনাথ" এক্ষণে হিন্দুগণের হস্তে পড়িয়া কিরূপভাবে পূজিত হইতেছে তাহা এতদ্দ্বারা সহজেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন। ফলকথা, বৌদ্ধগণের অনেক দেবতাই কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত ভাবে হিন্দু ধর্ম্মে স্থান লাভ করিয়াছে। তদ্দ্বারা বৌদ্ধ ধর্ম্মের পৃথক অস্তিত্ব সিদ্ধান্ত করা চলে না। কবির স্বাধীন চিন্তা-প্রসূত কাব্য হইতে দুই চারিটি বৌদ্ধশব্দ বা নাম খুঁজিয়া লইয়া তদ্দ্বারা বৌদ্ধ অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করা সমীচীন বলিয়া মনে করি না।

জীবনের মনসার ভাসান দুই খণ্ডে বিভক্ত—দেবখণ্ড ও বণিকখণ্ড। দেবখণ্ডে কতিপয় দেবতার বন্দনা ও সৃষ্টিপ্রকরণ এবং বণিকখণ্ডে চাঁদ সদাগরের বৃত্তান্ত সন্নিবেশিত আছে। স্থানীয় প্রবাদানুসারে এবং কবি জীবনের মতে কাব্যোক্ত স্থানগুলি বগুড়ার অন্তঃপাতী, অনেকে স্থানীয় চাঁদমুয়া হরিপুরকে চাঁপাই বা চম্পাইনগর, নিশিন্দারাকে নিছনী গ্রাম বলিয়া থাকেন। উজানী নদী এবং কালীদহ সাগরের নামও বগুড়ায় শুনিতে পাওয়া যায়। সতী বেহুলা কলার মন্দুসে চড়িয়া যে যে পথে গিয়াছেন—জীবন তত্তাবৎ স্থানীয় স্থান-বিশেষের

* ইহা অনুমান মাত্র,—প্রমাণ অন্যরূপ প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

নামে অভিহিত করিয়াছেন। জীবনের এই কল্পনা প্রামাণিক কিনা তাহার মীমাংসা হওয়া দুরূহ। দীনেশ বাবু যথার্থই লিখিয়াছেন যে "মনসার ভাসান গান একসময়ে বঙ্গীয় জনসাধারণের এত প্রিয় ছিল যে, এতদ্দেশের প্রত্যেক জেলার লোকেরা ভাসান গানের নায়ক চন্দ্রধরের নিবাসভূমি স্বীয় জন্মস্থানের অদূরবর্ত্তী কল্পনা করিয়া সুখানুভব করিত।"

ভাসান গান মোটামুটি ত্রিপদী ও পয়ার ছন্দেই রচিত হইয়াছে। লঘু ত্রিপদীর নমুনাও দুই একটি পাওয়া যায়। অনেক স্থলে ছন্দাদির অক্ষর-সংখ্যার নির্দ্দিষ্ট মাত্রা রক্ষিত হয় নাই। এই দোষ কবি জীবনের কি নকলকারকগণের তাহা নির্ণয় করা বর্ত্তমানে কঠিন নহে। আমার বিশ্বাস গায়কগণ সুরলয়াদির সুবিধার খাতিরে জীবনকে এইরূপ বিকৃতাঙ্গ করিয়াছে জীবনের যে ছন্দঃ বোধ ছিল তাহা "ক্ষুদ্র চৌতিশা ভণে শ্রীমৈত্র জীবন" এই পংক্তি হইতে জানা যায়। ছন্দাদির নাম পরিজ্ঞাত কবির নিয়মবহির্ভূত রচনা হওয়া সম্ভবপর নহে।

গ্রন্থের স্থানে স্থানে নাচাড়ী, দিশা প্রভৃতি শব্দ পাওয়া যায়। 'নাচাড়ী' শব্দ প্রাচীন কবিদের অধিকাংশ রচনায় দৃষ্ট হয়। বোধহয় যে অংশ গাহিয়া নাচিতে হয়, তাহাকেই 'নাচাড়ী' নামে অভিহিত করা হইয়াছে পাঁচালী গানে নৃত্যও এক বিশেষ অঙ্গ। 'দিশা'র আবশ্যকতা সঙ্গীতজ্ঞ মাত্রেই জানেন।

জীবনের গ্রন্থে বেহুলার পিতার নাম বাহো সদাগর মাতার নাম মেনকা এবং ভ্রাতার নাম শঙ্খধর পাওয়া যায়। কেতকানন্দ ও ক্ষমানন্দ বেহুলার পিতার নাম সায় বেণে মাতার নাম অমলা লিখিয়াছেন। নারায়ণ দেব বেহুলার ভ্রাতাকে নারায়ণী—বিজয় গুপ্ত ও কেতকাদাস হরিসাধু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। জীবন নারায়ণীকে লখিন্দরের মাতুল বলিয়াছেন। গ্রন্থোক্ত নামাদি এইরূপ বিভিন্ন হওয়ায় কোন্‌টি আসল কোন্‌টি নকল স্থির করা অসম্ভব।

জীবন লিখিয়াছেন—বেহুলা কলার মন্দুশে মৃত স্বামী লইয়া ভাসিয়া চলিয়াছেন, বেহুলার সহোদর শঙ্খধর সাধু বাণিজ্য ব্যপদেশে বিদেশে ছিলেন—বেহুলাকে সহোদরা বলিয়া চিনিতে পারেন নাই। সুন্দরী যুবতীকে একাকিনী পাইয়া হরণ করিতে উদ্যত, এমন সময় বেহুলা আত্মপরিচয় দিলেন। শঙ্খধর লজ্জায় ঘৃণায় মরিয়া গেলেন—পিতামাতার দুলালী ভগ্নীকে আলয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অনুরোধ করিলেন ইত্যাদি। কেতকা দাস এবং নারায়ণ দেব ভ্রাতা ভগ্নীর সাক্ষাৎ বর্ণনায় অন্যরূপ লিখিয়াছেন। বেহুলা ভেলায় যাত্রা করিয়াছেন এমন সময় ভ্রাতা হরি সাধু বা নারায়ণী সেই সংবাদ পাইয়া রোদন করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইলেন এবং ভগ্নীকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অনুরোধ করিলেন ইত্যাদি। এইরূপ অনেক স্থানে ঘটনা-সন্নিবেশে বিভিন্ন কবি হইতে জীবন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছেন।

জীবনের রচনা-প্রণালী অতীব প্রাঞ্জল। দুর্ব্বোধ্য শব্দ বা জটিল-ভাব মনসার ভাসানে একেবারেই দুর্লভ। তবে স্থান-বিশেষে "সাত নকলে আসল খাস্ত" অন্য বিকৃত-শব্দ সন্নিবেশিত হওয়ায় অর্থ বোধ কঠিন হইয়াছে।

পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপোপলক্ষে জীবন যাহা লিখিয়াছেন তাহা মহাভারতকার কাশীরামের রচনা হইতে কোন অংশেই নিকৃষ্ট নহে। পাঠকের অবগতির জন্য দুই কবির রচনাই উদ্ধৃত করিলাম।

জীবন লিখিয়াছেন,—

নিদাঘে পীড়িয়া রাজা তৃষ্ণায়ে আকুল।
জল অন্বেষণে রাজা হইল ব্যাকুল॥
দৈবযোগে সেই বনে ছিল মুনিবর।
শমিক তাহার নাম যোগেতে তৎপর॥
তাহার কুটীরে রাজা গেলেন আপনে।
মুনিক জিজ্ঞাসে রাজা জলের কারণে॥
ও মুনে মহাশয় কর অবধান।
তৃষ্ণাতে আকুল আছি জল কর দান।
যোগেতে আছিল মুনি নাহি বাহ্য জ্ঞান।
রাজবাক্যে নাহি শুনে না মেলে নয়ান॥
রাজা বলে আরে মুনি ভণ্ড তাপসী।
রাইতে কর চুরি দিনে যোগ ভাব বসি॥
ক্রোধ করি মহারাজা কৈল মহাদর্প।
মুনির গলাতে তুলি দিল মরা সর্প॥
মুনির গলাতে রাজা দিয়া কাল শেষে।
নিজালয়ে গেল রাজা বেলা অবশেষে॥

কাশীরাম লিখিয়াছেন,—

তৃষ্ণায় আকুল বড় হয়ে পরীক্ষিত।
গোপ্রচার স্থানে এক হৈল উপনীত॥
ঋষিবরে দেখি নৃপ করি সম্বোধন।
তৃষ্ণায় কাতর হয়ে কহেন বচন॥
আমি পরীক্ষিত বলি বলেন ডাকিয়া।
দেখিলে কি গেল মৃগ কোন পথ দিয়া॥
কোন পথে গেল মৃগ বলে দেহ মোরে।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ক্লান্ত হয়েছি অন্তরে॥
মৌন ব্রতে আছে মুনি রাজা নাহি জানে
উত্তর না পায়ে রাজা ক্রুদ্ধ হৈল মনে॥
ধনু হূলে করি সর্প গলে জড়াইল।
অশ্ব আরোহণে রাজা হস্তিনায় গেল॥

বেহুলা মৃত স্বামী লইয়া জলে ভাসিয়া চলিয়াছেন। পথে ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ হইল এই উপলক্ষে ভ্রাতা-ভগ্নীর যে কথোপকথন হয় তদ্বিষয়ে জীবনের রচনায় সহিত নারায়ণ দেবের রচনায় যেন এক দূর সাদৃশ্য আছে বলিয়া অনুমিত হয়। জীবন লিখিয়াছেন,—

সাধু বলে তুমি ভগ্নী সোহাগিনী মাও।
নির্দ্দয় নিষ্ঠুর হইয়া কোন দেশে যাও॥
বাপ বড় দুরন্ত জানিনু এত দিনে।
তার কারণে জলে ভাসে দয়ার বহিনে॥
কি দণ্ড লাগিল পিতাক কোন দুঃখে মরে।
কি দেখিয়া বিভা দিল সর্প খাউকার ঘরে।
একখানি ভগিনী ছয় ভাইয়ের দুলালী।
শূন্য কৈল ঘর মায়ের কোল কৈল খালি॥
বিষম সাগরের জলে ভাসিছ দুঃখিনী।
আর না পাইবা ভগ্নী স্বামী শিরোমণি॥
স্বামীকে ভাসাও গঙ্গা সাগরের জলে।
নির্দ্দয়া না হও ভগ্নি ফিরিয়া চল ঘরে॥
বাটপাড় দাওড় তারা ফিরে নিরন্তর।
কেমনে যাইবা ভগ্নি অলঙ্ঘ্য সাগর॥
বারেক বাহুড় ভগ্নী বাহুড় একবার।
মরিছে তোমার পতি না ফিরিবে আর॥
কাহার আনিনু সাড়ি তা পরিবে কে।
কে বলিবে দাদা মোক পাটের সাড়ি দে॥

নারায়ণ দেব লিখিয়াছেন,—

বারায়ণী শুনি বোলে বিপুলা বচন।
কি কারণে কৈলা ভইন অশক্য কথন॥
বিষম সায়স ভইন কৈলা কি কারণ।
দেবতা মনিষা কোথা হইছে দরশন॥
আজ্ঞা দেহ ভইন মরা পুড়িবারে।
একেশ্বর কেমনে যাইবা দেবঘরে॥
কেমতে ছাড়িয়া দিমু সাগর ভিতর।
কথাতে পাইবা তুমি দেবের নগর॥
অগোরি চন্দন কাটে লখাই পুড়িমু।
লক্ষিন্দর কর্ম্ম ভইন এইখানে করিমু॥
লেউটিআ চল ভইন আপনার ঘরে।
একেশ্বর কেমতে যাইবা দেব ঘরে॥
মৎস্য মাংস এড়ি ভইন যত উপহার।
সর্ব্ব দর্ব্ব দিমু আমি তুমি খাইবার॥
সংখ সিন্দুর মাত্র না পরিবা তুমি।
নানা অলঙ্কার তোমা দিমু আমি॥
অবুঝিয়া সদাগর বুদ্ধি অতি ছার।
জীয়ন্তা ভাসাইয়া দিছে সইতে মরার॥
বিষম সাগরে ঢেউ তোলপাড় করে।
জলেতে পড়িলে খাইব মৎস্য মকরে॥

(বঙ্গভাষা ও সাহিত্য হইতে উদ্ধৃত)

জীবনের কবিত্ব-শক্তি ঈশ্বর-প্রদত্ত। তিনি ঐশী ক্ষমতার সঙ্গে স্বীয় পাণ্ডিত্য এবং শিক্ষার যোগ করিয়াছিলেন। সৌন্দর্য্য উপভোগের জন্য তিনি স্বভাব-দত্ত তীক্ষ্ণ চক্ষুতে অলঙ্কার শাস্ত্রের জ্ঞান নিয়োজিত করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁর রুচি-দুষ্ট ভাব ও শ্রুতি-পীড়ক গ্রাম্য শব্দাকীর্ণ ভাষার মধ্যেও কবিত্বের মোহিনী-মূর্ত্তি দেখা যায়। কোন কোন শব্দের অর্থ বুঝা যায় না সত্য, তথাপি কবির সুকৃতি—অর্থ শূন্য ভাষা শুনিতেও স্বতঃই ইচ্ছা হয়, জীবনের কবিত্বের দুই একটি নমুনা দিলাম যথা :—

(১) কুন্তলে চুলটি জাদ, স্বর্ণ খোপা তার মাঝ
কেশে কত অলঙ্কার বিন্দু।
চন্দন কস্তুরি খোলে যাতে অলিরাজ ভুলে।
মুখ পদ্ম যেন পূর্ণ ইন্দু॥
সিন্দুরের বিন্দুভালে অলকা উজ্জ্বল করে
যেন নক্ষত্র সহিত দ্বিজরাজ।
ললাট করিছে শোভা কন্যান কার্ম্মুক লোভা
ভুরু যুগে যেন চাঁপরাজ॥

(২) ভবেত মেনকানারী বিকুলার বেশ করি
সাজাইয়া দিল বিনোদিনী।
সখীগণ সঙ্গে করি চলিলেন বিদ্যাধরী
তারা মধ্যে শশীর মেলানী॥

(৩) কিবা সে রূপের শোভা পূর্ণ শশধর।
থাকুক মনুষ্য কাজ দেবতা চঞ্চল॥

বদনের শোভা কিবা পূর্ণিমার চান্দ।
বধিতে যুবক যেন পাতিয়াছে ফান্দ॥
নয়ান বন্দুক তাহে রঞ্জক কর্জল।
পলক পলিতা তাহে তোতা (টোটা) দুইকর॥

৪) জিনিয়া কন্দর্প কোন পয়োধর নিলবর্ণ
দ্বিতীয়ার চন্দ্র কপাল।
কেশরির মাজা খানি কোকিল জিনিয়া বাণী
বাহু জুগ জিনিয়া মৃণাল॥
তিলফুল তুল্য নাসা, কোকিল জিনিয়া ভাষা
চামর জিনিয়া মাথার চুল॥
ভুরুর ভঙ্গিমা ধনু কাঞ্চন বরণ তনু
সুন্দর অরুণ অতিকুল॥
সুন্দর অঙ্গুলি যেন চম্পক কলি
কুড়ি তারা শোভে কুড়ি নখে।
দন্তপাতি গজমতি হাস্য করে রূপবতী
দেখা যেন বিদ্যুৎ চটকে॥

মনসার ভাসানের কাব্যাংশ ক্ষুদ্র হইলেও জীবন বাহুল্য-রচনা দ্বারা গ্রন্থ কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছেন। প্রাচীন কবিগণের রচনায় প্রায়ই দেখা যায় আদিরসের ছড়াছড়িই বেশী। নখিন্দর বর-সজ্জায় সজ্জিত হইয়া উজানীনগরে উপস্থিত হইলে উজানিবাসিনী সুন্দরীগণ নখিন্দরের "আকাশে দেবতা দেখে রঙ্গে" রূপ দেখিয়া মুগ্ধা হইলেন, কেহ বা নখিন্দরের রূপ-সমুদ্রে হাবুডুবু খাইয়া আপন পতির সৌন্দর্য্য বিহীন মূর্ত্তির তীব্র সমালোচনা করিতেও কুণ্ঠিতা হইলেন না! জীবনের এই গ্রন্থ রচনা ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর রচনার অনুমান আট বৎসর পূর্ব্বের * এবং নারীগণের পতিনিন্দার রচনায় জীবনের মৌলিকতা আছে বলিয়া আমরা আগ্রহে তাহা উল্লেখ করিলাম। পাঠক দেখিবেন জীবন এক্ষেত্রে ভারত-চন্দ্রকেও অতিক্রম করিয়াছেন।

(১) আর যুবতি বলে তোর উহ বোন ভাল।
মোর ঘরের যে ঠশা স্বামী দারুণ জঞ্জাল॥
দুঃখের সুখের কথা যদি ঠশার কাছে কও।
শুনে বা না শুনে ঠশা সুধাই বলে হও॥

* ভারত চন্দ্র ১৭৫২ খৃঃ বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।৫৮ পৃঃ।

(২) শাক মধ্যে পাট আর মৎস্য মধ্যে পুটি।
পুরুষ মধ্যে মোর স্বামী জেন মাচার খুটী॥
কুটুম্বের বাড়ি যাও মোর সঙ্গে আয়।
মোর হয় হাঁটু পাণি ডুবিয়া মরে তাঁয়॥

(৩) আর যুবতি বলে মোর কপালে ঝাঁটার বাড়ি।
মোর স্বামীর গোপ নাই ছাগলের নাকান দাড়ি॥
সভার মধ্যে ক্রোধ করিয়া হস্ত দেয় মুখে।
গোপের সঙ্গে দায় নাই হাসিয়া মরে লোকে॥

শিবদুর্গার কোন্দলটি পড়িলে বেশ আমোদ উপভোগ করা যায়, কিন্তু কবির রসিকতার কোন কৃতিত্ব দেখা যায় না। জীবন মহাযোগী মহাদেবকে কবির দলের সরকার সাজাইয়া দেব-চরিত্রে কলঙ্ক অর্পণ করিয়াছেন।

শিব বলে কৈতে পারি পাষাণের ঝি।
কার কারণে কোন দোষে ভিক্ষা করিয়াছি।
তোমাকে বিভা করি আমার কোন দিন নাই সুখ।
আদি কথা কহিলে পাইবা বড় দুঃখ।
যে দিন সম্বন্ধ হইল তত্ত্ব পাইনু মুই।
সে দিন হারাইল আমার ঝুলি সিয়া সুঁই॥
নিরাক্ষণ পত্র হইল যেহি দিন।
আচম্বিত হারাইল পরনের কোপিন॥
যে দিন তোক বিভা করিয়া লইয়া আইনু ঘরে।
চৌদ্দ আটি ভাঙ্গ সেহি দিন গেল চোরে॥
যে দিন বৌভাত খাইনু নির্ব্বংশিয়ার বিটি।
সে দিন হারাইনু মোর ভাঙ্গ ঘোঁটা লাঠি।
কুড়া গেল মুখারি গেল গেল ভাঙ্গের ঝুলি।
তোর কারণে ভিক্ষা করিয়া বেড়াই খুলি খুলি॥
আর ইহার দুইটা বেটা তারা হইয়াছে মোর কাল।
কে জানিবে মোর দুঃখ গৃহের জঞ্জাল॥
গণেশের ইন্দুরে আমার নিত্য কাটে ঝুলি।
প্রাতঃকালে উঠিয়া নিত্য সিয়া জোড়া করি॥
কার্ত্তিকের ময়ুরে আমার সর্প ধরিয়া খায়।
কহ দেখি এত দুঃখ কার প্রাণে সয়॥

মনসা দেবীকে এক সময় বঙ্গের সকল জাতিই পূজা করিত। মুসলমানগণও মনসাকে ভক্তি করিতেন। কবি জীবন প্রসঙ্গ ক্রমে মুসলমান নরপতি হাসেনের মনসা প্রীতির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কাব্যোক্ত কাজিপুরের হাসেন রাজার নামটি কাল্পনিক বলিয়াই বিশ্বাস। এই নামে ঐতিহাসিক উপসর্গ জন্মিবার কোনও সূত্র পাইলাম না!

জীবনের গ্রন্থে যুবক নখিন্দর কর্তৃক কামগঞ্জনগর স্থাপন নামক একটি অভিনব বিষয় আছে, তাহা অন্য কোনও কবির গ্রন্থে নাই। কামগঞ্জ স্থাপনের উদ্দেশ্য নগরের নামেই সমধিক প্রকাশ আছে। কামগঞ্জের হাটে সুন্দরী যুবতী ভিন্ন পুরুষের প্রবেশাধিকার ছিল না।

সভা কাড়াদার ফিরে হাটে কাড়া দিয়া।
দান নাহি ছাবা নাহি বিকাও বসিয়া॥
সভা বলে ভাই সব হইও খবরদার।
স্ত্রীবিনে পুরুষ আইলে দিবে গুণাগার॥

অতুল ঐশ্বর্য্যশালী উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি যুবকের কুৎসিত বিলাস-বাসনা চরিতার্থের নিমিত্ত কবির এই অলৌকিক কল্পনার অবতারণা। কাব্যাংশের সহিত এই নগর স্থাপনের কোনই সংশ্রব নাই।

বাহুল্য রচনা দ্বারা গ্রন্থ কলেবর বৃদ্ধি করা জীবনের একটি মহৎ দোষ ছিল। জীবনের গ্রন্থ পাঠে জানা যায়, তিলকে তাল প্রমাণ করাই যেন তাঁহার স্বাভাবিকতা! হাস্যরসের বর্ণনায় জীবন সিদ্ধ হস্ত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার অদ্ভুত কল্পনা সময় সময় স্বাভাবিকতা অতিক্রম করিয়া কাব্যের কোমলত্ব নষ্ট করিয়াছে। চরিত্র অঙ্কনকালে কবি অবস্থা বা সময়ের প্রতি তেমন লক্ষ্য রাখেন নাই বলিয়াই অনুমিত হয়। নখিন্দের মৃতদেহ বহনের নিমিত্ত কদলী বৃক্ষের প্রয়োজন হয়। এই উপলক্ষে বেহুলা ও চাঁদ সদাগরের কথোপকথন ইহার জলন্ত উদাহরণ। দৃঢ়-সঙ্কল্প কর্ম্মবীর চাঁদকে হীন জনোচিত প্রতিপন্ন করিয়া জীবন গর্হিত কার্য্যই করিয়াছেন। সম্মুখে মৃতপুত্র—ধূলাবলুণ্ঠিত, রোরুদ্যমানা পুত্র-বধূর বিষাদ মুখশ্রী—চাঁদ সদাগর জেদের বশবর্ত্তী হইয়া সমস্ত হারাইয়াছেন, তুচ্ছ কদলীবৃক্ষের মায়া ত্যাগ করিতে পারেন নাই ইহা অত্যন্ত অযৌক্তিক।

বালি কৈল উত্তর ক্রোধ কৈল সওদাগর
থর থর করে সাধুর গাও।
বৃদ্ধকালে আমি করিছি কলার ভূমি
সে কলাকি কাটিবার চাও॥

তৎপরে চাঁদ আবার কি চিন্তা করিয়া পাঁচটি কলাগাছ দান করিলেন এবং বলিলেন,—

এই পঞ্চগাছি ছাড়ি অতিরিক্ত কাট যদি
তবে বধূ পাবে অপমান!

চাঁদপুত্র-নখিন্দর বিনা-খাজনায় কামগঞ্জে প্রজাপত্তন করিয়া নানাজাতি লোককে বাস করিবার অধিকার দিয়াছিলেন।

তিলি তাঁতি সূত্রধর গুড়ি গুড়ি মালাকার
কৈবর্ত্ত কোত্তালি কার্ণগাড়ি।
বণিক নাপিত কুরি চাই ধাই তামা নাহোরি
কোচ মেচ চণ্ডাল বাউরি॥
যোগী-জোলা ভাট নট গারো হাজ ডাত্রৈ ভোট
গোপ বারুই সেকার মোদকী।
কুমার কামার থেপ চামার চুয়াড় জেল
নানাজাতি ঢুলিয়া বন্ধকি॥

উদ্ধৃত তালিকার কতকগুলি জাতি বর্ত্তমান সময়ে একেবারেই বিলুপ্ত হইয়াছে। কতক গুলির লোক-সংখ্যা অঙ্গুলী-পর্ব্বেই গণনা শেষ হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর জীবন মৈত্র এই উপলক্ষে আমাদিগকে একটি সংশয়ে রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, কায়স্থ এবং বৈদ্য জাতির নাম পাওয়া যায়। কবি জীবন ক্ষত্রিয় এবং কায়স্থ দুইটি স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন!

চাঁদ সদাগরের অতুল-ঐশ্বর্য্যের বর্ণনায় জীবন লিখিয়াছেন—

মোর ঘরের হিরামতি গড়াগড়ি যায়।
নাড়িতে চাড়িতে চেড়ির কোমর দুখায়॥

চাঁদের ঘরে লক্ষ্মী অচলা। সেই ধনকুবের চাঁদ-পুত্র নখিন্দরের শুভ পরিণয়ে জীবন সেকালের একটি সুন্দর সামাজিক-চিত্র রাখিয়া গিয়াছেন! বর্ত্তমান সময়ে কন্যার বিবাহে বরের নির্দ্দয় পিতার শোষণ ছুরিকায় কন্যার পিতাকে জীবন উৎসর্গ করিতে হয় কিন্তু আমাদের কবি জীবনের সময় কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার তেমন দুর্দ্দশা ছিল না।

গুয়া পান চিনি কলা দেহ সাধুর তরে।
বিবাহের দিন করি চল নিজপুরে॥

পবিত্র বৈবাহিক-বন্ধনের কি সুন্দর সংক্ষিপ্ত-পণ-ফর্দ্দ! আর সে দিন নাই—সে স্পৃহা-শূন্য লোক নাই! কাল সহকারে আমাদের পুণ্যের সংসার পাপীর তাণ্ডব-নৃত্যের আবাসে পরিণত হইয়াছে!

প্রাচীন সাহিত্য বিশেষ প্রণিধান পূর্ব্বক আলোচনা করিলে তৎকালীন সামাজিক রীতি-নীতির অস্পষ্টচ্ছায়ার আর একটি অভিনব বিষয় দেখা যায়। চাঁদ "এক বৎসরের পথ

দক্ষিণে পাটন" যাইবার সময় স্বীয় বনিতা ঋতুমতী সনকাকে একখানা "জয়পত্র" লিখিয়া দিয়া ছিলেন।

পুরনারী সনকা হইয়াছে ঋতুমতী।
সাক্ষিপত্র লিখি দেহ সনকার প্রতি ॥
জয়পত্র লেখে সাধু করিয়া কৌশল।
সনকাক দিলা পত্র সাক্ষী সুগোচর ॥

বিদেশে প্রত্যাগত স্বামী অপত্য সন্দর্শনে স্ত্রী-চরিত্রে সন্দিহান হইতে না পারে তজ্জন্য এই দলিলের সৃষ্টি! সামাজিক-কঠোরতার কথা ছাড়িয়া দিলেও সামাজিক দুর্ব্বলতাই এক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়!

সে কালে দেশে এত অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টি ছিল না—মহামারীতে দেশ উৎসন্ন যাইত না। তখন গোলা ভরা ধান—পুকুর ভরা মাছ থাকিত। একজন উপার্জ্জন করিত—আর দশজন সুখে খাইয়া শুইয়া জীবন কাটাইত! গৃহস্থের এত টানাটানির সংসার ছিল না। তাহাদের সুখের সংসারে কোন দ্রব্যই অপ্রতুল ছিল না! কাজেই পরিশ্রমের মূল্য অপেক্ষাকৃত অনেক কম ছিল।

দিলাল দিনকালে কড়ি পাঁচ বুড়ি।
পোওাক চাউল পাই দিনমান ভরি ॥

পাঁচ বুড়ি কড়ি /৫ পাঁচ পয়সার সমান। আর একদিন চাঁদ বিদেশ হইতে আপন বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তনের পাথেয় সংগ্রহ মানসে একটি বামুনিয়ার ভার বহন করিয়া দিয়া ছয় গণ্ডা কড়ি অর্থাৎ সওয়া পয়সার কম পাইয়াছিলেন।

ভারকে ছয় গণ্ডা কড়ি করিয়া চুকানি।
বামুনের ভার লয়া যায় চন্দ্রমণি ॥

জীবন প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার নিজের সময়ে এতদ্দেশে মজুরের দৈনিক আয় যেরূপ ছিল তাহাই লিখিয়াছেন।

জীবন তাৎকালিক আর একটি বাজার-ফর্দ্দ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ১৬০ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের এই নিত্য-দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত দেশে দিনাতিপাত এত সহজসাধ্য ছিল, তাহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না! মনে হয়, বুঝিবা জীবনের কল্পনা-প্রবণ-শক্তি কোনও স্বপ্নময়-রাজ্যের সীমায় উপনীত হইয়াছিল। অবস্থার বিপর্যায়ে লক্ষপতি চাঁদ পথে মৎস্য বিক্রয়-লব্ধ অর্থে যে আহার্য্য সামগ্রী খরিদ করিয়াছিলেন তাহার তালিকা এই —

চাউল, লবণ, তৈল, হাঁড়ি ও খড়ি	।/০ এক পণ।
গুয়াপান	৵৫ পাঁচ গণ্ডা
হাটে কাড়া দেওয়া হাড়ির আজুরা	৵৫ পাঁচ গণ্ডা
	।/১০ গণ্ডা *

হাট বাজার প্রভৃতি বহুজনাকীর্ণ স্থানে মনোযোগ আকর্ষণের জন্য কাড়া বাজাইয়া কোনও আদেশ বা প্রার্থনা সাধারণে বিজ্ঞাপিত করা সকল দেশেই প্রচলিত আছে। মনসা চাঁদকে উপর্য্যুপরি লাঞ্ছিত করিয়াও কোনও ক্রমে আঁটিতে পারিতেছেন না—মনসার সহস্র চেষ্টা ব্যর্থ হইতেছে, এই কথা সাধারণে প্রচারের জন্য বুভুক্ষু চাঁদ ছয় বুড়িতে মৎস্য বিক্রয় করিয়া তাহার ৵৫ গণ্ডা কাড়াওয়ালা হাড়িকে দিয়াছিলেন। ধন্য চাঁদের প্রতিজ্ঞা!

দেশ-ভেদে পরিচ্ছদ এবং অলঙ্কারের বিভিন্নতা যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়। বর্ত্তমান যুগেও পূর্ব্ববঙ্গবাসিনী ও উত্তরবঙ্গবাসিনী রমণীগণের বস্ত্র পরিধান প্রণালী একরূপ নহে। ভাষায়, পরিচ্ছদে এবং সামাজিক ব্যবহারাদিতে এরূপ বৈষম্য সখ্যতা-স্থাপনের অন্তরায় তাহা বলাই বাহুল্য! সোণার কড়ি, স্বর্ণ তাড়, বুনাক, চান্দমালা, ঢোলনাহার, মনমাল, ধুকধুকী, বাউটী, গজরা, কঙ্কণ, পাশুলী, আনটভার, বাঁকপাতা মল, আড়বেকী, ঘুঘুরা প্রভৃতি প্রচলিত অপ্রচলিত অলঙ্কারের নাম জীবনের গ্রন্থে পাওয়া যায়। এক সময় কাঁচুলীর ব্যবহার এতদ্দেশে খুবই প্রচলিত ছিল। প্রায় প্রাচীন সাহিত্যেই কাঁচুলীর নাম পাওয়া যায়। নানা কারুকার্য্য-খচিত কাঁচুলী এবং অগ্নি-পট্ট শাড়ি-পরিহিতা পল্লিবাসিনীর উচ্ছৃঙ্খল-সৌন্দর্য্য-সম্ভারপূর্ণ আলেখ্য এখনও আমাদের দেশের অতীত শিল্প-নৈপুণ্যের এক বিস্মৃত-স্মৃতির ক্ষীণ কল্পনা জাগাইয়া দেয়।

কেহ কেহ শাস্ত্রের দোহাই দিয়া সমুদ্র-যাত্রার বিপক্ষে অনেক কথা বলিয়া থাকেন। বস্তুতঃ আমাদের দেশে পুরাকাল হইতে বাণিজ্য এবং জ্ঞানার্জ্জন জন্য সমুদ্রপথে যাতায়াত নিষিদ্ধ ছিল না! কবিকঙ্কণ চণ্ডী এবং জীবনের মনসার ভাসানে ও অন্যান্য অনেক গ্রন্থে বাঙ্গালীর সমুদ্র-যাত্রার বিষয় বিশদভাবে বর্ণিত আছে। এক সময় নানা ধনরত্ন পরিপূর্ণ-ডিঙ্গা সাজাইয়া বাঙ্গালীর সন্তান ধনপতি এবং চন্দ্রধর সদাগর দুর্গম সমুদ্রে বাণিজ্য ব্যপদেশে যাত্রা করিয়াছিলেন। বলিতে লজ্জা হয়—আমরা সেই বাঙ্গালী আজ সামান্য গোস্পদ-রক্ষিত বারি দেখিয়া শিহরিয়া উঠি! প্রায় প্রাচীন সাহিত্যে বিনিময়-বাণিজ্যের আভাষই অধিক পাওয়া যায়। তখন বাঙ্গালীরা বিদেশ হইতে গুঞ্জার বদলে মুক্তা এবং

* সাধু বলে এহি মৎস্য বেচিব ছয় বুড়ি।
এক পোণের চালু লবণ হাঁড়ি তৈল খড়ি॥
পাঁচ গণ্ডা হাড়িক দিয়া বাজাইব কাড়া।
ডাকিয়া বলেন গেল কানির মাথা মোড়া॥
বাকি পাঁচ গণ্ডার খাইব গুয়া পান।
আনন্দে যাইব দেশে করিয়া পয়ান॥

মূলার বদলে গজদন্ত আনিতেন। এতদ্দেশে জীবনের সময় বস্ত্র-শিল্প কিরূপ উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছিল তাহার একটি ক্ষুদ্র চিত্র চাঁদসদাগর এবং সিংহলরাজের কথোপকথনে পাওয়া যায়।

তোমার দেশের বস্ত্র মিতা জল পাইলে সরে।
বার বৎসরে আমার কাপড়ের সুতা নাহি নড়ে॥

কাল সহকারে আমাদের বিলাসিতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। সামান্য মূল্যের জিনিস আর আমাদের পছন্দ হয় না! সুযোগ পাইয়া এবং রুচি বুঝিয়া ব্যবসায়িগণ চিত্র বিচিত্র লেবেল-আঁটা কত ছাই ভস্ম সৌখীন দ্রব্যজাতে আমাদের দুর্ব্বল চিত্ত আকৃষ্ট করিতেছেন। আমরাও কষ্টার্জ্জিত অর্থের অপব্যবহার করিয়া ব্যসনাসক্ত হইয়া পড়িতেছি। বেহুলা সেকেলে রমণী—মোটা ভাত কাপড়েই সুখী ছিলেন। বিলাসিতার মৃদুল-বাতাস তাঁর পবিত্র অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারে নাই। সামান্য আমলকী তৈল আর খৈলাই তাঁহার স্নানের প্রধান উপকরণ ছিল। জীবন লিখিয়াছেন ;—

গীলা আমলকী তৈল সঙ্গে করি লয়।
পরম আনন্দে রাশি ছয় ঘাটতে জায়॥

প্রাচীন সাহিত্যে আর একটি অভিনব বিষয় দেখা যায়। সে সময়ের স্ত্রীলোকেরা মন্ত্র-তন্ত্রের বড় ভক্ত ছিলেন। অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্ত্তিনী রমণীগণ মন্ত্রপূত ঔষধ সেবন করিয়া স্বামী বশ করিতেন। নব-বিবাহিতা বেহুলাকে প্রতিবেশিনী উজনী ব্রাহ্মণী কয়েকটি বশীকরণ ঔষধ শিখাইয়াছিলেন, তন্মধ্যে একটি এই ;—

চিলের ভাঁসা ডিমের খোসা চিতার তিলের পাত।
সেই চিতার তুলসীর পত্র গোটা পাঁচ সাত॥
চিতার মাটি কাঁচা পাতিল রাপও জাগায়া।
শনিমঙ্গলবারে তাহা টুইয়েও তুলিয়া॥
উলটা পাটাতে তাহা একত্র করিয়া।
এক মরিচ তের ধান তাহাত বাটিয়া॥
দিগম্বরি হইয়া তুমি খাইবা আপনে।
সাবধান হইও ইহা কেহ নাহি জানে॥

ডাক্তারী বা কবিরাজী ঔষধের মত এ ঔষধের লিখিত কোন ব্যবস্থাপত্র রাখা নিয়ম বিরুদ্ধ ছিল। বিশেষতঃ দ্বিতীয় ব্যক্তির নিকট নাম ব্যক্ত হইলে ঔষধে আর কোনই ফল হইত না। কবিকঙ্কণের লহনা, ধনপতি ও খুল্লনার মধ্যে মনোমালিন্য ঘটাইবার জন্য লীলাবতীর নিকট হইতে এইরূপ "শ্বেত কাকের রক্ত, কালো কুকুরের পিত্ত, কুম্ভীরের দাঁত, গোধিকার আঁত, বাঘের তৈল প্রভৃতি উৎকট অনুপান সহযোগে ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছিলেন। রোগের প্রকৃত ঔষধই যে ব্যবস্থা হইত তাহাতে আর ভুল নাই!

প্রথা বহির্ভূত নিয়মে ক্রিয়া পদ নিষ্পাদন ও ব্যবহার করা প্রাচীন কবিদের রচনায় প্রায় দুর্লভ, কিন্তু জীবনের রচনায় তাহাও বিরল নহে, যথা—সাম্বাইল, শাস্তায়, ভাণ্ডাইব, সম্বোধিয়া, জিজ্ঞাসিল, সমাধিয়া, আলাপিল। জীবনের রচনায় ব্যাকরণ-দুষ্ট বহু শব্দ প্রয়োগ দেখা যায়। অনেক স্থলেই কর্ত্তা প্রথম পুরুষ ক্রিয়া উত্তম পুরুষ, ভবিষ্যৎ অর্থে অতীত কালের বিভক্তি, কর্ত্তা উত্তম পুরুষ ক্রিয়া প্রথম পুরুষ, দ্বিতীয়া বিভক্তির কে স্থলে ক, সপ্তমীতে তে স্থলে ত প্রয়োগ ইত্যাদি দৃষ্ট হয়, বাহুল্য ভয়ে তাহা উল্লেখ করিলাম না।

বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গভাষার শব্দ সংখ্যা নানা উপায়ে বৃদ্ধি করা হইয়াছে। সুতরাং নব্য-লেখকদের রচনায় শব্দের অভাব খুব অল্পই থাকে। প্রাচীন কবিরা ঈদৃশ সুযোগ প্রাপ্ত হন নাই, তাই অধিকাংশ প্রাচীন গ্রন্থে গ্রাম্যশব্দের যথেচ্ছ ব্যবহার হইয়াছে। জীবনের মনসার ভাসানে বগুড়ার বহু গ্রাম্য-শব্দ স্থান পাইয়াছে। গ্রন্থখানি যত্ন সহকারে মুদ্রিত করিতে পারিলে বগুড়ার প্রচলিত অপ্রচলিত অনেক গ্রাম্যশব্দ রক্ষিত হইতে পারে। আমরা নমুনা স্বরূপ কয়েকটিমাত্র গ্রাম্য শব্দের উল্লেখ করিলাম যথা :—

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
উভা	উহা।	টেনটন	চতুর।
উবাই	ওমা!	অনীচ	অত্যন্ত নীচ।
কুয়তে	বলেতে।	অনুবন্ধ	অবতারণা।
ভাও	রীতিনীতি।	উভায়	বহন করে।
ওরাল	চীৎকার	নাকান	মতন।
আদর পাগার	আবর্জ্জনা পূর্ণস্থান।	ওলামেলা	বিভোর।
জাত জেয়রা	জ্ঞাতি কুটুম্ব।	ছেদর	অসভ্য।
বিছুয়া	ছড়াইয়া।	ছাওয়াল	ছেলে।
দিঘল	দীর্ঘ।	আজনাম	তৈজসপত্র
হাতায়া	হস্ত দ্বারা উল্লাস করিয়া।	আচাভুয়া	নির্ব্বোধ।
সাই সুঁই	ফুলাইয়া।	থেকার	অহঙ্কার।
গাবর	মাঝি মাল্লা।	দেওা	মেঘ।
মানা চিনা	মানস করা।	অচর্থাং	অসম্ভব।
জাদা	বেশী।	মন্নি	অভিসম্পাত।
চেঙ্গড়া	ছোট ছোট শিশু।	পৈথান	শয্যার যে দিকে পা থাকে।
মেলানি	বিদায়।	ভেকেত	কর্দ্দমে।
আলগ	শূন্য বা উঁচু।	কিরা	দিব্য।
কেকম	গৌরব।	চিপাধরে	চাপিয়াধরে।

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
কৈতর	পারাবত।	পরছিয়া	পরিচয় করিয়া।
অভাগ্য	মন্দভাগ্য।	কাতি	কাইস্তে।
ভালাই	ভাল।	এনাগড়ি ওনাগড়ি	এপাশ ওপাশ।
বিমরিষ	বিমর্ষ।	পাছুয়াল	পশ্চাৎ ফিরিল।
বাহড়	ফের।	নিগুড়	নিস্তব্ধ।
দন্তনিকটায়	দন্ত বাহির করে।	শাফল	সফল।
তকরার	তর্ক।	বেদান	নিষ্কর।
ভুসড়ায়	ভাঙ্গিয়া দেয়।	কালরাও	কলরব।
ঘাঁটা	রাস্তা।	খাঁথার	অপযশ।
হাকাবাকি	তাড়াতাড়ি।	খেদাও	তাড়াইয়া দাও
সদা	সওগাদ।	উদল	উলঙ্গ।
বিবর্ত্তিয়া	বণ্টন করিয়া।	চুপ	চুপ।
জাবুড়া	জঙ্গল, আবর্জ্জনা।	গাটাগোটা	হৃষ্ট পুষ্ট।
পরমাই	পরমায়ু।		

চতুর্দ্দশ যমের বর্ণনায় জীবন লিখিয়াছেন,—

যম ধর্ম্ম মৃত্যু সাজে অন্তক বৈবস্বত।
কাল সর্ব্বভূত সাজে ঔড়ুম্বর যত॥
দধ্না রাজা নীল সাজে পরমেষ্ঠি আর।
বৃকোদর চিত্র চিত্রগুপ্ত নৃপবর॥

জীবনের উক্ত কবিতাটি যম তর্পণের

নমো যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ।
বৈবস্বতায় কালায় সর্ব্বভূতক্ষয়ায় চ।
ঔড়ুম্বরায় দধ্নায় নীলায় পরমেষ্টিনে।
বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ॥

শ্লোকটির অবিকল অনুবাদ মাত্র। জীবন সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন, ইহা তাঁহার একটি প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

শ্রীমোহিনীমোহন মৈত্রেয়।

মাধাই নগর তাম্রশাসন প্রবন্ধ সম্বন্ধে মন্তব্য।

১। মাধাই নগরের তাম্রশাসনের পাঠ প্রকাশিত করিবার সময়ে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম শ্লোকের চতুর্থ চরণের পাঠ আমার মতে "দেবত্রাসঃ নিরস্তদানবঃ গজঃ" লিখিয়াছেন। আমি ওরূপ পাঠ তাঁহাকে দেই নাই। পাঠ এইরূপ হইবে,—

"দেবস্ত্রাসনিরস্তদানবগজঃ।"

কেন হইবে, তাঁহাকে লিখিয়া জানাইয়াছি। দেব-শব্দের পরে ও ত্রাস-শব্দের পূর্ব্বে একটি বিসর্গের আকাঙ্ক্ষা আছে, হয় তাম্রশাসন-লিপিতে তাহা আছে; না থাকিলে, তাহা লিপিকর প্রমাদে পরিত্যক্ত হইয়াছে,—ইহাই আমার সিদ্ধান্ত। নচেৎ অর্থ সঙ্গতি রক্ষা করা যায় না। (১৩১৬, ৪র্থ ভাগ-৩য় সংখ্যার ১২৮ পৃষ্ঠার পদ টীকা দ্রষ্টব্য।)

২। শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস লিখিয়াছেন,—আমি ঐতিহাসিক চিত্রে পাবনাকে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বলিয়া, এক্ষণে পাণ্ডুয়াকে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বলিতেছি। বলা বাহুল্য বিশ্বাস মহাশয়ের এরূপ উক্তি অমূলক। আমি কখনও পাবনাকে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বলি নাই। ঐতিহাসিক চিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা প্রতিভাত হইবে। (ঐ ১৩৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

পঞ্চম বর্ষের কার্য্য-বিবরণী।

প্রবন্ধালোচনা।

পাঠক মহাশয় বলিলেন যে প্রবন্ধকার দেবীসিংহের অত্যাচারই হেষ্টিংসের কলঙ্কের কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন ইহা প্রকৃত নহে। তাঁহার স্বকৃত কলঙ্কেরও অবধি নাই। ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য দিতেছে।

শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাসকুণ্ডু মহাশয়ের বক্তব্য এই যে, তিব্বত-ভ্রমণকারী পূর্ণানন্দ গোস্বামী রঙ্গপুরের গোস্বামী জমিদার বংশের পূর্ব্বপুরুষ কিনা তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায় না। উহার কোনও বিশিষ্ট প্রমাণ প্রবন্ধকার দিলে ভাল করিতেন। জগৎশেঠের যে সকল কুঠীর কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে মাহিগঞ্জে যে কুঠী আছে তাহারও উল্লেখ থাকা আবশ্যক। শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য এল, এম, এস্ মহাশয় বলিলেন যে, রঙ্গপুরে পীরগঞ্জ থানার এলাকায় কাবিলপুর নামক স্থানে পূর্ব্বে বহুল পরিমাণে আফিংএর চাষ হইত। ইহা তিনি স্থানীয় অনুসন্ধানে অবগত হইয়াছেন। সভার সম্পাদক মহাশয় বলিলেন যে, রঙ্গপুরের মধ্যে সদরের এলাকাস্থিত কুণ্ডী পরগণার অন্তর্গত বেতগাড়ী নামক স্থানটি বাণিজ্যাদির জন্য চিরবিখ্যাত। পূর্ব্বে রচিত ভূগোলাদিতে এই স্থানের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। এখানে নীলকুঠী ও তামাক ইত্যাদির কারবার ছিল। এক্ষণে তাহার সেই বাণিজ্য-সমৃদ্ধি কাহিনীতে মাত্র পর্য্যবসিত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ বড়াইবাড়ীর কুঠী এই বেতগাড়ীর অতি সন্নিকটে অবস্থিত। প্রবন্ধে এ স্থানটির উল্লেখ থাকা আবশ্যক। এই ইতিবৃত্তটি লেখক বহু শ্রম স্বীকার পূর্ব্বক লিখিয়াছেন। যদিও কিছু কিছু অবান্তর কথা প্রসঙ্গক্রমে আসিয়া পড়িয়াছে সেইগুলি বর্জ্জিত হইলে এতদ্দ্বারা রঙ্গপুরের প্রাচীন বাণিজ্যাদির অবস্থার একটি চিত্র পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে সন্দেহ নাই। রঙ্গপুরের ইতিহাসের একটি অত্যাবশ্যকীয় অংশ প্রবন্ধে সঙ্কলিত করিয়া লেখক ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে লেখককে ধন্যবাদ প্রদান সম্বন্ধে সম্পাদক মহাশয়ের সহিত তিনিও এক মত। উহার এক স্থানে "শণ" ও "কুক্কুরাকে" এক বস্তু মনে করা হইয়াছে। ইহা প্রকৃত নহে কুক্কুরার আঁস শণ অপেক্ষা শক্ত এবং ইংরেজীতে তাহাকে "Rhea" কহে। জাল ইত্যাদি প্রস্তুতের জন্য জেলেরা অদ্যাপি "কুক্কুরা" ব্যবহার করিয়া থাকে। গবর্ণমেণ্ট অনুসন্ধানে এই চাষ অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে জানিয়া তাহার বৃদ্ধি পক্ষে যত্ন করিতেছেন। প্রবন্ধোক্ত বর্দ্ধনকোটের নিকটবর্ত্তী মতিঝিলে যে কুঠী আছে, তাহা নীলকুঠী বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না। মহারাজা প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহোদয় বসবাসের নিমিত্তই ঐ কুঠী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। করতোয়া হইতে একটি খাল কাটিয়া লইয়া গিয়া কুঠীটিকে পরিখার ন্যায় আবেষ্টন করা হইয়াছিল। গোবিন্দগঞ্জ থানার এলাকায় ইক্ষুর চাষ এখনও যথেষ্ট পরিমাণে হইয়া থাকে। ঐ স্থানের

গুড়ও অতি উপাদেয়। এই প্রকারের শিল্প বাণিজ্যের ইতিহাস আলোচনার দ্বারা লোকে তাহার উৎকর্ষ সাধনে যত্নবান হইয়া থাকে।

এই সভার সভ্য রঙ্গপুর বামনডাঙ্গা স্কুলের প্রধান শিক্ষক ৺ জগবন্ধু চক্রবর্ত্তী মহাশয় নিউমোনিয়া রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন তজ্জন্য সভা দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত কালিদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, এই সভার সভ্য শ্রীযুক্ত অনারেবল রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া, শ্রীযুক্ত অনারেবল রাজকুমার মহেন্দ্ররঞ্জন রায়চৌধুরী, এবং শ্রীযুক্ত অনারেবল কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় সাহেব এম, এ, মণ্টোদয়তন্ত্রের প্রাদেশিক মন্ত্রণা সভার সদস্য পদে এবং অদ্য দিবসীয় সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এল, বাহাদুর রাজোপাধিতে ভূষিত হওয়ায় সভার পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত এবং আনন্দ প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় কর্ত্তৃক এই প্রস্তাব সমর্থিত হইলে সর্ব্ব সম্মতিতে গৃহীত এবং প্রাগুক্ত মহাত্মাদিগকে সভার পক্ষ হইতে অভিনন্দিত করা হইল।

সময়াভাবে পূর্ব্ব এবং বর্ত্তমান অধিবেশনে বিজ্ঞাপিত "কবি জীবন মৈত্রেয়" ও "সত্যপীর" নামক প্রবন্ধদ্বয় আগামীতে পঠিত হইবে স্থির হইল।

শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে কতকগুলি মুদ্রার উদ্ধৃত পাঠ বিজ্ঞাপিত হইল না। শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় রঙ্গপুর পরগণে বামনডাঙ্গার ভূম্যধিকারিণী স্বনামখ্যাতা পবিত্রাদেবীচৌধুরাণী মহাশয়ার সময়ের শিব-মন্দির সংলগ্ন ইষ্টক ফলকের, শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ মহাশয়ের সংগৃহীত ও উদ্ধৃত পাঠ সভায় বিজ্ঞাপিত করিলেন।

তদ্‌যথা,—"শূন্যগ্নি মুনিভূশাকে সম্ম শ্রীপার্ব্বতী সুতেঃ
শ্রীপবিত্রাপ্রজাতেন বিশ্বনাথেন নির্ম্মমে॥"

এতদ্দ্বারা মন্দির নির্ম্মাণের কাল ১৭৩০ শক স্থিরীকৃত হইতেছে। সেহানবীশ মহাশয়কে এ ফলকলিপি সংগ্রহের নিমিত্ত ধন্যবাদ প্রদানের পর সভার কার্য্য শেষ হইল।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী—সম্পাদক। শ্রীসতীশকমল সেন—সভাপতি।

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের

পঞ্চম বর্ষ—অষ্টম মাসিক অধিবেশন।

স্থান—সভার কার্য্যালয়, রঙ্গপুর, ধর্ম্মসভা-গৃহ। অপরাহ্ন ৫টা।

রবিবার—২৪ মাঘ (১৩১৬), ৬ ফেব্রুয়ারী (১৯১০)।

উপস্থিতি—

শ্রীযুক্ত সতীশকমল সেন বি, এল, সভাপতি। শ্রীযুক্ত কবিরাজ কন্দর্পেশ্বর গুপ্ত কবিরত্ন।
শ্রীযুক্ত বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম, এ, বি, এল। ,, হরগোপাল দাস-কুণ্ডু সহকারী পত্রিকা সম্পাদক।
,, কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি, এল।
,, জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় গ্রন্থাধিরক্ষক। ,, অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার সহকারী সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত নবসুন্দর দাস (নাওডাঙ্গা)।
,, পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ।
,, রাসবিহারী ঘোষ মোক্তার।
,, প্রাণকৃষ্ণ লাহিড়ী উকিল।
,, গণেন্দ্রনাথ পণ্ডিত।
,, ডাক্তার প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য এল, এম, এস।
,, শ্রীচন্দ্র সেন।
,, চন্দ্রমোহন ঘোষ ওভারসিয়ার।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যাদবচন্দ্র কাব্যতীর্থ।
,, সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি, এল, (নিলফামারী)।
,, যোগেশচন্দ্র লাহিড়ী ডাক্তার।
,, শরচ্চন্দ্র লাহিড়ী কবিরাজ বিদ্যাবিনোদ আয়ুর্ব্বেদ বিশারদ।
,, সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়-চৌধুরী এম, আর, এ, এস, সম্পাদক ও অন্যান্য।

আলোচ্য বিষয়।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ গ্রহণ। ২। সভ্য নির্ব্বাচন। ৩। গ্রন্থোপহার-দাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। ৪। ১লা ফাল্গুন হইতে দিবসত্রয় ভাগলপুর বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের তৃতীয় অধিবেশনে উপস্থিত হওয়ার জন্য এ সভার পক্ষ হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন। ৫। প্রবন্ধ—শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, মহাশয়ের "আহমরাজ রুদ্র সিংহের তাম্রশাসন।" ৬। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায়চৌধুরী মহাশয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত সেরসাহের সুবর্ণ-মুদ্রা এবং শ্রীযুক্ত শ্রীরাম মৈত্রেয় মহাশয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত দারাচপুরের সূর্য্যমূর্ত্তির আলোক চিত্র। ৭। বিবিধ।

নির্দ্ধারণ।

শ্রীযুক্ত বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম, এ, বি, এল, মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি, এল, মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্ব্বসম্মতিতে শ্রীযুক্ত সতীশকমল সেন বি, এল, মহাশয় অদ্য দিবসীয় অধিবেশনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ যথারীতি পঠিত গৃহীত ও স্বাক্ষরিত হইল।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন—

সভ্যের নাম।	প্রস্তাবক।	সমর্থক।
১। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায় উকীল নিলফামারী পোষ্ট, রঙ্গপুর।	শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি, এল	শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ
২। শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর দাস শিমুলবাড়ী, মীরগঞ্জহাট পোষ্ট, রঙ্গপুর।	,, পঞ্চানন সরকার এম, এ, বি, এল	ঐ
৩। শ্রীযুক্ত এককড়ি স্মৃতিতীর্থ চন্দনপাট, শ্যামপুর পোষ্ট, রঙ্গপুর।	,, অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার	ঐ

৪। শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ডাক্তার প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য শ্রীপূর্ণেন্দুমোহন
ষ্টেসন মাষ্টার গিতালদহ, কুচবিহার। সেহানবিশ

৫। শ্রীযুক্ত মধুসূদন চন্দদার শ্রীশ্রীরাম মৈত্রেয় ঐ
পোঃ বলিহার, রাজসাহী।

৬। শ্রীযুক্ত তারাকান্ত বাগ্‌চী
ঐ ঐ ঐ

৭। শ্রীযোগেশচন্দ্র গুপ্ত ডাক্তার
ঐ ঐ ঐ

৮। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সান্যাল, ডাক্তার
ঐ ঐ ঐ

৯। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র লাহিড়ি
ঐ ঐ ঐ

১০। শ্রীযুক্ত আনন্দকিশোর সন্ন্যাসী
ঐ ঐ ঐ

১১। শ্রীযুক্ত মধুসূদন বাগ্‌চী
ঐ ঐ ঐ

১২। শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ চট্টোপাধ্যায় এম্, বি ঐ ঐ
ডাক্তার নাটোর, রাজসাহী

১৩। শ্রীযুক্ত শশিশেখর মৈত্রেয় শ্রীশ্রীরাম মৈত্রেয় সম্পাদক
তালন্দ পোষ্ট, রাজসাহী।

১৪। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত সরকার ঐ ঐ
মালঞ্চি, পোষ্ট রামবাড়ী, রাজসাহী।

১৫। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ্র বি, এ শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় ঐ
শিক্ষক রাজসাহী কলেজিয়েট স্কুল,
ঘোড়ামারা পোঃ রাজসাহী।

১৬। শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষ, বি, এল শ্রীযুক্ত রাধেশচন্দ্র শেঠ ঐ
উকীল মালদহ।

৩। নিম্নলিখিত গ্রন্থ ধন্যবাদ পুরঃসর সভার গ্রন্থাগারে গৃহীত হইল—

	গ্রন্থের নাম	উপহার দাতার নাম
১।	Notes on Certain Archaeological Remains at Tezpur.	শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ
২।	Diary of a Pilgrim to Parasuram Kundu	ঐ

শ্রীযুক্ত বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম, এ, বি, এল মহাশয় সভার গ্রন্থাগারে রক্ষার নিমিত্ত একটি দেবনাগর অক্ষরের লিপিযুক্ত রৌপ্যমুদ্রা প্রদান করিলে তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদত্ত হইল।

শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ মহাশয় নিম্নলিখিত দুষ্প্রাপ্য প্রাচীনপুঁথি সভার গ্রন্থাগারে উপহার প্রদান করিলেন। তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করা হইল।

১। অসমীয়া সাতকাণ্ড রামায়ণ শঙ্কর, মাধবদেব ও মাধব কন্দলিয়া রচিত এবং শ্রীযুক্ত রায় মাধবচন্দ্র বরদলই বাহাদুর কর্ত্তৃক ১৮২১ শকাব্দায় প্রকাশিত। ঐ গ্রন্থের ভূমিকায় শঙ্কর দেবাদির ও বহু অসমীয়া গ্রন্থকারের পরিচয় সন্নিবেশিত আছে।

৪। ভাগলপুর বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে উপস্থিত হওয়ার জন্য এ সভার পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইল।

* শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন সভাপতি।

,, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি, এল, রাজসাহী

,, রাধেশচন্দ্র শেঠ বি, এল,

,, মণীন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী—জমিদার,

* ,, যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম, এ, বি, এল, দিনাজপুর,

,, হরেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী জমিদার নিলফামারী,

,, জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় গ্রন্থাদিরক্ষক,

,, পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ,

* ,, অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার সহকারী সম্পাদক,

* ,, চন্দ্রমোহন ঘোষ ওভারসিয়ার ডি, বি,

* ,, কবিরাজ কন্দর্পেশ্বর গুপ্ত কবিরত্ন,

* ,, রাসবিহারী ঘোষ মোক্তার,

,, হরগোপাল দাসকুণ্ডু সহকারী পত্রিকা সম্পাদক,

* ,, গণেন্দ্রনাথ পণ্ডিত,

,, উপেন্দ্রচন্দ্র কুণ্ডু (ছাত্র সভা)

,, সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী—সম্পাদক।

৫। শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় রাখাল বাবুর কল্যাণদেব সিংহের তাম্রশাসন প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। সচিত্র এই প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশ করার ভার পত্রিকা প্রকাশ-সমিতির উপরে অর্পিত হইল।

৬। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় কুণ্ডীর অন্যতম ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী মহাশয়ের সংগৃহীত লক্ষ্মণাবতী খাজানার সেরসাহের একটি সুবর্ণমুদ্রা সভ্যগণকে

* চিহ্নিত ব্যক্তিগণ ঐ সম্মিলনে অনিবার্য্য কারণে যোগদান করিতে পারেন নাই।

প্রদর্শন করাইলেন। এই মুদ্রা এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য উহার চিত্র পত্রিকাস্থ করার জন্য গ্রন্থ ও পত্রিকা প্রকাশ সমিতিকে ভার এবং মৃত্যুঞ্জয় বাবুকে এই সংগ্রহের জন্য ধন্যবাদ দেওয়া হইল। শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উপরে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বক্সী মহাশয়ের সংগৃহীত দ্বাদশটি এবং শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার লাহিড়ী মহাশয়ের সংগৃহীত চতুর্দ্দশটি মুদ্রার পাঠোদ্ধারের ভার পূর্ব্ব অধিবেশনে দেওয়া হইয়াছিল, তিনি সেই উদ্ধৃত পাঠ বিজ্ঞাপিত করিলেন,—

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বক্সী কর্ত্তৃক উপহৃত মুদ্রা।

১।	সাজাহান সাহাবুদ্দিনের রৌপ্যমুদ্রা	১
২।	৩য় নেপোলিয়নের সেণ্টিম (১৮৫৬)	১
৩।	সিক্কা জদবর্ হফ্ত কেশওয় আয়ায়ে ফজ্লে ইলা শামিদ্দিন মহম্মদ সাহ আলম্ বাদসাহ সাহ আলম্ ২য় হিজরি ১২০২, মুরসিদাবাদ রৌপ্যমুদ্রা	১
৪।	ভিক্টোরিয়া হাফ্পেনী ১৮৬১	১
৫।	এক পাই সিক্কা। সা আলম্ ২য় রাজ্য সম্বৎ ৩৭	১
৬।	মহারাও রাজা সুয়াই মঙ্গল সিং বাহাদুর ১৮৮০ সাল one Rupee Alwar state Empress Victoria	১
৭।	সা আলম্ বাদসা জলুস্ একপাই সিক্কা রাজ্য সম্বৎ ৩৭	১
৮।	আদল (অর্থাৎ বিচারক) Quarter anna 1833	১
৯।	শ্যাম দেশীয় ময়ূরাঙ্কিত তাম্রমুদ্রা	১
১০।	সা আলম্ সেক্কা বাদসা রাজ্য সম্বৎ ১৯ মুর্শিদাবাদে প্রস্তুত রৌপ্যমুদ্রা	১
১১।	সা আলম্ বাদসা জলুস সিক্কা একপাই	১
		১২

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার লাহিড়ী কর্ত্তৃক উপহৃত মুদ্রা

১।	ভিক্টোরিয়া হাফ্পেনি ১৮৬৩	১
২।	Fessulbin Turkee Imam of Muscut & Oman ¼ anna	৫
৩।	সা আলম ২য় একপাই সিক্কা বাঙ্গলা, তেলগু এবং পারস্য ভাষায়, রাজ্য সম্বৎ ৩৭	৪
৪।	শ্যাম দেশীয় সিক আনা	১
৫।	আদিল (অর্থাৎ ন্যায় বিচারক) East India Co. Quarter anna, 1833	১
৬।	সয়াজি রাও গায়কোয়াড় বরদা এক পয়সা। সম্বৎ ১৯৪৯ (?)	১
৭।	British East Africa Protectorate 1 Pice 1898	১
৮।	Bikanir State, Quarter anna 1895 Victoria Empress	১
		১৪

শ্রীজগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়
প্রদর্শক।

শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ মহাশয় রঙ্গপুর কাকিনার নিকটবর্ত্তী মরাশতী নাম্নী একটি ক্ষুদ্র নদীর তীরে প্রাপ্ত উপলখণ্ড এই অধিবেশনে প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিলেন যে, ঘুটিং আকারের এইরূপ মিশ্রধাতব পদার্থ তথায় বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়. উহার স্বরূপ নির্ণয় আবশ্যক। উহার একখণ্ড ভগ্ন করিয়া দেখাইলেন যে, খাবিকল ষ্টীলের মত ঔজ্জ্বল্য তাহার মধ্যে রহিয়াছে। তাঁহার এ প্রস্তাব গৃহীত হইয়া রাজসাহী কলেজের রসায়নাধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী এম, এ, মহোদয়ের নিকটে পরীক্ষার্থ উহা পাঠাইবার ভার সম্পাদকের উপরে অর্পিত হইল। পরবর্ত্তী কোনও অধিবেশনে সেই পরীক্ষার ফল বিজ্ঞাপিত করিতে হইবে।

শ্রীযুক্ত শ্রীরাম মৈত্রেয় মহাশয়ের সংগৃহীত দারাচণ্ডীরের (রাজসাহী) সূর্য্য মূর্ত্তির আলোক-চিত্র প্রদর্শিত হইল। সূর্য্য-মূর্ত্তি সম্পর্কীয় প্রবন্ধ গৌরীপুর অধিবেশনে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য মহাশয় পাঠ করিয়াছেন। ঐ প্রবন্ধের সহিত এই চিত্র প্রকাশ করা আবশ্যক হইবে।

৭। শ্রীযুক্ত শশধর রায় মহাশয় রঙ্গপুরে আগামী বর্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের চতুর্থ অধিবেশন আহ্বান করার জন্য বিগত ২১ মাঘ, ১৩১৬ বঙ্গাব্দে যে অনুরোধ পত্র পাঠাইয়াছেন. তাহা সম্পাদক মহাশয় পাঠ করিলে, নির্দ্ধারিত হইল যে আগামী ৪র্থ সম্মিলন উত্তরবঙ্গে হওয়া সমীচীন নহে, কেননা গত বর্ষে উত্তরবঙ্গের রাজসাহীতে দ্বিতীয় সম্মিলন সংঘটিত হইয়াছে। দক্ষিণ অথবা পূর্ব্ববঙ্গে এ সম্মিলন এ পর্য্যন্ত আহূত হয় নাই। সুতরাং ঐ অঞ্চলে আহ্বান করাই কর্ত্তব্য বোধে রায় মহাশয়ের অনুরোধ এ সভা রক্ষা করিতে অক্ষম। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার লাহিড়ী মহাশয় এই সভার সহিত সম্পর্ক রাখিয়া রঙ্গপুরের অধীন বেলপুকুর হাজারী গ্রামে একটি অনুগত পল্লী-সাহিত্য-পরিষৎ স্থাপনের প্রস্তাব করিয়া বিগত ২২ মাঘ (১৩১৬) তারিখে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা সভায় পঠিত হইয়া তাহার আলোচনার ভার কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির উপরে প্রদত্ত হইল। শ্রীযুক্ত প্রমদারঞ্জন বক্সী জমিদার, নাওডাঙ্গা, মহাশয় বিগত ২১ মাঘ তারিখের পত্রে তাঁহার স্বর্গীয় পিতামহ কুচবিহারের ভূতপূর্ব্ব রাজমন্ত্রী ৺ শিবপ্রসাদ বক্সী মহাশয়ের রচিত "আহ্নিকাচার-তত্ত্বাবশিষ্ট" নামক স্মৃতি গ্রন্থ মুদ্রণের ভার সভার উপরে দিয়া, যে টাকা প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা সাদরে গৃহীত হইয়া ঐ গ্রন্থ সভার গ্রন্থাবলী ভুক্ত করিয়া, মুদ্রণের ব্যবস্থার ভার গ্রন্থ ও পত্রিকা প্রকাশ-সমিতির উপরে প্রদত্ত হইল। এই প্রসঙ্গে ঐ গ্রন্থের আবিষ্কর্ত্তা শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ মহাশয়কেও ধন্যবাদ প্রদান করা হইল। তাঁহার চেষ্টাতেই গ্রন্থখানির পুনঃসংস্করণ কার্য্য সম্পন্ন হইল বলিতে হইবে।

শ্রীযুক্ত নবসুন্দর দাস মহাশয়ের স্বীকৃত রৌপ্যপদক প্রদান সম্বন্ধে কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির বিগত ৩রা মাঘ ১৩১৬ তারিখের তৃতীয় অধিবেশনের মন্তব্য গৃহীত হইল।

অতঃপর শ্রীযুক্ত বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম, এ, বি, এল মহাশয় মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহোদয়ের বিগত ২০ মাঘ (১৩১৬) বেলা ৮ ঘটিকার সময় পবিত্র বারাণসী-ক্ষেত্রে মণিকর্ণিকা ঘাটে সজ্ঞানে মৃত্যু-সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিয়া কহিলেন যে, ভারতের একটি জ্যোতিষ্কের পতন হইয়াছে সন্দেহ নাই।

বাঙ্গলা ভাষায় বেদান্তের জটিল ব্যাখ্যা সম্ভবপর ইহা আমরা মনেও করি নাই—কিন্তু চন্দ্রকান্ত তাঁহার ফেলোশিপের বক্তৃতায় ইহা সত্যে পরিণত করিয়াছেন। ঐ সকল বক্তৃতা পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া বাঙ্গলা ভাষার সমৃদ্ধি বাড়াইয়া দিয়াছে। এরূপ গবেষণা-পূর্ণ বক্তৃতা প্রদানের পর করযোড়ে তিনি শ্রোতৃবর্গকে বলিয়াছিলেন যে, বেদান্ত ব্যাখ্যা তাঁর মত অধমের পক্ষে অসাধ্য। এরূপ বিনয় তাঁহার মত উদারচেতারই যোগ্য। ইনি ময়মনসিং সেরপুরের এক জন তালুকদার ছিলেন। তাঁহার প্রতি লক্ষ্মী ও সরস্বতী উভয়েরই কৃপা তুল্যরূপে নিহিত হইয়াছিল। তিনি যেরূপ দীনভাবে ছাত্রগণ সহ অধ্যয়নে ব্যাপৃত থাকিতেন, তাহাতে তাঁহার প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্যের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। অবস্থানুসারে তাঁহার এরূপ দীনতা কখনই সম্ভবপর নহে। ব্রাহ্মণের পুরাতন আদর্শ তাঁহাতেই পরিস্ফুট হইয়াছিল। তিনি কিছুতেই বিরক্ত হইতেন না। বক্তা বার বার নানা কার্য্যে তাঁহাকে বিরক্ত করিতে পারেন নাই এবং অযাচিত-ভাবে অনেক বিষয়ে সাহায্য পাইয়াছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সৃষ্টির সঙ্গে তাঁহার জীবন জড়িত ছিল। বঙ্গে যে সাহিত্য লালসা পরিষৎ জাগাইয়াছেন তাহার মূলে চন্দ্রকান্তের প্রভা বিস্তৃত হইয়াছিল। পরিষৎ মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন শয্যাশায়ী থাকিয়া তিনি উপস্থিত হইতে না পারিয়া যে শ্লোকাবলী রচনা করিয়া দিয়াছিলেন তাহার ছত্রে ছত্রে তাঁহার মর্ম্মান্তিক দুঃখ ফুটিয়া উঠিয়াছিল। এরূপ অকৃত্রিম সাহিত্যসেবী পণ্ডিতাগ্রগণ্যের অভাবে সমগ্র ভারতের ক্ষতি হইয়াছে। সাহিত্যিক সমাজ ইহাতে শোক-সন্তপ্ত। ইত্যাদি প্রকার বলিয়া তিনি এ সভার পক্ষ হইতে শোক প্রকাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার মৃত্যু উপলক্ষে কাশী হইতে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা পঠিত হইল। অতঃপর শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার মহাশয় বলিলেন যে, ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে মতদ্বৈধ উপস্থিত হইলে, তাহার শেষ মীমাংসা করার আর দ্বিতীয় লোক থাকিল না। সুতরাং ধর্ম্ম-জগতেরও কম ক্ষতির কারণ হইল না। এ মহাত্মার মৃত্যুতে সভার আন্তরিক দুঃখ হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি! এই শোক প্রকাশক প্রস্তাব সর্ব্ব সম্মতিতে গৃহীত হইল।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সুযোগ্য সভাপতি অবসর প্রাপ্ত মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম, এ, বি, এল মহোদয় কোনও কার্য্য উপলক্ষে রঙ্গপুরে আসিতেছেন, তাঁহাকে এ সভার পক্ষ হইতে যথোপযুক্তরূপে অভ্যর্থনা করা আবশ্যক। শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই প্রস্তাব করিলে তাহা সর্ব্বসম্মতিতে গৃহীত হইয়া উদ্যোগের ভার কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির উপরে অর্পিত হইল।

শ্রীযুক্ত কবিরাজ শরচ্চন্দ্র লাহিড়ী বিদ্যাবিনোদ আয়ুর্ব্বেদবিশারদ মহাশয়ের "আয়ুর্ব্বেদে ম্যালেরিয়া" শীর্ষক পঠিত প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনার ভার শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যাদবচন্দ্র কাব্যতীর্থ এবং শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য এল, এম, এস্ মহাশয়দ্বয়ের উপরে অর্পিত হয়। তাঁহারা তাঁহাদের সুদীর্ঘ আলোচনা প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। শ্রীযুক্ত কবিরাজ মহাশয় সেই

আলোচনা সম্বন্ধে পুনরায় তাঁহার যে বক্তব্য আছে, তাহা আগামী অধিবেশনে বিজ্ঞাপিত করিবেন বলিয়া সেই প্রবন্ধ গ্রহণ করিলেন। এইরূপ আলোচনার ফলে অবশ্যই প্রকৃত তথ্য-নির্ণয়ের বিশেষ সাহায্য হইবে। মূল প্রবন্ধ ও তাহার আলোচনাদি পত্রিকায় প্রকাশ করার জন্য যথা সময়ে গ্রন্থ ও পত্রিকা প্রকাশ সমিতিকে অনুরোধ করা যাইবে।

অতঃপর সভার কার্য্য রজনী প্রায় আট ঘটিকার সময় শেষ হইল।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী
সম্পাদক। — শ্রীরাধারমণ মজুমদার
সভাপতি।

পঞ্চম বর্ষ—নবম মাসিক অধিবেশন।

স্থান সভার কার্য্যালয়, রঙ্গপুর ধর্ম্মসভাগৃহ।

২৯ ফাল্গুন ১৩১৮, ১৩ মার্চ্চ, ১৯১০, অপরাহ্ণ ৫॥ টা।

উপস্থিতি।

শ্রীযুক্ত রাধারমণ মজুমদার জমিদার সভাপতি
- „ বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম, এ, বি, এল
- „ কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায়, বি, এল
- „ চন্দ্রমোহন ঘোষ ওভারশিয়ার।
- „ ডাক্তার প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য এল্, এম্ এস্
- „ মথুরানাথ দে মোক্তার
- „ গণেন্দ্রনাথ পণ্ডিত

শ্রীযুক্ত ললিতমোহন গোস্বামী কাব্যব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ
- „ অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার সহকারী সম্পাদক
- „ জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় গ্রন্থাদিরক্ষক
- „ বরগোপাল দাস কুণ্ডু সহকারী পত্রিকা-সম্পাদক
- „ সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী সম্পাদক ও অন্যান্য।

আলোচ্য বিষয়।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ গ্রহণ। ২। সভ্য নির্ব্বাচন। ৩। গ্রন্থোপহার-দাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। ৪। এই সভার কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতিকেই উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের কার্য্যকারিণী সমিতিরূপে গণ্য করিয়া উহার যাবতীয় কর্ম্ম পরিচালনের ভার প্রদান সম্বন্ধীয় ঐ সম্মিলনের গৌরীপুর অধিবেশনের গৃহীত প্রস্তাব গ্রহণ।

৫। প্রবন্ধ (১) শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র কাব্যরত্ন মহাশয়ের "কলিকেশ্বরী" ও "বাভ্রবীকায়া বা উমা মহেশ্বর"; (২) শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের "স্বর্গীয় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার"। ৩। প্রদর্শন (ক) শ্রীযুক্ত সৈয়দ সুকুল হোসেন কাশিমপুরী মহাশয়ের সংগৃহীত "বত্রিশ মণ্ডলা" ও নূতন ধরণের "গোলেবকাওলী" (খ) শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র

মুস্তফী জমিদার মহাশয়ের সংগৃহীত সুলতান সমসউদ্দীনের (লক্ষ্মণাবতী) নামাঙ্কিত একটি রৌপ্য মুদ্রা। ৮। বিবিধ।

নির্দ্ধারণ—

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ যথারীতি পঠিত গৃহীত এবং স্বাক্ষরিত হইল।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

সভ্যের নাম।	প্রস্তাবক।	সমর্থক।
শ্রীযুক্ত কামাখ্যাপ্রসাদ মজুমদার নায়েব মজুমদার কাছারী উলিপুর পোঃ, রঙ্গপুর।	শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার লাহিড়ী	সম্পাদক।
,, প্রাণনাথ লাহিড়ী গাড়ুদহ, ফুলকোচা পোঃ, পাবনা।	,, হরগোপাল দাসকুণ্ডু	শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়।
,, পঞ্চানন সাহা শিক্ষক তাজহাটস্কুল মাহিগঞ্জ পোঃ, রঙ্গপুর।	ঐ	ঐ
,, গিরীন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী জমিদার, তুষভাণ্ডার পোঃ, রঙ্গপুর।	,, কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি, এল	ঐ
,, সতীশচন্দ্র দাস গুপ্ত মোক্তার, সেনপাড়া রঙ্গপুর।	,, অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার	ঐ
,, জ্ঞানেন্দ্রকুমার বসু বিধুরঞ্জন লাহিড়ী মহাশয়ের বাসা নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।	,, জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়	বিধুরঞ্জন লাহিড়ী

৩। সভার গ্রন্থাগারে নিম্নলিখিত গ্রন্থ উপহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ-পূর্ব্বক গৃহীত হইল।

	উপহৃত গ্রন্থের নাম।	উপহার দাতার নাম।
১।	সাহিত্য সোপান সরল ব্যাকরণ ও সংক্ষিপ্ত রচনা প্রণালী।	শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র সেন।
২।	গৃহিণীর কর্ত্তব্য	শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র সেন।
৩।	বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের কার্য্য-বিবরণ ও পঠিত প্রবন্ধ (রাজসাহী অসম্পূর্ণ)	,, শশধর রায় এম, এ, বি, এল।
৪।	মন্দার মধুসূদন	,, প্রদ্যুম্নপ্রসাদ সিংহ।
৫।	সারাহ্নারতি স্তোত্র ৪খানি	,, পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ।
৬।	বিষম সমস্যা	ঐ

৪। শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার সহকারী সম্পাদক মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, প্রবন্ধাদি পাঠ ও আলোচনার পূর্ব্বে এই সভার অন্যতম সহকারী সম্পাদক নলডাঙ্গার

ভূমাধিকারী স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয়ের বিগত ২৬ ফাল্গুন বৃহস্পতিবার অকাল মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা আবশ্যক।

শ্রীযুক্ত বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম, এ, বি, এল, মহাশয় বলিলেন যে, অত্যন্ত প্রিয়জনের মৃত্যুতে লোকে সভা করিয়া শোক প্রকাশ করে না। এই হৃদয়-বিদারক ঘটনায় অশ্রু সম্বরণ করা দুঃসাধ্য। সেই অশ্রুই মৃতের তর্পণের পক্ষে যথেষ্ট। মর্ম্মবেদনা যদিও অশ্রুদ্বারাই কতকটা নির্ব্বাপিত হয়, তথাপি সাধারণো সভায় তাহার বিজ্ঞপ্তি উহার ব্যক্তিগত ভাবটা দূর করিয়া দিয়া শোকের আরও অনেকটা লঘুতা সাধন করে। এই শোক প্রকাশক মন্তব্য গ্রহণে বলিতে পারি যে, যাঁহার উদ্দেশ্যে শোক প্রকাশ করা যাইতেছে তিনি একজন জমিদার এবং প্রকৃত জমিদারের গুণের অধিকারী ছিলেন। দোষের ছায়া তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তিনি যেরূপ নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে আসিয়াছিলেন আবার সেইরূপ নিষ্কলঙ্ক চরিত্রেই চলিয়া গিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন যে, সুরেশ বাবুর চরিত্রের বিশেষত্ব এই যে, তিনি নিজহস্তে একটি পয়সাও স্পর্শ বা অপব্যয় করেন নাই, সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ছিলেন। পিতৃ-বিয়োগের পর সর্ব্ববিষয়ে গুরুজনগণের কথানুসারেই চালিত হইতেন।

শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় বলিলেন যে, রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ সভা স্থাপনের পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ শাস্ত্রী, সভার ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক মহাশয়ের নিকটে তিনি অবগত হইয়াছিলেন যে, স্বর্গগত লাহিড়ী মহাশয় পঠদ্দশাতেই বঙ্গসাহিত্যানুরাগী ছিলেন এবং কয়েক জন সমবয়স্কের সহিত প্রবন্ধাদি লিখিয়া একখানি হস্ত লিখিত পত্রিকা প্রচার ও ক্ষুদ্র সাহিত্য সভার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই সভার সংস্রবে মাত্র বৎসরাধিক কাল আসিয়াছিলেন, আর কিছুকাল বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহার ন্যায় বঙ্গসাহিত্যানুরক্ত ব্যক্তির দ্বারা সভা প্রভূত উপকার লাভ করিতেন। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের ইতিবৃত্ত সঙ্কলনে বড়ই ইচ্ছা ছিল এবং তদ্বাপদেশে আমাকে ব্রতী হইবার জন্য অনুরোধ করিয়া উপকরণ সংগ্রহ করিতেছিলেন। সভা করিয়া শোক প্রকাশ করার অভিপ্রায় দ্বিবিধ। একটির কথা পূর্ব্ব বক্তাই বলিয়াছেন, অপরটি এই যে, ইহাতে মৃতব্যক্তির জীবনের উজ্জ্বল অংশ আলোচনা করিয়া জীবিতেরা জ্ঞানলাভ করিয়া থাকেন এবং তিনিও অজ্ঞানিতরূপে অপসৃত হইবার অবসর পান না। ইহাই উপযুক্ত ব্যক্তির প্রতি আমাদের শেষ কর্ত্তব্য পালন। আমাদের এ কর্ত্তব্য পালন অগ্রগণ্য তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এরূপে এই প্রস্তাব সমর্থিত হইলে সর্ব্বসম্মতিতে গৃহীত এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয়কে সভার পক্ষ হইতে সান্ত্বনা বিজ্ঞাপক পত্র পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইল।

এই সভা হইতে প্রকাশিত পত্রিকা বিদ্যালয়াদিতে যাহাতে গৃহীত ও পঠিত হইবার ব্যবস্থা হয়, তদ্বিষয়ে সাহায্য করিতে ঢাকার সুযোগ্য বিদ্যালয় পরিদর্শক শ্রীযুক্ত এইচ্, ই, ষ্টেপলটন

মহোদয় প্রতিশ্রুত হইয়া যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা সভায় পঠিত হইয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদত্ত হইল।

শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন মৈত্রেয় মহাশয়ের লিখিত—"কবি জীবন মৈত্রেয়" প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধালোচনা।

শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কুণ্ডু মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধ অতি সুন্দর হইয়াছে। পুরাতন পুঁথি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া লেখক বগুড়ায় একটি কবির কাব্যালোচনা সহ জীবনী সঙ্কলন করিয়াছেন। প্রসঙ্গতঃ এক স্থানে বলা হইয়াছে যে, বৌদ্ধযুগের ঐশ্বর্য্য প্রতিপাদনে অনেক লেখক ব্রতী, কিন্তু হিন্দুযুগের বিষয়ে যেন তাঁহারা অল্প ধারণা পোষণ করেন; ইহা ঠিক নহে। রাজতরঙ্গিণীতে পৌণ্ড্র-বর্দ্ধনে হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন যুগের মধ্যে হিন্দু যুগের ঐশ্বর্য্যই বিশেষ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থে পৌণ্ড্র দেশের হিন্দুযুগের নর্ত্তকী—কমলার রাজপ্রাসাদ তুল্য কক্ষ অলিন্দ সুশোভিত ভবনের বিষয় বিশেষ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি সুবর্ণ খট্টায় শয়ন এবং সুবর্ণপাত্রে ভোজন করিতেন। কাশ্মীর-রাজ জয়াদিত্যের সহিত বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় কথোপকথন করিয়াছিলেন ঐ কমলা পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের অন্তর্গত প্রসিদ্ধ স্কন্দ মন্দিরের দেব নর্ত্তকী ছিলেন। এই সকল বর্ণনা হইতে হিন্দুকালের ঐশ্বর্য্যের পরিচয় যথেষ্টই পাওয়া যায়। দুই শত বর্ষ পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্ম অবিকৃত ভাবে বগুড়ায় প্রচলিত ছিল, এ কথা আমি আমার প্রবন্ধে বলি নাই, তবে মিশ্রিত ভাবে ছিল বলিয়া আমার বিশ্বাস ও লেখকও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। আমি আরও বলি যে, আজও ঐ ধর্ম্ম প্রচ্ছন্ন ভাবে বগুড়ায় যোগীর ভবন নামক স্থানে আত্মরক্ষা করিতেছে! এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা আমি আমার "বগুড়ায় বৌদ্ধ যোগী" প্রবন্ধে করিয়াছি। সভার পরবর্ত্তী অধিবেশনে তাহা পাঠ করিব। সম্পাদক মহাশয় বলিলেন যে, এই প্রবন্ধে যে সকল শব্দ উদ্ধৃত হইয়াছে তন্মধ্যে কতকগুলি অবিকৃত হিন্দী শব্দ লক্ষ্য করিবার বিষয় বটে, তদ্‌যথা, "নেউটিয়া" "উহ" ইত্যাদি। সেন রাজগণের হস্ত হইতে মুসলমানগণের বঙ্গবিজয়-কাহিনী আজকাল অলীক প্রতিপন্ন হইয়াছে; সুতরাং তদ্দ্বারা বৌদ্ধ কাল নির্ণয় সঙ্গত নহে। এই প্রকার গ্রন্থালোচন সহ প্রাচীন কবিগণের পরিচয় প্রদান করা অত্যাবশ্যক। ইহাতে কোন্ কোন্ গ্রন্থ রক্ষার উপযোগী তাহা নির্ণয়ে সহায়তা করা হয়। সকল গ্রন্থই যে রক্ষা ও প্রচার করিতে হইবে এরূপ কিছু নহে। প্রবন্ধরচয়িতা ধন্যবাদের পাত্র।

শ্রীযুক্ত সৈয়দমুরুল হোসেন কাশিমপুরি মহাশয়ের উপহৃত "হাজার মসলা" ও নূতন ধরণের "গোলেবকাওলী" গ্রন্থ প্রদর্শিত এবং তাঁহার লিখিত গ্রন্থ বিবরণ পঠিত হইল। পুঁথির রচয়িতা হেদায়তুল্যা মিঞা খন্দকার। বগুড়া সদরের নিকটবর্ত্তী মালতী নগরের সংলগ্ন চকলোকমান গ্রামে তাঁহার বাস ছিল। তিনি বগুড়া কালেক্টরীর নাজির ছিলেন। দ্বিতীয়

গ্রন্থখানির রচয়িতা বসারতুল্লা মিঞা খন্দকার সাহেব। ইনি উক্ত নাজির সাহেবের প্রপিতামহের সহোদর। নিবাস চকলোকমান, পরগণে সেলবর্ষ, ষ্টেশন্ বগুড়া। বগুড়ায় এই খন্দকার বংশ বহু প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ। দিল্লীশ্বর সাহ আলমের মোহর যুক্ত লাখেরাজ পীরপাল জমির সনন্দ ইঁহাদের ঘরে আছে। তিনি ফুলদিঘী গ্রামে পাঠশালার পণ্ডিত ছিলেন এবং চল্লিশ আউলিয়া নামক আর একখানি ঐতিহাসিক তত্ত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ঐ পুঁথির কয়েকখানি মাত্র পত্র সংগ্রাহক পাঠাইয়াছেন।

এই গ্রন্থদ্বয় সাদরে গৃহীত হইয়া সংগ্রাহক মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদত্ত হইল।

বগুড়া রায়কালী-শাখা সাহিত্য-সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থিত হওয়ার জন্য শ্রীযুক্ত বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম, এ, বি, এল শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কুণ্ডু মহাশয়গণ এ সভার পক্ষ হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইলেন।

এই সভার কার্য্যকারিণী সমিতি উত্তরবঙ্গ সম্মিলনের কার্য্যকারিণী সমিতিরূপে গণ্য হইবার পক্ষে কোনও আপত্তি দেখা যায় না। অতঃপর এই সভার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি ঐ সম্মিলনেরও কর্ম্মাদি পরিচালনে নিযুক্ত থাকিবেন।

সময়াভাবে বিজ্ঞাপিত প্রবন্ধ পঠিত হইল না আগামীতে উহা পঠিত হইবে।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী। সম্পাদক।

শ্রীভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী। সভাপতি।

পঞ্চম বর্ষ—দশম মাসিক অধিবেশন।

স্থান—রঙ্গপুর ধর্ম্মসভাগৃহ।

২৭ চৈত্র (১৩১৬), ১০ এপ্রেল (১৯১০) রবিবার অপরাহ্ন ৬ ঘটিকা।

উপস্থিতি।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্যব্যাকরণতীর্থ সভাপতি।

শ্রীযুক্ত বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম্, এ, বি, এল্।
,, জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় গ্রন্থাধিরক্ষক।
,, ললিতমোহন গোস্বামী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ
,, পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ
,, রাসবিহারী ঘোষ মোক্তার
,, শ্রীশচন্দ্র দাস গুপ্ত
,, কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি, এল,

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার এম, এ, বি, এল, পত্রিকা সম্পাদক।
,, অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার সহকারী সম্পাদক।
,, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার
,, হেমচন্দ্র সেন
,, মদনগোপাল নিয়োগী
,, ডাক্তার প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য এল, এম, এস,
,, সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী সম্পাদক ও অন্যান্য।

আলোচ্য বিষয়।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ গ্রহণ। ২। গ্রন্থোপহার-দাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। ৩। সভ্য নির্ব্বাচন। ৪। প্রবন্ধ (ক) শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কুণ্ডু মহাশয়ের "বগুড়ায় বৌদ্ধ যোগী" (খ) শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ মহাশয়ের "আয়ুর্ব্বেদের অবনতির কারণ ও তাহার প্রতিকারের উপায়"। ৫। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার লাহিড়ী মহাশয়ের সংগৃহীত কয়েকখানি প্রাচীন পুঁথি ও অন্যান্য। ৬। পঞ্চম সাংবৎসরিক অধিবেশনের সময়াদি নিরূপণ ৭। বিবিধ।

নির্দ্ধারণ।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ যথারীতি গৃহীত ও স্বাক্ষরিত হইল।

২। সভার গ্রন্থাগারে উপহৃত নিম্নলিখিত গ্রন্থ সাদরে গৃহীত হইয়া উপহার দাতাকে ধন্যবাদ প্রদত্ত হইল।

গ্রন্থের নাম।	উপহার দাতার নাম।
গৌড়ের ইতিহাস (২য় খণ্ড)	শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মালদহ।

৩। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন,—

সভ্যের নাম।	প্রস্তাবক।	সমর্থক।
শ্রীনবীনচন্দ্র রায় খাপ, রঙ্গপুর।	শ্রীরাসবিহারী ঘোষ	শ্রীজগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়
শ্রীধীরচন্দ্র বসুনীয়া উকীল তুফানগঞ্জ, কুচবিহার।	শ্রীপঞ্চানন সরকার	শ্রীউপেন্দ্রনাথ সরকার
শ্রীআমির উল্যা আহাম্মদ উকীল তুফান গঞ্জ, কুচবিহার	ঐ	ঐ

৪। শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় পূর্ব্বে বিজ্ঞাপিত এবং সময়াভাবে অপঠিত শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিপিনচন্দ্র কাব্যরত্ন মহাশয়ের "উমামহেশ্বর বা বাভ্রবীকায়া" প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ মহাশয় তাঁহার স্বরচিত আয়ুর্ব্বেদের অবনতির কারণ ও তাহার প্রতিকারের উপায় প্রবন্ধ অতঃপর পাঠ করিলেন।

এই প্রবন্ধদ্বয় সম্বন্ধে উপস্থিত সভ্যগণের মধ্যে কেহ কোনও আলোচনা করিলেন না। অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, প্রথম পঠিত প্রবন্ধের দ্বারা বাভ্রবী কায়া বা উমামহেশ্বর সম্বন্ধে সকল তথ্য সঙ্কলিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না; এতৎসম্বন্ধে আরও আলোচনা হওয়া আবশ্যক। দ্বিতীয় প্রবন্ধ সম্বন্ধে লেখককে উৎসাহিত করিয়া তিনি বলিলেন যে, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের উন্নতি কল্পে সকলেরই চেষ্টা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এই বিষয়ে আয়ুর্ব্বেদ

ব্যবসায়িগণ চেষ্টা করিলে ফল লাভের অধিক সম্ভাবনা। লেখক এতৎসম্বন্ধে সময়ে সময়ে আলোচনা করিলে সভা বিশেষ উপকৃত হইবেন। পঠিত প্রবন্ধের ভাষা ও নির্ব্বাচন সুন্দর হইয়াছে।

৫। শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন যে শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার লাহিড়ী মহাশয়ের উপহৃত প্রাচীন পুঁথিগুলির পরিচয় এখনও সম্যক্ উদ্ধৃত হয় নাই। ঐ পুঁথি গুলি নিতান্ত অবিন্যস্ত ভাবে পাওয়া গিয়াছে। বহুকষ্টে নিম্নলিখিত পুঁথি কয়েক খানির উদ্ধার করিয়াছেন তিনি সভ্যগণকে তাহা প্রদর্শন করিলেন,—

(১)	প্রেমামৃত মহাস্তোত্র নকলের তারিখ ১১৩১	শ্রীভগবৎকৃষ্ণ চৈতন্য বিরচিত গোকুলদাস কৃত প্রতিলিপি।
(২)	প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা	নরোত্তম দাস রচিত।
(৩)	গৌরগণ দেব দীপিকা	১৪৯৮ শাকে কবি কর্ণপূর গোস্বামী রচিত, ১৭৩৩ শাকে পতিতপাবন শর্ম্মার প্রতিলিপি।
(৪)	শ্রীব্রহ্মগীতা	১১৮৯ সালের প্রতিলিপি।

শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ মহাশয়ের উপহৃত একটি প্রাচীন রৌপ্য মুদ্রা প্রদর্শিত হইয়া তাহার পাঠোদ্ধারের ভার এই সভার বিশেষ সভ্য শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম, কলিকাতা, মহাশয়ের উপরে অর্পিত হইল। উদ্ধৃত পাঠ সভার অন্য অধিবেশনে বিজ্ঞাপিত হইবে।

৬। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বার্ষিক অধিবেশন যে সময়ে সম্পন্ন হইয়াছে মূল সভার অভিমত লইয়া সেই সময়ে কোনও সুবিধা জনক দিনে আহ্বান করাই এ সভার অভিমত।

এই সকল কার্য্যান্তে রজনী প্রায় সাড়ে আট ঘটিকার সময় সভার কার্য্য শেষ হয়।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী—সম্পাদক। শ্রীশরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—সভাপতি।

পঞ্চম বর্ষ—একাদশ মাসিক অধিবেশন।

রবিবার, ২৫ বৈশাখ (১৩১৭) ৮ মে (১৯১০)

স্থান—সভার কার্য্যালয় ধর্ম্মসভা-গৃহ সময় অপরাহ্ন ৫॥টা

উপস্থিতি।

শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এল বাহাদুর সভাপতি।

শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি, এল

" পণ্ডিত ললিতমোহন গোস্বামী কাব্য-ব্যাকরণ পুরাণতীর্থ সহঃ পত্রিকা সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ লাহিড়ী উকিল

" জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় গ্রন্থাদি রক্ষক।

শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কুণ্ডু সহকারী পত্রিকা সম্পাদক।
" অতুলচন্দ্র গুপ্ত এম, এ, বি, এল
" অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার সহঃ সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার এম, এ, বি, এল, পত্রিকা সম্পাদক।
" মদনগোপাল নিয়োগী
" সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী সম্পাদক ও অন্যান্য।

আলোচ্য বিষয়।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ গ্রহণ। ২। সভা নির্ব্বাচন। ৩। গ্রন্থোপহার-দাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। ৪। প্রবন্ধ (ক) শ্রীযুক্ত কুমুদবিহারী রায় মহাশয়ের "মুগার চাষ" (খ) শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস মহাশয়ের জীমূতবাহন। ৫। প্রদর্শন—(১) শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কুণ্ডু মহাশয়ের সংগৃহীত বগুড়ার সাধক কবি স্বর্গীয় গোবিন্দচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের "সঙ্গীত পুষ্পাঞ্জলি" নামক অপ্রকাশিত সাধন সঙ্গীতের প্রতিলিপি (২) শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ মহাশয়ের সংগৃহীত একটি রৌপ্য মুদ্রা ও ১১৪৬ সালে নির্ম্মিত মাওডাঙ্গার ভূম্যধিকারী ৺গৌরীপ্রসাদ বক্সী মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরের আলোক চিত্র। ৬। এই সভার অনুগত বেলপুকুর পল্লী-সাহিত্য-পরিষৎ-স্থাপন সংবাদ। ৭। বিবিধ।

নির্দ্ধারণ।—

শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি, এল, মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার সহকারী সম্পাদক মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্ব্ব সম্মতিতে শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর বি, এল, সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন।

সভাপতি মহাশয় স্বয়ং প্রস্তাব করিলেন যে, বিগত ২৩ বৈশাখ (১৩১৭) ৬ মে (১৯১০) শুক্রবার রজনী ১১টা ৪৫ মিনিটের সময় (লণ্ডন সময়) ভারতেশ্বর সম্রাট সপ্তম এড্ওয়ার্ডের মৃত্যু সংবাদে এই সভা গভীর শোকাভিভূত হইয়া প্রার্থনা করিতেছেন যে, শোক-প্রাপ্ত রাজপরিবারকে ভগবান শান্তি এবং স্বর্গীয় সম্রাটের আত্মার সদ্গতি বিধান করুন।

স্বর্গীয় সম্রাটের মৃত আত্মার প্রতি-ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শনার্থ এই সভার বিজ্ঞাপিত অন্যান্য কার্য্য স্থগিত এবং অদ্যকার এই সভার নির্দ্ধারণের প্রতিলিপি এক খণ্ড পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম গবর্ণমেণ্ট ও আর একখণ্ড জেলার কালেক্টর বাহাদুরের নিকটে প্রেরিত হউক।

তাঁহার এই প্রস্তাব সসম্মানে ও সর্ব্ব সম্মতিতে গৃহীত ও সভার অন্যান্য কার্য্য অদ্যকার জন্ম স্থগিত রাখা হইল। ইতি—

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী
সম্পাদক।

শ্রীশরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সভাপতি।

পঞ্চম বর্ষ—স্থগিত একাদশ মাসিক অধিবেশন।

রবিবার ১লা জ্যৈষ্ঠ, (১৩১৭) ১৫ মে (১৯১০)

সময় অপরাহ্ন ৫টা

স্থান, সভার কার্য্যালয় রঙ্গপুর ধর্ম্মসভা-গৃহ।

উপস্থিতি।

শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর বি, এল সভাপতি।

শ্রীযুক্ত বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম, এ, বি, এল
,, কবিরাজ কন্দর্পেশ্বর গুপ্ত কবিরত্ন
,, গণেন্দ্রনাথ পাণ্ডিত
,, হরগোপাল দাসকুণ্ডু সং: পত্রিকা সম্পাদক।
,, পণ্ডিত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ললিতমোহন গোস্বামী
কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ
,, মথুরানাথ দে মোক্তার
,, লোকনাথ দত্ত
সব ম্যানেজার বামণডাঙ্গা, বড় তরফ
,, সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী
সম্পাদক।
ও অন্যান্য।

আলোচ্য বিষয়।

১। গত একাদশ মাসিক অধিবেশনের বিজ্ঞাপিত বিষয়গুলি। ২। কুচবিহারাধিপতি শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর জি, সি, আই, ই, সি, বি, এ, ডি, সি মহোদয়ের এই সভার পরিপোষকত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক এক কালীন পাঁচ শত টাকা দান হেতু সভার পক্ষ হইতে তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৩। ষষ্ঠ সাংবৎসরিক অধিবেশনের দিনাদির অবধারণ। ৪। বিবিধ। শ্রীযুক্ত বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম, এ, বি, এল মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত মথুরানাথ দে মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্ব্ব সম্মতিতে শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর বি, এল সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন।

নির্দ্ধারণ।

১। বিগত দশম ও একাদশ মাসিক অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ যথারীতি গৃহীত ও স্বাক্ষরিত হইল।

২। ধন্যবাদ পুরঃসর নিম্ন লিখিত গ্রন্থ উপহাররূপে গৃহীত হইল ;—

গ্রন্থের নাম।	উপহার দাতার নাম।
অশ্রুহার (কাব্য)	শ্রীসতীশচন্দ্র বসু।
কলাপসার ব্যাকরণ, প্রথমভাগ	শ্রীশরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
সংক্রামক রোগ নিবারণের উপায় এবং কূপ শোধনের বিধি	শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী।

৩। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন,—

নির্ব্বাচিত সভ্যের নাম।	প্রস্তাবক।	সমর্থক।
শ্রীযুক্ত তিলকচাঁদ ওশয়াল মোঃ হাজারী, শ্যামগঞ্জ পোঃ রঙ্গপুর।	শ্রীবসন্তকুমার লাহিড়ী সম্পাদক বেলপুকুর পল্লীপরিষৎ	শ্রীহরগোপাল দাসকুণ্ডু
,, জগচ্চন্দ্র পাল ডাক্তার নিলফামারী পোষ্ট, রঙ্গপুর।	ঐ	ঐ
,, হরিমোহন বসু শিক্ষক। হাজারী স্কুল, শ্যামগঞ্জ পোঃ রঙ্গপুর।	ঐ	ঐ
,, বছির উদ্দীন চৌধুরী চড়াই খোলাগ্রাম, দরয়ানী পোঃ রঙ্গপুর।	ঐ	ঐ ঐ
,, রজনীকান্ত সরকার বি, এল উকীল নিলফামারী রঙ্গপুর।	ঐ	ঐ
,, কুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী কবিরাজ নিলফামারী রঙ্গপুর।	ঐ	ঐ
,, প্রমথভূষণ বাগ্‌চী নিলফামারী রঙ্গপুর।	ঐ	ঐ
,, জসরুদ্দীন সরকার হাজারী বেলপুকুর, শ্যামগঞ্জ পোঃ রঙ্গপুর।	ঐ	ঐ
,, দুর্গাচরণ দত্ত হাজারী, শ্যামগঞ্জ পোঃ রঙ্গপুর।	ঐ	ঐ
,, তারিণীকান্ত ভট্টাচার্য্য হাজারী বেলপুকুর, শ্যামগঞ্জ পোঃ রঙ্গপুর।	ঐ	ঐ
,, রাধিকাচরণ দাস তালুকদার বগুলাগাড়ী, শ্যামগঞ্জ পোঃ, রঙ্গপুর।	ঐ	ঐ
,, আদিত্যচন্দ্র চৌধুরী প্রথম শিক্ষক। কাশীরাম স্কুল, বেলপুকুর, শ্যামগঞ্জ পোঃ রঙ্গপুর।	ঐ	ঐ

নির্ব্বাচিত সভ্যের নাম।	প্রস্তাবক	সমর্থক
শ্রীযুক্ত ছখি উদ্দীন আহাম্মদ খাব আলী বেলপুকুর; শ্যামগঞ্জ পোষ্ট, রঙ্গপুর।	শ্রীবসন্ত কুমার লাহিড়ী সম্পাদক বেলপুকুর পল্লীপরিষৎ।	শ্রীহরগোপাল দাস কুণ্ডু।
,, হেমচন্দ্র সান্ন্যাল জমিদার বেলপুকুর শ্যামগঞ্জ পোষ্ট, রঙ্গপুর।		
,, রাখালচন্দ্র সিংহ সব্ আসিষ্টেণ্ট সার্জ্জন সৈয়দপুর পোষ্ট, রঙ্গপুর।	ঐ	ঐ
,, হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ষ্টেসন মাষ্টার দরয়ানী পোষ্ট, রঙ্গপুর।	ঐ	ঐ
,, শিশুকুমার সমাদ্দার প্রধান শিক্ষক। হাজারী স্কুল, শ্যামগঞ্জ পোষ্ট রঙ্গপুর।	ঐ	ঐ
,, গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এল্ উকীল নিলফামারী, রঙ্গপুর।	শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী	সম্পাদক।
,, ভূপেন্দ্র নাথ বাগ্‌চা রায়পুর সি, পি	ঐ	ঐ

৪। শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস মহাশয়ের জীমূতবাহন-প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় পাঠ করিলেন।

দায়ভাগ-রচয়িতা জীমূতবাহনের জীবনী আলোচনা করিয়া শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস মহাশয় বঙ্গীয় পণ্ডিত সমাজের গৌরব ঘোষণা করিয়াছেন। এতৎ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা বাঞ্ছনীয়, অপর কেহ কোনও মন্তব্য প্রকাশ না করায় সভাপতি মহাশয় এইরূপ বলিলেন।

সময়াভাবে শ্রীযুক্ত কুমুদবিহারী রায় মহাশয়ের "মুগার চাষ" সম্বন্ধে প্রবন্ধের সার সম্পাদক মহাশয় কর্ত্তৃক বিজ্ঞাপিত হইলে উহা পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল। রায়মহাশয়ের প্রেরিত মুগাসূত্র সভায় প্রদর্শিত হইল। স্থানীয় শিল্পাদি-সম্পর্কীয় এরূপ প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনার দ্বারা সভার কার্য্যকারিতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই, সম্পাদক মহাশয় এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিলেন।———

৫। নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি প্রদর্শিত ও সংগ্রাহক বর্গকে ধন্যবাদ প্রদত্ত হইল;

(১) নাওডাঙ্গার ১১৯৬ সালে স্বর্গীয় গৌরীপ্রসাদ বক্সী মহাশয় কর্ত্তৃক নির্ম্মিত শিব-মন্দিরের আলোক চিত্র (সংগ্রাহক শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ মহাশয় কর্ত্তৃক উপহৃত)

(২) একটী পারশিক লিপিযুক্ত রৌপ্যমুদ্রা (পাঠোদ্ধৃত হইলে পরে বিজ্ঞাপিত করা যাইবে) সংগ্রাহক—শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ।

(৩) বগুড়ার সর্ব্বজন-পরিচিত সাধক-ভক্ত কবি গোবিন্দচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের অপ্রকাশিত সঙ্গীত-পুষ্পাঞ্জলির পাণ্ডুলিপি সংগ্রাহক শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কুণ্ডু।

৬। বিগত ২৭ বৈশাখ, শনিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময়ে নিলফামারী মহকুমায় বেলপুকুর হাজারী নামক স্থানে এই সভার অনুগত—"বেলপুকুর পল্লীপরিষৎ" নামধেয় প্রথম গ্রাম্য-সাহিত্য-সমিতির প্রতিষ্ঠার সংবাদ ঘোষণা করিয়া বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার লাহিড়ী মহাশয় ঐ পল্লী পরিষদের সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। প্রথম অধিবেশন দিবসেই সভায় প্রায় বিংশতি জন সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এই সভার সভ্যগণের অদম্য উৎসাহে রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদের আরব্ধ কার্য্য অনেক অগ্রসর হইবে আশা করা যায়। রঙ্গপুরের অন্যান্য মহকুমাতেও এই প্রকার এক একটি অনুগত শাখা-সভা স্থাপন করিলে এই সভার কর্ম্মক্ষেত্রের বৃদ্ধি ও স্থানীয় বহুতথ্য অবগত হওয়ার পক্ষে বিশেষ সুযোগ হইবে। সম্পাদক-সহ বেলপুকুর-পল্লী-পরিষৎ স্থাপনের উদ্যোক্তৃবর্গকে সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ প্রদানের সম্পাদক মহাশয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাব শ্রীযুক্ত বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম, এ বি, এল মহাশয় কর্ত্তৃক সমর্থিত হইয়া সানন্দে গৃহীত হইল। ঐ পল্লী-পরিষদের সংক্ষিপ্ত কার্য্য-বিবরণাদি ঐ সভার বার্ষিক কার্য্য-বিবরণের সহিত অতঃপর মুদ্রিত হইবে।

৭। স্বাধীন কুচ বিহারাধিপতি মহারাজা শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্র নারায়ণ ভূপ বাহাদুর জি, সি, আই; এ, ডি, সি; সি, বি, মহোদয়ের এ সভায় এক কালীন পাঁচশত টাকা চাঁদা প্রদান পূর্ব্বক আজীবন সভ্যপদ সহ পরিপোষকত্ব গ্রহণ সম্মতি জ্ঞাপন সংবাদ সম্পাদক মহাশয় কর্ত্তৃক সানন্দে বিজ্ঞাপিত হইলে, শ্রীযুক্ত বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এ, ম, এ, বি, এল, মহোদয় বলিলেন যে, কুচবিহারাধিপগণের মধ্যে মহারাজা নরেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর প্রথম ইংরেজী শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া রাজ্য মধ্যে তাহার সুফল বিতরণের পূর্ব্বেই অকালে স্বর্গগামী হন। বর্ত্তমান ভূপ বাহাদুর এই বিদেশীয় ভাষায় রাজ্যলাভের পূর্ব্বে অল্পকাল মধ্যেই আবশ্যকীয় শিক্ষালাভ করিয়া সম্যক ব্যুৎপত্তিলাভের নিমিত্ত ইংলণ্ডে গমন করেন। তথায় তিনি প্রকৃত শিক্ষালাভ করিয়া তাহার সার্থকতা স্বীয়রাজ্য মধ্যে অচিরকাল মধ্যেই প্রদর্শন করিয়াছেন ভারতীয় কোনও স্বাধীন রাজ্যে উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা যখন হয় নাই প্রকৃত শিক্ষানুযায়ী মহারাজা শ্রীল শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্র নারায়ণ ভূপ বাহাদুর তখন তাঁহার রাজ্যে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে "ভিক্টোরিয়া কলেজ" স্থাপনা দ্বারা অত্যুন্নতির সূচনা করেন। বার্ষিক চল্লিশ সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে বিনা বেতনে এই কলেজে যাহাতে প্রজাবৃন্দ অধ্যয়ন করিয়া জ্ঞানলাভ করিতে পারে তজ্জন্য এই স্বাধীন নরপতি ভারতের মধ্যে এই উত্তর বঙ্গেই প্রথম অগ্রসর হইয়াছিলেন, ইহা আমাদের কম গৌরবের কথা নহে।

আজ ভূপ বাহাদুরের সেই অকৃত্রিম শিক্ষানুরাগের ফলভোগ কত দরিদ্র সন্তান যে করিতেছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তাহার রাজ্য-সন্নিহিত এই রঙ্গপুরের ৪৬ জন ব্যবহার-জীবীর মধ্যে ২০ জন মহারাজার প্রতিষ্ঠিত ভিক্টোরিয়া কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া

জীবিকা অর্জ্জন পূর্ব্বক তাঁহার এই অতুলনীয় কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। কেবল রঙ্গপুর নহে, পূর্ব্ববঙ্গে এমন কোনও জেলা নাই, যাহার ব্যবহার-জীবিগণের মধ্যে অর্দ্ধেক পরিমাণ মহারাজা ভূপ বাহাদুরের কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হয় নাই। তাঁহার আদর্শ বিদ্যালয়ে প্রতি-বর্ষে এক সহস্র টাকার পুরস্কার বিতরণ হইয়া থাকে। রাজগণ মধ্যে বিদ্যা-চর্চ্চার নিমিত্ত ইনি একটি সুবৃহৎ ছাত্রাবাস প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে অবস্থান পূর্ব্বক তাহারা বিনা ব্যয়ে বিদ্যালয়ে ও কলেজে অধ্যয়নাদি করিতেছে। যেখানেই ইনি প্রতিভার স্ফুরণ দেখেন, সেইখানেই স্বীয় অমানুষিক সহানুভূতি প্রসারিত করিয়া যথোপযুক্তরূপে উৎসাহিত করিয়া থাকেন। দেশপূজ্য পণ্ডিতাগ্রগণ্য অধ্যাপকবর শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহোদয়ের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ইঁহারই আনুকূল্যে সমগ্র পৃথিবীতে পরিচয় লাভ করিয়া ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। মহারাজার সম্পূর্ণ ব্যয়ে শীল মহোদয় ইটালী দেশের ভুবনবিখ্যাত প্রাচ্য-সাহিত্যের মহাসম্মিলনীতে (Oriental Congress, Italy) যোগদান করিয়া সংস্কৃত সাহিত্যকে শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত করিয়া আসিবার অবকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আজও বর্ষে বর্ষে রাজ্যমধ্য হইতে প্রতিভা-সম্পন্ন ছাত্র জ্ঞানাহরণের নিমিত্ত রাজব্যয়ে বিদেশে প্রেরিত হইতেছে। মহারাজা ভূপ বাহাদুরের শিকার পরিচয় তাঁহার স্বরচিত ইংরেজী ভাষায় রচিত শিকার-কাহিনীতে পরিস্ফুট হইয়াছে। এরূপ উপাদেয় গ্রন্থ ইংরেজী ভাষায় ইহার পূর্ব্বে আর কেহই রচনা করিতে পারেন নাই বলিয়া, জগতে সর্ব্বত্র উহা সমাদৃত হইয়াছে। ইনি স্বীয় কৃতিত্বের দ্বারা জগতের যাবতীয় সাহিত্য-সমিতির সদস্যের সম্মানার্হ পদ লাভ করিয়াছেন। এই সাহিত্য পরিষদের মূল সভার প্রথম আজীবন সভ্যপদ তিনিই গ্রহণ করিয়াছিলেন। এরূপভাবে শিক্ষানুরাগের পরিচয় অতি অল্পসংখ্যক ভূপতিই এ পর্য্যন্ত দিয়াছেন। এরূপ বিদ্যোৎসাহী নরপতি তাঁহার গৃহসীমা মধ্যে, এমন কি একরূপ রাজ্য-মধ্যেই স্থাপিত উত্তরবঙ্গের গৌরব রক্ষায় ব্রতী এই সাহিত্য-সভার কর্ণধার না হইয়া কি থাকিতে পারেন?

বলা বাহুল্য রঙ্গপুরের বিস্তৃত জমিদারী মহারাজার অধীনেই রহিয়াছে। ইহা তাঁহার উপযুক্ত কার্য্যই হইয়াছে। তাঁহার নিকটে আমাদিগের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার ভাষা কিছুই নাই। তিনি আমাদিগকে হস্তধারণপূর্ব্বক চালনা করিবেন, ইহাই আমাদিগের ঐকান্তিক প্রার্থনা। পরিশেষে মহারাজা ভূপ বাহাদুরকে সভার আজীবন সভ্য ও পরিপোষকরূপে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত আমি সানন্দে প্রস্তাব করিতেছি। অতঃপর সম্পাদক মহাশয় বলি-লেন যে, কুচবিহারাধিপগণের বিদ্যোৎসাহিতা চিরবিদিত। যে রাজ্য হইতে পণ্ডিতাগ্রগণ্য পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ প্রয়োগ-রত্নমালা রচনা করিয়া, সংস্কৃত সাহিত্যের নবযুগ আনয়ন করিয়াছেন—যে রাজবংশে আশ্রয় লাভ করিয়া, পরমভাগবত শঙ্কর ও মাধব দেব ভক্তিরসে উত্তরবঙ্গ ও আসাম প্রদেশ পরিপ্লাবিত করিয়াছেন—আর যে সিংহাসনে রাজদণ্ড হস্তে ধরিয়া বাণী-সেবা-পরায়ণ মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের পদ্যময়ী ব্যাখ্যা ও

অন্যান্য বহু গ্রন্থ রচনা দ্বারা চিরগৌরব-ভূষিত হইয়াছেন, সেই বংশোচিত গুণসম্পন্ন মহারাজা শ্রীল শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর কেননা বাণীর চির-সেবক হইয়া আশীর্ম্মাল্য মস্তকে ধারণ করিবেন? উত্তরবঙ্গের তিনি মেরুদণ্ড-স্বরূপ, তাঁহাকে লাভ করিয়া উত্তরবঙ্গ গৌরবে স্ফীত। রঙ্গপুরের এই সাহিত্য পরিষৎ, যাহা সাহিত্যালোচনায় উত্তরবঙ্গের কেন্দ্রস্থান অধিকার করিয়াছে, এতদিন যে তাঁহাকে ধরিতে পারে নাই ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। সম্ভবতঃ ভূপ বাহাদুর অপ্রকাশ্যে ইহার কর্ম্মপ্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। যে মুহূর্ত্তে প্রকৃত কর্ম্ম-পরিচয় পাইয়াছেন, সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার সদা সাহিত্যসেবারত হস্ত প্রসারিত করিয়া, ইহাকে অভয় প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার আশ্রয়ে এই পরিষৎ ক্রমপুষ্ট হইয়া একদিন সমগ্র জগতে প্রতিষ্ঠালাভ করিবে। ইহা আর এক্ষণে দুরাশা নহে। পূর্ব্ববক্তা যথার্থই বলিয়াছেন, তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা নাই। অতি মহতের অযাচিত দয়ার প্রতিদান কথায় হইতে পারে না। উত্তরবঙ্গীয় দীন-সাহিত্যিকগণের পক্ষ হইতে এই পরিষৎ তাঁহার নিকটে চির পরিচালনা-প্রার্থী হইয়াছে, তিনি দয়া করিয়া তাঁহার কর্ম্মবহুল জীবনের কোনও অংশে এই পরিষদেরও জন্য যেন একটু স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। ইত্যাদি বলিয়া তিনি শ্রীযুক্ত বিধুরঞ্জন লাহিড়ী মহাশয়ের প্রস্তাব অন্তরের সহিত সমর্থন করিলেন।

সভাস্থ সকলেই সসম্মানে ও সর্ব্বসম্মতিতে মহারাজা ভূপ বাহাদুরকে সভার আজীবন সভ্য ও পরিপোষকরূপে গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করিলে, তিনি এই সভার আজীবন সভ্য ও পরিপোষকরূপে গৃহীত হইলেন।

৮। পঞ্চম সাংবৎসরিক অধিবেশনের দিন নির্ণয় করিয়া কার্য্যারম্ভ ও মূল সভা হইতে প্রতিনিধি আহ্বান করা আবশ্যক, এই কথা সম্পাদক মহাশয় উত্থাপন করিলে স্থির হইল যে, আগামী ৩রা আষাঢ় দশহরার অবকাশে অথবা আষাঢ় মাস মধ্যে অন্য কোনও সুবিধাজনক দিনে মূল সভার মত জানিয়া কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি ঐ অধিবেশনের দিন স্থির করিয়া অন্যান্য যাবতীয় ব্যবস্থাদি করেন।

ভারত সম্রাট্ সপ্তম এড্‌ওয়ার্ডের পরলোক গমনে এ সভার পক্ষ হইতে যে শোক প্রকাশক লিপি প্রেরিত হইয়াছিল, তদুত্তরে পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে তাঁহার সহকারী সচিব এবং বিভাগীয় কমিশনার সাহেব বাহাদুরের তরফ হইতে জেলার সুযোগ্য কালেক্টর সাহেব বাহাদুর যে প্রত্যুত্তর দিয়াছেন তাহা সভায় পঠিত হইল।

অনন্তর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানের পর রজনী প্রায় আট ঘটিকার সময় সভার কার্য্য শেষ হয়।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী

সম্পাদক। সভাপতি।

পরিশিষ্ট।

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার চতুর্থ ভাগের

চিত্রসূচী।